Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫/৬/৭৫

নবম খণ্ড

ঋগ্বেদীয়

ঐতরেয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার বি, এ,

দেব-সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩৪৪।

All Rights Reserved.

মূল্য—১৲ টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণানুক্রমে মন্ত্রসূচী

বাক্য।		অধ্যায়। খণ্ড। মন্ত্র।
অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা	...	১।২।৪
আত্মা বা ইদমেক	..	১।১।১
এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র	...	৩।১।৩
কোঽয়মাত্মেতি	...	৩।১।১
তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষৎ	...	১।৩।৫
তচ্ছিশ্নেনা	...	১।৩।৯
তচ্ছ্রোত্রেণা	...	১।৩।৬
তৎত্বচা	...	১।৩।৭
তৎপ্রাণেনা	...	১।৩।৪
তৎস্ত্রিয়া আত্মভূয়ম্	...	২।১।২
তদপানেনা	...	১।৩।১০
তদ্বক্তমৃষিণা	...	২।১।৫
তদেনদধিসৃষ্টম্	...	১।৩।৩
তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ	...	১।৩।৮
তমভ্যতপৎ	...	১।১।৪
তমশনায়া-পিপাসে	...	১।২।৫
তস্মাদিদন্দ্রো	...	১।৩।১৪
কা এতা দেবতাঃ	...	১।২।১
তাভ্যো গামানয়ৎ	...	১।২।৩
তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ	...	১।২।২
পুরুষে হবা অয়ম্	...	২।১।১
যদেতদ্ধৃদয়ম্	...	৩।১।২
স ইমাঁল্লোকানসৃজত	...	১।১।২
স ঈক্ষত কথং ন্বিদম্	...	১।৩।১১
স ঈক্ষতেমে নু লোকাঃ		১।১।৩
স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ		১।৩।১
স এতমেব সীমানম্	...	১।৩।১২
স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনা	...	৩।১।৪
স এবং বিদ্বানস্মা	...	২।১।৬
স জাতো ভূতান্যভি	...	১।৩।১৩
স ভাবয়িত্রী	...	২।১।৩
সোঽপোঽভ্যতপৎ	...	১।৩।২
সোঽস্যায়মাত্মা	...	২।১।৪

মন্ত্রসূচী সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐতরেয়োপনিষদের বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

বিষয় খণ্ড। মন্ত্র

১। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় আত্মার অস্তিত্ব, এবং সেই আত্মার (ব্রহ্মের) লোকসৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা ... ১।১

২। লোকসিসৃক্ষু ব্রহ্মকর্ত্তৃক অম্ভঃ ও মরীচি প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ লোকের সৃষ্টি ... ১।২

৩। পুনর্ব্বার লোকপালসৃষ্টিবিষয়ে ঈক্ষণ ও জল হইতে পুরুষ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ... ১।৩

৪। উক্ত পুরুষবিষয়ে ঈশ্বরের চিন্তা, এবং তদীয় চিন্তার ফলে ইন্দ্রিয় এবং তাহার অধিষ্ঠান (গোলক) ও দেবতাগণের উৎপত্তি ১।৪

৫। সৃষ্ট দেবতাগণের ক্ষুধা-পিপাসাযোগ ও ভোগায়তন প্রার্থনা ২।১

৬। পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সেই দেবতাগণের নিকট ভোগায়তনরূপে গো-অশ্বাদি দেহ উপস্থাপন ও দেবতাগণ কর্ত্তৃক তাহা প্রত্যাখ্যান ২।৩

৭। অবশেষে মনুষ্যমূর্ত্তি দর্শনে আনন্দপ্রকাশ এবং পরমেশ্বরকর্ত্তৃক তন্মধ্যে প্রবেশের আদেশ ... ... ২।৩

৮। মুখাদি ইন্দ্রিয়স্থানে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার প্রবেশ ২।৪

৯। পরমেশ্বরের নিকট ক্ষুধা ও পিপাসা কর্ত্তৃক ভোগ্যপ্রার্থনা এবং তদ্বিষয়ে ঈশ্বরকৃত ব্যবস্থা ... ২।৫

১০। লোক ও লোকপালদিগের অন্নসৃষ্টি-বিষয়ে পরমেশ্বরের আলোচনা এবং পঞ্চভূত হইতে অন্নসমুৎপাদন ও ভক্ষকদর্শনে অন্নের পলায়নোদ্যম ... ... ৩।১—৩

১১। পলায়মান অন্নকে ধরিবার জন্য দেবতাগণের বাক্‌প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা গ্রহণের চেষ্টা ও নিষ্ফলতা; এবং অবশেষে অপানবায়ুর সাহায্যে গ্রহণ ... ৩।৪—১০

১২। পরমেশ্বরের উক্ত দেহমধ্যে আত্মপ্রবেশের আবশ্যকতা চিন্তা ও প্রবেশের পথনিরূপণ এবং মূর্দ্ধসীমা-পথে দেহমধ্যে প্রবেশ ৩।১১—১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩। জীবরূপে দেহপ্রবিষ্ট পরমেশ্বর সমস্ত ভূতবর্গ অবগত হইলেন এবং আপনাকেই ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়া ব্রহ্মের 'ইদন্দ্র' 'ইন্দ্র'নাম নির্ব্বাচন করিলেন। ... ... ৩। ১৩—১৪

সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর অপর কোনও বস্তুর সাহায্য না লইয়াই স্বীয় শক্তিবলে আকাশাদিক্রমে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টির পর স্বাত্মোপলব্ধির জন্য নিজেই প্রাণিশরীরে প্রবেশ করিলেন ; প্রবেশ করিয়া তিনি 'ইদং ব্রহ্মাস্মি' রূপে যথাযথভাবে আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনিই সর্ব্বশরীরে এক অদ্বিতীয় আত্মা, তদ্ভিন্ন আর কিছু নাই। এই সমুদয় বিষয় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ভোগশেষে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর্ম্মী পুরুষের জন্মক্রম ও তাহার বিবরণ ... ... ১। ১—৩

২। মুমূর্ষু কর্ত্তৃক পুত্রকে আত্মপ্রতিনিধিরূপে স্থাপন এবং জন্মান্তর-গ্রহণের উদ্যম ... ... ২। ১। ৪

৩। গর্ভমধ্যে অবস্থিত বামনদেব ঋষির তত্ত্বজ্ঞানলাভ-কীর্ত্তন, এবং তত্ত্বদর্শীর দেহান্তে অমৃতত্ত্বপ্রাপ্তি-কথন ... ১। ৫—৬

তৃতীয় অধ্যায়

১। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঋষিগণের উপাস্য আত্মার স্বরূপনিরূপণার্থ পরস্পর জিজ্ঞাসা ও বিচার প্রবৃত্তি ... ১। ১

২। আত্মার জ্ঞানসাধন হৃদয় ও মনের একত্বপ্রতিপাদন এবং সংজ্ঞান, আজ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলির প্রজ্ঞানাত্মকতা-প্রদর্শন ... ... ১। ২

৩। প্রজ্ঞানরূপী ব্রহ্মের উপাধিযোগে ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ রূপভেদ প্রদর্শন ... ... ১। ৩

৪। প্রজ্ঞাপ্রভাবে জীবের ইহলোক ত্যাগের পর পূর্ণকামত্ব ও অমৃতত্ত্বলাভ-কথন ... ... ১। ৪

বিষয়-সূচী সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐতরেয়োপনিষদ্

শান্তিপাঠঃ

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অথ শান্তিমন্ত্রার্থঃ। [অস্মিন্ উপনিষৎপাঠে প্রবৃত্তস্য] মে (মম) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) মনসি প্রতিষ্ঠিতা (মনোবৃত্ত্যনুগুণত্বেন অবস্থিতা) [ভবতু]। তথা মে (মম) মনঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতং [ভবতু], (উপনিষৎপাঠে, তদর্থাবধারণে চ মম বাঙ্‌মনসে পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রে ভবতাম্ ইতি ভাবঃ)।

আবিঃ (স্বপ্রকাশম্ আত্ম-চৈতন্যম্); হে আবিঃ (চৈতন্যরূপিন্ আত্মন্) [ত্বং] মে (মদর্থং) আবীঃ (আবিঃ—আবির্ভূতম্) এধি (ভব)। [হে বাঙ্মনসে] [যুবাম্] মে (মদর্থং) বেদস্য আণী (আনয়ন-সমর্থে) স্থঃ (ভবতম্)। [হে মনঃ, ত্বং], মে (মম) শ্রুতং (শ্রবণেন অবগতং গ্রন্থং তদর্থজাতঞ্চ) মা প্রহাসীঃ (ন পরিত্যজ—তন্মে বিস্মৃতং মা ভূদিত্যর্থঃ)। অনেন অধীতেন (গ্রন্থেন তদর্থেন চ, অধ্যয়নেন বা) অহোরাত্রান্ (দিবারাত্রং) সন্দধামি (সংযোজয়ামি, অধ্যয়নেনৈব দিবারাত্রম্ অতিবাহয়েয়ম্)। ঋতং (বাচিকং সত্যং) বদিষ্যামি ; সত্যং (মানসং সত্যং) বদিষ্যামি (পাঠকালে মনসা সত্যমর্থং সঙ্কল্প্য বাচাপি তথৈব অভিলপামি ইতি ভাবঃ)। তৎ (ময়া বক্ষ্যমাণং ব্রহ্ম) মাং (শিষ্যং) অবতু (মমাধ্যয়নবিঘ্নং বিনিহন্তু); তথা তৎ (ব্রহ্ম) বক্তারং (ব্যাখ্যাতারম্ আচার্য্যং) অবতু (প্রবোধনসামর্থ্য-দানেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালয়তু)। [পুনরপি ফলপ্রাপ্তয়ে প্রার্থয়তে—] মাম্ অবতু (মমাজ্ঞানবিলাসঃ নশ্যতু ইতি ভাবঃ); তথা বক্তারম্ (আচার্য্যমপি) অবতু (আচার্য্যস্যাপি বিদ্যাসম্প্রদানতঃ পরিতোষঃ সম্ভবতু)। ['অবতু বক্তারম্' ইতি পুনরুক্তিঃ অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা] ॥১॥

মূলানুবাদ। [উপনিষৎপাঠকালে] আমার বাগিন্দ্রিয় মনে অবস্থিত হউক, আমার মনও বাগিন্দ্রিয়ে সঙ্গত হউক, অর্থাৎ আমার বাক্য ও মন পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হউক। হে স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য, তুমিও আমার নিকট প্রকটিত হও। হে বাক্য ও মনঃ, তোমরা আমার নিমিত্ত বেদ আনয়ন কর অর্থাৎ বেদগ্রহণ ও তাহার অর্থাবধারণে সমর্থ হও; আমার অধীত গ্রন্থ যেন বিস্মৃত না হয়; আমি যেন এই অধীত গ্রন্থের সহিত দিবারাত্রকে সংযোজিত করিতে পারি, অর্থাৎ দিবারাত্র যেন আমার অধ্যয়নের বিরাম না হয়। আমি সত্য কথা বলিব; আমি সত্য চিন্তা করিব; আমি যে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিব, সেই ব্রহ্ম আমাকে (শিষ্যকে) রক্ষা করুন; তিনি বক্তাকে—আচার্য্যকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন; বক্তাকে রক্ষা করুন।

[এই শান্তি-মন্ত্রটি এই উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ের শেষে পঠিত আছে; অধ্যায়শেষে পঠিত বাক্যের শেষাংশের দ্বিরুক্তি করিতে হয়; এইজন্য 'অবতু বক্তারম্' বাক্যটি দুইবার পঠিত হইয়াছে]॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্‌ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডান্তর্গত-দ্বিতীয়ারণ্যকস্থা

ঐতরেয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা

(প্রথমাধ্যায়ে—প্রথমঃ খণ্ডঃ)

আভাষভাষ্যম্।—ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ পরিসমাপ্তং কর্ম্ম সহাপর-ব্রহ্মবিষয়বিজ্ঞানেন। সৈষা কর্ম্মণো জ্ঞানসহিতস্য পরা গতিরুক্থবিজ্ঞানদ্বারেণোপসংহৃতা। এতৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাণাখ্যম্। এষ একো দেবঃ। এতস্যৈব প্রাণস্য সর্ব্বে দেবা বিভূতয়ঃ। এতস্য প্রাণস্যাত্মভাবং গচ্ছন্ দেবতা অপ্যেতীত্যুক্তম্। সোঽয়ং দেবতাপ্যয়লক্ষণঃ পরঃ পুরুষার্থঃ; এষ মোক্ষঃ। স চায়ং যথোক্তেন জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়েন সাধনেন প্রাপ্তব্যঃ, নাতঃ পরমস্তীত্যেকে প্রতিপন্নাঃ। তান্ নিরাচিকীর্ষুরুত্তরং কেবলাত্মজ্ঞানবিধানার্থম্ "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদ্যাহ ॥ ১

কথং পুনরকর্ম্মসম্বন্ধি-কেবলাত্মবিজ্ঞানবিধানার্থ উত্তরো গ্রন্থ ইতি গম্যতে? অন্যার্থানবগমাৎ। তথাচ পূর্ব্বোক্তানাং দেবানামগ্ন্যাদীনাং সংসারিত্বং দর্শয়িষ্যতি অশনায়াদিদোষবত্ত্বেন "তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ" ইত্যাদিনা। অশনায়াদিমৎ সর্ব্বং সংসার এব, পরস্য তু ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যত্যয়শ্রুতেঃ। ভবত্বেবং কেবলাত্মজ্ঞানং মোক্ষসাধনম্, ন ত্বত্রাকর্ম্মিণ্যেবাধিক্রিয়তে; বিশেষাশ্রবণাৎ। অকর্ম্মিণ আশ্রম্যন্তরস্যেহাশ্রবণাৎ। কর্ম্ম চ বৃহতীসহস্রলক্ষণং প্রস্তুত্য অনন্তরমেবাত্মজ্ঞানং প্রারভ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম্যেবাধিক্রিয়তে ॥২

ন চ কর্ম্মাসম্বন্ধ্যাত্মবিজ্ঞানং, পূর্ব্ববদন্তে উপসংহারাৎ। যথা কর্ম্মসম্বন্ধিনঃ পুরুষস্য সূর্য্যাত্মনঃ স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বপ্রাণ্যাত্মত্বমুক্তং ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ চ "সূর্য্য আত্মা" ইত্যাদিনা, তথৈব "এষ ব্রহ্মা এষ ইন্দ্রঃ" ইত্যাদ্যুপক্রম্য সর্ব্বপ্রাণ্যাত্মত্বম্। "যচ্চ স্থাবরং, সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রম্" ইত্যুপসংহরিষ্যতি। তথাচ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংহিতোপনিষদি "এতং হ্যেব বহ্বৃচো মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে" ইত্যাদিনা কর্ম্মসম্বন্ধিত্বমুক্ত্বা "সর্ব্বেষু ভূতেষ্বেতমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে" ইত্যুপসংহরতি। তথা তস্যৈব "যোঽয়মশরীরঃ প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যুক্তস্য "যশ্চাসাবাদিত্য একমেব তদিতি বিদ্যাৎ" ইত্যেকত্বমুক্তম্; ইহাপি "কোঽয়মাত্মা" ইত্যুপক্রম্য প্রজ্ঞাত্মত্বমেব "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি দর্শয়িষ্যতি। তস্মান্নাকর্ম্মসম্বন্ধ্যাত্মজ্ঞানম্ ॥৩

পুনরুক্ত্যানর্থক্যমিতি চেৎ—"প্রাণো বা অহমস্ম্যৃষে" ইত্যাদি ব্রাহ্মণেন "সূর্য্য আত্মা" ইতি চ মন্ত্রেণ নির্ধারিতস্যাত্মন "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদিব্রাহ্মণেন "কোঽয়মাত্মা" ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকং পুনর্নির্দ্ধারণং পুনরুক্তমনর্থকমিতি চেৎ; ন, তস্যৈব ধর্ম্মান্তরবিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বান্ন পুনরুক্ততাদোষঃ। কথম্? তস্যৈব কর্ম্মসম্বন্ধিনো জগৎসৃষ্টিস্থিতি-সংহারাদিধর্ম্মবিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বাৎ কেবলোপাস্য-র্থত্বাদ্বা; অথবা, আত্মেত্যাদিঃ পরো গ্রন্থসন্দর্ভ আত্মনঃ কর্ম্মিণঃ কর্ম্মণোঽন্যত্রো-পাসনাপ্রাপ্তৌ কর্ম্মপ্রস্তাবে বিহিতত্বাৎ কেবলোঽপ্যাত্মোপাস্য ইত্যেবমর্থঃ। ভেদাভেদোপাস্যত্বাচ্চ "এক এবাত্মা" কর্ম্মবিষয়ে ভেদদৃষ্টিভাক্; স এবাকর্ম্মকালে অভেদেনাপ্যুপাস্য ইত্যেবমপুনরুক্ততা ॥৪

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া-মৃতমশ্নুতে" ইতি, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি চ বাজিনাম্। ন চ বর্ষশতাৎ পরম্ আয়ুর্ম্মর্ত্ত্যানাং যেন কর্ম্মপরিত্যাগেনাত্মান-মুপাসীত। দর্শিতঞ্চ "তাবন্তি পুরুষায়ুষোঽহ্নাং সহস্রাণি ভবন্তি" ইতি। বর্ষ-শতঞ্চায়ুঃ কর্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্। দর্শিতশ্চ মন্ত্রঃ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদিঃ; তথা "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" "যাবজ্জীবং দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত" ইত্যাদ্যাশ্চ; "তং যজ্ঞপাত্রৈর্দহন্তি" ইতি চ। ঋণত্রয়শ্রুতেশ্চ। তত্র হি পারি-ব্রাজ্যাদিশাস্ত্রং "ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইত্যাত্মজ্ঞানস্তুতিপরোঽর্থবাদোঽন-ধিকৃতার্থো বা ॥৫

ন, পরমার্থাত্মবিজ্ঞানে ফলাদর্শনে ক্রিয়ানুপপত্তেঃ—যদুক্তং কর্ম্মিণ এব চাত্মজ্ঞানং কর্ম্মসম্বন্ধি চেত্যাদি, তন্ন; পরং হ্যাপ্তকামং সর্ব্বসংসারদোষবর্জ্জিতং ব্রহ্মাহমস্মীত্যাত্মত্বেন বিজ্ঞানে, কৃতেন কর্ত্তব্যেন বা প্রয়োজনম্ আত্মনোঽপশ্যতঃ ফলাদর্শনে ক্রিয়া নোপপদ্যতে। ফলাদর্শনেঽপি নিযুক্তত্বাৎ করোতীতি চেৎ; ন; নিয়োগাবিষয়াত্মদর্শনাৎ। ইষ্টযোগমনিষ্টবিয়োগং বাত্মনঃ প্রয়োজনং পশ্যন্ তদুপায়ার্থী যো ভবতি, স নিয়োগস্য বিষয়ো দৃষ্টো লোকে, ন তু তদ্বিপরীত-নিয়োগাবিষয়ব্রহ্মাত্মত্বদর্শী। ব্রহ্মাত্মত্বদর্শ্যপি সন্ চেন্নিযুজ্যেত, নিয়োগাবিষয়ো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২পি সন্ন কশ্চিৎ ন নিযুক্ত ইতি সর্ব্বং কর্ম্ম সর্ব্বেণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্যং প্রাপ্নোতি, তচ্চানিষ্টম্ ॥৬

ন চ স নিযোক্তুং শক্যতে কেনচিৎ; আম্নায়স্যাপি তৎপ্রভবত্বাৎ। ন হি স্ববিজ্ঞানোত্থেন বচসা স্বয়ং নিযুজ্যতে; নাপি বহুবিৎ স্বাম্যবিবেকিনা ভৃত্যেন আম্নায়স্য নিত্যত্বে সতি স্বাতন্ত্র্যাৎ সর্ব্বান্ প্রতি নিয়োক্তৃত্বসামর্থ্যমিতি চেৎ; ন, উক্তদোষাৎ। তথাপি সর্ব্বেণ সর্ব্বদা সর্ব্বমবিশিষ্টং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুক্তো দোষোঽপরিহার্য্য এব। তদপি শাস্ত্রেণৈব বিধীয়ত ইতি চেৎ—যথা কর্ম্মকর্ত্তব্যতা শাস্ত্রেণ কৃতা, তথা তদপ্যাত্মজ্ঞানং তস্যৈব কর্ম্মিণঃ শাস্ত্রেণ বিধীয়ত ইতি চেৎ; ন; বিরুদ্ধার্থবোধকত্বানুপপত্তেঃ। ন হ্যেকস্মিন্ কৃতাকৃতসম্বন্ধিত্বং তদ্বিপরীতত্বঞ্চ বোধয়িতুং শক্যম্, শীতোষ্ণত্বমিবাগ্নেঃ ॥৭

ন চেষ্টযোগচিকীর্ষা আত্মনোঽনিষ্টবিয়োগচিকীর্ষা চ শাস্ত্রকৃতা, সর্ব্বপ্রাণিনাং তদ্দর্শনাৎ। শাস্ত্রকৃতঞ্চেৎ, তদুভয়ং গোপালাদীনাং ন দৃশ্যেত, অশাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ তেষাম্। যদ্ধি স্বতোঽপ্রাপ্তং, তচ্ছাস্ত্রেণ বোধয়িতব্যম্। তচ্চেৎ কৃত-কর্ত্তব্যতা-বিরোধ্যাত্মজ্ঞানং শাস্ত্রেণ কৃতং, কথং তদ্বিরুদ্ধাং কর্ত্তব্যতাং পুনরুৎপাদয়েৎ শীততামিবাগ্নৌ, তম ইব চ ভানৌ? ন বোধয়ত্যেবেতি চেৎ; ন; "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি চোপসংহারাৎ। "তদাত্মানমেবাবেৎ তত্ত্বমসি" ইত্যেবমাদিবাক্যানাং তৎপরত্বাৎ। উৎপন্নস্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানস্যাবাধ্যমানত্বান্নানুৎপন্নং ভ্রান্তং বেতি শক্যং বক্তুম্ ॥৮

ত্যাগেঽপি প্রয়োজনাভাবস্য তুল্যত্বমিতি চেৎ; "নাকৃতেনেহ কশ্চন" ইতি স্মৃতেঃ—য আহুর্ব্বিদিত্বা ব্রহ্ম ব্যুত্থানমেব কুর্য্যাৎ ইতি; তেষামপ্যেষ সমানো দোষঃ প্রয়োজনাভাব ইতি চেৎ; ন, অক্রিয়ামাত্রত্বাদ্ব্যুত্থানস্য। অবিদ্যানিমিত্তো হি প্রয়োজনস্য ভাবঃ, ন বস্তুধর্ম্মঃ, সর্ব্বপ্রাণিনাং তদ্দর্শনাৎ; প্রয়োজন-তৃষ্ণয়া চ প্রের্য্যমাণস্য বাঙ্মনঃকায়ৈঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ; "সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদিনা পুত্রবিত্তাদি পাঙ্‌ক্তলক্ষণং কাম্যমেবেতি উভে হ্যেতে সাধ্য-সাধনলক্ষণে এষণে এবেতি বাজসনেয়িব্রাহ্মণেঽবধারণাৎ ॥৯

অবিদ্যাকামদোষনিমিত্তায়া বাঙ্মনঃকায়প্রবৃত্তেঃ পাঙ্‌ক্তলক্ষণায়া বিদুষোঽবিদ্যাদিদোষাভাবাদনুপপত্তেঃ ক্রিয়াভাবমাত্রং ব্যুত্থানম্, ন তু যাগাদিবদনুষ্ঠেয়রূপং ভাবাত্মকম্। তচ্চ বিদ্যাবৎপুরুষধর্ম্ম ইতি ন প্রয়োজনমন্বেষ্টব্যম্। ন হি তমসি প্রবৃত্তস্য উদিত আলোকে যদ্‌গর্ত্তপঙ্ককণ্টকাদ্যপতনম্, তৎ কিং-প্রয়োজনমিতি প্রশ্নার্হম্ ॥১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যুত্থানং তর্হ্যর্থপ্রাপ্তত্বান্ন চোদনার্হম্ ইতি। গার্হস্থ্যে চেৎ পরং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জাতম্, তত্রৈবাস্তু অকুর্ব্বত আসনং ন ততোঽন্যত্র গমনমিতি চেৎ; ন, কামপ্রযুক্তত্বাদ্গার্হস্থ্যস্য। "এতাবান্ বৈ কামঃ" ইতি, "উভে হ্যেতে এষণে এব" ইত্যবধারণাৎ কামনিমিত্ত-পুত্রবিত্তাদিসম্বন্ধনিয়মাভাবমাত্রম্; ন হি ততোঽন্যত্র গমনং ব্যুত্থানমুচ্যতে। অতো ন গার্হস্থ্য এবাকুর্ব্বত আসনমুৎপন্নবিদ্যস্য। এতেন গুরুশুশ্রূষাতপসোরপ্যপ্রতিপত্তির্বিদুষঃ সিদ্ধা॥ ১১

অত্র কেচিদ্‌গৃহস্থা ভিক্ষাটনাদিভয়াৎ পরিভবাচ্চ ত্রস্যমানাঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতাং দর্শয়ন্ত উত্তরমাহুঃ—ভিক্ষোরপি ভিক্ষাটনাদিনিয়মদর্শনাৎ দেহধারণমাত্রার্থিনো গৃহস্থস্যাপি সাধ্যসাধনৈষণোভয়বিনির্ম্মুক্তস্য দেহমাত্রধারণার্থমশনাচ্ছাদনমাত্রমুপজীবতো গৃহ এবাস্ত্বাসনমিতি; ন স্বগৃহবিশেষপরিগ্রহনিয়মস্য কামপ্রযুক্তত্বাদিত্যুক্তোত্তরমেতৎ। স্বগৃহবিশেষাপরিগ্রহাভাবে চ শরীরধারণমাত্রপ্রযুক্তাশনাচ্ছাদনার্থিনঃ স্বপরিগ্রহবিশেষভাবেঽর্থাদ্ভিক্ষুত্বমেব। শরীরধারণার্থায়াং ভিক্ষাটনাদিষু প্রবৃত্তৌ যথা নিয়মো ভিক্ষোঃ শৌচাদৌ চ, তথা গৃহিণোঽপি বিদুষোঽকামিনোঽস্তু নিত্যকর্ম্মসু নিয়মেন প্রবৃত্তির্যাবজ্জীবাদিশ্রুতিনিযুক্তত্বাৎ প্রত্যবায়পরিহারায়েতি। এতন্নিয়োগাবিষয়ত্বেন বিদুষঃ প্রত্যুক্তমশক্যনিযোজ্যত্বাচ্চেতি॥ ১২

যাবজ্জীবাদিনিত্যচোদনানর্থক্যমিতি চেৎ; ন, অবিদ্বদ্বিষয়ত্বেনার্থবত্ত্বাৎ। যত্তু ভিক্ষোঃ শরীরধারণমাত্রপ্রবৃত্তস্য প্রবৃত্তের্নিয়তত্বম্, তৎ প্রবৃত্তের্ন প্রযোজকম্। আচমনপ্রবৃত্তস্য পিপাসাপগমবন্নান্যপ্রয়োজনার্থত্বমবগম্যতে। ন চাগ্নিহোত্রাদীনাং তদ্বদর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়তত্বোপপত্তিঃ। ১৩

অর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়মোঽপি প্রয়োজনাভাবেঽনুপপন্ন এবেতি চেৎ; ন। তন্নিয়মস্য পূর্ব্বপ্রবৃত্তিসিদ্ধত্বাত্তদতিক্রমে যত্নগৌরবাদর্থপ্রাপ্তস্য ব্যুত্থানস্য পুনর্ব্বচনাদ্বিদুষো মুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যত্বোপপত্তিঃ। অবিদুষাপি মুমুক্ষুণা পারিব্রাজ্যং কর্ত্তব্যমেব; তথা চ "শান্তো দান্তঃ" ইত্যাদিবচনং প্রমাণম্; শমদমাদীনাঞ্চাত্মদর্শনসাধনানামন্যাশ্রমেষ্বনুপপত্তেঃ। "অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্" ইতি চ শ্বেতাশ্বতরে বিজ্ঞায়তে। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইতি চ কৈবল্যশ্রুতিঃ। "জ্ঞাত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ" ইতি স্মৃতেঃ। "ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ" ইতি চ ব্রহ্মচর্য্যাদিবিদ্যাসাধনানাঞ্চ সাকল্যেনাত্যাশ্রমিষূপপত্তের্গার্হস্থ্যেঽসম্ভবাৎ। ১৫

ন চ অসম্পন্নং সাধনং কস্যচিদর্থস্য সাধনায়ালম্। যদ্বিজ্ঞানোপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগীনি চ গার্হস্থ্যাশ্রমকর্ম্মাণি, তেষাং পরমফলমুপসংহৃতং দেবতাপ্যয়লক্ষণং সংসারবিষয়মেব। যদি কর্ম্মিণ এব পরমাত্মবিজ্ঞানমভবিষ্যং, সংসারবিষয়স্যৈব ফলস্যোপসংহারো নোপাপৎস্যত। অঙ্গফলং তদিতি চেৎ; ন, তদ্বিরোধ্যাত্ম-বস্তুবিষয়ত্বাদাত্মবিদ্যায়াঃ। নিরাকৃতসর্ব্বনামরূপকর্ম্ম-পরমার্থাত্মবস্তু-বিষয়-মাত্মজ্ঞানমমৃতত্বসাধনম্। গুণফলসম্বন্ধে হি নিরাকৃতসর্ব্ববিশেষাত্মবস্তু-বিষয়ত্বং জ্ঞানস্য ন প্রাপ্নোতি; তচ্চানিষ্টম্, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইত্যধিকৃত্য ক্রিয়া-কারক-ফলাদিসর্ব্বব্যবহারনিরাকরণাদ্বিদুষঃ; তদ্বিপরীতস্যাবিদুষঃ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যুক্ত্বা ক্রিয়াকারকফলরূপস্য সংসারস্য দর্শিতত্বাচ্চ বাজসনেয়িব্রাহ্মণে। তথেহাপি দেবতাপ্যয়ং সংসারবিষয়ং যৎ ফলমশনায়াদি-মদ্বস্ত্বাত্মকম্, তদুপসংহৃত্য কেবলং সর্ব্বাত্মকবস্তুবিষয়ং জ্ঞানমমৃতত্বায় বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে। ১৬

ঋণপ্রতিবন্ধশ্চাবিদুষ এব মনুষ্য-পিতৃ-দেবলোকপ্রাপ্তিং প্রতি, ন বিদুষঃ; "সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব" ইত্যাদিলোকত্রয়সাধননিয়মশ্রুতেঃ। বিদুষশ্চ ঋণপ্রতিবন্ধাভাবো দর্শিত আত্মলোকার্থিনঃ "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ" ইত্যা-দিনা। তথা "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুর্ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ" ইত্যাদি, "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুঃ" ইতি চ কৌষী-তকিনাম্। ১৭

অবিদুষস্তর্হি ঋণানপাকরণে পারিব্রাজ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন, প্রাগ্-গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঋণিত্বাসম্ভবাৎ; অধিকারানারূঢ়োঽপি ঋণী চেৎ স্যাৎ, সর্ব্বস্য ঋণিত্বমিত্যনিষ্টং প্রসজ্যেত। প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি "গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা" ইতি আত্মদর্শনোপায়-সাধনত্বেনৈষ্যত এব পারিব্রাজ্যম্। যাবজ্জীবাদিশ্রুতীনামবিদ্বদমুমুক্ষুবিষয়ে কৃতার্থতা। ছান্দোগ্যে চ কেষাঞ্চিদ্ দ্বাদশরাত্রমগ্নিহোত্রং হুত্বা তত ঊর্দ্ধং পরিত্যাগঃ শ্রূয়তে। ১৮

যত্ত্বনধিকৃতানাং পারিব্রাজ্যমিতি; তন্ন, তেষাং পৃথগেব "উৎসন্নাগ্নি-রনগ্নিকো বা" ইত্যাদিশ্রবণাৎ সর্ব্বস্মৃতিষু চাবিশেষেণাশ্রমবিকল্পঃ প্রসিদ্ধঃ, সমুচ্চয়শ্চ। যত্তু বিদুষোঽর্থপ্রাপ্তং ব্যুত্থানমিত্যশাস্ত্রার্থত্বে, গৃহে বনে বা তিষ্ঠতো ন বিশেষ ইতি; তদসৎ; ব্যুত্থানস্যৈবার্থপ্রাপ্তত্বান্নান্যত্রাবস্থানং স্যাৎ। অন্যত্রাবস্থানস্য কামকর্ম্মপ্রযুক্তত্বং হ্যবোচাম; তদভাবমাত্রং ব্যুত্থানমিতি চ। ১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাকামিত্বস্তু বিদুষোঽত্যন্তমপ্রাপ্তম্ অত্যন্তমূঢ়বিষয়ত্বেনাবগমাৎ। তথা শাস্ত্রবিহিতমপি কর্ম্মাত্মবিদোঽপ্রাপ্তং গুরুভারতয়াবগম্যতে; কিমুতা-ত্যন্তাবিবেকনিমিত্তং যথাকামিত্বম্? ন হ্যুন্মাদতিমিরদৃষ্ট্যুপলব্ধং বস্তু তদপগমেঽপি তথৈব স্যাৎ, উন্মাদতিমিরদৃষ্টিনিমিত্তত্বাদেব তস্য। তস্মা-দাত্মবিদো ব্যুত্থানব্যতিরেকেণ ন যথাকামিত্বম্, ন চান্যৎ কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ সিদ্ধম্। ২০

যত্তু "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ" ইতি ন বিদ্যাবতো বিদ্যয়া সহাবিদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যয়মর্থঃ; কস্তর্হি? একস্মিন্ পুরুষে এতে ন সহ সম্বধ্যেয়াতামিত্যর্থঃ; যথা শুক্তিকায়াং রজত-শুক্তিকাজ্ঞানে একস্য পুরুষস্য। "দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা" ইতি হি কাঠকে। তস্মান্ন বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যায়াঃ সম্ভবোঽস্তি। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। তপআদি বিদ্যোৎপত্তিসাধনং গুরূপাসনাদি চ কর্ম্মবিদ্যাত্মকত্বাদ্-বিদ্যোচ্যতে; তেন বিদ্যামুৎপাদ্য মৃত্যুং কামমতিতরতি। ততো নিষ্কাম-স্ত্যক্তৈষণো ব্রহ্মবিদ্যয়ামৃতত্বমশ্নুত ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্নাহ—"অবিদ্যয়া মৃত্যুন্তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"। ২১

যত্তু পুরুষায়ুঃ সর্ব্বং কর্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি, তদবিদ্বদ্বিষয়ত্বেন পরিহৃতম্, ইতরথাঽসম্ভবাৎ। যত্তু বক্ষ্যমাণ-মপি পূর্ব্বোক্ত-তুল্যত্বাৎ কর্ম্মণা অবিরুদ্ধমাত্মজ্ঞানমিতি, তৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষাত্ম-বিষয়তয়া প্রত্যুক্তম্; উত্তরত্র ব্যাখ্যানে চ দর্শয়িষ্যামঃ। অতঃ কেবলনিষ্ক্রিয়-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রদর্শনার্থমুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ। অপর ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা-বিজ্ঞা-নের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা সম্পূর্ণরূপে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের যাহা পরা গতি বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, তাহাও উক্থ-বিজ্ঞানের নিরূপণপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই 'সত্য' ব্রহ্ম, যাহার নাম প্রাণ, ইনিই (প্রাণই) শ্রেষ্ঠ দেবতা, অপর দেবতাগণ এই দেবতারই বিভূতি বা মহিমাস্বরূপ, যে লোক এই প্রাণাত্মভাব লাভ করেন, তিনিই দেবতাকে প্রাপ্ত হন (প্রাণ-স্বরূপ হন), এই সমুদয় কথা সেখানে উক্ত হইয়াছে। এই যে, প্রাণ দেবতাতে বিলয় বা একীভাবপ্রাপ্তি, ইহাই জীবনের পরম পুরুষার্থ; ইহাই মোক্ষ। উল্লিখিত এই মোক্ষ ফলটী, এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ সাধন দ্বারা পাইতে হইবে; ইহার অধিক প্রাপ্তব্য আর কিছু নাই; যাহারা এই প্রকার বিকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদিগের ভ্রান্তিনিরাসের অভিপ্রায়ে অতঃপর কর্ম্মরহিত কেবল আত্মজ্ঞান-বিধানের জন্য 'আত্মা বা ইদম্' ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—। ১

ভাল, পরবর্ত্তী গ্রন্থ যে কর্ম্মসম্পর্কশূন্য কেবলই আত্মজ্ঞানের বিধানার্থ আরব্ধ হইতেছে, তাহা জানা যায় কিরূপে ? [উত্তর—] যেহেতু উহার অন্য প্রকার অর্থ বা উদ্দেশ্য প্রতীত হয় না ; বিশেষতঃ "তম্ অশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জৎ" ইত্যাদি বাক্যে অশনায়া (ভোজনেচ্ছা—ক্ষুধা) প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাগণের সংসারিত্ব ফলও প্রদর্শন করিবেন। 'পর-ব্রহ্ম ক্ষুধা-পিপাসার অতীত' এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষুধা ও পিপাসাদি ধর্ম্ম বা গুণসমূহ সংসারেরই অন্তর্গত। ভাল, কর্ম্মরহিত কেবল আত্মজ্ঞান মোক্ষ-সাধন হয় হউক, তথাপি একমাত্র কর্ম্মত্যাগী লোকই যে ইহাতে অধিকারী হইবে, একথা ত বলা যাইতে পারে না ; যেহেতু এ বিষয়ে কোনও বিশেষ উক্তি নাই ; অর্থাৎ কর্ম্মহীন অপর আশ্রমীর সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা ত এখানে নাই। বিশেষতঃ এই ব্রাহ্মণেও 'বৃহতীসহস্র' নামক কর্ম্মের অবতারণা করিয়া, তাহার অব্যবহিত পরেই আত্মজ্ঞানের কথা আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কর্ম্মী পুরুষই এই আত্ম-বিদ্যার অধিকারী (কর্ম্মত্যাগী নহে)। ২

আর কর্ম্মের সহিত যে আত্মজ্ঞানের একেবারেই সম্বন্ধ নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও কর্ম্মকাণ্ডের শেষেই [আত্মজ্ঞানের] উপসংহার করা হইয়াছে ; [আত্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ না থাকিলে, এরূপ উপসংহার করা সঙ্গত হইত না]। পূর্ব্বে যেমন, সূর্য্যাত্মভাবাপন্ন কর্ম্মী পুরুষকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীর আত্মস্বরূপ বলিয়া মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগে "সূর্য্য আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত করা হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেই প্রকারই 'ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র' ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উপক্রমের পর [উপাসককে] সর্ব্বপ্রাণীর আত্মভাবাপন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং পরেও, 'যাহা স্থাবর পদার্থ, তাহা প্রজ্ঞানেত্র, অর্থাৎ প্রজ্ঞা-শব্দবাচ্য ব্রহ্মকর্ত্তৃক পরিচালিত' এই বলিয়া প্রকরণের উপসংহার করা হইবে। এইরূপ ঐতরেয় সংহিতার অন্তর্গত উপনিষদেও ঋগ্বেদী পণ্ডিতগণ ইহাকেই মহা-উক্‌থে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন' ইত্যাদি বাক্যে আত্মার কর্ম্মসম্বন্ধিতা প্রতি-পাদন করিয়া, পরে আবার, 'ইহাকেই সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে অবস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন' এইরূপে বাক্যের উপসংহার করিয়াছেন। এই প্রকার 'এই যে শরীরসম্বন্ধহীন প্রজ্ঞাত্মা'—এই বাক্যে [পূর্ব্বে যাহার কথা উক্ত হইয়াছে], তাহারই উপক্রম বা উল্লেখ করিয়া, পশ্চাৎ 'এবং ঐ যে আদিত্য, উভয়কেই এক বলিয়া জানিবে' এই বাক্যে উভয়ের একত্ব বা অভিন্নভাব উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও 'এই আত্মা বস্তুটী কি ?'—এইরূপে প্রশ্ন করিয়া 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞাস্বরূপ' বলিয়া আত্মারই প্রজ্ঞাত্মভাব প্রদর্শন করিবেন। অতএব এই আত্মবিদ্যা কখনই কর্ম্মসম্বন্ধশূন্য হইতে পারে না। ৩

যদি বল, আত্মবিদ্যা কর্ম্মসম্বন্ধ হইলে, তাহা ত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; [এখানে তাহার] পুনরুক্তি করা নিরর্থক হইয়া পড়ে ? অভিপ্রায় এই যে, 'প্রাণস্বরূপে আমি স্পর্শ করিয়াছি' ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যে, এবং 'সূর্য্যই [স্থাবর-জঙ্গমের] আত্মা' ইত্যাদি মন্ত্রে, যে আত্মা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এখানে আবার "আত্মা বৈ ইদম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্যে যদি "কোঽয়ম্ আত্মা" ইত্যাদি প্রশ্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই আত্মারই স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনরুক্তি দোষ ঘটিত ; কিন্তু এখানে সেরূপ পুনরুক্তির কোনও প্রয়োজনই নাই। উত্তর এই যে—না, তাহা নিরর্থক পুনরুক্তি নহে; কেন না, পূর্ব্বে যে আত্মার সম্বন্ধে কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহারই বিশেষ ধর্ম্ম গুলির নির্দ্ধারণার্থ পুনরুক্তি করা হইয়াছে ; সুতরাং এরূপ পুনরুক্তি দোষাবহ নহে। কি প্রকার ? পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসম্বন্ধী আত্মারই যে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি আরও ধর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের নির্দ্ধারণের নিমিত্ত, কিংবা কেবলই আত্মোপাসনার নিরূপণার্থ প্রকরণ আরব্ধ হওয়ায় এখানে পুনরুক্তি দোষাবহ হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যখন কর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট, তখন কর্ম্মসম্বন্ধ ব্যতিরেকে অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গরূপে বিহিত উপাসনা ব্যতিরেকে আত্মার উপাসনাই সম্ভবপর হইতে পারে না ; এমত অবস্থায়, কর্ম্মপ্রস্তাবে বিহিত নয় বলিয়া কর্ম্মসম্বন্ধশূন্যরূপেও যে আত্মার উপাসনা হইতে পারে, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্তই 'আত্মা বৈ' ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিতে পারা যায় (১)। বিশেষতঃ ভেদাভেদরূপে উপাস্য বলিয়াও উল্লিখিত দোষ ঘটিতে

(১) তাৎপর্য্য—এখানে উপাসনায় এই প্রকার দুইটী বিভাগ বুঝিতে হইবে, এক শুদ্ধোপাসনা, অপর কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা। যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল আত্মার উপাসনা, তাহা শুদ্ধোপাসনা, আর যাগাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে যে উপাসনা, তাহা কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না,—একই আত্মা কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে ভেদদৃষ্টির বিষয় হয়, অর্থাৎ ভিন্নভাবে আরাধনীয় হয়, আবার সেই আত্মাই অভিন্নভাবেও—'অহং' রূপেও উপাস্য হইয়া থাকে ; এই কারণেও পুনরুক্তি দোষাবহ হইতেছে না। ৪

[অতঃপর কর্ম্মত্যাগপক্ষে শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] বাজসনেয়ি উপনিষদে কথিত আছে—'যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়কে একসঙ্গে অবগত হন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুভয় অতিক্রম করেন, এবং অবশেষে বিদ্যার সাহায্যে অমৃতত্ব লাভ করেন।' 'ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই শত বৎসর বাঁচিতে চাহিবে।' একশত বৎসরের অধিক ত আয়ু হইতে পারে না, যে, শত বৎসর কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও কর্ম্মত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া আত্মার উপাসনা করিবে। অন্যত্র প্রদর্শিতও হইয়াছে যে, 'পুরুষের আয়ুষ্কালের দিবস সংখ্যা তত সহস্র অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার (৩৬০০০) হইয়া থাকে' (২)। সেই একশত বৎসর আয়ুর সময় ত কর্ম্ম দ্বারাই অধিকৃত রহিল। একশত বৎসর যে কর্ম্ম করিতেই হইবে, তদ্বিষয়ে 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য, এবং 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে' যাবজ্জীবন দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবে' ইত্যাদি

'কর্ম্মাঙ্গ' উপাসনা আবার দুইপ্রকার ; এক কর্ম্মাঙ্গ বস্তুর অবয়বে উপাসনা, যেমন—অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বে 'উষা' প্রভৃতি কাল-চিন্তা। দ্বিতীয়—কর্ম্মোপযোগী স্তবস্তোত্রাদিতে বিভিন্নপ্রকার চিন্তা ; যেমন—ছান্দোগ্যোপনিষদে বিহিত 'উক্থ' ও উদ্গীথাদি চিন্তা।

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, আত্মা যখন কর্ম্মসংসৃষ্ট, তখন কোনরূপ বিহিত কর্ম্মের সহযোগেই তাহার উপাসনা হইতে পারে, কর্ম্মসম্পর্ক ছাড়া কেবল আত্মার উপাসনা কখনই হইতে পারে না। 'আত্মা বৈ' ইত্যাদি বাক্য সেই আশঙ্কানিবারণপূর্ব্বক বলিয়া দিতেছে যে, কর্ম্মপ্রকরণ শেষ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে যখন এখানে আত্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মসম্বন্ধ ব্যতীতও কেবল আত্মার উপাসনা করিতে পারা যায়, এবং এখানে তাহাই কর্ত্তব্য।

(২) তাৎপর্য্য—এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যেই 'বৃহতীসহস্র' নামক একটী শস্ত্রের (স্তোত্রের) উল্লেখ আছে। তাহার অক্ষর-সংখ্যা ছয়ত্রিশ হাজার নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "তাবন্তি পুরুষায়ুষোঽহ্নাং সহস্রাণি" অর্থাৎ উক্ত বৃহতীসহস্রস্তোত্রের অক্ষর-সংখ্যা যেমন ছয়ত্রিশ হাজার ; মনুষ্যের আয়ুর দিন-সংখ্যাও সেই পরিমাণ অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার। ত্রিশ দিনে মাস ধরিয়া তাহার তিনশত ষাট্‌দিনে যে বৎসর গণনা হয়, তাহাকে 'সাবন' বৎসর বলে। এই সাবন বৎসর ধরিয়াই আয়ুর্গণনা করা হইয়া থাকে। মনুষ্যের আয়ু একশত বৎসর হইলেই তাহার দিনসংখ্যা ছয়ত্রিশ হাজার হইতে পারে, কিন্তু ন্যূনাধিক হইলে তাহা হইতে পারে না। মনুষ্যের যে একশত বৎসর আয়ু, ইহা সাধারণ নিয়মমাত্র।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও আছে—'সেই পুরুষকে যজ্ঞপাত্রের সহিত দগ্ধ করিবে' ইত্যাদি। ঋণত্রয়বোধক শ্রুতিও এপক্ষে অপর প্রমাণ (৩)। তবে যে সন্ন্যাসবিধায়ক 'এষণাত্রয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, অনন্তর ভিক্ষাচর্য্য আচরণ করিবে, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে', ইত্যাদি শাস্ত্র আছে, তাহা কেবল আত্মজ্ঞানের প্রশংসাপ্রকাশক স্তুতিমাত্র; অথবা যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকৃত—অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি, তাহাদের জন্যই সন্ন্যাসবিধায়ক শাস্ত্র, কিন্তু কর্ম্মক্ষমদিগের সন্ন্যাসবোধক নহে। ৫

[অতঃপর ভাষ্যকার স্বসিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে,] না, এ কথা হইতে পারে না; কারণ, যথার্থ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, কোন ফলই তাহার প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না; সুতরাং তন্নিমিত্ত ক্রিয়াতেও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে বলিয়াছ, আত্মজ্ঞান কর্ম্মীর পক্ষেই বিহিত এবং কর্ম্মের সহিত সংসৃষ্টও বটে ইত্যাদি, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, 'আমি হইতেছি—আপ্তকাম সংসারের সর্ব্ববিধ দোষবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ,' এই প্রকার আত্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে পর, সে ব্যক্তি কৃত বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা আপনার লভ্য কোনও ফল দেখিতে পায় না। যে লোক ক্রিয়াতে কোনপ্রকার ফল দর্শন করে না, তাহার পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্ভবপরই হয় না। যদি বল, ফল দর্শন না থাকিলেও শাস্ত্র যখন তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে, তখন তাহাকে অবশ্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। না, সে কথাও বলিতে পার না; কেন না, সে যে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে আত্মা ত কখনও নিয়োগের বিষয়ীভূত নহে। যে লোক ইষ্টলাভ ও অনিষ্টের অভাব দর্শন করে, সেই লোকই তদুপযুক্ত উপায়ের প্রার্থী হইয়া থাকে, এবং সেই প্রকার লোককেই জগতে নিয়োগের বিষয়ীভূত হইতে দেখা যায়; কিন্তু তদ্বিপরীত—নিয়োগের অবিষয়ীভূত ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষকে নিয়োগের বিষয় হইতে কখনও দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, নিয়োগের অযোগ্যকেও যদি নিযুক্ত

(৩) তাৎপর্য্য—শ্রুতি বলিয়াছেন—"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋর্ণবা জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সময়ই তিনটী ঋণ (দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ) লইয়া জন্ম ধারণ করেন ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥" অর্থাৎ দেব-ঋণ, ঋষি ঋণ ও পিতৃ-ঋণ, এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মুক্তিপথে মনোনিবেশ করিবে; কিন্তু ঋণ শোধ না করিয়া মোক্ষপথে মন দিলে সে অধোগামী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে ত নিয়োগের অবিষয় অর্থাৎ অনিযোজ্য হইলেও, কোন ব্যক্তিকেই 'অনিযুক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না; সুতরাং সকলকেই নিযুক্ত মনে করিতে হয়। তাহার ফলে সকলের পক্ষেই সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়ে; তাহা ত কাহারও অভিলষিত নহে। ৬

বিশেষতঃ তাদৃশ আত্মাকে কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করিতেও পারে না; কেন না, নিয়োগকর্ত্তা স্বয়ং বেদও তাহা হইতেই (চিদ্রূপ আত্মা হইতেই) সমুৎপন্ন; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ বেদবাক্য কখনই আত্মাকে নিয়োজিত করিতে পারে না। বিবেক-বিচারবিহীন ভৃত্য কখনই বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ প্রভুকে আদেশ করিতে পারে না। যদি বল, বেদ যখন (নিত্য, কাহারও দ্বারা রচিত নহে), তখন সকলের উপরই তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে? না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, এ পক্ষে, যে দোষ ঘটে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—তাহা হইলেও, বিহিত কর্ম্মমাত্রই যে তুল্যরূপে সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়ে, পূর্ব্বে যে এই দোষ উক্ত হইয়াছে, সে দোষের ত নিশ্চয়ই পরিহার হইল না। যদি বল, ঐরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা ত শাস্ত্র দ্বারাই বিহিত, অর্থাৎ শাস্ত্র যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন, তেমনই কর্ম্মী পুরুষের জন্য আত্মজ্ঞানেরও বিধান করিয়াছেন; [সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে দোষক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।] না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, শাস্ত্র কখনই বিরুদ্ধার্থবোধক হইতে পারে না; কেন না, একই পুরুষের পক্ষে কৃতাকৃত-সম্বন্ধ অর্থাৎ অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠানযোগ এবং তাহার বিপরীতভাব কখনই উপদেশ হইতে পারে না,—যেমন অগ্নির শীতোষ্ণভাবের উপদেশ। ৭

বিশেষতঃ আত্মার যে অভীষ্টপ্রাপ্তির ও অনিষ্টপরিহারের ইচ্ছা হয়, তাহা শাস্ত্রদ্বারা সমুৎপাদিত নহে; [উহা স্বাভাবিক]; যেহেতু উহা সর্ব্বপ্রাণীর সাধারণ ধর্ম্ম। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের ইচ্ছা যদি শাস্ত্রজনিতই হইত, তাহা হইলে [শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত] গোপালকদিগের সম্বন্ধে উহা কখনই দৃষ্ট হইত না; কারণ, তাহারা ত শাস্ত্রজ্ঞ নহে। [প্রকৃত কথা এই যে,] যাহা স্বভাবপ্রাপ্ত নয়, (উপদেশ-সাপেক্ষ), শাস্ত্র তাহাই বুঝাইয়া দিবে। অতএব শাস্ত্র যদি কর্ত্তব্যতার বিরোধী আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রই আবার তদ্বিরোধী—অগ্নিতে শীতলতা ও সূর্য্যে অন্ধকারের সদ্ভাব প্রতিপাদনের ন্যায় কর্ত্তব্যতা (কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা) প্রতিপাদন করিবে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারে? যদি বল, শাস্ত্র নিশ্চয়ই যে ঐরূপ বিরুদ্ধভাব প্রতিপাদন করিতেছে, না, তাহা নহে; কারণ, উপসংহার স্থলে কথিত—'ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ', 'তাহাই আমার আত্মা, এইরূপে জানিবে' ইত্যাদি। 'সেই আত্মাকেই জানিবে', 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', এই জাতীয় বেদান্তবাক্য সমূহের ঐরূপ অর্থেই তাৎপর্য্য। বিশেষতঃ একবার উৎপন্ন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান যখন অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অসত্য রূপে অবধারিত হয় না, তখন ঐরূপ জ্ঞান যে উৎপন্ন হয় না, অথবা ভ্রমাত্মক, তাহাও বলিতে পারা যায় না। ৮

যদি বল, [আত্মজ্ঞের প্রয়োজন নাই বলিয়া যেরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির অসম্ভব, তদ্রূপ] কর্ম্মত্যাগেও ত তাহার কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং অপ্রবৃত্তির কারণ উভয় পক্ষেই তুল্য। কারণ, স্মৃতিতে (ভগবদ্গীতায় উক্ত) আছে—'কর্ম্ম-ত্যাগেও জ্ঞানীর কোন প্রয়োজন নাই'। অতএব যাহারা বলেন—ব্রহ্মজ্ঞানের পর ব্যুত্থানই করিতে হইবে, তাহাদের পক্ষেও প্রয়োজনাভাবরূপ দোষ তুল্যই রহিয়াছে; না, সেকথা বলিতে পার না; কারণ, 'ব্যুত্থান' কথার অর্থ—অক্রিয়া—ক্রিয়ানিবৃত্তিমাত্র (কিন্তু কোন প্রকার অনুষ্ঠান নহে)। তাহার পর, প্রয়োজনের যে সদ্ভাববোধ, তাহাও অবিদ্যারই ফল, উহা কখনই বস্তুধর্ম্ম বা বস্তুস্বভাব নহে; কারণ, প্রত্যেক প্রাণীতেই প্রয়োজনবুদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রয়োজনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ লোকেরই কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম-প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে—'সেই আদি পুরুষ কামনা করিয়াছিলেন যে, আমার জয় হউক' ইত্যাদি বাক্যে অবধারিত হইয়াছে যে, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি পাঙ্‌ক্ত (১) কর্ম্মগুলি নিশ্চয়ই কাম্য কর্ম্ম। এষণা বা কামনা কেবল দুইপ্রকার; এক সাধ্য—ফলবিষয়ক, অপর সাধন-বিষয়ক ইত্যাদি।৯

আত্মজ্ঞ পুরুষের অবিদ্যাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং অবিদ্যা ও কামাদিদোষপ্রসূত পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম—বাক্ মনঃ ও শরীরের প্রবৃত্তি,

(১) তাৎপর্য্য—'বাজসনেয়ি' শব্দে এখানে 'বাজসনেয়িব্রাহ্মণ ও যজুর্ব্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বুঝিতে হইবে। তাহাতে 'পাঙক্ত' কথার বিবরণ রহিয়াছে। পাঁচটী বিষয়ের যোগ থাকায় কাম্য 'বিষয়কে' পাঙ্‌ক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই পাঁচটী বিষয় এই—(১) জায়া, (২) পুত্র, (৩) দৈববিত্ত, (৪) মানুষবিত্ত ও (৫) কর্ম্ম, এই পাঁচটীর সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহাদেরই নাম পাঙ্‌ক্ত। এইরূপে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকলই 'পাঙ্‌ক্ত' মধ্যে পরিগণিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনই তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না; সেই কারণেই 'ব্যুত্থান' কথার অর্থ—শুদ্ধ ক্রিয়ার অভাবমাত্র, কিন্তু যাগাদির ন্যায় অনুষ্ঠানযোগ্য কোনও ভাব পদার্থ (বস্তু) নহে। উক্ত ক্রিয়ার অভাবস্বরূপ ব্যুত্থান হইতেছে বিদ্বান্ পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; অতএব তাহার জন্য অন্য কোনরূপ প্রয়োজনের অন্বেষণ করা আবশ্যক হয় না। অন্ধকারে গমনকারী ব্যক্তির আলোক লাভ হইলে যে গর্ত্ত, পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে পতন হয় না, তাহাতেও কি 'কেন পতন হয় না' এই প্রশ্ন উঠিতে পারে?১০

ভাল কথা, ব্যুত্থান যদি স্বাভাবিক ধর্ম্মই হয়, তাহা হইলে, তদ্বিষয়ে ত বিধিও আবশ্যক হয় না; অথচ ব্যুত্থানবিষয়ে যদি কোন বিধিই না থাকে, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রমেই যাহার ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার গৃহস্থাশ্রমেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করা উচিত, অন্যত্র (সন্নাসে) যাইবার প্রয়োজন কি? একথা যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছি যে, না, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করা হইতেছে কাম্য (কামনার অধীন), অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে কামনা আছে, তাহার পক্ষেই গার্হস্থ্যাশ্রম বিধেয়, নিষ্কামের পক্ষে নহে। 'এই পর্য্যন্ত কামনার বিষয়' 'কেবল এই দুই প্রকারই এষণা' এইরূপ অবধারণা থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, কামনাপ্রযুক্ত যে পুত্র-বিত্তাদির সম্বন্ধ (আমার পুত্র, আমার বিত্ত ইত্যাকার বোধ), তাহার অভাবই 'ব্যুত্থান'; কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনকে 'ব্যুত্থান' বলা হয় নাই। অতএব যাহার তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করাই সম্ভব হয় না। একথা দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষের পক্ষে যে গুরুশুশ্রূষা ও তপস্যার অনুপপত্তি, তাহাও বলা হইল।১১

এ বিষয়ে কোন কোন গৃহস্থ, সন্ন্যাসে ভিক্ষাচর্য্যাদি-ক্লেশের ভয়ে এবং পরকৃত অবজ্ঞাদির ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া, আপনাদের সূক্ষ্মদর্শিতা (বিচারনৈপুণ্য) প্রদর্শন করত উত্তরে বলিয়া থাকেন যে,—সন্ন্যাসীর যখন দেহধারণের নিমিত্ত ভিক্ষাচর্য্যাদির নিয়ম প্রতিপালন দৃষ্ট হয়, তখন কেবল দেহধারণমাত্র যাহার প্রয়োজন, তাদৃশ গৃহস্থেরও সাধ্য-সাধনাত্মক 'এষণা' পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দেহরক্ষার নিমিত্ত ভোজন ও আচ্ছাদনমাত্র উপজীব্য করিয়া গৃহেই অবস্থান করা উচিত; গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনের কোন প্রয়োজন নাই। না, তাহা সঙ্গত হয় না; কেননা, এ কথার উত্তরে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের গৃহবিশেষে যে বাস করা, তাহাও কামনারই ফল; সুতরাং তাহার পক্ষে নিজের গৃহে বাস করা সম্ভবই হইতে পারে না। আর নিজের বলিয়া কোন গৃহবিশেষে বাস না করিয়া যদি কেবলই দেহধারণের উদ্দেশ্যে ভোজন ও আচ্ছাদনের অন্বেষণ করে, এবং 'আমার' বলিয়া কোন বিষয় স্বীকার না করে, তাহা হইলে ত ফলতঃ তাহার ভিক্ষুকত্বই সিদ্ধ হইল। ভিক্ষুর যেরূপ শরীর-রক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদি কার্য্যে ও শৌচাচার পরিপালনে নিয়ম (আবশ্যকতা) আছে, নিষ্কাম বিদ্বান গৃহীরও তদ্রূপ 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে' ইত্যাদি শ্রৌত বিধান বলে, প্রত্যবায়-পরিহারের নিমিত্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মে নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ এই প্রকার নিয়োগবিধির বিষয় নয় বলিয়াই ক্রিয়াতে নিযোজ্য হইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার পক্ষে উহা প্রত্যাখ্যাতই হইতেছে।১২

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত জীবনব্যাপী নিত্যানুষ্ঠানবোধক বাক্যসমূহ নিরর্থক হইয়া পড়ে? না—নিরর্থক হয় না; কারণ, বিবেকজ্ঞানবিহীন লোক-দিগের সম্বন্ধেই সেই সমস্ত বিধির সার্থকতা রহিয়াছে। ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) যে কেবল শরীর রক্ষার জন্য প্রবৃত্তির (ভিক্ষাচর্য্যাদির) নিয়ম, তাহাও তাহার প্রবৃত্তির (কর্ম্মানুষ্ঠানের) প্রযোজক নহে। জল দ্বারা আচমন করিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ভিক্ষুর নিয়ম-প্রতিপালনও ঠিক তদ্রূপ; ইহার অন্য কোনও প্রয়োজন বুঝা যায় না। যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেও, আচমনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পিপাসা-শান্তির ন্যায় প্রবৃত্তির নিয়মকে অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ ফলদ্বারা স্বীকৃত বলিলেও সঙ্গত হইতে পারে।১৩

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রয়োজন না থাকিলে কেবল অর্থপ্রাপ্ত (ফলবলে লব্ধ) প্রবৃত্তির নিয়মও নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় না। না, সে আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রথমতঃ তাদৃশ নিয়ম পালনে যে তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহা তাঁহার পূর্ব্বপ্রবৃত্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ সাধকদশায় তাঁহাকে ঐ সমুদয় নিয়ম প্রতিপালনে এতই অভ্যাস করিতে হইয়াছিল যে, এখন প্রয়োজন না থাকিলেও তাহা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বাভ্যস্ত নিয়মগুলি পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহাকে অতিশয় প্রয়াস পাইতে হয়; তৃতীয়তঃ বিনা উপদেশেই ব্যুত্থানের (সমাধিভঙ্গের) প্রাপ্তি সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যুত্থানের জন্য পুনরুপদেশ করা হইয়াছে। এই সমুদয় কারণেই জ্ঞানী মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা উপপন্ন হইতেছে।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষতঃ যাহার হৃদয়ে মুক্তিলাভের ইচ্ছা প্রবল থাকে, বিদ্বান্ না হইলেও যে তাহাকে অবশ্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, এবিষয়ে 'শান্ত (শমগুণান্বিত) ও দান্ত (দমগুণান্বিত) হইয়া—' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ। আত্ম-দর্শনের উপায়ভূত শমাদি গুণ লাভ করা অন্য আশ্রমে সম্পূর্ণরূপে সম্ভবও হয় না। তাহার পর 'পরম পবিত্র এবং ঋষিসমূহকর্তৃক সেবিত আত্মতত্ত্ব অত্যাশ্রমীদিগকে (যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহাদিগকে) বলিয়াছিলেন', উক্ত 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদেও এই তত্ত্বই জানা যাইতেছে। কৈবল্যোপনিষদ্ও বলিতেছেন—'কোন কোন ঋষি—কর্ম্ম দ্বারা নহে, প্রজা দ্বারা নহে, ধন দ্বারা নহে, একমাত্র সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব (মোক্ষ) উপভোগ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রেও রহিয়াছে—'জ্ঞানোদয়ের পর নৈষ্কর্ম্ম্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবে' ইত্যাদি, এবং 'ব্রহ্মাশ্রমপদে (সন্ন্যাসাশ্রমে) অবস্থান করিবে' ইত্যাদি। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি যে সমুদয় বিদ্যা-সাধন বিদ্যমান আছে, একমাত্র অত্যাশ্রমী সন্নাসীতেই সে গুলির সম্পূর্ণরূপে সমাবেশ হইতে পারে; পক্ষান্তরে গার্হস্থ্যে সেগুলির সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠানও হইতে পারে না।১৫

আর সাধনসম্পত্তি অপূর্ণ থাকিলে, তাহা কোন প্রয়োজন সাধনেই সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ গার্হস্থ্যাশ্রমে অনুষ্ঠেয় যে সমস্ত কর্ম্ম বিজ্ঞান-সাধনরূপে বিহিত, উপসংহারে কথিত হইয়াছে যে, সে সমুদয় কর্ম্মেরও শেষ ফল হইতেছে—দেবতাতে লয় প্রাপ্তি; সুতরাং উহাও সংসারেরেই অন্তঃপাতী। যদি কেবল কর্ম্মীর পক্ষেই পরমাত্মবিজ্ঞান বিহিত হইত, তাহা হইলে কখনই সংসারান্তর্গত ফলের উপসংহার করা সঙ্গত হইত না। যদি বল, উহা (দেবতা-লয়) অঙ্গফল মাত্র অর্থাৎ দেবতাতে যে লয়প্রাপ্তির কথা আছে, তাহা কর্ম্মের মুখ্য ফল নহে, গৌণ ফল মাত্র। না, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, আত্মজ্ঞানের ফল হইতেছে উহার বিরোধী আত্মবস্তু; [সুতরাং উহা-দের মধ্যে গৌণ-মুখ্যভাব হইতেই পারে না]। যাহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার নাম, রূপ ও কর্ম্মসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই পরমার্থ সত্য আত্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানই মুক্তিসাধন। বিশেষতঃ অঙ্গফলের সম্বন্ধ কল্পনা করিলে, নির্ব্বিশেষ আত্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের সম্ভবই হইতে পারে না; তাহাও ত তোমার অভীষ্ট নহে। কারণ, 'যে সময় এই মুমুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানীর সম্বন্ধে ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে; এবং তদ্বিপরীত অবিদ্বানের সম্বন্ধে আবার 'যে অবস্থায় যেন দ্বৈতের ন্যায় হয়' ইত্যাদি বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে, সাংসারিক ক্রিয়াকারকাদি সমস্ত অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানেও ঠিক সেই প্রকারই বুঝিতে হইবে যে, প্রথমতঃ কামনা-সংযুক্ত সংসারবিষয়ক দেবতাপ্যয় (দেবতাতে লয়রূপ) ফলের উপসংহার করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভের উপায়ভূত সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ করিব—এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই আলোচ্য শ্রুতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে।১৬

তাহার পর, পূর্ব্বে যে ঋণত্রয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অজ্ঞ লোকদিগেরই দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা বিদ্বানের সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাই ঘটাইতে পারে না; কারণ, 'পুত্র দ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে হইবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে মনুষ্যাদি লোকপ্রাপ্তির পক্ষে পুত্রাদিকে সাধনরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যিনি জ্ঞানী আত্ম-লোকপ্রার্থী, তাহার সম্বন্ধে 'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব?' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঋণত্রয় জ্ঞানীর পক্ষে কোন বাধা ঘটাইতে পারে না। কৌষীতকী শ্রুতিতে আছে—'যাবতীয় বিদ্বান্ ঋষিগণ এই কথাই বলিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই প্রাচীন জ্ঞানিগণ অগ্নিহোত্র হোম করিতেন না' ইত্যাদি।১৭

ভাল কথা, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও, অবিদ্বান্ লোক যতকাল ঋণ-ত্রয় হইতে বিমুক্ত না হয়, তত কাল ত তাহার আর পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসগ্রহণ হইতেই পারে না। না, এরূপ আপত্তি সঙ্গত হয় না; কেন না, কোন লোকই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ঋণগ্রস্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ গার্হস্থ্য অবলম্বনই ঋণ-সম্বন্ধের কারণ। আর যদি উপযুক্ত অধিকার লাভ না করিয়াও ঋণগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ত নির্ব্বিশেষে সকলকেই ঋণী হইতে হয়; এরূপ হইলে ত অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তাহার পর 'গৃহস্থাশ্রম হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক শেষে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবে, অথবা সম্ভব হইলে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে, গার্হস্থ্য হইতে, কিংবা বানপ্রস্থ হইতেই প্রব্রজ্যা করিবে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যে লোক গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষেও আত্মদর্শনের উপায়রূপে সন্ন্যাস গ্রহণ করা অভীষ্টই বটে। আর যে, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগানুষ্ঠানের বিধায়ক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাবিহীন অমুমুক্ষুর সম্বন্ধেই তাহা সার্থক হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও কোন কোন শাখাধ্যায়ীর সম্বন্ধে কেবল দ্বাদশরাত্র মাত্র হোমের পরই অগ্নি পরিত্যাগের বিধায়ক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যাবজ্জীবাদি শ্রুতি কখনই সন্ন্যাসের বিরোধিনী হইতে পারে না। ১৮

আর যে, কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকারীদিগের পক্ষেই পারিব্রাজ্য কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কেন না, তাহাদের সম্বন্ধে 'উৎসন্নাগ্নি কিংবা নিরগ্নি' ইত্যাদি বিশেষ শ্রুতিরই উল্লেখ রহিয়াছে। তাহার পর, সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রেই সাধারণভাবে আশ্রমের বিকল্পবিধি ও সমুচ্চয়বিধি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আরও যে, বলা হইয়াছে—জ্ঞানীর যে ব্যুত্থান বা সন্ন্যাস-গ্রহণ, তাহা অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাহা আপনা হইতেই হইয়া পড়ে, তন্নিমিত্ত আর বিধানের আবশ্যক হয় না; সুতরাং উহা শাস্ত্রার্থ বা বৈধ নহে; অতএব সেরূপ লোক গৃহে বনে কিংবা যেখানে ইচ্ছা থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু মাত্র বিশেষ নাই। সে কথাও সঙ্গত নহে; কারণ, ব্যুত্থান যদি অর্থপ্রাপ্তই হয়, তাহা হইলে ত জ্ঞানীর পক্ষে অন্য কোন আশ্রম-বিশেষে অবস্থান করাই সম্ভব হইতে পারে না; কেন না, আশ্রমবিশেষে অবস্থানের একমাত্র কারণ হইতেছে কামনা ও তদুচিত কর্ম্মানুষ্ঠান; অথচ তদুভয়ের নিবৃত্তির নাম হইতেছে ব্যুত্থান। ১৯

কামচার-প্রবৃত্তি যখন অত্যন্ত মূঢ়লোকদিগের পক্ষেই দৃষ্ট হয়, তখন জ্ঞানীর সম্বন্ধে ত সেই কামচার-প্রবৃত্তি কখনই সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই যখন আত্মজ্ঞের পক্ষে দুর্ব্বহ গুরু ভার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তখন অত্যন্ত অজ্ঞানের ফল কামচার-প্রবৃত্তি যে দুর্ব্বহ হইবে, তাহা ত আর বক্তব্যই নহে। উন্মাদ বা তিমির রোগের দরুণ যে বস্তু যে প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই উন্মাদ ও তিমির রোগ তিরোহিত হইলেও সেই বস্তু সেই প্রকারে কখনই দৃষ্ট হয় না; কেন না, উন্মাদ ও তিমির রোগই ঐ প্রকার বিকৃত দর্শনের কারণ ছিল, এখন তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে, আত্মজ্ঞ পুরুষের ব্যুত্থান ব্যতিরেকে যথেচ্ছভাবে অবস্থান করা হইতেই পারে না, এবং তাহার অন্য কিছু কর্ত্তব্যও অবশিষ্ট থাকে না। ২০

তাহার পর, "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ" এই শ্রুতি বচনেরও এরূপ অর্থ নয় যে, জ্ঞানীর সম্বন্ধেও বিদ্যার সহিত অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে; পরন্তু উহার অর্থ এই যে, যেমন একই শুক্তিতে একই পুরুষের যুগপৎ রজত ও শুক্তি বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না, তেমনি একই পুরুষে পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যা ও অবিদ্যা একদা কখনও স্থান পাইতে পারে না। কঠোপনিষদে আছে —'এই যে বিদ্যা ও অবিদ্যা, ইহারা উভয়ে অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাব, ও বিপরীত পথগামী'। অতএব বিদ্যা সত্ত্বে কখনও অবিদ্যার সম্ভব হয় না। 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম সাধনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; এরূপ স্থলে শাস্ত্র-বিহিত ও বিদ্যোৎপত্তির উপায়ভূত এই তপঃপ্রভৃতি ও গুরু-শুশ্রূষাদি কর্ম্মগুলিই অবিদ্যাত্মক বলিয়া অবিদ্যা নামে কথিত হইয়া থাকে। [ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে,] লোকে এই তপঃপ্রভৃতি সাধন দ্বারা প্রথমে বিদ্যালাভ করিয়া কামনারূপী মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার পর নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বপ্রকার এষণা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাপ্রভাবে অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন যে,—'অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত (মোক্ষ) ভোগ করিয়া থাকে' ইতি। ২১

আরও যে, বলা হইয়াছে—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল কর্ম্মানুষ্ঠানেই পরিসমাপ্ত অর্থাৎ পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল আর কর্ম্মাধিকার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। [ইহার উত্তর—] এই শ্রুতি অবিদ্বান্ পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য, এই বলিয়া সে আপত্তিরও পরিহার করা হইয়াছে। এরূপ না বলিলে, ঐ শ্রুতির অর্থসঙ্গতিই সম্ভব হয় না। আর যে উক্ত শ্রুতির অনুরূপ বিষয়ে, বক্ষ্যমাণ আত্মজ্ঞানকেও কর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহাও সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ আত্মভেদে বিষয়ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বা পরিহৃত হইয়াছে; ইহা আমরা পরেও ব্যাখ্যাচ্ছলে প্রদর্শন করিব। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কেবল নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যা প্রকাশনের নিমিত্তই যে পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি॥ ১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-ভাষিতম্।
ঐতরেয়শ্রুতি-ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥

সরলার্থঃ। ইদং (নামরূপাভ্যামভিব্যক্তং জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) একঃ (সর্ব্বথা ভেদশূন্যঃ) আত্মা (ব্যাপকং ব্রহ্ম) বৈ (অবধারণে—আত্মৈব) আসীৎ ; অন্যৎ (সজাতীয়ং বিজাতীয়ং বা) কিঞ্চন (কিমপি বস্তু) মিষৎ (ব্যাপারবৎ) ন (নাসীদিত্যর্থঃ) ; সঃ (আত্মা) ঈক্ষত (ঐক্ষত—আলোচয়ামাস)—লোকান্ (অন্তঃপ্রভৃতীনি ভোগস্থানানি) নু (বিতর্কে) সৃজৈ (সৃজে) [অহম্] ইতি শেষঃ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক মাত্র আত্মাই ছিল, অর্থাৎ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপেই ছিল ; তদ্ভিন্ন সক্রিয় অন্য কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন—আমি অন্তঃপ্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মেতি। আত্মা—আপ্নোতেরত্তেরততের্ব্বা, পরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরশনায়াদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জিতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽজোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়োঽদ্বয়ঃ বৈ। ইদং যদুক্তং নামরূপকর্ম্মভেদভিন্নং জগৎ আত্মৈব একঃ, অগ্রে জগতঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ আসীৎ। কিং নেদানীং স এবৈকঃ ? ন। কথং তর্হি আসীদিত্যুচ্যতে ? যদ্যপীদানীং স এবৈকঃ, তথাপ্যস্তি বিশেষঃ—প্রাগুৎপত্তেরব্যাকৃতনাম-রূপভেদমাত্মভূতম্ আত্মৈকশব্দ-প্রত্যয়গোচরং জগৎ, ইদানীং ব্যাকৃতনামরূপভেদত্বাদনেকশব্দ-প্রত্যয়গোচরম্ আত্মৈকশব্দপ্রত্যয়-গোচরঞ্চেতি বিশেষঃ। যথা সলিলাৎ পৃথক্ ফেননামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক্ সলিলৈক-শব্দ-প্রত্যয়গোচর এব ফেনঃ, যদা সলিলাৎ পৃথঙ্নামরূপভেদেন ব্যাকৃতো ভবতি, তদা সলিলং ফেনশ্চেতি অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ সলিলমেবেতি চৈকশব্দ-প্রত্যয়ভাক্ চ ফেনো ভবতি, তদ্বৎ। ১

ন অন্যৎ কিঞ্চন ন কিঞ্চিদপি, মিষৎ নিমিষদ্ব্যাপারবদিতরদ্বা। যথা সাঙ্খ্যানামনাত্মপক্ষপাতি স্বতন্ত্রং প্রধানম্, যথা চ কাণাদানামণবঃ, ন তদ্বদিহান্যদাত্মনঃ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে। কিং তর্হি ? আত্মৈবৈক আসীদিত্যভিপ্রায়ঃ। ২

সঃ সর্ব্বজ্ঞস্বাভাব্যাদাত্মা এক এব সন্ ঈক্ষত। নমু প্রাগুৎপত্তেরকার্য্যকরণত্বাৎ কথমীক্ষিতবান্ ? নায়ং দোষঃ, সর্ব্বজ্ঞস্বাভাব্যাৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদিঃ। কেনাভিপ্রায়েণেত্যাহ—লোকান্ অম্ভঃপ্রভৃতীন্ প্রাণিকর্ম্ম-ফলোপভোগস্থানভূতান্ নু স্বজৈ স্বজেঽহমিতি ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। 'আত্মা' ইত্যাদি। প্রাপ্তি বা ব্যাপ্তিবোধক 'আপ্' ধাতু হইতে, কিংবা ভক্ষণার্থক 'অদ্' ধাতু হইতে, অথবা সতত গমনবোধক 'অৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'আত্মা' শব্দের অর্থ,—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত, নিত্য শুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, জরামরণশূন্য, অমৃত, অভয় ও অদ্বয় পরমেশ্বর। 'বৈ' অর্থ [অবধারণ]। 'ইদং' অর্থ—নাম রূপ ও কর্ম্মভেদবিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। তবে এখন কি তিনি একমাত্র সৎ নহেন ? না, সে কথা নয় ; [এখনও তিনিই একমাত্র সৎ]। ভাল, তাহা হইলে 'ছিল' (আসীৎ) বলা হইতেছে কি প্রকারে ? হাঁ, যদিও আত্মা এখনও একই বটে, তথাপি কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জগতের নাম-রূপাকারে ভেদ ব্যক্ত হয় নাই, সেই সময় আত্মস্বরূপে বীজভাবে অবস্থিত এই জগৎ একমাত্র আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্যয়েরই বিষয় ছিল অর্থাৎ জগৎ বলিয়া কোন শব্দ ছিল না, তদ্বিষয়ে কোন প্রতীতিও ছিল না ; আর এখন সেই জগৎই নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়া কখনও অনেক প্রকার শব্দ ও প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, আবার কখনও বা কেবলই আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্যয়েরও বিষয়ীভূত হইয়া থাকে ; [ইহাই উভয় অবস্থার মধ্যে বিশেষ] ; এবং সেই বিশেষ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এখানে 'আসীৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন জল হইতে পৃথগ্‌ভাবে আকৃতি ও নামবিশিষ্ট ফেন অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র 'সলিল' শব্দ ও 'সলিল' বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, আবার সেই ফেনই যখন আকৃতি ও নাম লইয়া সলিল হইতে পৃথগ্‌ভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখন যেমন 'সলিল' ও 'ফেন' ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার শব্দ ও প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, কখনও বা কেবল 'সলিল' বলিয়াই ব্যবহৃত ও প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপ। ১

সে সময়ে মিষৎ—ব্যাপারযুক্ত (ক্রিয়াশীল) কিংবা তদ্বিপরীত (নিষ্ক্রিয়) অন্য কোনও পদার্থ ছিল না। [অভিপ্রায় এই যে,] সাংখ্যমতে যেরূপ আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র প্রধান (প্রকৃতি), এবং কণাদমতে যেরূপ পরমাণুসমূহ [সৃষ্টির অগ্রেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যমান ছিল বলা হয়], বেদান্তমতে সেরূপ আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও বস্তু বিদ্যমান ছিল না। তবে, কি ছিল? না, একমাত্র আত্মাই ছিল।২

সেই আত্মা স্বভাবতঃই সর্ব্বজ্ঞ; এইজন্য এককই (অন্যের সাহায্য না লইয়াই) ঈক্ষণ (চিন্তা) করিয়াছিলেন—; ভাল কথা, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জ্ঞান-সাধন দেহেন্দ্রিয়াদি কিছুই ছিল না, তখন তিনি ঈক্ষণ করিলেন কি প্রকারে? না, ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ; [সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের জন্য দেহেন্দ্রিয়াদির আবশ্যক হয় না]। দেখ, মন্ত্রও একথা বলিতেছে, 'তিনি পদরহিত, অথচ দ্রুতগামী; হস্তরহিত, অথচ গ্রহীতা' ইত্যাদি। তিনি কি অভিপ্রায়ে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—প্রাণিগণের কর্ম্মানুযায়ী ফলোপভোগের আশ্রয়ভূত অম্ভঃপ্রভৃতি লোক (স্থান) সমূহ আমি সৃষ্টি করিব, এই অভিপ্রায়ে ॥১॥

স ইমাঁল্লোকানসৃজত।
অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ
দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ।
পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। সঃ (আত্মা) [এবমীক্ষিত্বা] ইমান্ (বক্ষ্যমাণান্ অম্ভঃ, মরীচয়ঃ, মরঃ, আপঃ ইত্যেতান্) লোকান্ (ভোগভূমীঃ) অসৃজত (সৃষ্টবান্); [সৃষ্টিরিয়ং ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্ট্যনন্তরং বিজ্ঞেয়া]। [অম্ভঃপ্রভৃতীনাং স্বরূপাণ্যাহ—] অদঃ (পূর্ব্বোক্তং) অম্ভঃ (অম্ভোধারণাৎ তদাখ্যো লোকঃ) পরেণ দিবং (দ্যুলোকাৎ পরস্তাদ্ উর্দ্ধমিত্যর্থঃ); দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) প্রতিষ্ঠা (অম্ভোলোকস্য আশ্রয়ঃ, দ্যুলোকাশ্রয়োঽম্ভো লোক ইত্যর্থঃ)। [দ্যুলোকাদধস্তাৎ] অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ (মরীচিসম্বন্ধাৎ মরীচিশব্দবাচ্যম্); পৃথিবী মরঃ (ম্রিয়ন্তে ভূতানি অস্মিন্ ইতি পৃথিবী মর উচ্যতে)। যাঃ অধস্তাৎ (পৃথিব্যা অধোদেশে বর্ত্তন্তে), তাঃ আপঃ (অব্‌বাহুল্যাৎ আপ উচ্যন্তে) ॥২॥

মূলানুবাদ। সেই আত্মা [ঐরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণের পর] অম্ভঃ, মরীচি, মর ও অপ্ এই চারিটি লোক সৃষ্টি করিলেন। ঐ অম্ভোলোকটী দ্যুলোকের উপরে এবং দ্যুলোকে অবস্থিত; এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরিক্ষ বা আকাশই মরীচি। এই পৃথিবী মরলোক,এবং পৃথিবীর নিম্নে (অধঃ) যে সমস্ত লোক, সে সমুদয় 'অপ্' লোক নামে অভিহিত ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবমীক্ষিত্বা আলোচ্য সঃ আত্মা ইমান্ লোকান্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যথেহ বুদ্ধিমান্ তক্ষাদিঃ এবম্প্রকারান্ প্রাসাদাদীন্ সৃজে—ইতীক্ষিত্বা, ঈক্ষানন্তরং প্রাসাদাদীন্ সৃজতি, তদ্বৎ। ১

নন্বু সোপাদানস্তক্ষাদিঃ প্রাসাদাদীন্ সৃজতীতি যুক্তম্; নিরুপাদানস্তু আত্মা কথং লোকান্ সৃজতি? ইতি। নৈষ দোষঃ। সলিলফেনস্থানীয়ে আত্মভূতে নাম-রূপে অব্যাকৃতে আত্মৈকশব্দবাচ্যে ব্যাকৃতফেনস্থানীয়স্য জগত উপাদানভূতে সম্ভবতঃ। তস্মাদাত্মভূত-নামরূপোপাদানভূতঃ সন্ সর্ব্বজ্ঞো জগন্নির্ম্মিমীতে ইত্যবিরুদ্ধম্। ২

অথবা, যথা বিজ্ঞানবান্ মায়াবী নিরুপাদান আত্মানমেব আত্মান্তরত্বেন আকাশেন গচ্ছন্তমিব নির্ম্মিমীতে, তথা সর্ব্বজ্ঞো দেবঃ সর্ব্বশক্তির্ম্মহামায় আত্মানমেব আত্মান্তরত্বেন জগদ্রূপেণ নির্ম্মিমীত ইতি যুক্ততরম্। এবঞ্চ সতি কার্য্যকারণোভয়াসদ্বাদ্যাদিপক্ষাশ্চ ন প্রসজ্যন্তে, সুনিরাকৃতাশ্চ ভবন্তি। ৩

কান্ লোকানসৃজতেত্যাহ—অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপ ইতি। আকাশাদিক্রমেণাণ্ডমুৎপাদ্য অম্ভঃপ্রভৃতীন্ লোকানসৃজত। তত্র অম্ভঃপ্রভৃতীন্ স্বয়মেব ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ,—অদঃ তৎ অম্ভঃশব্দবাচ্যো লোকঃ, পরেণ দিবং দ্যুলোকাৎ পরেণ পরস্তাৎ, সঃ অম্ভঃশব্দবাচ্যঃ, অম্ভোভরণাৎ। দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ তস্যাম্ভসো লোকস্য। দ্যুলোকাদধস্তাৎ অন্তরিক্ষং যৎ, তৎ মরীচয়ঃ। একোঽপ্যনেকস্থানভেদত্বাদ্বহুবচনভাক্—মরীচয় ইতি, মরীচিভির্ব্বা রশ্মিভিঃ সম্বন্ধাৎ। পৃথিবী মরঃ—ম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ ভূতানীতি। যা অধস্তাৎ পৃথিব্যাঃ, তা আপ উচ্যন্তে, আপ্নোতেঃ, লোকাঃ। যদ্যপি পঞ্চভূতাত্মকত্বং লোকানাম্, তথাপি অব্বাহুল্যাৎ অব্নামভিরেব অম্ভোমরীচীর্ম্মরমাপ ইত্যুচ্যন্তে ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পূর্ব্বোক্ত আত্মা এই প্রকার আলোচনার পর এই সমুদয় লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্যাবহারিক জগতে বুদ্ধিমান্ সূত্রধর প্রভৃতি যেমন 'আমি এইপ্রকার প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিব', এই প্রকার ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়া তাহার পর প্রাসাদ প্রভৃতি স্রষ্টব্য বিষয় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। ১

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, সূত্রধর প্রভৃতি কর্ম্মকর্তৃগণ যে, কার্য্যোপযোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপকরণ-সহযোগে প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহা যুক্তিসঙ্গতই হয়, কিন্তু আত্মার ত সেরূপ কোনও উপকরণ সংগৃহীত নাই; সুতরাং নিরুপকরণ আত্মা কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিবেন? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কেন না, জল হইতে অভিন্ন অব্যক্ত ফেনের ন্যায় আত্মা হইতে অনতিরিক্ত—সুতরাং আত্মশব্দবাচ্য অব্যাকৃত (সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) নাম ও রূপই, অভিব্যক্ত ফেনের তুল্য জগতের উপাদান হইতে পারে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ আত্মা যে, আপনারই স্বরূপভূত নাম ও রূপকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, ইহা বিরুদ্ধ হইতেছে না।২

অথবা, বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মায়াবী পুরুষ যেরূপ কোনপ্রকার বাহ্য উপাদান না লইয়াই, আপনাকে অপর ব্যক্তিরূপে প্রদর্শন করত, সেই আত্মা যেন আকাশ-মার্গেই গমন করিতেছে, এইরূপে প্রকটিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি মহামায়াসমন্বিত পরমেশ্বরও যে, আপনাকেই জগদন্তর্গত অপর আত্মারূপে নির্ম্মাণ (প্রকাশিত) করিয়া থাকেন, একথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারে অসৎকার্য্যবাদী, অসৎকারণবাদী ও কার্য্য-কারণ উভয়ের অসত্ত্ববাদী প্রভৃতির সিদ্ধান্তেরও আর সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু সে সমুদায় 'বাদ'গুলিও খণ্ডিত হইয়া যায়। ৩

তিনি কোন্ কোন্ লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—অন্তঃ, মরীচি, মর (মর্ত্ত্য) ও অপ্। [এখানে বুঝিতে হইবে যে,] প্রথমে আকাশ বায়ু প্রভৃতির ক্রমশঃ সৃষ্টির পর ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, এই অন্তঃ-প্রভৃতি লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন শ্রুতি নিজেই অন্তঃপ্রভৃতি লোক সমূহের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—সেই যে এই অন্তঃশব্দবাচ্য লোক, তাহা দ্যুলোকেরও পরে অর্থাৎ দ্যুলোকেরও উপরে অবস্থিত; অম্ভঃ (জল) ধারণ করে বলিয়া উহার নাম 'অন্তঃ'। দ্যুলোক হইতেছে ঐ অন্তোলোকের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। ঐ দ্যুলোকের নিম্নে অবস্থিত যে অন্তরিক্ষ (ভুবর্লোক), তাহাই মরীচিনামক লোক। মরীচি লোকটি এক হইলেও বিভিন্নপ্রকার বহু স্থানযুক্ত বলিয়া উহাতে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে—'মরীচয়ঃ', অথবা মরীচিসমূহের—বহু সৌর কিরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় [বহুবচন হইয়াছে]। ভূতসমূহ ইহাতে মৃত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই পৃথিবীই 'মর' লোক। পৃথিবীর নিম্নে অবস্থিত যে সমস্ত লোক, সে সমস্ত লোক অপ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যদিও সমস্ত লোকই পঞ্চভূতাত্মক সত্য, তথাপি জলের বাহুল্য নিবন্ধন জলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামেই 'অম্ভঃ' শব্দ অভিহিত হইয়াছে। মরীচি প্রভৃতি লোক সম্বন্ধেও সেই কথা ॥২॥

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু স্বজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। সঃ (আত্মা ঈশ্বরঃ) [পুনরপি] ঈক্ষত—ইমে (ময়া সৃষ্টাঃ) লোকাঃ, নু (বিতর্কে) [পালকাভাবাৎ বিনশ্যেয়ুঃ ; অতঃ] লোকপালান্ (অম্ভঃপ্রভৃতিলোকপালান্) সৃজৈ ইতি। [এবমীক্ষিত্বা] সঃ অদ্ভ্যঃ (জল-প্রধানেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ) এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য (সমুৎপাদ্য) অমূর্চ্ছয়ৎ (স্বাবয়ব-সংযোজনেন পিণ্ডিতমকরোৎ) ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ ঈক্ষণ (আলোচনা) করিতে লাগিলেন ঃ—[পালকের অভাবে এই সমস্ত লোক] বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; অতএব লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব। তিনি [এইরূপ আলোচনার পর] জলপ্রধান পঞ্চ ভূত হইতেই পুরুষ উৎপাদন করিয়া অবয়বাদি-সংযোজনপূর্ব্বক তাহার বৃদ্ধি সাধন করিলেন ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলোপাদানাধিষ্ঠানভূতান্ চতুরো লোকান্ সৃষ্ট্বা স ঈশ্বরঃ পুনরেব ঈক্ষত—ইমে নু অম্ভঃপ্রভৃতয়ো ময়া সৃষ্টা লোকাঃ পরিপালয়িতৃবর্জ্জিতা বিনশ্যেয়ুঃ ; তস্মাদেষাং রক্ষণার্থং লোকপালান্ লোকানাং পালয়িতৄন্ নু সৃজৈ সৃজেঽহমিতি। এবমীক্ষিত্বা সঃ অদ্ভ্যঃ এব অপ্‌প্রধানেভ্য এব পঞ্চভূতেভ্যঃ, যেভ্যোঽম্ভঃপ্রভৃতীন্ সৃষ্টবান্, তেভ্য এবেত্যর্থঃ। পুরুষং পুরুষাকারং শিরঃপাণ্যাদিমন্তং সমুদ্ধৃত্য অদ্ভ্যঃ সমুপাদায়, মৃৎপিণ্ডমিব কুলালঃ পৃথিব্যাঃ, অমূর্চ্ছয়ৎ মূর্চ্ছিতবান্ সম্পিণ্ডিতবান্ স্বাবয়ব-সংযোজনেনেত্যর্থঃ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর কর্ম্মফল ও তৎসাধন সমুদায়ের আশ্রয়ভূত অম্ভঃপ্রভৃতি চারিপ্রকার লোক সৃষ্টি করিয়া, পুনশ্চ ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়াছিলেন—আমি যে, এই অম্ভঃপ্রভৃতি লোক-সমূহ সৃষ্টি করিয়াছি, এই সমুদায় লোক নিশ্চয়ই পরিপালকের অভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; অতএব এই সমুদায় লোকের রক্ষার্থ আমি লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রকার ঈক্ষণ করিয়া তিনি জলসমূহ হইতে অর্থাৎ জলপ্রধান পঞ্চভূত হইতে—তিনি যে সমুদয় ভূত হইতে অন্তঃপ্রভৃতি লোকসৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় লোক হইতেই পুরুষ—হস্তমস্তকাদি পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট একটী পিণ্ড—কুম্ভকার যেরূপ পৃথিবী হইতে মৃৎপিণ্ড নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ জল হইতে সমুৎপাদন করিয়া মূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ উপযুক্ত অবয়ব-সংযোজনা করিয়া সংপিণ্ডিত (স্থূলভাবাপন্ন) করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাণ্ডম্, মুখাদ্বাগ্ বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতাং অক্ষিভ্যাঞ্চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বঙ্নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [স ঈশ্বরঃ] তং (পুরুষবিধং পিণ্ডং) [লক্ষ্যীকৃত্য] অভ্যতপৎ (তদ্বিষয়ে ধ্যানং—সঙ্কল্পং কৃতবান্)। অভিতপ্তস্য তস্য (পুরুষাকারপিণ্ডস্য) যথা অণ্ডং (পক্ষিণঃ অণ্ডমিব) মুখং (মুখাকারং ছিদ্রং) নিরভিদ্যত (নির্ভিন্নম্ অভূৎ, মুখরন্ধ্রম্ অজায়ত ইত্যর্থঃ)। এবং মুখাৎ বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং), বাচঃ অগ্নিঃ (বাগধিষ্ঠাতা) [নিরভিদ্যত] ; তথা, নাসিকে (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) [নিরভিদ্যেতাম্] ; নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) ; প্রাণাৎ বায়ুঃ (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ; [এবং চ অধিষ্ঠানং, করণং, তদধিদেবতা চেতি ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতি ভাবঃ]। অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকে) নিরভিদ্যেতাং ; অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়ং), চক্ষুষঃ আদিত্যঃ (চক্ষুর্দেবতা) ; তথা কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্ ; কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং), শ্রোত্রাৎ দিশঃ (কর্ণয়োর্দেবতাঃ) [নিরভিদ্যন্ত] ; [অনন্তরং] ত্বক্ নিরভিদ্যত, ত্বচঃ লোমানি, লোমভ্যঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ [নিরভিদ্যন্ত], [ততশ্চ] হৃদয়ং (অন্তঃকরণাধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত ; হৃদয়াৎ মনঃ (অন্তঃকরণং), মনসঃ চন্দ্রমাঃ (তদধিদেবতা) [নিরভিদ্যত] ; নাভিঃ নিরভিদ্যত ; নাভ্যাঃ অপানঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(পায়ুনামকমিন্দ্রিয়ং), অপানাৎ মৃত্যুঃ (পায়্বধিদেবতা) [নিরভিদ্যত]; শিশ্নং নিরভিদ্যত; শিশ্নাৎ রেতঃ (শুক্রং), রেতসঃ আপঃ (তদধিদেবতা বরুণঃ) [নিরভিদ্যন্ত]। [ইহ সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানং, তদধিষ্ঠেয়মিন্দ্রিয়ং, তদধিদেবতাশ্চ ক্রমেণ সমজায়ন্ত ইতি বিজ্ঞেয়ম্] ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমখণ্ডব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর সেই পূর্ব্বসৃষ্ট পুরুষাকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া সংকল্প (চিন্তা) করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃত সংকল্পের ফলে, পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় সেই পুরুষাকার পিণ্ডটীর প্রথমে মুখ নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ তাহার মুখবিবর অভিব্যক্ত হইল। মুখের পর বাগিন্দ্রিয় এবং বাগিন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইল। পরে নাসিকা-রন্ধ্রদ্বয় প্রকাশ পাইল; নাসিকার পর প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং প্রাণের পর তাহার অধিদেবতা বায়ু অভিব্যক্ত হইল। অনন্তর দুইটী চক্ষুর গোলক অভিব্যক্ত হইল; তাহার পর চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা আদিত্য প্রকাশ পাইল। অতঃপর দুইটী কর্ণবিবর ব্যক্ত হইল; কর্ণের পর শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা দিক্‌সমূহ প্রকাশিত হইল। অনন্তর ত্বক্ অভিব্যক্ত হইল, এবং ত্বকের পর লোম-সমূহ (স্পর্শনেন্দ্রিয়) ও তাহা হইতে ওষধি ও বনস্পতিসকল উদ্ভিন্ন হইল। তাহার পর হৃদয় অভিব্যক্ত হইল, এবং তাহা হইতে অন্তঃকরণ বা মন ও মনের দেবতা চন্দ্র প্রকাশ পাইল। অনন্তর সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ভূত নাভি নিষ্পন্ন হইল; নাভির পর অপান (পায়ু—মলদ্বার) ও তদধিদেবতা মৃত্যু অভিব্যক্ত হইল। তাহার পর শিশ্ন প্রকাশ পাইল; শিশ্নের পর রেতঃ অর্থাৎ শুক্রসমন্বিত ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা অপ্ (জল) আবির্ভূত হইল ॥৪॥

ইতি প্রথম খণ্ডানুবাদ ॥ . ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তং পিণ্ডং পুরুষবিধমুদ্দিশ্য অভ্যতপৎ, তদভিধ্যানং সঙ্কল্পং কৃতবানিত্যর্থঃ, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্যাভিতপ্তস্য ঈশ্বরসঙ্কল্পেন তপসাভিতপ্তস্য পিণ্ডস্য মুখং নিরভিদ্যত মুখাকারং শুষিরমজায়ত;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা পক্ষিণোঽণ্ডং নির্ভিদ্যতে, এবম্। তস্মাচ্চ নির্ভিন্নান্মুখাৎ বাক্ করণমিন্দ্রিয়ং নিরবর্ত্তত; তদধিষ্ঠাতা অগ্নিঃ, ততো বাচঃ, লোকপালঃ। তথা নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্। নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্বায়ুঃ; ইতি সর্ব্বত্রাধিষ্ঠানং করণং দেবতা চ ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতি। অক্ষিণী, কর্ণৌ, ত্বক্, হৃদয়ম্ অন্তঃকরণাধিষ্ঠানং মনঃ অন্তঃকরণং; নাভিঃ সর্ব্বপ্রাণবন্ধনস্থানম্, অপানসংযুক্তত্বাদপান ইতি পায্বিন্দ্রিয়মুচ্যতে; তস্মাৎ তস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃত্যুঃ। যথান্যত্র, তথা শিশ্নং নিরভিদ্যত প্রজননেন্দ্রিয়স্থানম্। ইন্দ্রিয়ং রেতঃ রেতোবিসর্গার্থত্বাৎ সহ রেতসোচ্যতে। রেতস আপ ইতি ॥৪॥

ইতি প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পরমেশ্বর সেই পুরুষকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ধ্যান (সংকল্প) করিয়াছিলেন। এখানে 'তপস্যা' অর্থ—সংকল্প (ধ্যান); কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা' ইত্যাদি। সেই পিণ্ডটী অভিতপ্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের সংকল্পাত্মক ধ্যানের বিষয়ীভূত হইলে পর, তাহার মুখ নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ মুখাকার গর্ত্ত উৎপন্ন হইল; পক্ষীর অণ্ড যেরূপ নির্ভিন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ।

সেই অভিব্যক্ত মুখবিবর হইতে বাক্—করণ বাগিন্দ্রিয় এবং সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক অগ্নি প্রকাশ পাইল; সেই বাগিন্দ্রিয় হইতে অভিব্যক্ত অগ্নিই এখানে লোকপাল। সেইরূপ নাসিকারন্ধ্রদ্বয় নির্ভিন্ন হইল; নাসিকা হইতে প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) এবং লোকপাল বায়ু প্রকাশ পাইল। এখানে সর্ব্বত্রই প্রথমে অধিষ্ঠান (ইন্দ্রিয়গোলক), পরে ইন্দ্রিয়, এবং তাহার পর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই তিনটীর ক্রমিক আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, ত্বক্, [ইহারা ইন্দ্রিয়স্থান—গোলক]; হৃদয় অন্তঃকরণের আশ্রয়স্থান; মন হইতেছে অন্তঃকরণ। নাভি হইতেছে সমস্ত প্রাণের আশ্রয়স্থান। 'অপান' অর্থ 'পায়ু' ইন্দ্রিয়; কারণ, অপানবায়ুর সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে; অপান হইতেই উহার অধিদেবতা মৃত্যু [প্রকটিত হইল]। অন্যান্যস্থানের ন্যায় ক্রমে শিশ্নও নির্ভিন্ন হইল; শিশ্ন অর্থ জননেন্দ্রিয়স্থান, 'রেতঃ' অর্থ শিশ্নের ইন্দ্রিয়। রেতঃ ত্যাগ করাই উহার উদ্দেশ্য; এইজন্য 'রেতঃ' শব্দে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই রেত ইন্দ্রিয় হইতে অপ্ অর্থাৎ অধিদেবতা জল হইল ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতংস্তমশনায়া-পিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥৫॥১॥

সরলার্থঃ। তাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ লোকপালরূপেণ) সৃষ্টাঃ এতাঃ (অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ) দেবতাঃ অস্মিন্ মহতি (দুষ্পারে) অর্ণবে (সংসারসাগরে) প্রাপতন্ (পতিতবত্যঃ)। তং (প্রথমোৎপন্নং পিণ্ডং) অশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জ্জৎ (ক্ষুধা-পিপাসাভ্যাং সংযোজিতবান্) [পরমেশ্বরঃ]। তাঃ (অগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ) এনং (পরমকারণং পরমেশ্বরম্) অব্রুবন্ (কথিতবত্যঃ)—নঃ (অস্মভ্যং) আয়তনং (আশ্রয়স্থানং) প্রজানীহি (বিধেহি); [বয়ং] যস্মিন্ (আয়তনে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (অবস্থিতাঃ সত্যঃ) অন্নং (ভোগ্যং) অদাম (ভক্ষয়াম) ইতি ॥৫॥১॥

মূলানুবাদ। সেই এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া মহার্ণবে অর্থাৎ অপার সংসার-সাগরে নিপতিত হইলেন। তখন পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে ক্ষুধা ও পিপাসার সহিত সংযোজিত করিলেন, অর্থাৎ সৃষ্টির পর তাঁহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপস্থিত হইল। ক্ষুধা-পিপাসাসমন্বিত সেই দেবতাগণ পরমেশ্বরকে বলিলেন—"আপনি আমাদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করুন, যে স্থানে অবস্থান করিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইতে পারি।" ইতি ॥৫॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তা এতা অগ্ন্যাদয়ো দেবতা লোকপালত্বেন সঙ্কল্প্য সৃষ্টা ঈশ্বরেণ, অস্মিন্ সংসারার্ণবে সংসারসমুদ্রে মহতি অবিদ্যা-কামকর্ম্মপ্রভব-দুঃখোদকে তীব্ররোগজরামৃত্যুমহাগ্রাহে অনাদাবনন্তে অপারে নিরালম্বে বিষয়েন্দ্রিয়জনিত-সুখলবলক্ষণবিশ্রামে পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থতৃণ্‌মারুত-বিক্ষোভোত্থিতানর্থশত-মহোর্ম্মৌ মহারৌরবাদ্যনেকনিরয়গত-হাহেত্যাদি-কূজিতাক্রোশনোদ্ভূতমহারবে সত্যার্জ্জব-দানদয়াহিংসাশমদমধৃত্যাদ্যাত্মগুণ-পাথেয়পূর্ণ-জ্ঞানোড়ুপে সৎসঙ্গ-সর্ব্বত্যাগমার্গে মোক্ষতীরে এতস্মিন্মহত্যর্ণবে প্রাপতন্ পতিতবত্যঃ। ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাদগ্ন্যাদিদেবতাপ্যয়লক্ষণাপি যা গতির্ব্ব্যাখ্যাতা জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠান-ফলভূতা, সাপি নালং সংসারদুঃখোপশমায়েত্যয়ং বিবক্ষিতোঽর্থোঽত্র। যত এবম্, তস্মাদেবং বিদিত্বা, পরং ব্রহ্ম, আত্মা আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাঞ্চ, যো বক্ষ্যমাণ-বিশেষণঃ প্রকৃতশ্চ জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারহেতুত্বেন, স সর্ব্বসংসারদুঃখো-পশমনায় বেদিতব্যঃ। তস্মাৎ "এষ পন্থা এতৎ কর্ম্মৈতদ্ব্রহ্মৈতৎ সত্যম্" যদেতৎ পরব্রহ্মাত্মজ্ঞানম্, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ২

তং স্থান-করণ-দেবতোৎপত্তিবীজভূতং পুরুষং প্রথমোৎপাদিতং পিণ্ডমাত্মান-মশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জ্জৎ অনুগমিতবান্ সংযোজিতবানিত্যর্থঃ। তস্য কারণভূতস্য অশনায়াদিদোষবত্ত্বাৎ তৎকার্য্যভূতানামপি দেবতানামশনায়াদি-মত্ত্বম্। তাঃ ততঃ অশনায়াপিপাসাভ্যাং পীড্যমানা এনং পিতামহং স্রষ্টারম্ অব্রুবন্ উক্তবত্যঃ। আয়তনম্ অধিষ্ঠানং নঃ অস্মভ্যং প্রজানীহি বিধৎস্ব, যস্মিন্নায়তনে প্রতিষ্ঠিতাঃ সমর্থাঃ সত্যঃ অন্নম্ অদাম ভক্ষয়াম ইতি ॥৫॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা, পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে লোকপাল করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সংসার-রূপ মহাসাগরে—অবিদ্যা ও তন্মূলক কাম-কর্ম্ম-সমুত্থিত দুঃখরাশি যাহার জল-প্রবাহ, ভীষণ ব্যাধি ও জরা-মরণ যাহার গ্রাহ (জলচর হিংস্র জন্তু), যাহার আদি, অন্ত বা পার নাই, বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিত ক্ষুদ্র সুখই যেখানে বিশ্রাম-স্থান, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে শ্রোত্রাদি পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণারূপ প্রবল বায়ুর সন্তাড়নে সমুদ্ভূত শত শত অনর্থরাশি যাহার তরঙ্গমালা; মহারৌরব প্রভৃতি নরকগত প্রাণিগণের হাহাকার ও ক্রন্দনাদি ধ্বনিই যাহার মহা-নির্ঘোষ; সত্য, সরলতা, দান, দয়া, অহিংসা, শম, দম ও ধৃতি প্রভৃতি আত্মগুণ-রূপ পাথেয়পূর্ণ জ্ঞান যাহার ভেলা অর্থাৎ পারগমনের উপায়, সাধুসঙ্গ ও সর্ব্বস্ব-ত্যাগই যাহা পার হইবার প্রকৃষ্ট পথ, এবং মুক্তি যাহার তীর বা শেষ, সেই নিরালম্ব মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সংসারে আসক্ত হইয়া-ছিলেন। ১

অতএব, এখানে এইরূপ অর্থই শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীত হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের একযোগে অনুষ্ঠানের ফলে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতে অপ্যয় বা লয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে সংসার-দুঃখ-প্রশমনের উপায় নহে। যেহেতু জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অনুষ্ঠানের ফল এই প্রকার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই হেতুই যথোক্ত প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া, নিজের এবং সমস্ত ভূতের যে আত্মা, যাহার পরিচয় বা লক্ষণ পরে বলা হইবে, এবং এখানেও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণরূপে যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, সর্ব্বদুঃখপ্রশমনের নিমিত্ত তাহাকেই জানিতে হইবে। অতএব 'ইহাই প্রকৃত পথ, ইহাই কর্ম্ম, ইহাই ব্রহ্ম, এবং ইহাই সত্য' যাহা এই শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, [তাহাই দুঃখনিবৃত্তির যথার্থ উপায়]। মন্ত্রেও আছে—'মোক্ষধামে যাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই'। ২

যথোক্ত স্থান (ইন্দ্রিয়-গোলক), ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণের উৎপত্তিনিদান সেই প্রথমোৎপাদিত পিণ্ডাকার পুরুষকে তিনি অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা দ্বারা অনুগত অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছিলেন। কারণস্বরূপ সেই পিণ্ডে অশনায়াদি দোষ বিদ্যমান থাকায় তৎকার্য্য (সেই পিণ্ড হইতে উৎপন্ন) দেবতা-গণেরও অশনায়াদি দোষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দেবতাগণ অশনায়া ও পিপাসা দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া নিজের স্রষ্টা পিতামহকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের নিমিত্ত সেইরূপ আয়তন অর্থাৎ অবস্থানের যোগ্য স্থান বিধান করুন, যে স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া আমরা শক্তিলাভ করত অন্ন ভক্ষণ করিব ॥ ৫ ॥ ১ ॥

তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥৬॥২॥

সন্বয়ার্থঃ। [এবমুক্ত ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ (দেবতাভ্যঃ) গাম্ আনয়ৎ (গবাকৃতিং পিণ্ডং দর্শিতবান্)। তাঃ (দেবতাঃ) অব্রুবন্ (উক্তবত্যঃ) অয়ং (ত্বয়া আনীতঃ গবাকৃতিঃ পিণ্ডঃ) নঃ (অস্মভ্যং) ন বৈ (নৈব) অলং (ভোগায় পর্য্যাপ্তঃ) ইতি। [অনন্তরং] তাভ্যঃ অশ্বং (অশ্বাকৃতিং পিণ্ডং) আনয়ৎ; তাঃ (দেবতাঃ) [পুনঃ] অব্রুবন্—অয়ং নঃ (অস্মভ্যং) ন বৈ অলম্ ইতি ॥ ৬ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [দেবতাগণের প্রার্থনা শ্রবণের পর, ঈশ্বর] তাহাদের জন্য গো'র আকৃতিবিশিষ্ট একটি পিণ্ড আনয়ন করিলেন; [তাহা দেখিয়া] দেবতারা বলিলেন, এটি আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ভোগোপযুক্ত] নহে। অনন্তর তাঁহাদের জন্য অশ্ব আনয়ন করিলেন; তদ্দর্শনে দেবতাগণ বলিলেন—ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে ॥ ৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমুক্ত ঈশ্বরঃ তাভ্যো দেবতাভ্যো গাং গবাকৃতি-বিশিষ্টং পিণ্ডং তাভ্য এবাদ্ভ্যঃ পূর্ব্ববৎ পিণ্ডং সমুদ্ধৃত্য মূর্চ্ছয়িত্বা আনয়ৎ দর্শিতবান্। তাঃ পুনর্গবাকৃতিং দৃষ্ট্বা অব্রুবন্—ন বৈ নঃ অস্মদর্থম্ অধিষ্ঠায় অন্নমত্তুময়ম্ পিণ্ডঃ অলম্ ন বৈ। অলং পর্য্যাপ্তঃ। অত্তুং ন যোগ্য ইত্যর্থঃ। গবি প্রত্যাখ্যাতে তথৈব তাভ্যঃ অশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—ন বৈ নোঽয়মলমিতি, পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। দেবতাগণ এইরূপ বলিলে পর, ঈশ্বর সেই দেবতাগণের নিমিত্ত একটী গো—গোর মত আকৃতিসম্পন্ন দেহ-পিণ্ড পূর্ব্বের ন্যায় জল হইতেই উদ্ধৃত করিয়া এবং সংবর্দ্ধিত করিয়া আনয়ন করিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। তাঁহারা সেই গবাকৃতি পিণ্ডটী দর্শন করিয়া বলিলেন—এই গবাকৃতি পিণ্ডটী আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে অর্থাৎ আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে গোপিণ্ডটী প্রত্যাখ্যান করিলে পর, ঈশ্বর পুনশ্চ তাঁহাদের জন্য পূর্ব্ববৎ অশ্ব আনয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ বলিলেন, না, ইহাও আমাদের জন্য অন্ন ভক্ষণ করিতে পর্য্যাপ্ত নহে ॥ ৬॥২॥

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সু কৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীদ্‌যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥৭॥৩॥

অন্বয়ার্থঃ। [এবং প্রত্যাখ্যানানন্তরম্ ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ (দেবতাভ্যঃ) [পূর্ব্ববৎ] পুরুষম্ আনয়ৎ; [তৎ দৃষ্ট্বা] তাঃ (দেবতাঃ) অব্রুবন্—সু কৃতং (শোভনম্ ইদমধিষ্ঠানং কৃতম্), বত (হর্ষে) ইতি। [তস্মাৎ হেতোঃ] পুরুষঃ বাব (এব) সুকৃতং (পুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ পুণ্যাত্মকম্)। [অনন্তরম্ ঈশ্বরঃ] তাঃ (দেবতাঃ) অব্রবীৎ—যথায়তনং (যস্য স্বকর্ম্মযোগ্যং যদায়তনং, তৎ) প্রবিশত [যূয়ম্] ইতি ॥৭॥৩॥

মূলানুবাদ। অনন্তর, ঈশ্বর সেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে একটী পুরুষাকৃতি পিণ্ড (দেহ) আনয়ন করিলেন; তাহা দেখিয়া দেবতাগণ আহ্লাদ-সহকারে বলিলেন, সু কৃত—সুন্দর অধিষ্ঠান করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে; সৎকর্ম্ম-সাধনের নিদান বলিয়া পুরুষই যথার্থ সুকৃত। অতঃপর ঈশ্বর তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা নিজ নিজ কর্ম্মোপ-যোগী অধিষ্ঠানে (স্থানে) প্রবেশ কর ॥ ৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সর্ব্বপ্রত্যাখ্যানে তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ স্বযোনি-ভূতম্। তাঃ স্বযোনিং পুরুষং দৃষ্ট্বা অখিন্নাঃ সত্যঃ সু কৃতং শোভনং কৃতম্ ইদমধিষ্ঠানং বত ইত্যব্রুবন্। তস্মাৎ পুরুষো বাব পুরুষ এব সুকৃতম্, সর্ব্ব-পুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ; স্বয়ং বা স্বেনৈবাত্মনা স্বমায়াভিঃ কৃতত্বাৎ সুকৃতমিত্যুচ্যতে। তা দেবতাঃ ঈশ্বরোঽব্রবীৎ—ইষ্টমাসামিদমধিষ্ঠানমিতি মত্বা—সর্ব্বে হি স্বযোনিষু রমন্তে; অতঃ যথায়তনং যস্য যৎ বদনাদিক্রিয়াযোগ্যমায়তনম্, তৎ প্রবিশতেতি ॥ ৭ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। গো অশ্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রত্যাখ্যাত হইলে পর, পরমেশ্বর তাঁহাদের জন্য বিরাট্ পুরুষের সজাতীয় পুরুষমূর্ত্তি আনয়ন করিলেন। তখন দেবতাগণ আপনাদের উৎপত্তিনিদান (বিরাট্পুরুষের সজাতীয়) পুরুষদেহ দর্শন করিয়া বিষাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আহ্লাদ-সহকারে বলিলেন—'সু কৃত' অর্থাৎ আমাদের জন্য এটী উত্তম অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থান) করিয়া-ছেন। দেবতাগণ পুরুষ-দেহকে লক্ষ্য করিয়া 'সুকৃত' শব্দ প্রয়োগ করায়, এখনও পুরুষই যথার্থ 'সুকৃত' পদবাচ্য; কারণ, পুরুষই সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনের নিদান; অথবা, পরমেশ্বর স্বয়ংই অপরের সাহায্য না লইয়া নিজ মায়াশক্তিপ্রভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরুষকে সুকৃত বলা হইয়াছে (১)। সাধারণতঃ সকলেই স্বকারণে বা সজাতীয় বস্তুতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; অতএব উক্ত অধিষ্ঠানটী দেবতাগণের অভিমত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া, পরমেশ্বর দেবতাগণকে বলিলেন—ইহা যেহেতু তোমাদের মনঃপূত হইয়াছে, সেই হেতু তোমরা যথায়তনে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাহার যেটী শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি নিজ নিজ কর্ম্মযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সে তাহার মধ্যে প্রবেশ কর ॥ ৭ ॥ ৩ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—প্রথমে 'সু' ও 'কৃত' এই উভয়পদের যোগে 'সুকৃত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া, 'সু'—সুষ্ঠু, উত্তম, 'কৃত'—নির্ম্মিত=উত্তমরূপে নির্ম্মিত, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। এখন 'স্বয়ং' ও 'কৃত' শব্দের যোগে 'সুকৃত' পদটী নিষ্পন্ন করিয়া অর্থ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 'স্বয়ং'ই এই পুরুষদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; এই কারণে ইহা 'সুকৃত' শব্দবাচ্য। এখানে পৃষোদরাদির ন্যায় 'স্বয়ং' শব্দ স্থানে 'সু' হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্ মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥৮॥৪॥

সরলার্থঃ। [এবমীশ্বরাজ্ঞালাভানন্তরম্] অগ্নিঃ (বাগভিমানিনী দেবতা) বাক্ ভূত্বা (বাগিন্দ্রিয়মাশ্রিত্য) মুখং (স্বগোলকং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টঃ); তথা বায়ুঃ প্রাণঃ ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ; আদিত্যঃ চক্ষুঃ ভূত্বা অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকদ্বয়ং) প্রাবিশৎ; দিশঃ (দিগ্-দেবতাঃ) শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্; ওষধি-বনস্পতয়ঃ লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্; চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) মনঃ ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ; মৃত্যুঃ (যমঃ) অপানঃ ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ; আপঃ রেতঃ ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্। [অত্র ইন্দ্রিয়ৈর্বিনা দেবতানামনবস্থিতেঃ, ইন্দ্রিয়াণাং চ দেবতাভির্বিনা কার্য্যকরণানুপপত্তেঃ দেবতেন্দ্রিয়য়োঃ সহোল্লেখো দ্রষ্টব্যঃ] ॥৮॥৪॥

মূলানুবাদ। পরমেশ্বরের এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, বাগিন্দ্রিয়ের অধিদেবতা অগ্নি মুখে প্রবেশ করিলেন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দেবতা বায়ু প্রাণরূপে অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়সহযোগে নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন; চক্ষুর দেবতা আদিত্য অক্ষিরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেন; শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা দিক্‌সমূহ কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন; ত্বগিন্দ্রিয়ের দেবতা ওষধি ও বনস্পতিসমূহ ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; মনের দেবতা চন্দ্র হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন; অপান-দেবতা মৃত্যু নাভিতে প্রবেশ করিলেন; উপস্থের দেবতা রেতঃসহযোগে শিশ্নমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৮॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথাস্ত্বিত্যনুজ্ঞাং প্রতিলভ্য ঈশ্বরস্থ নগর্য্যামিব বলাধিকৃতাদয়ঃ, অগ্নিঃ বাগভিমানী বাগেব ভূত্বা স্বং যোনিং মুখং প্রাবিশৎ। তথোক্তার্থমন্যৎ। বায়ুর্নাসিকে, আদিত্যোঽক্ষিণী, দিশঃ কর্ণৌ, ওষধিবনস্পতয়ঃ ত্বচম্, চন্দ্রমা হৃদয়ম্, মৃত্যুঃ নাভিম্, আপঃ শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে পরমেশ্বরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, রাজ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষগণ যেরূপ রাজাজ্ঞায় নগরমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অগ্নি—বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা বাক্‌স্বরূপ হইয়া, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া স্বকারণ মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য অংশের অর্থও এই প্রকারই। বায়ু নাসিকা-রন্ধ্রদ্বয়ে, আদিত্য অক্ষিরন্ধ্রে ; দিক্‌সমূহ উভয় কর্ণে ; ওষধি ও বনস্পতিসমূহ ত্বকে ; চন্দ্র হৃদয়ে, মৃত্যু নাভিতে এবং অপ্‌দেবতা শিশ্নে প্রবেশ করিলেন ॥৮॥৪॥

তমশনায়া-পিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্‌যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥৯॥৫॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

সরলার্থঃ। [এবং দেবতাসু লব্ধাধিষ্ঠানাসু সতীষু) অশনায়া-পিপাসে তং (ঈশ্বরম্) অব্রূতাম্ (উক্তবত্যৌ)—আবাভ্যাং অভিপ্রজানীহি (আবয়োরধিষ্ঠানং চিন্তয়) ইতি। [এবমুক্ত ঈশ্বরঃ] তে (অশনায়া-পিপাসে) অব্রবীৎ—এতাসু (অগ্নিপ্রভৃতিষু) দেবতাসু এব বাং (যুবাং) আভজামি (বৃত্তিব্যবস্থয়া অনুগৃহ্ণামি); এতাসু এব ভাগিন্যৌ (এতাসু মধ্যে, যস্যা দেবতায়া যো হবির্ভাগঃ স্যাৎ, তস্যাঃ তেনৈব ভাগেন যুবামপি ভাগবত্যৌ করোমি; ন পুনর্যুবয়োঃ পৃথগ্‌ভাগং বিদধামি ইতি ভাবঃ) ইতি। তস্মাৎ (হেতোঃ) যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবিঃ (চরুপুরোডাশাদিকং) গৃহ্যতে (অর্প্যতে), অস্যাং (তস্যাং দেবতায়াং) অশনায়া-পিপাসে ভাগিন্যৌ (ভাগবত্যৌ) এব ভবতঃ, (ন পুনঃ পৃথগ্‌ভাগমর্হতঃ) ইত্যর্থঃ ॥৯॥৫॥

মূলানুবাদ। অতঃপর অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা পরমেশ্বরকে বলিল—আমাদের জন্যও অধিষ্ঠান চিন্তা করুন। [তদুত্তরে পরমেশ্বর] তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদিগকে এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার মধ্যেই ভাগযুক্ত করিতেছি—ইহাদের মধ্যে যে দেবতার জন্য যে ভাগ নির্ব্বাচিত হইবে, তোমরাও সেই দেবতার সেই ভাগের অধিকারী হইবে; [তোমাদের জন্য আর পৃথক্ ভাগ বিধানের আবশ্যক নাই]। এই কারণেই, যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে যে ভাগ অর্পিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে, অশনায়া-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥১॥৫॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং লব্ধাধিষ্ঠানাসু দেবতাসু নিরধিষ্ঠানে সত্যৌ অশনায়া-পিপাসে তমীশ্বরমব্রূতাম্ উক্তবত্যৌ—আবাভ্যামধিষ্ঠানম্ অভি-প্রজানীহি চিন্তয় বিধৎস্বেত্যর্থঃ। স ঈশ্বর এবমুক্তঃ তে অশনায়া-পিপাসে অব্রবীৎ, নহি যুবয়োর্ভাবরূপত্বাৎ চেতনাবদ্বস্তনাশ্রিত্য অন্নাত্তৃত্বং সম্ভবতি। তস্মাৎ এতাস্বেবাধ্যাত্মাসু বাং যুবাং দেবতাসু অধ্যাত্মাধিদেবতাসু আভজামি বৃত্তিসংবিভাগেনানুগৃহ্লামি। এতাসু ভাগিন্যৌ যদ্দেবত্যো যো ভাগঃ হবিরাদি-লক্ষণঃ স্যাৎ, তস্যাস্তেনৈব ভাগেন ভাগিন্যৌ ভাগবত্যৌ বাং করোমীতি। সৃষ্ট্যাদাবীশ্বর এবং ব্যদধাৎ যস্মাৎ, তস্মাদিদানীমপি যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ দেবতায়া অর্থায় হবির্গৃহ্যতে চরু-পুরোডাশাদিলক্ষণম্, ভাগিন্যৌ এব ভাগ-বত্যাবেব অস্যাং দেবতায়াম্ অশনায়া-পিপাসে ভবতঃ ॥১॥৫॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এইপ্রকারে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা অধিষ্ঠান লাভ করিলে পর, অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা নিরধিষ্ঠান থাকিয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্র কোন আশ্রয় স্থান লাভ করিতে না পারিয়া সেই পরমেশ্বরকে বলিল—আমাদের জন্য অধিষ্ঠান (ভোগস্থান) চিন্তা করুন—বিধান করুন। সেই পরমেশ্বর এইপ্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা যখন গুণাদির ন্যায় পরাশ্রিত সৎ-পদার্থ, তখন অপর কোনও চেতন পদার্থকে আশ্রয় না করিয়া অন্নভোগ তোমাদের সম্ভবপর হইবে না; অতএব অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভাবাপন্ন উক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতেই বৃত্তি-ব্যবস্থা করিয়া তোমাদিগকে বৃত্তিভাগী করিতেছি, অর্থাৎ অনুগৃহীত করিতেছি; উক্ত দেবতাগণের মধ্যেই তোমাদিকে ভাগী (অংশী) করিতেছি, অর্থাৎ যে দেবতার উদ্দেশ্যে চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি যে হবির্ভাগ কল্পিত হইবে, সেই দেবতার সেই ভাগ দ্বারাই তোমাদিগকে ভাগসম্পন্ন করিতেছি। যেহেতু পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই হেতুই এখনও, যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে চরু ও পুরোডাশ প্রভৃতি হবিঃ গৃহীত হয়, ক্ষুধা-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥১॥৫॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥১০॥১॥

সরলার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) [পুনরপি] ঈক্ষত (চিন্তয়ামাস)—ইমে লোকাঃ (অম্ভঃপ্রভৃতয়ঃ) চ লোকপালাঃ (অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ) চ [ময়া সৃষ্টাঃ] নু। এভ্যঃ (লোকপালেভ্যঃ) অন্নং (ভোগ্যং) সৃজৈ (সৃজে) [অহম্] ইতি ॥১০॥১॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ চিন্তা করিলেন যে, আমি এই সমুদয় লোক ও লোকপাল সৃষ্টি করিয়াছি; এখন ইহাদের জন্য অন্ন (ভোগ্য) সৃষ্টি করিব ॥১০॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এবমীশ্বর ঈক্ষত। কথম্? ইমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ ময়া সৃষ্টাঃ; অশনায়া-পিপাসাভ্যাং চ সংযোজিতাঃ। অতো নৈষাং স্থিতিরন্নমন্তরেণ; তস্মাদন্নমেভ্যো লোকপালেভ্যঃ, সৃজৈ সৃজে ইতি। এবং হি লোকে ঈশ্বরাণামনুগ্রহে নিগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যং দৃষ্টং স্বেষু। তদ্বন্মহেশ্বরস্যাপি সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বান্ প্রতি নিগ্রহে অনুগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যমেব ॥১০॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ এইপ্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার? না, এই সমুদয় লোক ও লোকপালকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে অশনায়া ও পিপাসাযুক্ত করিয়াছি। অন্ন ব্যতিরেকে ইহাদের অবস্থিতি সম্ভবপর নহে; অতএব এই সকল লোকপালের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিব। জগতে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরগণ (প্রভুগণ) স্ববিষয়ে স্বেচ্ছামত নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকেন; সেইরূপ পরমেশ্বরও যখন সকলের প্রভু, তখন তাঁহারও যে, সকলের প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, [ইহা স্বীকার করিতেই হইবে] ॥১০॥১॥

সোঽপোঽভ্যতপৎ তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥১১॥২॥

সরলার্থঃ। সঃ (অন্নং সিসৃক্ষুঃ পরমেশ্বরঃ) অপঃ (স্বসৃষ্টা অপঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) অতপৎ (অচিন্তয়ৎ)। অভিতপ্তাভ্যঃ তাভ্যঃ (অদ্ভ্যঃ) মূর্ত্তিঃ (ঘনসংস্থানং চরাচরং) অজায়ত (উৎপন্নং)। যা বৈ সা মূর্ত্তিঃ অজায়ত, তৎ বৈ (এব) অন্নম্ [অভূৎ] ॥১১॥২॥

মূলানুবাদ। সেই ঈশ্বর [অন্নসৃষ্টির অভিলাষে] পূর্ব্বসৃষ্ট অপ্‌কে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা (চিন্তা) করিয়াছিলেন। সেই অভিতপ্ত অপ্ হইতে মূর্ত্তি (ঘনীভূত রূপ) উৎপন্ন হইল। সেই যে মূর্ত্তি উৎপন্ন হইল, তাহাই অন্নরূপে পরিণত হইল ॥১২॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স ঈশ্বরোঽন্নং সিসৃক্ষুঃ তা এব পূর্ব্বোক্তা অপঃ উদ্দিশ্য অভ্যতপৎ। তাভ্য অভিতপ্তাভ্য উপাদানভূতাভ্যঃ মূর্ত্তিঃ ঘনরূপং ধারণ-সমর্থং চরাচরলক্ষণম্ অজায়ত উৎপন্নম্। অন্নং বৈ তন্মূর্ত্তিরূপং, যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়ত ॥১১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর অন্নসৃষ্টির ইচ্ছুক হইয়া সেই পূর্ব্ব-কথিত অপ্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত সেই জলরূপ উপাদান হইতে মূর্ত্তি—ধারণসমর্থ ঘনীভূত স্থাবর-জঙ্গম বস্তু উৎপন্ন হইল। সেই যে মূর্ত্তি হইল, তাহাই অন্ন ॥১১॥২॥

তদেনদভিসৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসৎ তদ্বাচাজিঘৃক্ষৎ, তন্না-শক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্ স যদ্ধৈনদ্বাচাগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্ন-মত্রপ্‌স্যৎ ॥১২॥৩॥

সরলার্থঃ। তৎ এনৎ (এতৎ) অন্নং অভিসৃষ্টং (লোকপালান্নত্বেন সৃষ্টং সৎ) পরাঙ্ (পরাক্ পশ্চান্মুখং যথা তথা) অত্যজিঘাংসৎ (লোকপালান্ অতীত্য গন্তুম্ ঐচ্ছৎ)। [লোকপালসমষ্টিলক্ষণঃ পিণ্ডস্তু] বাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ বচনেনেত্যর্থঃ) অজিঘৃক্ষৎ (তৎ গ্রহীতুম্ ঐচ্ছৎ) ; [কিন্তু] বাচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ (শক্তঃ ন বভূব)। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) হ এনৎ (অন্নং) বাচা অগ্রহৈষ্যৎ (গ্রহীতুং সমর্থঃ অভবিষ্যৎ), [তর্হি সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং অভিব্যাহৃত্য (অন্নশব্দমাত্রম্ উচ্চার্য্য) এব হ অত্রপ্স্যৎ (তৃপ্তোঽভবিষ্যৎ), [নতু তথা তৃপ্তো ভবতি ইতি ভাবঃ] ॥১২॥৩॥

মূলানুবাদ। [লোকপালদিগের ভক্ষণার্থ] সৃষ্ট সেই এই অন্ন পশ্চান্মুখ হইয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ সেখান হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। [এই দেখিয়া আদিপুরুষ] বাক্যদ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাক্যদ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। আদিপুরুষ যদি কেবল বচনমাত্রেই অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী লোকেরাও কেবল বচনপ্রয়োগেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত, (অন্নভক্ষণের আবশ্যক হইত না) ॥১২॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেনৎ অন্নং লোক-লোকপালান্নার্থ্যভিমুখে সৃষ্টং সৎ, যথা মূষকাদির্ম্মার্জারাদিগোচরে সন্, মম মৃত্যুরন্নাদ ইতি মত্বা, পরাগঞ্চতীতি পরাঙ্, পরাক্ সৎ অত্তৄন্ অতীত্য অজিঘাংসৎ অতিগন্তুমৈচ্ছৎ, পলায়িতুং প্রারভতেত্যর্থঃ। তমন্নাভিপ্রায়ং মত্বা স লোকলোকপালসংঘাতকার্য্যকরণলক্ষণঃ পিণ্ডঃ প্রথমজত্বাদন্যাংশ্চান্নাদানপশ্যন্, তৎ অন্নং বাচা বদনব্যাপারেণ অজিঘৃক্ষৎ গ্রহীতুমৈচ্ছৎ। তৎ অন্নং নাশক্নোৎ ন সমর্থোঽভবৎ বাচা বদনক্রিয়য়া গ্রহীতুম্ উপাদাতুম্। স প্রথমজঃ শরীরী যৎ যদি হ এনৎ বাচা অগ্রহৈষ্যৎ গৃহীতবান্ স্যাৎ অন্নম্, সর্ব্বোঽপি লোকস্তৎকার্য্যভূতত্বাদ্ অভিব্যাহৃত্য হৈবান্নম্, অত্রপ্স্যৎ তৃপ্তোঽভবিষ্যৎ; ন চৈতদস্তি; অতো নাশক্নোৎ বাচা গ্রহীতুমিত্যবগচ্ছামঃ পূর্ব্বজোঽপি। সমানমুত্তরম্ ॥১২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই অন্নার্থী লোক ও লোকপালদিগের সম্মুখে অন্ন উপস্থাপিত হইলে পর, মার্জ্জার প্রভৃতির সম্মুখে পতিত মূষিক প্রভৃতি যেরূপ —'ইহারা আমার ভক্ষক—মৃত্যুস্বরূপ' এইরূপ মনে করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ সেই অন্নও পরাক্—পশ্চাদ্গামী হইয়া ভক্ষকদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, অর্থাৎ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমস্ত লোক ও লোকপালগণের সমষ্টিভূত সেই পিণ্ড (আদিপুরুষ), তিনি প্রথমোৎপন্ন বলিয়া, তৎকালে অপর কোনও অন্নভোক্তা না দেখিয়া, নিজেই বাক্যদ্বারা—বাগিন্দ্রিয়-ব্যাপার বচনের সাহায্যে সেই পলায়মান অন্নকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল বচন-ব্যাপারে অর্থাৎ কথামাত্রে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই প্রথমজ শরীরী যদি শুধু বচন দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, তাহা হইতে উৎপন্ন সকল লোকই কেবল অন্ন-শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেরূপ হয় না। আমাদের মনে হয়, এই নিমিত্তই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমজ পুরুষও কেবল বচনপ্রয়োগে অন্নগ্রহণে সমর্থ হন নাই। পরবর্ত্তী শ্রুতিগুলির অর্থও এই প্রকার ॥১২॥৩॥

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৩॥৪॥

সরলার্থঃ। তথা, প্রাণেন (ঘ্রাণেন) তৎ অন্নং অজিঘৃক্ষৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ]; প্রাণেন তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) প্রাণেন এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং অভিপ্রাণ্য (অন্নে প্রাণব্যাপারং কৃত্বা) এব অত্রপ্স্যৎ ॥১৩॥৪॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্ববৎ প্রাণব্যাপার দ্বারাও সেই অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণদ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি প্রাণব্যাপারমাত্রেই অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল প্রাণব্যাপার করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইত ॥১৩॥৪॥

তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাগ্রহৈষ্যদ্ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৪॥৫॥

সরলার্থঃ। তৎ (অন্নং) চক্ষুষা অজিঘৃক্ষৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ] চক্ষুষা তৎ (অন্নং) গ্রহীতুং নাশক্নোৎ। সঃ [প্রথমজঃ] যৎ (যদি) চক্ষুষা (চক্ষুর্ব্ব্যাপারমাত্রেণ) এনৎ (অন্নং) অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং দৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ।

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ পুনশ্চ চক্ষুদ্বারা অর্থাৎ কেবল দর্শনমাত্রে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু চক্ষু দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল চক্ষু দ্বারা অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অপর সকলেও কেবল অন্ন দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিত ॥১৪॥৫॥

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৫॥৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলার্থঃ। শ্রোত্রেণ (শ্রবণমাত্রেণ) তৎ (অন্নং) অজিঘৃক্ষৎ শ্রোত্রেণ তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। [সঃ প্রথমজঃ পুরুষঃ] যৎ (যদি) শ্রোত্রেণ এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বোঽপি লোকঃ] অন্নং শ্রুত্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৪॥৬॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ শ্রোত্র দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রবণ দ্বারা সে অন্নগ্রহণে সমর্থ হইলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল শ্রবণমাত্রেই অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল শ্রবণ দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিত ॥১৫॥৬॥

তত্ত্বচাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ ত্বচাগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৬॥৭॥

সরলার্থঃ। তৎ (অন্নং) ত্বচা অজিঘৃক্ষৎ; ত্বচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) ত্বচা এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং স্পৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৬॥৭॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ ত্বকের দ্বারা অর্থাৎ কেবল স্পর্শ দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ত্বকের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি ত্বক্ দ্বারাই অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অপর সকলেও অন্ন স্পর্শ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ॥১৬॥৭॥

তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনন্মনসাগ্রহৈষ্যদ্ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৭॥৮॥

সরলার্থঃ। মনসা তৎ অজিঘৃক্ষৎ; মনসা (মনোব্যাপারমাত্রেণ) তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) মনসা এনৎ (অন্নং) অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং ধ্যাত্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৭॥৮॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ মন দ্বারা অর্থাৎ মানসিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংকল্পের সাহায্যে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু মন দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল মন দ্বারা অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অপর সকল লোকও কেবল অন্ন চিন্তা করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত, (ভোজন করিবার আবশ্যক হইত না) ॥ ১৭॥৮॥

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈন-চ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৮॥৯॥

সরলার্থঃ। শিশ্নেন (পুংচিহ্নেন) তৎ অজিঘৃক্ষৎ ; শিশ্নেন তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) শিশ্নেন এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং বিসৃজ্য (বিসর্গং কৃত্বা) এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৮॥৯॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ পুনর্ব্বার শিশ্নের দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অপর লোকও কেবল অন্ন বিসর্গ (দান) করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ॥১৮॥৯॥

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ু-রন্নায়ুর্ব্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥১৯॥১০॥

সরলার্থঃ। তথা, অপানেন তৎ (অন্নং) অজিঘৃক্ষৎ ; তৎ (অন্নং) আবয়ৎ (জগ্রাহ—অশিতবান্) ; [তেন হেতুনা] স এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) অন্নস্য গ্রহঃ (গ্রাহকঃ), যৎ (সঃ) বায়ুঃ (অপানঃ বায়ুঃ)। যৎ (যঃ) বায়ুঃ (অপানঃ), এষঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) অন্নায়ুঃ (অন্নজীবনঃ অন্নোপ-জীবীত্যর্থঃ) ॥১৯॥১০॥

মূলানুবাদ। [প্রথমজ পুরুষ পুনশ্চ] অপান দ্বারা (অপান বায়ুর কার্য্য অধঃকরণ দ্বারা) সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন ; এবং তাহা দ্বারাই অন্ন গ্রহণ করিতে অর্থাৎ ভোজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যে অপান বায়ু, ইহাই অন্নের গ্রহ অর্থাৎ অন্নের গ্রাহক; কারণ, এই যে বায়ু, ইহাই অন্নজীবন বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥১৯॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ প্রাণেন তচ্চক্ষুষা তচ্ছ্রোত্রেণ তত্ত্বচা তন্মনসা তচ্ছিশ্নেন—তেন তেন করণব্যাপারেণান্নং গ্রহীতুমশক্নুবন্ পশ্চাদপানেন বায়ুনা মুখচ্ছিদ্রেণ তদন্নমজিঘৃক্ষৎ, তদাবয়ৎ তদন্নমেবং জগ্রাহাশিতবান্। তেন স এষঃ অপানবায়ুরন্নস্য গ্রহঃ অন্নগ্রাহক ইত্যেতৎ। যদ্বায়ুঃ যো বায়ুঃ অন্নায়ুঃ অন্নবন্ধনোঽন্নজীবনঃ বৈ প্রসিদ্ধঃ, স এষঃ, যো বায়ুঃ ॥১৩—১৯॥৪—১০॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপ প্রাণ (ঘ্রাণ), চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, মন ও শিশ্নদ্বারা—অধিক কি, কোন ইন্দ্রিয়ব্যাপারদ্বারাই সেই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইয়া, অবশেষে অপান বায়ুদ্বারা মুখরন্ধ্রের সাহায্যে সেই অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই প্রকারে সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই কারণে এই অপানবায়ু 'অন্নের গ্রহ' অন্নের গ্রাহক ও অন্নায়ুঃ—অন্নবন্ধন বা অন্নজীবী বলিয়া যে বায়ু প্রসিদ্ধ, ইহাই সেই বায়ু ॥৪॥১০॥

স ঈক্ষত কথং ম্বিদং মদৃতে স্যাদিতি; স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি ॥২০॥১১॥

সরলার্থ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) [এবং লোকস্থিতিহেতুভূতম্ অন্নং সৃষ্ট্বা] ঈক্ষত—ইদং (ময়া সৃষ্টং দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতরূপং কার্য্যং) মৎ ঋতে (মাং স্বামিনং বিনা) কথং (কেন প্রকারেণ) স্যাৎ (সার্থকং ভবেৎ? ন হি ভোক্তারমন্তরেণ ভোগ্যং বস্তু সার্থকং ভবতীতি ভাবঃ) ইতি; পুনঃ সঃ ঈক্ষত —যদি বাচা অভিব্যাহৃতং (মামনুপাদায় কেবলং বাচৈব বাগ্‌ব্যবহারাদিকং সম্পন্নং ভবেৎ; এবমুত্তরত্রাপি), যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতং, যদি চক্ষুষা দৃষ্টং, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং, যদি ত্বচা স্পৃষ্টং, যদি মনসা ধ্যাতং, যদি অপানেন অভ্যপানিতং, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্, অথ (তদা) অহং (পরমেশ্বরঃ) কঃ? (দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতেন মম কিয়ান্ সম্বন্ধঃ)। [অতঃ পুনরপি] সঃ ঈক্ষত—কতরেণ (দ্বয়োঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবেশদ্বারয়োঃ মূর্দ্ধ-পাদাগ্রয়োর্মধ্যে কেন দ্বারেণ) প্রপদ্যৈ (প্রবেশং কুর্য্যাম্) ? ইতি ॥২০॥১১॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার অভাবে অর্থাৎ আমি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে, আমার সৃষ্ট এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি কি প্রকারে থাকিবে ? অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ যদি বাগিন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ করিল, যদি প্রাণ প্রাণন (জীবন কার্য্য সম্পাদন) করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ কার্য্য করিল, যদি ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শন কার্য্য করিল, মনই যদি ধ্যান করিল, অপান যদি অধোনয়ন করিল, এবং শিশ্নই যদি রেতোবিসর্জ্জন করিল, তাহা হইলে, [এই দেহে] আমি কে ? অর্থাৎ দেহের সহিত আমার আর কি সম্বন্ধ রহিল ? [অতএব এই দেহে আমার প্রবেশ করা উচিত। এইরূপ অবধারণের পর] তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, [দেহমধ্যে প্রবেশের দুইটী পথ আছে—একটি মূর্দ্ধা (মস্তকের উপরিভাগ), অপরটি পাদাগ্র, এই দুই পথের কোন্ পথে আমি প্রবেশ করিব ? ॥২০॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এবং লোকলোকপালসঙ্ঘাতস্থিতিম্ অন্ন-নিমিত্তাং কৃত্বা পুরপৌর-তৎপালয়িতৃস্থিতিসমাং স্বামীব ঈক্ষত—কথং নু কেন প্রকারেণ, নু ইতি বিতর্কয়ন্, ইদং মৎ ঋতে মামন্তরেণ পুরস্বামিনং ; যদিদং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতকার্য্যং বক্ষ্যমাণং, কথং নু খলু মামন্তরেণ স্যাৎ পরার্থং সৎ। যদি বাচাভিব্যাহৃতমিত্যাদি কেবলমেব বাগ্ব্যবহরণাদি, তন্নিরর্থকং ন কথঞ্চন ভবেৎ বলিস্তুত্যাদিবৎ ; পৌরবন্দ্যাদিভিঃ প্রযুজ্যমানং স্বাম্যর্থং সৎ স্বামিন-মন্তরেণ অসত্যেব স্বামিনি, তদ্বৎ। তস্মান্ময়া পরেণ স্বামিনাধিষ্ঠাত্রা কৃতাকৃত-ফলসাক্ষিভূতেন ভোক্ত্রা ভবিতব্যং পুরস্যেব রাজ্ঞা।

যদি নাম্যৈতৎ সংহতকার্য্যস্য পরার্থত্বম্, পরার্থিনং মাং চেতনং ত্রাতারমন্তরেণ ভবেৎ, পুরপৌরকার্য্যমিব তৎস্বামিনম্। অথ কোঽহং কিংস্বরূপঃ কস্য বা স্বামী ? যদ্যহং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমনুপ্রবিশ্য বাগাদ্যভিব্যাহৃতাদিফলং নোপলভেয়, রাজেব পুরমাবিশ্যাধিকৃতপুরুষ-কৃতাকৃতাদিলক্ষণং, ন কশ্চিন্মাম্ অয়ং সন্ এবংরূপশ্চেতি অধিগচ্ছেদ্বিচারয়েৎ। বিপর্য্যয়ে তু, যোঽয়ং বাগাদ্যভিব্যাহৃতাদি ইদমিতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ, স সন্ বেদনরূপশ্চেত্যধিগন্তব্যোঽহং স্যাম্, যদর্থমিদং সংহতানাং বাগাদীনামভিব্যাহৃতাদি। যথা স্তম্ভকুড্যাদীনাং প্রাসাদাদিসংহতানাং স্বাবয়বৈরসংহত-পরার্থত্বং, তদ্বদিতি। এবমীক্ষিত্বা, অতঃ কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। প্রপদং চ মূর্দ্ধা চাস্য সংঘাতস্য প্রবেশমার্গৌ; অনয়োঃ কতরেণ মার্গেণেদং কার্য্যকরণসংঘাতলক্ষণং পুরং প্রপদ্যৈ প্রপদ্যে ইতি ॥২০॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ। নগরাধিপতি যেরূপ নগর, নগরবাসী ও নগর-রক্ষকদিগের সংস্থিতির উপায় বিধান করেন, পরমেশ্বরও তদ্রূপ বিভিন্ন লোক (স্থান) ও লোকপালদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়া (নগরাধিপতির ন্যায়) বিচারপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—(নু শব্দটী বিতর্ক-বোধক); পুরস্বামিসদৃশ আমার অভাবে ইহা (আমার সৃষ্ট দেহ) কিপ্রকারে থাকিবে? এই যে দেহেন্দ্রিয়সংঘাত, ইহা যখন পরার্থ (১) তখন আমার অভাবে ইহা কি প্রকার হইবে? বাক্ প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে, শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা ত লোকপ্রসিদ্ধ পূজা ও স্তুতিপ্রভৃতির ন্যায় নিরর্থকভাবে কোনমতেই স্থিতিলাভ করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, নগরবাসী ও বন্দিপ্রভৃতিরা যে প্রভুর উদ্দেশ্যে স্তুতিপাঠ করে ও উপহার প্রদান করে, তাহা যেরূপ প্রভুর অভাবে অনর্থক হয়, দেহব্যবহারও ঠিক তদ্রূপই নিরর্থক হইবে। অতএব নগরস্বামীর ন্যায় দেহস্বামী আমাকেও কৃত ও অকৃত কর্ম্মের সাক্ষিরূপে অধিষ্ঠান করত ভোক্তৃভাবে অবস্থান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, অবয়ব-সংঘাতময় (অবয়বসমষ্টি দ্বারা রচিত) এই দেহ যখন নিশ্চয়ই পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই রচিত,

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জগতে দুই প্রকার পদার্থ আছে—এক চেতন, অপর জড়। তন্মধ্যে চেতন বস্তু স্বার্থ, আর অচেতন জড়বর্গ পরার্থ (চেতনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট)। চেতন বস্তু আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার, সর্ব্বদা একইরূপে বর্ত্তমান, সুতরাং তাহার স্থিতি বা অস্তিত্ব পরাপেক্ষিত বা পরের জন্য নহে—উহা স্বার্থ; কিন্তু অচেতনের স্থিতি সেরূপ নহে; কেননা, অচেতনমাত্রই বিকারশীল—পরিণামী; পরিণামের একটা উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক; অথচ অচেতন বস্তুমাত্রই যখন জড়—বোধশক্তিবিহীন, তখন স্বীয় পরিণামের ফল সে কখনই ভোগ করিতে পারে না; যেমন গৃহ, শয্যা ও বৃক্ষ প্রভৃতি। গৃহ নির্ম্মিত হয় গৃহস্থের জন্য, শয্যা প্রস্তুত হয় শয়নকর্ত্তার নিমিত্ত এবং বৃক্ষ ফল প্রসব করে পুরুষের ভোগার্থ; সুতরাং এ সমস্তই পরার্থ,—পরের অর্থাৎ চেতন পুরুষের ভোগ সম্পাদনের জন্যই ইহাদের জন্ম ও স্থিতি; কাজেই এ সমস্তকে পরার্থ বলা হইয়া থাকে। এ সকল জড় বস্তু না থাকিলেও চেতন আত্মার স্থিতির অসম্ভব হইত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন পুরস্বামীর নিমিত্ত কৃত পুর ও পুরবাসীদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য যেমন স্বামীর অভাবে বিফল হয়, তেমনি পরার্থে রচিত এই দেহও রক্ষণক্ষম চেতন কর্ত্তার অভাবে বিফল হইবে। তাহার পর এই দেহে আমিই বা কে? আমি কাহার স্বামী? রাজা যদি নিজ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মচারিগণের কৃত ও অকৃত কর্ম্ম প্রত্যক্ষ না করেন, তাহা হইলে, তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, তদ্রূপ আমিও যদি দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাক্ প্রভৃতির কৃত শব্দাদি ব্যাপার উপলব্ধি না করি, তাহা হইলে, কেহই আমার স্বরূপ ও প্রভাব এই ভাবে জানিতে পারিবে না—আমার সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবে না। ইহার বিপরীত হইলেই লোকে বুঝিতে পারিবে যে, যিনি বাক্ প্রভৃতির শব্দোচ্চারণাদি কার্য্য যথাযথভাবে অনুভব করেন, তিনি সৎ ও জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার উদ্দেশ্যেই সংঘাতময় বাক্‌প্রভৃতির শব্দোচ্চারণাদি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্তম্ভ কুড্য প্রভৃতি অবয়ব-সমষ্টির সম্মেলনে বিনির্ম্মিত প্রাসাদ প্রভৃতি সাবয়ব পদার্থসমূহ যেরূপ অসংহত অপর কোনও বস্তুর উপকারে প্রযোজ্য হয়, এই দেহসংঘাতও ঠিক তদ্রূপ।

এই প্রকার আলোচনার পর, তিনি চিন্তা করিলেন যে, এই দেহ মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার দুইটী—এক প্রপদ (পাদাগ্রভাগ), দ্বিতীয় মুর্দ্ধা (মস্তকের উপরিভাগ); অতএব আমি এই দুইটীর মধ্যে কোন্ পথে ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতময় এই দেহ-পুরে প্রবেশ করিব? ॥২০॥১১॥

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি ॥২১॥১২॥

সরলার্থ। সঃ (পরমেশ্বরঃ), [এবমীক্ষিত্বা] এতং সীমানং (মূর্ধানং) বিদার্য্য (দ্বিধা কৃত্বা), এতয়া দ্বারা (মূর্ধলক্ষণেন দ্বারেণ) প্রাপদ্যত (ইমং দেহং প্রবিবেশ)। সা এষা (মূর্দ্ধরূপা) বিদৃতিঃ নাম (বিদারণাৎ বিদৃতিনাম্না প্রসিদ্ধা) দ্বাঃ (দ্বারম্); তৎ এতৎ (মুর্ধাখ্যং দ্বারং) নান্দনং (নন্দতি অনেনেতি নন্দনং, নন্দনমেব নান্দনম্)।

তস্য (মূর্ধানং বিদার্য্য জীবভাবেন দেহং প্রবিষ্টস্য পরমেশ্বরস্য) ত্রয়ঃ আবসথাঃ (বাসস্থানানি—জাগরণকালে দক্ষিণং চক্ষুঃ স্বপ্নসময়ে অন্তর্মনঃ সুষুপ্তিসময়ে চ হৃদয়াকাশঃ; অথবা পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ঃ, স্বশরীরঞ্চেতি),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ (প্রসিদ্ধা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ)। অয়ম্ আবসথঃ, অয়ম্ আবসথঃ, অয়ম্ আবসথঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তানামেবাবসথানাং অঙ্গুল্যা নির্দ্দেশঃ) ॥২১॥১২॥

মূলানুবাদ। পরমেশ্বর এইরূপ চিন্তার পর এই মূর্ধদেশ বিদারণপূর্ব্বক সেই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বারটী বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ; (কারণ, ইহা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বিদারিত দ্বার)। সেই এই দ্বারটী নান্দন—আনন্দদায়ক। এইরূপ জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটী—(১) জাগরণ-কালে দক্ষিণ চক্ষুঃ, (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ—মনঃ, (৩) সুষুপ্তিসময়ে হৃদয়াকাশ; অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ ও স্বীয় দেহ, এই তিনটী। তাহার স্বপ্নও তিন প্রকার (১) জাগরণ, (২) স্বপ্ন, ও (৩) সুষুপ্তি। ইহা আবসথ, ইহা আবসথ, ইহা আবসথ বলিয়া উক্ত বাসস্থান তিনটীকেই পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥২১॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমীক্ষিত্বা ন তাবদ্ মদ্ভৃত্যস্য প্রাণস্য মম সর্ব্বার্থাধিকৃতস্য প্রবেশমার্গেণ প্রপদাভ্যামধঃ প্রপদ্যে। কিং তর্হি, পারিশেষ্যাদস্য মূর্ধানং বিদার্য্য প্রপদ্যে ইতি লোক ইব ঈক্ষিতকারী যঃ স্রষ্টেশ্বরঃ, স এতমেব মূর্ধসীমানং কেশবিভাগাবসানং বিদার্য্য ছিদ্রং কৃত্বা এতয়া দ্বারা মার্গেণ ইমং কার্য্যকরণসংঘাতং প্রাপদ্যত প্রবিবেশ। ১

সেয়ং হি প্রসিদ্ধা দ্বাঃ, মূর্ধ্নি তৈলাদিধারণকালে অন্তস্তদ্রসাদিসংবেদনাৎ। সৈষা বিদৃতিঃ বিদারিতত্বাদ্ বিদৃতির্নাম প্রসিদ্ধা দ্বাঃ। ইতরাণি তু শ্রোত্রাদিদ্বারাণি ভৃত্যাদিস্থানীয়সাধারণমার্গত্বাৎ ন সমৃদ্ধীনি নানন্দহেতুনি। ইদং তু দ্বারং পরমেশ্বরস্যৈব কেবলস্যেতি। তদেতৎ নান্দনং নন্দনমেব নান্দনমিতি, দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। নন্দত্যনেন দ্বারেণ গত্বা পরস্মিন্ ব্রহ্মণীতি। ২

তস্যৈবং সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টস্য অনেন জীবেনাত্মনা রাজ্ঞ ইব পুরম্, ত্রয় আবসথাঃ—জাগরিতকালে ইন্দ্রিয়স্থানং দক্ষিণং চক্ষুঃ, স্বপ্নকালে অন্তর্মনঃ, সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশ ইত্যেতে; বক্ষ্যমাণা বা ত্রয় আবসথাঃ—পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ঃ, স্বঞ্চ শরীরমিতি। ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ। ননু জাগরিতং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবোধরূপত্বাৎ ন স্বপ্নঃ। নৈবং, স্বপ্ন এব। কথম্? পরমার্থস্বাত্মপ্রবোধাভাবাৎ স্বপ্নবদসদ্বস্তুদর্শনাচ্চ। অয়মেবাবসথশ্চক্ষুর্দ্দক্ষিণং প্রথমঃ। মনোঽন্তরং দ্বিতীয়ঃ। হৃদয়াকাশস্তৃতীয়ঃ। অয়মাবসথ ইত্যুক্তানুকীর্ত্তনমেব। তেষু হ্যয়মাবসথেষু পর্য্যায়েণাত্মভাবেন বর্ত্তমানোঽবিদ্যয়া দীর্ঘকালং গাঢ়ং প্রসুপ্তঃ স্বাভাবিক্যা, ন প্রবুধ্যতেঽনেকশতসহস্রানর্থসন্নিপাতজদুঃখ-মুদ্গরাভিঘাতানুভবৈরপি ॥২১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার আলোচনার পর পরমেশ্বর স্থির করিলেন যে, আমার সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারপ্রাপ্ত ভৃত্যস্থানীয় প্রাণ যে পথে প্রবেশ করিয়াছে, সেই নিম্নতন পাদাগ্রভাগ দ্বারা প্রবেশ করিব না; তবে কি? না, পাদাগ্র ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট মূর্ধভাগ বিদারণ করিয়া প্রবেশ করিব। জগতে বিবেচক পুরুষ যেরূপ করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর, তিনিও সেইরূপই চিন্তা করিয়া, এই মূর্ধসীমা—যেখান হইতে কেশরাশি বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানটী বিদীর্ণ করিয়া, সেই স্থানে ছিদ্র করিয়া, সেই দ্বারপথে এই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে প্রবেশ করিলেন। ১

সেই এই রন্ধ্রটী একটী প্রসিদ্ধ দ্বার; কেননা, মস্তকে তৈলাদি তরল দ্রব্য ধারণ করিলে, তাহা ঐ পথেই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার আর এক নাম বিদৃতি; ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিদারিত হইয়াছে বলিয়া এই দ্বারদেশ বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন শ্রোত্রাদি দ্বারগুলি ভৃত্যাদিস্থানীয় সাধারণ দ্বার মাত্র; এই কারণে সে সমুদয় দ্বার আনন্দদায়ক নহে; এটী কিন্তু কেবল পরমেশ্বরেরই প্রবেশ-দ্বার; সুতরাং অসাধারণ; এই জন্যই নান্দন (নন্দন) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক। বৈদিক নিয়মে 'নন্দন' শব্দের অকার দীর্ঘ ('নান্দন') হইয়াছে। লোক যে পথে ব্রহ্ম লাভ করিয়া আনন্দিত হয়, তাহার নাম নান্দন। ২

নগরাধিপতি রাজার ন্যায় এই প্রকারে জীবভাবে প্রবিষ্ট সেই পরমেশ্বরের আবসথ—বাসস্থান তিনটী। (১) জাগ্রদবস্থার ইন্দ্রিয়স্থান চক্ষুঃ, (২) স্বপ্ন-সময়ে অভ্যন্তরস্থ মনঃ, (৩) সুষুপ্তি-সময়ে হৃদয়াকাশ, এই তিনটী; অথবা বক্ষ্যমাণ (পরে যাহাদের কথা বলা হইবে, সেই) তিনটী আবসথ—(১) পিতৃশরীর (২) মাতৃগর্ভাশয় (৩) নিজ শরীর। তিনটি স্বপ্ন অর্থে—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, জাগ্রদবস্থা যখন প্রবোধাত্মক, তখন উহা ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্ন হইতেই পারে না ? না, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না ; উহা স্বপ্নই বটে। উহা স্বপ্ন কি প্রকারে ? [উত্তর—] যেহেতু উহাতে পরমার্থ-সত্য আত্মবিষয়ক বোধ থাকে না, এবং স্বপ্নের ন্যায় অসত্য পদার্থই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবসথত্রয়ের মধ্যে এই দক্ষিণ চক্ষুই প্রথম, অন্তঃকরণ মনঃ দ্বিতীয়, এবং হৃদয়াকাশ তৃতীয় আবসথ। শ্রুতিতে যে, তিনবার 'আবসথ' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা কথিতেরই অনুবাদ মাত্র। সেই এই পরমেশ্বর জীবভাবে উক্ত স্থানত্রয়ে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া স্বাভাবিক বা অনাদি অবিদ্যা দ্বারা দীর্ঘকাল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকেন, বহু শত সহস্র অনিষ্ট-সম্পাতজনিত দুঃখময় মুদ্গরের আঘাত অনুভব করিয়াও জাগরিত (আত্মজ্ঞান সম্পন্ন) হন না ॥২১॥১২॥

স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতি ৩॥২২॥১৩॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) জাতঃ (দেহপ্রবেশেন জীবভাবং গতঃ সন্) ভূতানি (আকাশাদীনি) অভিব্যৈখ্যৎ (জ্ঞাতবান্, 'মনুষ্যোঽহম্' ইত্যাদি প্রকারেণ জ্ঞাতবান্। ভূতানাম্ আকাশাদীনাং প্রাণিদেহানাং চ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ান্ চিন্তিতবান্)। সঃ (জীবঃ) ইহ (শরীরে) অন্যং (স্বব্যতিরিক্তং) কিং বাবদিষৎ (উক্তবান্, নান্যৎ কিমপীতি ভাবঃ), ইতি (এতস্মাৎ হেতোঃ, ভূতানি অভিব্যৈখ্যৎ ইতি সম্বন্ধঃ)। সঃ (জীবঃ) [কদাচিৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশবশেন] এতং (প্রকৃতং সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তারং) পুরুষং (পুরি হৃদয়পুণ্ডরীকে শয়ানং) এব ততমং (তততমং অতিশয়েন ব্যাপকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপং) অপশ্যৎ (প্রত্যবুধ্যত) ইদং (ব্রহ্ম) অদর্শম্ (দৃষ্টবান্ অস্মি) ইত্যর্থঃ ॥২২॥১৩॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবরূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতকে ও প্রাণিদেহকে স্বস্বরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন, এবং আমি মনুষ্য ব্রাহ্মণ ইত্যাদি রূপে উক্তিও করিয়াছিলেন। এই শরীরে তিনি অন্য কাহারই বা কথা বলিবেন ? তিনি [জীবরূপে অবস্থান করত] সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কারণ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন—আমি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) দর্শন করিয়াছি বলিয়া প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন ॥২২॥১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাঙ্করভাষ্যম্। স জাতঃ শরীরে প্রবিষ্টো জীবাত্মনা ভূতানি অভিব্যৈখ্যৎ ব্যাকরোৎ। স কদাচিৎ পরমকারুণিকেনাচার্যেণ আত্মজ্ঞান-প্রবোধকৃচ্ছব্দিকায়াং বেদান্ত-মহাভের্য্যাং তৎকর্ণমুলে তাড্যমানায়াম্, এতমেব স্থষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেন প্রকৃতং পুরুষং পুরি শয়ানমাত্মানং ব্রহ্ম—বৃহৎ ততমং—তকারেণৈকেন লুপ্তেন তততমং ব্যাপ্ততমং পরিপূর্ণমাকাশবৎ প্রত্যবুধ্যত অপশ্যৎ। কথম্? ইদং ব্রহ্ম মম আত্মনঃ স্বরূপমদর্শং দৃষ্টবানস্মি। অহো ইতি। বিচারণার্থা প্লুতিঃ পূর্ব্বম্ ॥২২॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবাত্মা-রূপে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত-সমূহকে ব্যাকৃত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সমস্ত ভূতকে নিজের সহিত একাত্মক বলিয়া জানিয়াছিলেন। সেই জীব কোন সময় পরম দয়ালু আচার্য্য কর্তৃক—যাহার শব্দে আত্ম-জ্ঞান জাগরিত হয়, সেই বেদান্ত বাক্যরূপ মহাভেরী কর্ণমূলে তাড্যমান হইতে থাকিলে, সেই জীব স্থষ্টিপ্রভৃতির কর্ত্তারূপে বর্ণিত এই পুরুষকে অর্থাৎ হৃদয়-পুরে অবস্থিত আত্মাকে ততম (তততম) সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। 'ততমম্' শব্দে একটী 'ত' লোপ হইয়াছে; বস্তুতঃ 'তততমম্' বুঝিতে হইবে। তিনি কি প্রকারে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন? এই ব্রহ্মই আমার আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এই ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, [এইরূপ প্রতিবোধ লাভ করিয়া-ছিলেন]। জ্ঞানবিষয়ে বিচার প্রকাশনার্থ 'ইতী' শব্দে প্লুতি (দীর্ঘস্বর) ব্যবহার হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে, আমার ব্রহ্মজ্ঞান যথার্থ হইল কি না, এইরূপ বিচারান্তে জ্ঞানের সত্যতা অবধারণ করত আপনার কৃতার্থতা বিজ্ঞাপিত কর' হইয়াছে] ॥২২॥১৩॥

তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্রমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥২৩॥১৪॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥১॥৩॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

ইত্যৈতরেয়ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ারণ্যকে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলার্থঃ। তস্মাৎ (যস্মাৎ ইদম্ ইত্যপরোক্ষতয়ৈব ব্রহ্ম দৃষ্টবৎ। জীবরূপি ব্রহ্ম, তস্মাৎ হেতোঃ), ইদন্দ্রঃ (ইদং পশ্যতীতি প্রত্যক্ষদর্শিত্বাৎ পরমাত্মা ইদন্দ্র-শব্দবাচ্যঃ)। ইদন্দ্রঃ হ বৈ নাম (ইত্যেতে নিপাতাঃ প্রসিদ্ধ্যর্থাঃ)। [এবঞ্চ] ইদন্দ্রং সন্তং (ইদন্দ্রনাম্না প্রসিদ্ধমপি) তং (পরমাত্মানং) পরোক্ষেণ (পরোক্ষার্থাভিধায়কেন পদেন) ইন্দ্র ইতি আচক্ষতে (ব্যবহরন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ; পরমপূজনীয়স্য প্রত্যক্ষনামগ্রহণস্যান্যায্যত্বাদিতি ভাবঃ]। হি (যতঃ) দেবাঃ (সুরাঃ) পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব (পরোক্ষনামগ্রহণে এব প্রীতাঃ) [ভবন্তি; তস্মাদেবং ব্যাচক্ষতে ইতি ভাবঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থা] ॥২৩॥১৪॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা ॥১॥৩॥

সমাপ্তা প্রথমাধ্যায়-ব্যাখ্যা ॥

মূলানুবাদ। সেই হেতু—(যে হেতু পরমাত্মা জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে 'এই' (ইদম্) বলিয়া প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিয়াছিলেন; সেই হেতু) তিনি ইদন্দ্র, 'ইদন্দ্র' নামে জগতে প্রসিদ্ধ। তিনি ইদন্দ্র হইলেও, ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে (ভঙ্গিক্রমে) ইন্দ্র নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ, দেবগণ সাধারণতঃ পরোক্ষ নাম গ্রহণেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য শেষাংশের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৩॥১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদিদমিত্যেব যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর-মপশ্যৎ, ন পরোক্ষেণ; তস্মাদিদং পশ্যতীতি ইদন্দ্রো নাম পরমাত্মা। ইদন্দ্রো হ বৈ নাম প্রসিদ্ধো লোকে ঈশ্বরঃ। তমেবং ইদন্দ্রম্ সন্তম্ ইন্দ্র ইতি পরোক্ষেণ পরোক্ষাভিধানেনাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ সংব্যবহারার্থম্, পূজ্যতমত্বাৎ প্রত্যক্ষনাম-গ্রহণভয়াৎ। তথাহি পরোক্ষপ্রিয়াঃ পরোক্ষ-নামগ্রহণপ্রিয়া ইব এব হি যস্মাৎ দেবাঃ। কিমুত সর্ব্বদেবানামপি দেবো মহেশ্বরঃ। দ্বির্ব্বচনং প্রকৃতাধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥২৩॥১৪॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥১॥৩॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ। যে হেতু 'ইদম্' (এই) ইত্যাকারে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভাবেই সর্ব্বান্তরস্থ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে নহে, সেই হেতু 'ইহাকে দর্শন করেন' এইরূপ অর্থে এই পরমাত্মা ইদন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। পরমেশ্বর জগতে ইদন্দ্রনামেই প্রসিদ্ধ। তিনি এই প্রকারে ইদন্দ্র হইলেও, ব্রহ্ম-বিদ্গণ ব্যবহার সম্পাদনাবসরে তাঁহাকে পরোক্ষবাচক ইন্দ্রনামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কারণ, তিনি পরম পূজনীয়, এইজন্যই তাঁহার সাক্ষাৎ নাম গ্রহণে ভয় আছে। দেবগণ যখন সাধারণতঃ পরোক্ষপ্রিয় অর্থাৎ পরোক্ষ নাম গ্রহণই ভালবাসেন, তখন সর্ব্বদেবতার অধিপতি পরমেশ্বরের আর কথা কি? আরব্ধ-অধ্যায়ের সমাপ্তি-সূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৩॥১৪॥

প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥১॥৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

আভাষভাষ্যম্। অস্মিন্নধ্যায়ে এষ বাক্যার্থঃ—জগদুৎপত্তি-স্থিতিপ্রলয়কৃদসংসারী সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বমিদং জগৎ স্বতোঽন্যদ্-বস্ত্বন্তরম্ অনুপাদায়ৈব আকাশাদিক্রমেণ সৃষ্ট্বা স্বাত্মপ্রবোধনার্থং সর্ব্বাণি চ প্রাণাদিমচ্ছরীরাণি স্বয়ং প্রবিবেশ। প্রবিশ্য চ স্বমাত্মানং যথাভূতমিদং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎ প্রত্যবুধ্যত; তস্মাৎ স এব সর্ব্বশরীরেষ্বেক এবাত্মা, নান্য ইতি। অন্যোঽপি "স ম আত্মা—ব্রহ্মাস্মীত্যেবং বিদ্যাৎ" ইতি, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" "ব্রহ্ম ততমম্" ইতি চোক্তম্। অন্যত্র চ সর্ব্বগতস্য সর্ব্বাত্মনো বালাগ্রমাত্রমপ্যপ্রবিষ্টং নাস্তি ইতি কথং সীমানং বিদার্য্য প্রাপদ্যত পিপীলিকেব সুষিরম্? ১

ননু অত্যল্পমিদং চোদ্যম্; বহু চাত্র চোদয়িতব্যম্,—অকরণঃ সন্নীক্ষত। অনুপাদায় কিঞ্চিল্লোকানসৃজত। অদ্ভ্যঃ পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ। তস্যাভি-ধ্যানান্মুখাদি নির্ভিন্নম্, মুখাদিভ্যশ্চাগ্ন্যাদয়ো লোকপালাঃ; তেষাঞ্চ অশনায়াদি-সংযোজনম্, তদায়তন-প্রার্থনম্, তদর্থং গবাদিপ্রদর্শনম্, তেষাঞ্চ যথায়তন-প্রবেশনম্, সৃষ্টস্যান্নস্য পলায়নম্, বাগাদিভিস্তজ্জিঘৃক্ষা, এতৎ সর্ব্বং সীমাবিদারণ-প্রবেশসমমেব ॥২

অস্তু তর্হি সর্ব্বমেবেদমনুপপন্নম্। ন, অত্রাত্মাববোধমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সর্ব্বোঽয়মর্থবাদ ইত্যদোষঃ। মায়াবিবদ্বা;—মহামায়াবী দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বমেতচ্চকার, সুখাববোধপ্রতিপত্ত্যর্থং লোকবদাখ্যায়িকাদিপ্রপঞ্চ ইতি যুক্ততরঃ পক্ষঃ। নহি সৃষ্ট্যাখ্যায়িকাদিপরিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলমিষ্যতে। ঐকাত্ম্যস্বরূপ-পরিজ্ঞানাত্তু অমৃতত্বং ফলং সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধম্। স্মৃতিষু চ গীতাদ্যাসু—"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" ইত্যাদি ॥৩

ননু ত্রয় আত্মানঃ, ভোক্তা কর্ত্তা সংসারী জীব একঃ সর্ব্বলোকশাস্ত্র-প্রসিদ্ধঃ। অনেকপ্রাণিকর্ম্মফলোপভোগযোগ্যানেকাধিষ্ঠানবল্লোকদেহনির্ম্মা-ণেন লিঙ্গেন যথাশাস্ত্রপ্রদর্শিতেন—পুরপ্রাসাদাদিনির্ম্মাণলিঙ্গেন তদ্বিষয়-কৌশলজ্ঞানবান্ তৎকর্ত্তা তক্ষাদিরিব ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞো জগতঃ কর্ত্তা দ্বিতীয়-শ্চেতন আত্মা অবগম্যতে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "নেতি নেতি"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ঔপনিষদঃ পুরুষস্তৃতীয়ঃ। এবমেতে ত্রয় আত্মানোঽন্যোন্য-বিলক্ষণাঃ। তত্র কথমেক এবাত্মা অদ্বিতীয়োঽসংসারীতি জ্ঞাতুং শক্যতে? তত্র জীব এব তাবৎ কথং জ্ঞায়তে? নন্বেবং জ্ঞায়তে শ্রোতা মন্তা দ্রষ্টা আদেষ্টাঘোষ্টা বিজ্ঞাতা প্রজ্ঞাতেতি ॥৪

ননু বিপ্রতিষিদ্ধং জ্ঞায়তে—যঃ শ্রবণাদিকর্তৃত্বেন অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতেতি চ। তথা "ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" ইত্যাদি চ। সত্যং বিপ্রতিষিদ্ধম্, যদি প্রত্যক্ষেণ জ্ঞায়েত সুখাদিবৎ। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানঞ্চ নিবার্য্যতে "ন মতের্মন্তারম্" ইত্যাদিনা। জ্ঞায়তে তু শ্রবণাদিলিঙ্গেন; তত্র কুতো বিপ্রতিষেধঃ? ॥৫

ননু শ্রবণাদিলিঙ্গেনাপি কথং জ্ঞায়তে, যাবতা যদা শৃণোতি আত্মা শ্রোতব্যং শব্দম্, তদা তস্য শ্রবণাদিক্রিয়য়ৈব বর্ত্তমানত্বাৎ মনন-বিজ্ঞানক্রিয়ে ন সম্ভবত আত্মনি পরত্র বা। তথা অন্যত্রাপি মননাদিক্রিয়াসু। শ্রবণাদিক্রিয়াশ্চ স্ববিষয়েষ্বেব। নহি মন্তব্যাদন্যত্র মন্তুর্মননক্রিয়া সম্ভবতি।৬

ননু মনসঃ সর্ব্বমেব মন্তব্যম্। সত্যমেবম্; তথাপি সর্ব্বমপি মন্তব্যং মন্তারমন্তরেণ ন মন্তুং শক্যম্। যদ্যেবং কিং স্যাৎ? ইদমত্র স্যাৎ—সর্ব্বস্য যোঽয়ং মন্তা, স মন্তৈবেতি ন মন্তব্যঃ স্যাৎ। ন চ দ্বিতীয়ো মন্তুর্মন্তাস্তি। যদা স আত্মনৈব মন্তব্যঃ, তদা যেন চাত্মনা মন্তব্যঃ, যশ্চ মন্তব্য আত্মা, তৌ দ্বৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। এক এবাত্মা দ্বিধা মন্তৃ-মন্তব্যত্বেন দ্বিশকলীভবেৎ বংশাদিবৎ, উভয়থাপ্যনুপপত্তিরেব। যথা প্রদীপয়োঃ প্রকাশ্য-প্রকাশকত্বানুপপত্তিঃ, সমত্বাৎ, তদ্বৎ ॥৭

ন চ মন্তুর্মন্তব্যে মননব্যাপারশূন্যঃ কালোঽস্ত্যাত্মমননায়। যদাপি লিঙ্গেনাত্মানং মনুতে মন্তা, তদাপি পূর্ব্ববদেব লিঙ্গেন মন্তব্য আত্মা, যশ্চ তস্য মন্তা, তৌ দ্বৌ প্রসজ্যেয়াতাম্; এক এব বা দ্বিধেতি পূর্ব্বোক্তো দোষঃ। ন প্রত্যক্ষেণ, নাপ্যনুমানেন জ্ঞায়তে চেৎ, কথমুচ্যতে "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" ইতি? কথং বা শ্রোতা মন্তেত্যাদি?।৮

ননু শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবানাত্মা, অশ্রোতৃত্বাদি চ প্রসিদ্ধমাত্মনঃ; কিমত্র বিষমং পশ্যসি? যদ্যপি তব ন বিষমম্, মম তু বিষমং প্রতিভাতি। কথম্? যদাসৌ শ্রোতা, তদা ন মন্তা; যদা মন্তা, তদা ন শ্রোতা। তত্রৈবং সতি পক্ষে শ্রোতা মন্তা, পক্ষে ন শ্রোতা নাপি মন্তা। তথান্যত্রাপি চ। যদৈবম্, তদা শ্রোতৃত্বাদি-ধর্ম্মবানাত্মা অশ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবান্ বেতি সংশয়স্থানে কথং তব ন বৈষম্যম্?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদা দেবদত্তো গচ্ছতি, তদা ন স্থাতা গন্তৈব। যদা তিষ্ঠতি, তদা ন গন্তা স্থাতৈব, তদাস্য পক্ষ এব গন্তৃত্বং স্থাতৃত্বঞ্চ, ন নিত্যং গন্তৃত্বং স্থাতৃত্বং বা, তদ্বৎ। ৯

তথৈবাত্র কাণাদাদয়ঃ পশ্যন্তি। পক্ষে প্রাপ্তেনৈব শ্রোতৃত্বাদিনা আত্মোচ্যতে শ্রোতা মন্তেত্যাদিবচনাৎ। সংযোগজত্বমযৌগপদ্যঞ্চ জ্ঞানস্য হ্যাচক্ষতে। দর্শয়ন্তি চ 'অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্' ইত্যাদি যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্ম্মনসো লিঙ্গমিতি চ ন্যায্যম্। ভবত্বেবং; কিং তব নষ্টম্ যদ্যেবং স্যাৎ? অস্ত্বেবং তবেষ্টং চেৎ; শ্রুত্যর্থস্তু ন সম্ভবতি। কিং ন শ্রোতা মন্তেত্যাদিঃ শ্রুত্যর্থঃ? ন, ন শ্রোতা ন মন্তেত্যাদিবচনাৎ।১০

ননু পাক্ষিকত্বেন প্রত্যুক্তং ত্বয়া; ন, নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাদ্যভ্যুপগমাৎ; "ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এবং তর্হি নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাদ্যভ্যুপগমে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধা যুগপজ্‌জ্ঞানোৎপত্তির-জ্ঞানাভাবশ্চাত্মনঃ কল্পিতঃ স্যাৎ? তচ্চানিষ্টমিতি। নোভয়দোষোপপত্তিঃ, আত্মনঃ শ্রুত্যাদিশ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বশ্রুতেঃ। অনিত্যানাং মূর্ত্তানাঞ্চ চক্ষুরা-দীনাং দৃষ্ট্যাদ্যনিত্যত্বমেব সংযোগবিয়োগধর্ম্মিণাম্। যথা অগ্নের্জ্বলনং তৃণাদিসংযোগজত্বাৎ, তদ্বৎ। ন তু নিত্যস্যামূর্ত্তস্যাসংযোগ-বিভাগধর্ম্মিণঃ সংযোগজ-দৃষ্ট্যাদ্যনিত্যধর্ম্মত্বং সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে-র্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদ্যা।১১

এবং তর্হি দ্বে দৃষ্টী—চক্ষুষোঽনিত্যা দৃষ্টিঃ, নিত্যা চাত্মনঃ। তথা চ দ্বে শ্রুতী—শ্রোত্রস্যানিত্যা, নিত্যা চাত্মস্বরূপস্য। তথা দ্বে মতী বিজ্ঞাতী বাহ্যাবাহ্যে। এবং হ্যেব চেয়ং শ্রুতিরুপপন্না ভবতি—"দৃষ্টের্দ্রষ্টা শ্রুতেঃ শ্রোতা" ইত্যাদ্যা। লোকেঽপি প্রসিদ্ধং চক্ষুষস্তিমিরাগমাপায়য়োঃ নষ্টা দৃষ্টির্জাতা দৃষ্টিরিতি চক্ষু-র্দৃষ্টেরনিত্যত্বম্। তথাচ শ্রুতিমত্যাদীনামাত্মদৃষ্ট্যাদীনাঞ্চ নিত্যত্বং প্রসিদ্ধমেব লোকে। বদতি হি উদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নেঽদ্য ময়া ভ্রাতা দৃষ্ট ইতি। তথা অবগত-বাধির্য্যঃ স্বপ্নে শ্রুতো মন্ত্রোঽদ্যেত্যাদি। যদি চক্ষুঃসংযোগজৈবাত্মনো নিত্যা দৃষ্টিস্তন্নাশে নশ্যেত, তদা উদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নে নীলপীতাদীনি ন পশ্যেৎ। "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে"রিত্যাদ্যা চ শ্রুতিরনুপপন্না স্যাৎ। "তচ্চক্ষুঃ পুরুষে যেন স্বপ্নং পশ্যতি" ইত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ।১২

নিত্যা আত্মনো দৃষ্টির্ব্বাহ্যানিত্যদৃষ্টের্গ্রাহিকা। বাহ্যদৃষ্টেশ্চ উপজনাপায়াদ্য-নিত্যধর্ম্মবত্ত্বাদ গ্রাহিকায়া আত্মদৃষ্টেস্তদ্বদবভাসত্বম্ অনিত্যত্বাদি ভ্রান্তিনিমিত্তং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকস্যেতি যুক্তম্। যথা ভ্রমণাদিধর্ম্মবদলাতাদিবস্তুবিষয়দৃষ্টিরপি ভ্রমতীব, তদ্বৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি"। তস্মাদাত্মদৃষ্টে-র্নিত্যত্বান্ন যৌগপদ্যমযৌগপদ্যং বাস্তি। বাহ্যানিত্যদৃষ্ট্যুপাধিবশাত্তু লোকস্য তার্কিকাণাঞ্চ আগমসম্প্রদায়বর্জ্জিতত্বাৎ অনিত্যা আত্মনো দৃষ্টিরিতি ভ্রান্তি-রূপপন্নৈব। জীবেশ্বর-পরমাত্মভেদকল্পনা চৈতন্নিমিত্তৈব।১৩

তথা অস্তি নাস্তীত্যাদ্যাশ্চ যাবন্তো বাঙ্মনসয়োর্ভেদা যত্রৈকং ভবন্তি, তদ্বিষয়ায়া নিত্যায়া দৃষ্টের্নির্ব্বিশেষায়াঃ। অস্তি নাস্তি, একং নানা, গুণবদগুণম্, জানাতি ন জানাতি, ক্রিয়াবদক্রিয়ম্, ফলবদফলম্, সবীজং নির্ব্বীজম্, সুখং দুঃখম্, মধ্যমমধ্যম্, শূন্যমশূন্যম্, পরোঽহমন্যঃ, ইতি বা সর্ব্ববাক্-প্রত্যয়াগোচরে স্বরূপে যো বিকল্পয়িতুমিচ্ছতি, স নূনং খমপি চর্ম্মবদ্বেষ্টয়িতুমিচ্ছতি সোপানমিব চ পদ্ভ্যামারোঢ়ুম্; জলে খে চ মীনানাং বয়সাং চ পদং দিদৃক্ষতে; "নেতি নেতি" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, "কো অদ্ধা বেদ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। ১৪

কথং তর্হি তস্য স ম আত্মেতি বেদনম্; ব্রূহি কেন প্রকারেণ তমহং স ম আত্মেতি বিদ্যাম্। অত্রাখ্যায়িকামাচক্ষতে—কশ্চিৎ কিল মনুষ্যো মুগ্ধঃ কৈশ্চিদুক্তঃ কস্মিংশ্চিদপরাধে সতি, 'ধিক্ ত্বাম্, নাসি মনুষ্যঃ' ইতি। স মুগ্ধতয়া আত্মনো মনুষ্যত্বং প্রত্যায়য়িতুং কঞ্চিদুপেত্যাহ—ব্রবীতু ভবা কোঽহমস্মীতি। স তস্য মুগ্ধতাং জ্ঞাত্বাহ—ক্রমেণ বোধয়িষ্যামীতি। স্থাবরাদ্যাত্মভাবমপোহ্য ন ত্বমমনুষ্য ইত্যুক্ত্বা উপররাম। স তং মুগ্ধঃন্ প্রত্যাহ—ভবান্ মাং বোধয়িতুং প্রবৃত্তস্তূষ্ণীংবভূব, কিং ন বোধয়তীতি। তাদৃগেব তদ্ভবতো বচনম্। নাস্যমনুষ্যঃ ইত্যুক্তেঽপি মনুষ্যত্বমাত্মনো ন প্রতিপদ্যতে যঃ, স কথং মনুষ্যোঽসীত্যুক্তোঽপি মনুষ্যত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যেত। তস্মাৎ যথাশাস্ত্রোপদেশ এবাত্মাববোধবিধিঃ, নান্যঃ। নহি অগ্নের্দাহ্যং তৃণাদি অন্যেন কেনচিদ্দগ্ধুং শক্যম্।১৫

অতএব শাস্ত্রম্ আত্মস্বরূপং বোধয়িতুং প্রবৃত্তং সৎ অমনুষ্যত্ব-প্রতিষেধেনেব "নেতি নেতি" ইত্যুক্তোপররাম। তথা "অনন্তরমবাহ্যম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" ইত্যনুশাসনম্; "তত্ত্বমসি" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যেবমাদ্যপি চ।১৬

যাবদয়মেবং যথোক্তমিমমাত্মানং ন বেত্তি, তাবদয়ং বাহ্যানিত্যদৃষ্টিলক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুপাধিমাত্মত্বেনোপেত্য অবিদ্যয়া উপাধিধর্ম্মানাত্মনো মন্যমানো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু স্থানেষু পুনঃ পুনরাবর্ত্তমানঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মবশাৎ সংসরতি।১৭

স এবং সংসরন্ উপাত্তদেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং ত্যজতি; ত্যক্ত্বা অন্যমুপাদত্তে। পুনঃ পুনরেবমেব নদীস্রোতোবজ্জন্মমরণ-প্রবন্ধাবিচ্ছেদেন বর্ত্তমানঃ কাভিরবস্থাভির্ব্বর্ত্ততে—ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্ত্যাহ শ্রুতিঃ বৈরাগ্যহেতোঃ—

আভাষভাষ্যের অনুবাদ। আরভ্যমাণ এই দ্বিতীয় অধ্যায়-গত সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্যলভ্য অর্থ এইরূপ—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী অসংসারী সর্ব্ববিদ্ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর আপনার অতিরিক্ত কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই আকাশাদিক্রমে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তিনি নিজেই আপনাকে জানিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রবেশ করিয়া (জীবভাবাপন্ন হইয়া)—'ইদং ব্রহ্ম অস্মি' অর্থাৎ আমি হইতেছি এই ব্রহ্ম স্বরূপ, এইরূপে স্বীয় আত্মাকে যথাযথরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত প্রাণিশরীরে তিনিই একমাত্র আত্মা, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কোন আত্মা নাই। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, 'আমি সর্ব্বভূতে সমান—ব্রহ্মাত্মস্বরূপ এইরূপ জানিবে' এবং 'সৃষ্টির অগ্রে ইহা একমাত্র আত্ম-স্বরূপই ছিল' 'ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী' ইতি।১

ভালকথা, শ্রুত্যন্তর-সংবাদে যখন জানিতে পারা যাইতেছে যে, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বময়) আত্মার ক্ষুদ্র কেশাগ্রপরিমাণ অংশও কুত্রাপি অপ্রবিষ্ট নাই; তখন পিপীলিকা যেরূপ গর্ত্তে প্রবেশ করে, আত্মাও সেইরূপ মূর্দ্ধসীমা বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিল কিরূপে (১)? হাঁ, ইহা অতি সামান্য আপত্তি; এ বিষয়ে আরও বহু আপত্তির বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে—'তিনি নিরিন্দ্রিয় হইয়াও ঈক্ষণ করিলেন', 'কোন কিছু না লইয়াই লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন।' 'জল হইতে পুরুষদেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন'। তাঁহার

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত প্রবেশবোধক শ্রুতিদ্বারা জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থন করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাত সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, পরমাত্মা অশরীরী; সুতরাং শরীর না থাকায় সীমাবিদারণ করা (ছিদ্র করা) সম্ভব হয় না; তাহার পর, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী কোথাও তাহার অসদ্ভাব নাই; সুতরাং তাহার পক্ষে প্রবেশ করাও সম্ভব হইতেছে না। অতএব প্রবেশবাক্য হইতে জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থিত হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংকল্প হইতে পুরুষের মুখাদি অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং মুখাদি হইতে অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; সেই লোকপালদিগের আবার অশনায়া (ভোজনেচ্ছা) প্রভৃতির সহিত যোগ এবং তাহাদের আয়তনের (বাসস্থানের) প্রার্থনা; তদনুসারে গবাদি দেহ প্রদর্শন; তাহার পর লোকপালগণের যথাযোগ্য আয়তনে প্রবেশ; সৃষ্ট অন্নের আবার ভয়ে পলায়ন ও বাগাদিকর্ত্তৃক সেই পলায়মান অন্নকে ধরিবার চেষ্টা—এ সমস্তই ত সীমাবিদারণ ও প্রবেশের তুল্য; [সুতরাং আপত্তির যোগ্য]।২

আচ্ছা, ভাল কথা, উপরে যে সমস্ত বিষয় বলা হইল, সে সমস্ত বিষয় অনুপপন্ন বা অসঙ্গতই হউক; ক্ষতি কি? না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, এখানে আত্মবোধই শ্রুতির একমাত্র অভিপ্রেত; সুতরাং তদতিরিক্ত সমস্ত কথাই অর্থবাদ—আত্মবোধের স্তাবক মাত্র; কাজেই স্বার্থে প্রামাণ্যহীন ঐ সকল বাক্যে যে সমস্ত দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। অথবা মায়াবীর দৃষ্টান্তেও ইহার পরিহার হইতে পারে; অর্থাৎ মহামায়াসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন; ইহা জানিলে তাঁহাকে বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া লৌকিক রীতি অনুসারে ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র, (প্রকৃত-পক্ষে ঐ সমস্ত ঘটনা সত্য নহে); এই পক্ষটী অধিকতর যুক্তিসম্মত হয়। কেন না, সৃষ্টিবিষয়ক আখ্যায়িকাদি জানিলে যে অন্য কোনও ফল হয়, ইহা ত শ্রুতির অভিমত নহে; পরন্তু আত্মার একত্ব ও যথার্থ স্বরূপ জানিলে যে, মোক্ষ ফল সিদ্ধ হয়, ইহা সমস্ত উপনিষদে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রেও 'সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান পরমেশ্বরকে' ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই উক্ত হইয়াছে।৩

[আত্মার একত্বের বিরুদ্ধে আশঙ্কা প্রদর্শিত হইতেছে।] ভাল; তিন-প্রকার আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে—[এক জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর ও তৃতীয় পরব্রহ্ম।] তন্মধ্যে, প্রথমোক্ত জীব কর্ত্তা ভোক্তা ও সংসারী বলিয়া সমস্ত লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। নগর ও প্রাসাদাদি-নির্ম্মাণরূপ কার্য্য-দর্শনে তদ্বিষয়ে উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন সূত্রধর প্রভৃতি যেমন সেই নগরাদির নির্ম্মাতা বলিয়া অনুমিত হয়, তেমনি শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ প্রাণীর কর্ম্মফলভোগের উপযুক্ত বিভিন্নপ্রকার স্বর্গাদি লোক ও দেহাদিনির্ম্মাণরূপ হেতুদ্বারা, তৎকর্ত্তারূপে সর্ব্বজ্ঞ চেতন পরমেশ্বরও অনুমিত হইয়া থাকেন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিই দ্বিতীয় আত্মা। তাহার পর, 'বাক্যসমূহ যাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে' ও 'নেতি নেতি' ইত্যাদি শাস্ত্রসিদ্ধ যে, উপনিষদ্বেদ্য পুরুষ (পরব্রহ্ম); তিনি হইতেছেন তৃতীয়। এই প্রকার পরস্পর বিভিন্নস্বভাব তিনটী আত্মা [প্রমাণিত হইতেছে]। তবে কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে, অদ্বিতীয় অসংসারী আত্মা একই বটে ? এবং তাহাতে জীবেরই বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কি প্রকারে ? [কেন ?] জীবের অস্তিত্ব ত—জীব শ্রোতা মন্তা (চিন্তাকারী) দ্রষ্টা, আদেশকারী, বিজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাতা এই প্রকারেই পরিজ্ঞাত হইতেছে। ৪

হাঁ, জীববিষয়ক উক্তপ্রকার যে জ্ঞান, তাহা বিরুদ্ধ জ্ঞানই ; কারণ, শ্রবণাদির কর্ত্তারূপে, যে জীব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, সেই জীবই আবার শ্রুতিতে 'অমত অথচ মন্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; [সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান শ্রুতিবিরুদ্ধই হইতেছে]। [জীবের অজ্ঞেয়তা সম্বন্ধে] আরও আছে—'মতির (মনের) সাক্ষীকে মনন করিও না, এবং বিজ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানিও না' ইত্যাদি। হাঁ, তাহা হইহেল উক্ত জ্ঞান বিরুদ্ধ হইত, যদি সুখদুঃখাদির ন্যায় আত্মাও প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইত; তাহা ত হয় না ; কেননা ; "ন মতের্মন্তারম্" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল জীববিষয়ে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরই নিবারণ করিয়াছেন। আত্মা যখন শ্রবণাদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিজ্ঞাত বা অনুমিত ; তখন আর বিরোধ কিসের ? ।৫

ভাল কথা ; শ্রবণাদি উপায় দ্বারাই বা আত্ম-বিজ্ঞান সম্ভব হয় কিরূপে? কেননা, আত্মা যে সময় শ্রোতব্য শব্দ শ্রবণ করে, সে সময়ে, আত্মা কেবল শ্রবণ-ক্রিয়া লইয়াই বর্ত্তমান থাকে ; সুতরাং সে সময়ে আপনাতে বা অন্যত্র কোথাও তাহার মনন ও বিজ্ঞানক্রিয়া সম্ভবপর হয় না ; মননাদি ক্রিয়াস্থলেও এইরূপই ব্যবস্থা। শ্রবণাদি ক্রিয়াগুলি স্ববিষয়েই (শব্দাদি বিষয়েই) নিবদ্ধ; সুতরাং মননকর্ত্তার যে মননক্রিয়া, তাহা, কখনই মন্তব্য বিষয় ভিন্ন অন্যত্র—আত্মাতে হয় না বা হইতে পারে না ।৬

কেন ? মনের ত সমস্তই বিষয়—মন্তব্য ? হাঁ, এ কথা যদিও সত্য ; তথাপি মননের কর্ত্তা থাকা আবশ্যক ; কর্ত্তা ব্যতীত কোন মন্তব্য বিষয়ই মনন করিতে পারা যায় না। এরূপ হইলেই বা কি হইবে? ইহাতে এই হইবে যে, এই যিনি সকলের মন্তা—মননের কর্ত্তা, তিনি মন্তাই থাকিবেন, কখনও মন্তব্য হইতে পারিবেন না ; অথচ মন্তার মননকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় আর কেহ নাই। সেই মন্তা যদি নিজেই নিজের মন্তব্য হইত, তাহা হইলেই, যে আত্মা দ্বারা মনন করা হইত, এবং যে আত্মা মননের বিষয়ীভূত হইত, তাহাদের দ্বিত্ব বা ভেদ সম্ভবপর হইত; অথবা দুইভাগে বিভক্ত একই বংশখণ্ড প্রভৃতির ন্যায়, এক আত্মাই মননের কর্ত্তা ও মননের বিষয়রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িত; কিন্তু এই উভয় প্রকার কল্পনাই ত অসঙ্গত বা অনুপপন্ন হইতেছে; যেমন দুইটী প্রদীপের মধ্যে একটী অপরটীর প্রকাশক হয় না; কারণ, উভয়ই সমান; ইহাও ঠিক তদ্রূপ।৭

বিশেষতঃ আত্মা, যে সময় মন্তব্য বিষয় মনন করে, সে সময় উক্ত মনন-ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কশূন্য এমন একটুকু ক্ষুদ্র কালও নাই যে, যে কালে স্বতন্ত্রভাবে আত্মার স্ববিষয়েও মনন হইতে পারে; [অথচ একই সময়ে দুইটী পৃথক্ জ্ঞান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ]। আর যদি ক্রিয়া প্রভৃতি কোনপ্রকার লিঙ্গ (জ্ঞাপক হেতু) দ্বারা আত্মা আত্মার মনন করে বলিয়া অনুমান কর, তাহা হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় মন্তা ও মন্তব্যভেদে আত্মার দুইটী ভাগ হইয়া পড়ে, অথবা দ্বিধাকৃত বংশখণ্ডাদির ন্যায় এক আত্মারই দ্বিত্বপ্রাপ্তিরূপ পূর্ব্বোক্ত দোষ সম্ভাবিত হয়। ভাল, প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারাও যদি আত্মাকে জানিতে পারা না যায়, তাহা হইলে কিরূপে বলা হয় যে, 'তিনিই আমার আত্মা' এইরূপে জানিবে এবং কিরূপেই বা 'শ্রোতা মন্তা' ইত্যাদি প্রকারে আত্মাকে বিশেষিত করা হয়? ৮

ভাল কথা, আত্মার শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম শ্রুতিতে কথিত আছে, এবং তাহার অশ্রোতৃত্বাদি স্বভাবও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে; সুতরাং ইহাতে তুমি, কি বৈষম্য বা অসঙ্গতি দর্শন করিতেছ? হাঁ, যদিও তোমার নিকট বিষম বলিয়া মনে না হউক, তথাপি আমার নিকট কিন্তু ইহা বিষম বা অসঙ্গত বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে। যদি বল কেন? [বলিতেছি—] এই আত্মা যে সময়ে শ্রোতা হয়, ঠিক সেই সময়েই মন্তা হয় না; আবার যে সময়ে মন্তা হয়, ঠিক সেই সময়েই শ্রোতা হয় না; [কারণ, একই সময়ে জ্ঞানদ্বয় হয় না]। এইরূপ হইলে এই দাঁড়াইল যে, আত্মা একপক্ষে শ্রোতাও বটে, মন্তাও বটে, আবার পক্ষান্তরে শ্রোতাও নহে, মন্তাও নহে। অপরাপর জ্ঞান-সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। যখন এইরূপই অবস্থা, তখন, আত্মা কি শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম-যুক্ত, অথবা শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মবিযুক্ত? এই প্রকার সংশয়ের সম্ভাবনা থাকায় তোমার নিকটই বা বৈষম্য বোধ হইতেছে না কেন? কেননা, দেবদত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(কোন ব্যক্তি) যে সময় গমন করিতে থাকে, সে সময় সে স্থাতা—অবস্থানকারী (দাঁড়ান) হয় না, পরন্তু গন্তাই হয়; আবার যখন অবস্থান করে, তখনও গন্তা হয় না, পরন্তু স্থাতাই (স্থিতিশীলই) হইয়া থাকে। সে সময় যেমন ইহার গন্তৃত্ব (গতি) ও স্থাতৃত্ব (স্থিতি), উভয়ই পাক্ষিক, কোনটীই নিত্য নহে; ইহাও তদ্রূপ।৯

কণাদমতাবলম্বী ও অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে এইরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন। আত্মা পাক্ষিক শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মেই বিশেষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মার যে শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম, তাহা তাহার স্বাভাবিক বা নিত্যসিদ্ধ নহে, পরন্তু পাক্ষিক অর্থাৎ সাময়িক—অনিত্য। সেই পাক্ষিক শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মদ্বারাই আত্মাকে 'শ্রোতা' প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। কেননা, শ্রুতিতে 'শ্রোতা ও মন্তা' ইত্যাদি উক্তি রহিয়াছে। তাহার পর, তাঁহারা জ্ঞানকেও সংযোগজ ও অযুগপদ্ভাবী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগই জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণ কারণ, এবং একই সময়ে দুইটী জ্ঞান হয় না বা হইতে পারে না। তাঁহারা যুগপৎ জ্ঞানোৎপত্তির বিপক্ষে—'আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, তাই দেখিতে পাই নাই' ইত্যাদি ব্যবহারকে হেতুরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন; এবং এই সিদ্ধান্তকেই ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করেন (১)। [অতঃপর পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—যখন কণাদ প্রভৃতির সিদ্ধান্তও এইরূপ, তখন] এইরূপই সিদ্ধান্ত হউক, তাহাতে তোমার (সিদ্ধান্তবাদীর) ক্ষতি বা আপত্তি কি? [সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন]; ভাল

---

(১) তাৎপর্য্য—কণাদসম্প্রদায় বলেন যে, জ্ঞানমাত্রের প্রতিই ত্বকের সহিত মনঃসংযোগ সাধারণ কারণ; অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ না হইলে কোনপ্রকার জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মন অতি সূক্ষ্ম পরমাণুসদৃশ; সুতরাং একই সময়ে দুইটী ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ হইতে পারে না; সেই জন্যই এক সময়ে দুইটী ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ইহাই মনের অণুত্ব-সাধক যুক্তি; এবং এই কারণেই জ্ঞানকে 'নিত্য' বলিতে পারা যায় না; উহা অনিত্য—পাক্ষিক; কারণ, ত্বঙ্ মনঃসংযোগের সদ্ভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি, আর তাহার অভাবে জ্ঞানের অনুৎপত্তি। শ্রবণাদিজাত এই অনিত্য জ্ঞান লইয়াই আত্মাকে 'শ্রোতা মন্তা' ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়। অতএব আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বভাব নহে, মনঃসংযোগের সাহায্যে জ্ঞানোদয় হয় বলিয়াই এক বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকিলে, তৎকালে অন্য বিষয়ে জ্ঞান হয় না—ত্বঙ্ মনঃসংযোগ যে, জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণ, ইহাই তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা, যদি তোমার অভিমত হয়, তবে তোমার পক্ষে এইরূপই হউক; শ্রুতির অর্থ কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। কেন? 'শ্রোতা মন্তা' ইত্যাদি কি শ্রুতির অর্থ নহে? না, যে হেতু 'শ্রোতা নহে, মন্তা নহে' ইত্যাদি বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে।১০

ভাল কথা, তুমি (সিদ্ধান্তবাদী) নিজেই ত শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মের পাক্ষিকত্ব স্বীকার করিয়াছ? না, যে হেতু 'শ্রোতার (আত্মার) যে শ্রুতি (শ্রবণ-জ্ঞান), তাহার কখনও বিলোপ হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে—শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মের নিত্যতা স্বীকার করিলে, আত্মার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ দুইটী দোষ উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ একই সময়ে জ্ঞানদ্বয়ের উৎপত্তি, দ্বিতীয়তঃ আত্মাতে জ্ঞানের অভাব; অথচ ইহা ত কাহারো অভীষ্ট নহে। না—উক্ত দোষদ্বয় উপস্থিত হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রুত্যাদির শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রুতির শ্রোতা, মতির মন্তা, ইত্যাদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধও তাহাতে উপপন্ন হইতে পারে। কারণ, অনিত্য ও মুর্ত্ত (পরিচ্ছিন্ন) চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যে দর্শনাদি ব্যাপার, সে সময় অনিত্যই বটে; কারণ, ঐ সমস্ত জ্ঞান সংযোগ ও বিয়োগবিশেষের ফল মাত্র। যেমন, তৃণাদি-সংযোগে অগ্নির জ্বলন হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ; কিন্তু সংযোগ-বিয়োগ-বিবর্জ্জিত নিত্য অমূর্ত্ত আত্মার পক্ষে সংযোগজ অনিত্য দৃষ্ট্যাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তদনুরূপ শ্রুতিও আছে,—'দ্রষ্টার (আত্মার) দৃষ্টির (জ্ঞানের) কখনও বিলোপ নাই' ইত্যাদি।১১

ভাল, এরূপ হইলে ত নিত্য ও অনিত্য দুইটী দৃষ্টি হইয়া পড়ে; চক্ষুর দৃষ্টি অনিত্য, আর আত্মার দৃষ্টি নিত্য; এইরূপ শ্রুতিও দুইপ্রকার হয়—শ্রবণের শ্রুতি অনিত্য, আর আত্মার শ্রুতি নিত্য; এই প্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক মতি ও বিজ্ঞাতির সম্বন্ধেও দ্বিবিধভাব সম্ভব হয়। হাঁ, এরূপ হইলেই 'দৃষ্টির দ্রষ্টা ও শ্রুতির শ্রোতা' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হইতে পারে; অভিপ্রায় এই যে, স্বয়ং শ্রুতিই যখন দ্বিবিধ দৃষ্টিশ্রুতির কথা বলিতেছেন, তখন ঐরূপ দ্বিত্ব-স্বীকারে অপ্রামাণ্য দোষ হইতে পারে না। লোকব্যবহারেও ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, চক্ষুতে 'তিমির' রোগ উৎপন্ন হইয়া দৃষ্টি নষ্ট হইল, আবার সেই রোগের অপগমে দৃষ্টি জন্মিল; এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে চাক্ষুষ দৃষ্টির অনিত্যতাই প্রমাণিত হয়। এইরূপে আত্মদৃষ্টিপ্রভৃতির ও শ্রুতি-মতি-প্রভৃতিরও নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে। তাহার পর, যাহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে, সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'অন্য স্বপ্নে আমি ভ্রাতাকে দর্শন করিয়াছি'। এইরূপ, যে লোকের বধিরতা অবধারিত হইয়াছে, সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'অন্য স্বপ্নে আমি অমুক মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি' ইত্যাদি। আত্মার দৃষ্টি যদি চক্ষুঃসংযোগজনিতই হইত, এবং চক্ষুর বিনাশেই যদি বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে উৎপাটিতচক্ষু লোক কখনই স্বপ্ন সময়ে নীল-পীতাদি রূপ দর্শন করিতে পারিত না, এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইত না; 'আর পুরুষের তাহাই চক্ষুঃ, যাহা দ্বারা স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিও উপপন্ন হইত না। ১২

অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার দৃষ্টি নিত্য; সেই নিত্য দৃষ্টিই ইন্দ্রিয়জনিত বাহ্যদৃষ্টির গ্রাহক ও প্রকাশক। জন্ম-মরণশীল বাহ্য দৃষ্টির অনিত্যত্ব-বশতঃ তদ্‌গ্রাহক নিত্য আত্ম-দৃষ্টিতেও লোকে ভ্রান্তিনিবন্ধন অনিত্যতা কল্পনা করিয়া থাকে, ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা। ভ্রাম্যমাণ অলাত প্রভৃতি (জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি) দর্শন করিলে, তদ্বিষয়ক চক্ষুর দৃষ্টিও যেন ভ্রমণই করিতেছে বলিয়া যেরূপ প্রতীতি হয়, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। এই প্রকার শ্রুতিও আছে—'যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে' ইত্যাদি। অতএব আত্মদৃষ্টির নিত্যতা নিবন্ধন জ্ঞানের যৌগপদ্য বা অযৌগপদ্য ভেদ নাই। বৈদিক-সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্কশূন্যত্ব নিবন্ধন তার্কিকগণের ও সাধারণ লোকের যে, বাহ্য অনিত্য দৃষ্টিরূপ উপাধিবশতঃ আত্মদৃষ্টিতেও অনিত্যতা ভ্রম, তাহা হইতেই পারে। জীব, ঈশ্বর ও পরমাত্মার বিভাগ-কল্পনাও উক্তপ্রকার ভ্রান্তি হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৩

উক্তপ্রকার ভ্রান্তিবশতই—সমস্ত নাম-রূপবিভাগ যেখানে যাইয়া এক হইয়া যায়, সেই ব্রহ্মস্বরূপ নিত্য নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিসম্বন্ধেই সৎ (অস্তি), অসৎ (নাস্তি) ইত্যাদি বিকল্প কল্পিত হইয়া থাকে। তাহার পর, যে লোক, সর্ব্বপ্রকার বাক্য ও চিন্তার অগোচর স্বরূপভূত ব্রহ্মেতে—সৎ, অসৎ, এক, অনেক, সগুণ, নির্গুণ, জ্ঞাতা, অজ্ঞাতা, ক্রিয়াযুক্ত, নিষ্ক্রিয়, ফলবান্ (ভোক্তা), অফল (অভোক্তা), সবীজ, নির্ব্বীজ, সুখ, দুঃখ, মধ্য (অভ্যন্তর), অমধ্য (বাহ্য), শূন্য, অশূন্য, আমি, অন্য—ইত্যাদি বিকল্প কল্পনা করিতে ইচ্ছা করে, সে লোক নিশ্চিতই আকাশকেও চর্ম্মের ন্যায় বেষ্টন করিতে ইচ্ছা করে, এবং পদদ্বয়ের সাহায্যে আকাশেও সোপানের ন্যায় আরোহণ করিতে অভিলাষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, এবং জলে মৎস্যের ও আকাশে পক্ষিগণের পদ (পদচিহ্ন) দর্শন করিতে ইচ্ছা করে (১)। কেন না, 'ইহা নহে—ইহা নহে', 'বাক্যসমূহ যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং মন্ত্রেও 'কে তাহাকে সম্যক্‌রূপে জানে' ইত্যাদি উল্লেখ রহিয়াছে। ১৪

[ভাল কথা, আত্মা যদি বাক্য ও মনের অগোচরই হয়,] তাহা হইলে 'তাহাই আমার আত্মা' এই প্রকারে আত্ম-বেদনা (আত্মজ্ঞান) সম্ভব হয় কি প্রকারে? অতএব বলিয়া দাও—কি প্রকারে আমি সেই আত্মাকে ইহাই আমার আত্মা এইরূপে জানিব? এতদুত্তরে আচার্য্যগণ একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া থাকেন। [তাহা এই—] কোন এক মূঢ় মনুষ্য কোন একটা অপরাধ করিয়াছিল; তজ্জন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিল যে, তোমায় ধিক্, তুমি মনুষ্যই নহ। তিরস্কৃত ব্যক্তি স্বীয় মূঢ়তাবশতঃ আপনার মনুষ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে অপর কোন ব্যক্তিকে বলিল—মহাশয়, আপনি বলুন যে, আমি কে হই, অর্থাৎ আমি মনুষ্য কি না? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উহার মূঢ়তা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, আমি তোমাকে ক্রমশঃ বুঝাইতেছি—স্থাবরাদিভাব পরিত্যাগ করিলে [বলিতে হয় যে] তুমি অমানুষ নহ অর্থাৎ তুমি স্থাবরাদি স্বরূপ নহ, এবং মনুষ্য ভিন্নও নহ। তিনি এই কথা বলিয়াই চুপ করিলেন। সেই মূঢ় মনুষ্য পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি আমাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও চুপ করিয়া রহিলেন কেন, আমাকে বুঝাইতেছেন না কেন? [এই মূঢ়ের কথা যে প্রকার,] আপনার কথাও ঠিক সেই প্রকার; কারণ 'তুমি অমনুষ্যই

---

(১) তাৎপর্য্য—বৈশেষিকপ্রভৃতি আস্তিক দার্শনিকের মতে আত্মা 'অস্তি' (সৎ), নানা (অনেক), সগুণ; জানাতি, ন জানাতি (সুষুপ্তি-সময়ে জ্ঞান থাকে না, অন্যত্র থাকে), ক্রিয়াবান্, ফলবান্ (ইহ লোকে বা পরলোকে স্বকৃত কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা), সবীজ (বীজ অর্থ—জ্ঞান ও কর্ম্মের সংস্কার, আত্মা তদ্যুক্ত), 'সুখ' 'দুঃখ' 'অশূন্য অমধ্য' অর্থাৎ দেহের বাহিরেও বর্ত্তমান এবং আমি ও অপর পরস্পর ভিন্ন। আর লোকায়তিক চার্ব্বাকের মতে—নাস্তি (অসৎ), অক্রিয় (পরলোকে গমনরূপ ক্রিয়া নাই, এখানেই দেহান্তর গ্রহণ করে)। নাস্তিক ও ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে, অফল; কারণ, সে মতে পরলোকগামী স্থায়ী আত্মা নাই। ইহাদেরই মতে আত্মা নির্বীজ; কারণ, কর্ম্ম সংস্কারের আশ্রয়ীভূত নিত্য আত্মার অভাব। বিজ্ঞানবাদে আত্মা দুঃখস্বরূপ। দিগম্বর বৌদ্ধমতে 'মধ্যম'; কারণ, আত্মা দেহপরিমিত; সুতরাং বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। এতদতিরিক্ত অগুণ অক্রিয়াদি কথাগুলি অদ্বৈতবাদেও সঙ্গত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহ, এই কথা বলিলেও যে লোক আপনার মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারে না, তুমি 'মনুষ্য' এ কথা বলিলেও সে লোক কি প্রকারে আপনার মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে ? ১৫।

অতএব আত্মোপলব্ধির সুবিধার নিমিত্ত শাস্ত্রে যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ বিধান, তদ্ভিন্ন বিধি হইতে পারে না। কারণ, অগ্নি ভিন্ন অপর কেহই অগ্নির দাহ্য (দহনযোগ্য) তৃণ প্রভৃতিকে দাহ করিতে পারে না। (১) এই কারণেই উপনিষদ্ শাস্ত্র আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াও উক্ত অমনুষ্যত্ব-প্রতিষেধের ন্যায় কেবল "নেতি নেতি" বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপ 'অন্তর্ব্বহির্ভাবশূন্য' 'এই আত্মা সর্ব্বানুস্যূত ব্রহ্মস্বরূপ এবং তুমি তৎস্বরূপ' 'যে সময় এই মুমুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সে সময় কে কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ? ইত্যাদি রূপেই উপদেশ করা হইয়াছে ; [কিন্তু বিধিমুখে কিছুই বলা হয় নাই, হইতেও পারে না।] ১৬।

এই পুরুষ এবম্বিধ আত্মাকে যে পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত অনিত্য বাহ্য দৃষ্টিরূপ উপাধিকে আত্মস্বরূপে অবলম্বন করত অবিদ্যার বশে উপাধির ধর্ম্মসমূহকে আত্মার ধর্ম্ম মনে করিয়া অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত বিবিধ স্থানে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকে।১৭

অবিদ্যা-বশবর্ত্তী উক্ত জীব এই প্রকার পরিভ্রমণ করত পূর্ব্ব-গৃহীত দেহে-

---

(১) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, যে বস্তু কেবলই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষপ্রতীতির বিষয়, সে বস্তুকে কোন প্রমাণ দ্বারা বিধিমুখে প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না। যে লোক স্বয়ং মনুষ্য, তাহার মনুষ্যত্বপ্রতীতি প্রত্যক্ষগম্য ; তাহার মনুষ্যত্ব বুঝাইতে হইলে, উপদেশক কেবল তাহার অমনুষ্যত্ব ভ্রমনিবৃত্তির জন্য যাহা যাহা বলিতে হয়, তাহাই বলিবেন। এইরূপ আত্মা যখন স্বভাবতই প্রত্যক্ষগম্য, বাক্য ও মনের অগোচর ; তখন বাক্য ও মন তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিবে কি প্রকারে ? তৃণদাহ করিতে একমাত্র অগ্নিরই ক্ষমতা আছে ; অন্যের নাই ; সুতরাং তৃণদাহের জন্য সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি প্রয়োগ যেমন নিষ্ফল ; তেমনি আত্মা যখন একমাত্র প্রত্যক্ষের বস্তু, তখন তদ্বিষয়ে বাক্য ও মন প্রভৃতি প্রযুক্ত হইলেও নিশ্চয়ই বিফল হইয়া পড়ে। এইজন্য শাস্ত্রসমূহও বিধিমুখে আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদনে যত্নপর না হইয়া, 'নেতি নেতি' ইত্যাদি রূপে নিষেধমুখে প্রতিপাদন দ্বারাই কেবল অনাত্ম-ভ্রান্তি নিরাশ করিতেছেন মাত্র। এরূপ স্থলে অসম্ভাবনা বুদ্ধি ও বিপরীত-বুদ্ধি দূর করাই শাস্ত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য ; তত্ত্বদর্শন কেবল সাক্ষাৎকারেরই বিষয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্দ্রিয়াদি-সংঘাতকে একবার পরিত্যাগ করে এবং ত্যাগ করিয়া আবার নূতন অন্য দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। নদীস্রোতের ন্যায় জন্ম-মরণপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকায় বারংবার এইভাবেই বৃত্তি (জন্ম) লাভ করত নানা রকম অবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকে, লোকের মনে বৈরাগ্য-সমুৎপাদনের উদ্দেশ্যে, শ্রুতি সেই বিষয়টী প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেতঃ। তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি তদ্‌যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি, তদস্য প্রথমং জন্ম ॥২৪॥১॥

সরলার্থঃ। অয়ং (অবিদ্যাদিদোষবান্ চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যাবৃত্তঃ পুরুষঃ) আদিতঃ (প্রথমম্ অন্নরসরূপেণ) পুরুষে (পিতৃশরীরে) গর্ভঃ ভবতি। [কোঽসৌ গর্ভঃ? ইত্যাহ—] যৎ এতৎ রেতঃ (শুক্রং, তস্মিন্ রেতসি জনিষ্যমাণতয়া জীবস্য প্রবিষ্টত্বাৎ)। তৎ এতৎ (রেতঃ) সর্ব্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (দেহাবয়বেভ্যঃ) সম্ভূতং (নিষ্পন্নং) তেজঃ (সারভূতম্)। [তৎ রেতোরূপম্] আত্মানং (আত্মসারং) আত্মনি (স্বশরীরে) এব বিভর্ত্তি (ধারয়তি) [পিতা]। যদা স্ত্রিয়াং (ঋতুমত্যাং ভার্য্যায়াং) সিঞ্চতি (উপগচ্ছন্ তেজঃ আধত্তে পিতা), অথ (তদা) এনং (এতৎ রেতঃ) জনয়তি (শরীররূপেণ পরিণময়তি); অস্য (সংসারিণঃ পুরুষস্য) তৎ (স্ত্রিয়াং নিষেকরূপং) প্রথমং জন্ম (প্রথমাবস্থাভিব্যক্তিরিত্যুচ্যতে) ॥২৪॥১॥

মূলানুবাদ। [উক্ত অবিদ্যা ও কামকর্ম্মাভিমানযুক্ত সংসারী পুরুষ কর্ম্মক্ষয়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া] প্রথমতঃ পুরুষ-শরীরে গর্ভরূপী হয়। [গর্ভ কি, তাহা বলিতেছেন—] যাহা এই প্রসিদ্ধ রেতঃ (শুক্র), [তাহাই এখানে গর্ভ নামে উক্ত হইয়াছে]। সেই এই রেতঃ পিতার সমস্ত দেহাবয়ব হইতে সম্ভূত তেজঃ অর্থাৎ সারভূত। পুরুষ (পিতা) এই আত্মভূত রেতকে প্রথমে আপনাতেই ধারণ করে (পোষণ করে)। স্ত্রী যখন ঋতুমতী হয়, তখন সেই স্ত্রীশরীরে ইহা নিষিক্ত করে; অনন্তর এই রেতকে গর্ভরূপে উৎপাদন করে। ইহাই সংসারগামী পুরুষের প্রথম জন্ম বলিয়া কথিত হয় ॥২৪॥১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাঙ্করভাষ্যম্। অয়মেবাবিদ্যাকামকর্ম্মাভিমানবান্ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কৃত্বা অস্মাল্লোকাৎ ধূমাদিক্রমেণ চন্দ্রমসং প্রাপ্য ক্ষীণকর্ম্মা বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ ইমং লোকং প্রাপ্য অন্নভূতঃ পুরুষাগ্নৌ হুতঃ। তস্মিন্ পুরুষে হ বৈ অয়ং সংসারী রসাদিক্রমেণ আদিতঃ প্রথমতঃ রেতোরূপেণ গর্ভো ভবতীতি এতদাহ—যদেতৎ পুরুষে রেতঃ, তেন রূপেণেতি ।১

তচ্চৈতৎ রেতঃ অন্নময়স্য পিণ্ডস্য সর্ব্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ অবয়বেভ্যো রসাদিলক্ষণেভ্যঃ তেজঃ সাররূপং শরীরস্য, সম্ভূতং পরিনিষ্পন্নং, তৎ পুরুষস্য আত্মভূতত্বাদাত্মা। তমাত্মানং রেতোরূপেণ গর্ভীভূতম্ আত্মন্যেব স্বশরীরে এব আত্মানং বিভর্ত্তি ধারয়তি। তৎ রেতঃ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি যদা, যদা যস্মিন্ কালে ভার্য্যা ঋতুমতী, তস্যাং যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি উপগচ্ছন্, অথ তদা এনং এতদ্রেত আত্মনো গর্ভভূতং জনয়তি পিতা। তৎ অস্য পুরুষস্য স্থানান্নির্গমনং রেতঃসেককালে রেতোরূপেণাস্য সংসারিণঃ প্রথমং জন্ম প্রথমাবস্থাভিব্যক্তিঃ। তদেতদুক্তং পুরস্তাৎ "অসাবাত্মা অমুমাত্মানম্" ইত্যাদিনা ॥২৪॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। অবিদ্যা ও কামকর্ম্মজনিত অভিমানসম্পন্ন এই জীবই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর ধূমাদিক্রমে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে; সেখানে স্বীয় কর্ম্মফল শেষ হইলে পর, বৃষ্টি প্রভৃতিক্রমে পৃথিবীতে পতিত হইয়া প্রথমতঃ অন্নরূপে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হয় (১)। এই সংসারী জীব সেই পুরুষেই (পিতৃদেহেই) রসরুধিরাদিক্রমে রেতোরূপে (শুক্ররূপে) পরিণত হইয়া প্রথমতঃ গর্ভরূপ ধারণ করে;

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে সাধারণভাবে জীবের সংসারগতি বা জন্মপ্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন।—কর্ম্মী পুরুষগণ যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, দেহত্যাগের পর ধূমাদিপথে (দক্ষিণায়নে) চন্দ্রলোকে গমন করে এবং জলময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সেখানে কর্ম্মফলের ভোগ শেষ করিয়া যখন বুঝিতে পারে যে, এখন আমার পতনে আর বিলম্ব নাই, তখন তাহাদের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ বা সন্তাপ উপস্থিত হয়. সেই সন্তাপের ফলে তাহাদের জলময় দেহটী গলিয়া যায়, এবং প্রথমে দ্যুলোকে, পরে সেখান হইতে মেঘমণ্ডলে পড়িয়া মেঘের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়ে; শেষে রসরূপে বৃক্ষাদি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন বা ভক্ষ্য দ্রব্য রূপে পুরুষের দেহে প্রবেশ করে; সেই ভুক্ত অন্নই রসরুধিরাদিক্রমে শুক্রাকারে পরিণত হয়। জীব সেই শুক্রমধ্যে নিহিত থাকে; সেই শুক্র আবার ঋতুকালে স্ত্রীদেহে নিষিক্ত হয়, এবং সেখানে স্থূল দেহাকার ধারণ করিয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে ইহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—এই যে প্রসিদ্ধ রেতঃ, তদ্রূপে (গর্ভ হয়)।১

সেই এই রেতঃ পদার্থটী অন্নময় দেহপিণ্ডের সমস্ত অবয়ব হইতে অর্থাৎ রসাদিরূপ সমস্ত অংশ হইতে শরীরের সারভূত তেজোরূপে সম্ভূত—পরিনিষ্পন্ন হয়। ইহা পুরুষের আত্মভূত; এই কারণে আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছে। রেতোরূপে গর্ভভাবাপন্ন সেই আত্মাকে পুরুষ আপনার শরীরেই প্রথমে ধারণ করিয়া থাকে। ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে পর, পুরুষ সেই ঋতুমতী ভার্য্যারূপ অগ্নিতে উপগত হইয়া, যখন রেতঃসেক করিয়া থাকে, তখন পিতা আপনার উক্ত শুক্রকেই গর্ভরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। পিতার দেহ-গত বাসস্থান হইতে যে রেতঃসেক-কালে সংসারী পুরুষের রেতোরূপে নির্গমন অর্থাৎ স্ত্রীদেহে প্রবেশ, ইহাই তাহার প্রথম জন্ম—প্রাথমিক অবস্থার অভিব্যক্তি। ইতঃপূর্ব্বে "অসৌ আত্মা অমুম্ আত্মানম্" ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে ॥২৪॥১॥

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি, সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ॥২৫॥২॥

সম্বন্ধার্থঃ। স্বং (স্বকীয়ং অঙ্গং স্তনাদি) যথা [আত্মভূয়ং গচ্ছতি] তথা (তদ্বদেব) তৎ (রেতঃ) স্ত্রিয়াঃ (যস্যাং স্ত্রিয়াং নিষিক্তং তস্যাঃ) আত্মভূয়ং (আত্মভাবং আত্মাব্যতিরেকতাং) গচ্ছতি। তস্মাৎ (স্ত্রিয়া আত্মভাবোপগমনাৎ হেতোঃ) এনাং (আধারভূতাং স্ত্রিয়ং) ন হিনস্তি (অন্তঃ প্রবিষ্টং শল্যমিব ন পীড়য়তি)। সা (গর্ভিণী) অত্র (আত্মন উদরে) গতং (প্রবিষ্টং) অস্য (ভর্ত্তুঃ) এতং আত্মানং ভাবয়তি (অনুকূলাশনাদিভিঃ বর্দ্ধয়তি) ॥২৫॥২॥

মূলানুবাদ। নিজের অঙ্গ যেমন নিজের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই নিষিক্ত রেতও সেই স্ত্রীর আত্মভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ গর্ভিণীর দেহাবয়বরূপে পরিণত হয়; সেই কারণেই ঐ রেতঃ ইহাকে (গর্ভিণীকে) পীড়া দেয় না। সেই গর্ভিণী আপনার উদরে প্রবিষ্ট স্বামীর এই রেতোরূপী আত্মাকে অনুকূল আহারাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥২৫॥২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ রেতঃ যস্যাং স্ত্রিয়াং সিক্তং সৎ তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ আত্মভূয়ম্ আত্মাব্যতিরেকতাং—যথা পিতুঃ এবং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি যথা স্বমঙ্গং স্তনাদি, তথা তদ্বদেব। তস্মাদ্ধেতোঃ এনাং মাতরং স গর্ভো ন হিনস্তি পিটকাদিবৎ। যস্মাৎ স্তনাদি স্বাঙ্গবদাত্মভূয়ং গতম্ তস্মান্ন হিনস্তি ন বাধতে ইত্যর্থঃ। সা অন্তর্ব্বত্নী এতৎ অস্য ভর্ত্তুরাত্মানম্ অত্র আত্মন উদরে গতং প্রবিষ্টং বুদ্ধা ভাবয়তি বর্দ্ধয়তি পরিপালয়তি গর্ভবিরুদ্ধাশনাদি-পরিহারম্ অনুকূলাশনাদ্যু-পযোগং চ কুর্ব্বতী ॥২৫॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই রেতঃ যে স্ত্রীতে নিষিক্ত হয়, সেই স্ত্রীর আত্মভাব অর্থাৎ পিতার দেহের ন্যায় তাহার দেহের সহিতও অব্যতিরিক্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন স্তন প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গসমূহ [দেহের সহিত একীভূত হইয়া থাকে], ইহাও ঠিক তেমনি। এই কারণেই সেই গর্ভ অন্তরস্থ পিটক (গ্রন্থির মত একপ্রকার ব্রণ) প্রভৃতির ন্যায় এই মাতাকে পীড়া দেয় না। যে হেতু সেই গর্ভটী স্বাঙ্গ স্তনাদির ন্যায় আত্মভাব প্রাপ্ত, সেই হেতুই বাধা বা পীড়া দেয় না।

সেই গর্ভিণী যখন বুঝিতে পারে যে, স্বামীর আত্মা আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন সে গর্ভের অনিষ্টকর আহারাদির পরিবর্জ্জন ও অনুকূল আহারাদির ব্যবহার করিয়া ভর্ত্তার আত্মভূত সেই গর্ভকে ভাবিত—পরিবর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ গর্ভ পোষণ করে ॥২৫॥২॥

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি, সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়ত্যাত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ২৬ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [যস্মাৎ] সা (গর্ভবতী স্ত্রী) ভাবয়িত্রী [গর্ভভূতস্য ভর্ত্তুরাত্মনঃ], [তস্মাৎ সাপি] ভাবয়িতব্যা (ভর্ত্রা বস্ত্রান্নপানাদিভিঃ পালয়িতব্যা) ভবতি। স্ত্রী (গর্ভবতী) তং (ভর্ত্তুরাত্মভূতং) গর্ভং বিভর্ত্তি (দশ মাসান্ স্বোদরে ধারয়তি)। সঃ (পিতা) অগ্রে (প্রসবাৎ পূর্ব্বম্) এব [পরিনিষ্পন্নং] কুমারং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বালং) জন্মনঃ অগ্রে (প্রসবাৎ পরং) অধিভাবয়তি (জাতকর্ম্মাদিনা সংস্কৃতং করোতি)।

সঃ (পিতা) জন্মনঃ অগ্রে কুমারং যৎ অধিভাবয়তি, তৎ আত্মানম্ এব (পুত্ররূপং) ভাবয়তি। [কিমর্থমিত্যাহ—] এষাং (ভবিষ্যৎ-পুত্রপৌত্রাদি-রূপাণাং) লোকানাং সন্তত্যৈ (অবিচ্ছেদায়); হি (যতঃ) ইমে (পুত্রাদয়ঃ) লোকাঃ এবং (পুত্রোৎপাদনাদিকর্ম্মণা) সন্ততাঃ (অবিচ্ছিন্নাঃ) [ভবন্তি, অন্যথা বিচ্ছিদ্যেরন্নিতি ভাবঃ]। তৎ (প্রসূতত্বং) অস্য (গর্ভস্য) দ্বিতীয়ং জন্ম ইত্যর্থঃ ॥২৬॥৩॥

মূলানুবাদ। [সেই গর্ভবতী স্ত্রী যেহেতু, গর্ভভূত স্বামীর আত্মার পোষণ করেন, সেই হেতু] তিনি [স্বামীরও অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা] প্রতিপালনীয়া হন। গর্ভবতী স্ত্রী গর্ভভূত স্বামীকে পোষণ করিয়া থাকেন। প্রথমেই পত্নীর উদরে সুনিষ্পন্ন কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে পর স্বামী জাত-কর্ম্মাদি দ্বারা পুত্রের ভাবনা বা সংস্কার সম্পাদন করেন। তিনি যে, পুত্রের সংস্কার করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা তিনি পুত্রপৌত্রাদিরূপে বংশবৃদ্ধির জন্য নিজেরই সংস্কার করেন। কারণ, এইরূপ ক্রিয়ার ফলেই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়াই তাহার দ্বিতীয় জন্ম ॥২৫॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা ভাবয়িত্রী বর্দ্ধয়িত্রী ভর্ত্তুরাত্মনো গর্ভভূতস্য ভাবয়িতব্যা বর্দ্ধয়িতব্যা চ ভর্ত্রা ভবতি। ন হ্যুপকারপ্রত্যুপকারমন্তরেণ লোকে কস্যচিৎ কেনচিৎ সম্বন্ধ উপপদ্যতে। তং গর্ভং স্ত্রী যথোক্তেন গর্ভধারণবিধানেন বিভর্ত্তি ধারয়তি অগ্রে প্রাগ্‌জন্মনঃ। স পিতা অগ্রে এব পূর্ব্বমেব কুমারং জাতমাত্রং জন্মনঃ অধি উর্দ্ধং জন্মনঃ জাতং কুমারং জাত-কর্ম্মাদিনা পিতা ভাবয়তি। স পিতা যৎ যস্মাৎ কুমারং জন্মনঃ অধি উর্দ্ধং অগ্রে জাতমাত্রমেব জাতকর্ম্মাদিনা যৎ ভাবয়তি, তদাত্মানমেব ভাবয়তি; পিতুরাত্মৈব হি পুত্ররূপেণ জায়তে। তথা হ্যুক্তম্—"পতির্জ্জায়াং প্রবিশতি" ইত্যাদি।

তৎ কিমর্থমাত্মানং পুত্ররূপেণ জনয়িত্বা ভাবয়তি? উচ্যতে—এষাং লোকানাং সন্তত্যৈ অবিচ্ছেদায়েত্যর্থঃ। বিচ্ছিদ্যেরন্ হীমে লোকাঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রোৎপাদনাদি যদি ন কুর্য্যুঃ। এবং পুত্রোৎপাদনাদিকর্ম্মাবিচ্ছেদেনৈব সন্ততা প্রবন্ধরূপেণ বর্ত্তন্তে হি যস্মাৎ ইমে লোকাঃ, তস্মাৎ তদবিচ্ছেদায় তৎ কর্ত্তব্যং, ন মোক্ষায়েত্যর্থঃ। তদস্য সংসারিণঃ পুংসঃ কুমাররূপেণ মাতুরুদরাৎ যন্নির্গমনম্, তদ্রেতোরূপাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং জন্ম দ্বিতীয়াবস্থাভিব্যক্তিঃ ॥২৬॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই যে ভাবয়িত্রী অর্থাৎ স্বামীর আত্মভূত দেহের পোষণকারিণী স্ত্রী; তিনিও আবার ভাবয়িতব্যা অর্থাৎ উপযুক্ত অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা স্বামীর পোষণীয়া। কেননা, জগতে উপকার ও প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহারো সহিত কাহারও সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না। স্ত্রী প্রথমতঃ প্রসবের পূর্ব্বে শাস্ত্রোক্ত গর্ভধারণ-বিধানক্রমে সেই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে উৎপন্ন (গর্ভরূপে অবস্থিত) কুমার জন্মগ্রহণ করিলেই অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পরই, পিতা সেই কুমারকে জাতকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা ভাবিত (সংস্কারসম্পন্ন) করেন। পিতা যে জাতকর্ম্মাদি দ্বারা জাতমাত্র (ভূমিষ্ঠ হইবার পরই) কুমারের সংস্কার সম্পাদন করিয়া থাকেন; [বুঝিতে হইবে,] তাহা তিনি নিজেরই সংস্কার করিয়া থাকেন; কারণ, যেহেতু পিতার আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। অন্যত্রও এই কথা উক্ত আছে—'পতিই [পুত্ররূপে] পত্নীতে প্রবেশ করেন' ইত্যাদি।

ভাল, তিনি কিসের জন্য পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া আপনার সংস্কার সম্পাদন করেন? হাঁ, বলিতেছি—এই সমুদয় লোকের (বংশের) সন্ততির জন্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদের জন্য। লোকে যদি পুত্রোৎপাদন না করিত, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। যেহেতু পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি কর্ম্মের অবিচ্ছেদেই সমস্ত লোক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই হেতুই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্তির জন্য ঐরূপ কর্ম্ম করিতে হয়, কিন্তু মুক্তির জন্য নহে। এই সংসারী পুরুষের যে, পুত্ররূপে মাতৃ-জঠর হইতে নির্গমন, তাহা পূর্ব্বকথিত শুক্রাবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয় জন্ম, অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিব্যক্তি ॥২৬॥৩॥

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি, স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [জনকং প্রতি পুত্রকৃতমুপযোগং দর্শয়তি—'সোঽস্যায়ম্' ইত্যাদিনা]। অস্য (পিতুঃ) সঃ অয়ং (পুত্ররূপঃ) আত্মা (দেহঃ) পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ (শাস্ত্রোক্ত-পুণ্যকর্ম্মনিষ্পাদনার্থং) প্রতিধীয়তে (পিত্রা স্বপ্রতিনিধিরূপেণ গৃহে স্থাপ্যতে)। অথ (অনন্তরং) অস্য (পিতুঃ) বয়োগতঃ (বার্দ্ধক্যমাপন্নঃ) ইতরঃ আত্মা (দেহঃ) কৃতকৃত্যঃ (এতজ্জন্মপ্রযুক্তানি কর্ম্মাণি কৃতানি যেন, তাদৃশঃ সন্) প্রৈতি (ম্রিয়তে)। সঃ (পিতা) ইতঃ (অস্মাৎ দেহাৎ) প্রযন্ (নির্গচ্ছন্) এব পুনঃ জায়তে (স্বকর্ম্মানুসারেণ স্বর্গে, নরকে, পৃথিব্যাং বা সমুৎপদ্যতে। অস্মিন্ দেহে স্থিত এব স্বকর্ম্মানুরূপং দেহান্তরং মনসা স্বীকৃত্য পশ্চাৎ স্বদেহং ত্যজতীতি ভাবঃ)। অস্য (গর্ভীভূতস্য পুরুষস্য) এতৎ তৃতীয়ং জন্ম (তৃতীয়াবস্থাভিব্যক্তিরিত্যর্থঃ) ॥২৭॥৪॥

মূলানুবাদ। [পিতার প্রতি পুত্রের উপকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন]—[পিতার দুইটী আত্মা—এক স্বকীয়, দ্বিতীয় পুত্রদেহ; তন্মধ্যে উক্ত পিতার এই পুত্ররূপী দেহটী পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য নিজের প্রতিনিধিরূপে গৃহে স্থাপিত হয়। অনন্তর বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে, ইহার অপর আত্মাটী অর্থাৎ তিনি নিজে কৃতকৃত্য হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করেন। তিনি প্রস্থানের সময়েই [কর্ম্মানুসারে] পুনর্ব্বার [স্বর্গাদি স্থানে] জন্ম লাভ করেন। ইহা তাঁহার তৃতীয় জন্ম ॥২৭॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্য পিতুঃ সোঽয়ং পুত্রাত্মা পুণ্যেভ্যঃ শাস্ত্রোক্তেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মনিষ্পাদনার্থং প্রতিধীয়তে পিতুঃ স্থানে, পিত্রা যৎ কর্ত্তব্যম্, তৎকরণায় প্রতিনিধীয়ত ইত্যর্থঃ। তথাচ সম্প্রত্তিবিদ্যায়াং বাজসনেয়কে—"পিত্রানুশিষ্টোঽহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি প্রতিপদ্যতে ইতি। ১

অথ অনন্তরং পুত্রে নিবেশ্যাত্মনো ভারম্ অস্য পুত্রস্য ইতরোঽয়ং যঃ পিত্রাত্মা কৃতকৃত্যঃ, কর্ত্তব্যাদৃণত্রয়াদ্বিমুক্তঃ কৃতকর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ, বয়োগতঃ গতবয়া জীর্ণঃ সন্ প্রৈতি ম্রিয়তে। স ইতঃ অস্মাৎ প্রয়ন্নেব শরীরং পরিত্যজন্নেব তৃণজলৌকাবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহান্তরমুপাদদানঃ কর্ম্মচিতং পুনর্জ্জায়তে। তদস্য মৃত্বা প্রতিপত্তব্যং যৎ, তৎ তৃতীয়ং জন্ম।২

ননু সংসরতঃ পিতুঃ সকাশাদ্রেতোরূপেণ প্রথমং জন্ম; তস্যৈব কুমাররূপেণ মাতুর্দ্বিতীয়ং জন্মোক্তম্; তস্যৈব তৃতীয়ে জন্মনি বক্তব্যে, প্রযতস্তস্য পিতুর্যজ্জন্ম, তত্তৃতীয়মিতি কথমুচ্যতে? নৈষ দোষঃ, পিতাপুত্রয়োরেকাত্মত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সোঽপি পুত্রঃ স্বপুত্রে ভারং নিধায় ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, যথা পিতা। তদন্যত্রোক্তমিতরত্রাপ্যুক্তমেব ভবতীতি মন্যতে শ্রুতিঃ। পিতা-পুত্রয়োরেকাত্মত্বাৎ ॥২৭।৪॥

ভাষ্যানুবাদ। এই পিতার সেই পুত্ররূপী আত্মাটী শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কর্ম্মের জন্য অর্থাৎ পুণ্যকর কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, পিতার স্থানে প্রতিবিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণের জন্য প্রতিনিধি হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে সম্প্রত্তিনামক বিদ্যার প্রকরণে (১) এইরূই কথিত আছে —পিতার অনুশাসনপ্রাপ্ত পুত্র 'আমি (পুত্র) ব্রহ্ম এবং আমি যজ্ঞ' ইত্যাদিরূপে চিন্তা করিয়া থাকে।১

অতঃপর পুত্রে আপনার কর্ত্তব্য-ভার সমর্পণ করিয়া, এই পুত্রের যে, পিতৃস্বরূপ অপর আত্মাটি, তাহা কৃতকৃত্য অর্থাৎ পরিশোধনীয় ঋণত্রয় (২) হইতে বিমুক্ত ও বয়োগত অর্থাৎ যাহার বয়স চলিয়া গিয়াছে এরূপ জরাজীর্ণ হইয়া প্রয়াণ করে অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হয়। সেই পিতৃ-আত্মা এখান হইতে নির্গমন-সময়েই—দেহত্যাগের সমকালেই তৃণ-জলৌকা (জোঁক)

---

(১) তাৎপর্য্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ১৭শ শ্রুতিতে সম্প্রত্তি-বিদ্যার কথা বিবৃত আছে।—সম্প্রত্তি অর্থ মুমূর্ষুর দেহাবসানকালীন কর্ত্তব্য-চিন্তা। মুমূর্ষু ব্যক্তি যখন বুঝিতে পারেন যে, আমার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া নিজের জীবনে যে সমস্ত কর্ম্ম করণীয় ছিল, অথচ করা হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলিবেন—'অমুক অমুক কর্ম্ম আমার করণীয় ছিল, কিন্তু করা হয় নাই', ইহা শ্রবণ করিয়া শিক্ষিত পুত্র বলিবে—আমি সেই সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গেই কথিত হইয়াছে যে, 'ত্বং ব্রহ্ম, ত্বং যজ্ঞঃ' অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ তুমিই যজ্ঞস্বরূপ। তদুত্তরে পুত্র বলিবে, 'হাঁ, আমিই ব্রহ্ম, আমিই যজ্ঞ, ইত্যাদি।

(২) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋর্ণবান্ জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সময়েই দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই তিন প্রকার ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ, দান দ্বারা ঋষিঋণ, এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া কৃতকৃত্য হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মোপাত্ত অপর দেহ গ্রহণ করত পুনরায় জন্মলাভ করে। মৃত্যুর পর, এই যে তাহার দেহান্তর গ্রহণ, তাহাই তাহার তৃতীয় জন্ম। ২।

ভাল কথা, পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সংসারী জীবের পিতার নিকট হইতে শুক্ররূপে প্রথম জন্ম; সেই জীবেরই আবার কুমাররূপে মাতার নিকট হইতে দ্বিতীয়বার জন্ম হয়; এখন তৃতীয় জন্ম নির্দ্দেশের সময় তাহার প্রয়াণকারী পিতার যে ভবিষ্যৎ জন্ম, তাহাই তৃতীয় জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে কিরূপে? না, ইহা দোষাবহ নহে; যেহেতু এখানে পিতা ও পুত্রের একাত্ম-ভাব বা অভিন্নতা প্রতিপাদনই শ্রুতির তাৎপর্য্য। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পিতার ন্যায় সেই পুত্রও বার্দ্ধক্যে নিজ পুত্রে আপনার কর্ত্তব্যভার সমর্পণপূর্ব্বক এখান হইতে প্রস্থান-সমকালেই পুনরায় জন্ম লাভ করিবে। ইহা যখন একের প্রতি উক্ত হইল, তখন অপরের (পুত্রের) প্রতিও উক্তই হইল বুঝিতে হইবে; কারণ, পিতা ও পুত্রের আত্মা স্বরূপতঃ এক অভিন্ন ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

তদুক্তমৃষিণা—

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ঋষিণা (মন্ত্রদ্রষ্ট্রা) তৎ (এবং সংসারিণো জন্মমরণ-প্রবাহপাতজং দুঃখং, তত্ত্বজ্ঞানস্য চ তদুচ্ছেদকত্বম্) উক্তম্—

অহং (বামদেবনামা ঋষিঃ) গর্ভে সন্ (নিবসন্) নু (এব) এষাং দেবানাং (অগ্নিবায়ুপ্রভৃতীনাং) বিশ্বা (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) জনিমানি (জন্মানি) অন্ববেদং (বিজ্ঞাতবান্ অস্মি)। শতং (অনেকাঃ) আয়সীঃ (লৌহময্য ইব দুর্ভেদ্যাঃ) পুরঃ (পুর্য্য ইব শরীরাণি) মা (মাং) অধঃ (সংসার-পাশবিমুক্তেঃ প্রাক্) অরক্ষন্ (রক্ষিতবত্যঃ—মুক্তিপ্রতিরোধং কৃতবত্যঃ)। [অনন্তরঞ্চ] শ্যেনঃ (পক্ষিবিশেষ ইব) জবসা (ত্বরয়া) নিরদীয়ং (আত্মজ্ঞানপ্রসাদেন পাশং নির্ভিদ্য নির্গতোঽস্মি) ইতি। বামদেবঃ (তদাখ্য ঋষিঃ) গর্ভে শয়ান এব (গর্ভস্থ এব) এতৎ (পূর্ব্বোক্তং মন্ত্রার্থম্) এবম্ উবাচ (উক্তবান্) ॥২৮॥৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলানুবাদ। ঋষিও সংসারী জীবের উক্তপ্রকার জন্ম-মরণপ্রবাহনিমিত্তক ক্লেশ ও তাহার উচ্ছেদসাধক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন—আমি (বামদেব) গর্ভে অবস্থানকালেই এই সমস্ত দেবতার (অগ্নি বায়ু প্রভৃতির) বহুসংখ্যক জন্ম সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, বহুসংখ্যক আয়সী (লৌহময়ী) পুরী (শরীর) আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পরে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে আমি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ঐ পাশ ছেদন করিয়া নির্গত হইয়াছি। বামদেব ঋষি গর্ভে অবস্থানকালেই এই কথা বলিয়াছিলেন ॥২৮॥৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং সংসরন্ অবস্থাভিব্যক্তিত্রয়েণ জন্মমরণ-প্রবন্ধারূঢ়ঃ সর্ব্বো লোকঃ সংসার-সমুদ্রে নিপতিতঃ কথঞ্চিৎ যথা শ্রুত্যুক্তমাত্মানং বিজানাতি—যস্যাং কস্যাঞ্চিদবস্থায়াম্, তদৈব মুক্তসর্ব্বসংসারবন্ধনঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যেতদ্ বস্তু, তদুক্তমৃষিণা মন্ত্রেণাপ্যুক্তমিত্যাহ—

গর্ভে নু মাতুর্গর্ভাশয়ে এব সন্, ন্বিতি বিতর্কে। অনেকজন্মান্তরভাবনা-পরিপাকবশাৎ এষাং দেবানাং বাগগ্ন্যাদীনাং জনিমানি জন্মানি বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি অন্ববেদম্ অহম্—অহম্ অনুবুদ্ধবানস্মীত্যর্থঃ। শতম্ অনেকাঃ বহ্ব্যঃ মা মাং পুরঃ আয়সীঃ আয়স্যঃ লোহময্য ইবাভেদ্যানি শরীরাণীত্যভিপ্রায়ঃ। অরক্ষন্ রক্ষিতবত্যঃ সংসার-পাশনির্গমনাৎ অধঃ। অথ শ্যেন ইব জালং ভিত্ত্বা জবসা আত্মজ্ঞানকৃতসামর্থ্যেন নিরদীয়ং নির্গতোঽস্মি। অহো গর্ভ এব শয়ানো বামদেব ঋষিরেবমুবাচৈতৎ ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সংসার-সাগরে নিমগ্ন সমস্ত জীবলোক পূর্ব্বোক্ত জন্মত্রয়রূপ তিনপ্রকার অবস্থার অভিব্যক্তিক্রমে জন্ম-মরণপ্রবাহ ভোগ করত, যে কোন অবস্থায় হউক, যখন কোনপ্রকারে শ্রুতিকথিত আত্মাকে বিশেষভাবে অবগত হইতে পারে, তখনই সর্ব্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। এই বিষয়টী মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—শ্রুতির 'নু' শব্দটী বিতর্কবোধক। আমি গর্ভে—মাতৃজঠরে থাকিয়াই বহু জন্মে সঞ্চিত সুচিন্তার ফলে, এই বাক্ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের সমস্ত জন্ম (জন্মবৃত্তান্ত) জানিয়াছিলাম, অর্থাৎ বড় আনন্দের কথা যে, তখনই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার পূর্ব্বে লৌহময়ী পুরীর ন্যায় দুর্ভেদ্য বহুসংখ্যক শরীর আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, অর্থাৎ আবদ্ধ রাখিয়াছিল। অনন্তর শ্যেন পক্ষী যেরূপ বন্ধন-জাল ছেদন করিয়া বাহির হয়, তদ্রূপ আমিও আত্ম-জ্ঞান-জনিত সামর্থ্য দ্বারা [সেই সংসার-বন্ধন হইতে] নির্গত হইয়াছি। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বামদেব ঋষি গর্ভে শয়ান (গর্ভগত) থাকিয়াই এই বিষয়টী উক্তপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥২৮॥৫॥

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ্ব উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ২৯ ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

আরণ্যকক্রমেণ তু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ।—এবং (যথোক্তপ্রকারম্ আত্মানং) বিদ্বান্ (জানন্) সঃ (বামদেব ঋষিঃ) অস্মাৎ শরীরভেদাৎ (শরীর-বিনাশাৎ, শরীরবিশেষাদ্বা) ঊর্দ্ধ্বঃ (উন্নতঃ—পরমার্থভূতঃ সন্) উৎক্রম্য (সংসাররূপাদধোভাবাদুন্নতিমাপদ্য) অমুষ্মিন্ (ইন্দ্রিয়াগোচরে) স্বর্গে (স্বপ্রকাশে) লোকে (পরমাত্মভাবে) [অবস্থিতঃ সন্] সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা (পূর্ণকামঃ সন্) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ বিমুক্তঃ) সমভবৎ। অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা দ্বিরুক্তিরিত্যর্থঃ ॥২৯॥৬॥

মূলানুবাদ। সেই বামদেব ঋষি এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বর্ত্তমান দেহ নাশের পর ঊর্দ্ধ্বলোকে উৎক্রমণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্রকাশ পরমাত্মভাবে অবস্থান করত সর্ব্বকাম লাভ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণকাম হইয়া অমৃত (মরণরহিত—বিমুক্ত) হইয়াছিলেন। অধ্যায় সমাপ্তি সূচনার্থ 'সমভবৎ' পদটীর দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৯॥৬॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম-খণ্ড-ব্যাখ্যা ॥২॥১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাঙ্করভাষ্যম্। সঃ বামদেব ঋষিঃ যথোক্তমাত্মানম্ এবং বিদ্বান্ অস্মাচ্ছরীরভেদাৎ শরীরস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতস্য আয়সবদনির্ভেদ্যস্য জননমরণাদ্যনেকানর্থশতাবিষ্টশরীরপ্রবন্ধস্য পরমাত্মজ্ঞানামৃতোপযোগজনিত-বীর্য্যকৃতভেদাৎ শরীরোৎপত্তিবীজাবিদ্যাদিনিমিত্তোপমর্দ্দহেতোঃ শরীর-বিনাশাদিত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধঃ পরমাত্মভূতঃ সন্ অধোভাবাৎ সংসারাৎ উৎক্রম্য জ্ঞানাবদ্যোতিতামলসর্ব্বাত্মভাবমাপন্নঃ সন্ অমুষ্মিন্ যথোক্তে অজরেঽমৃতেঽভয়ে সর্ব্বজ্ঞেঽপূর্ব্বেঽনপরেঽনন্তেঽবাহ্যে প্রজ্ঞানামৃতৈকরসে স্বর্গে লোকে স্বস্মিন্নাত্মনি স্বে স্বরূপে অমৃতঃ সমভবৎ আত্মজ্ঞানেন পূর্ব্বমাপ্তকামতয়া জীবন্নেব সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা ইত্যর্থঃ। দ্বির্ব্বচনং সফলস্য সোদাহরণস্যাত্মজ্ঞানস্য পরিসমাপ্তি-প্রদর্শনার্থম্ ॥ ২৯ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই বামদেব নামক ঋষি উক্ত আত্মাকে যথোক্ত-প্রকারে অবগত হইয়া এই শরীর-ভেদের পর অর্থাৎ লৌহময়ের ন্যায় দুর্ভেদ্য এবং জন্ম মরণাদি বহুবিধ অনর্থরাশিসমন্বিত এই অবিদ্যাকল্পিত শরীর-প্রবন্ধের যে, পরমাত্মজ্ঞানরূপ অমৃতরসাস্বাদজনিত শক্তি দ্বারা ভেদ—শরীরোৎপত্তির কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ-নিবৃত্তির ফলে যে শরীরের বিনাশ বা পতন, তাহার ফলে ঊর্দ্ধ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হইয়া, সংসাররূপ অধোভাব (অপকৃষ্ট অবস্থা) হইতে উৎক্রমণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভাসিত বিমল সর্ব্বাত্মভাব লাভ করতঃ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর অজর অমর অমৃত অভয় সর্ব্বজ্ঞ এবং পূর্ব্ব ও পর, অন্তর ও বাহির বিবর্জ্জিত একমাত্র প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বর্গলোকে স্বীয় আত্মাতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে [অবস্থানপূর্ব্বক] অমৃত হইয়াছিলেন। এখানে বুঝিতে হইবে যে, সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বাত্মভাব লাভ করায় জীবদবস্থায়ই সমস্ত কাম্যবিষয় অধিগত হইয়াছিলেন; এই জন্যই বলা হইল যে, সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়া। এখানে যে ফল ও উদাহরণের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের কথা পরিসমাপ্ত করা হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 'সমভবৎ' কথাটীর দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৯॥৬

ঐতরেয় উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥১॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ

আভাষ-ভাষ্যম্। ব্রহ্মবিদ্যাসাধনকৃত-সর্ব্বাত্মভাবফলাবাপ্তিং বামদেবাদ্যাচার্য্যপরম্পরয়া শ্রুত্যাবদ্যোত্যমানাং ব্রহ্মবিৎপরিষদ্যত্যন্তপ্রসিদ্ধাম্ উপলভমানা মুমুক্ষবো ব্রাহ্মণা অধুনাতনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ অনিত্যাৎ সাধ্য-সাধনলক্ষণাৎ সংসারাৎ আ জীবভাবাদ্ব্যাবিবৃৎসবো বিচারয়ন্তঃ অন্যোন্যং পৃচ্ছন্তি। কথম্ ?—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ। বামদেব প্রভৃতি আচার্য্য-পরম্পরা-ক্রমে পারম্পর্য্যবোধক শ্রুতিতে প্রকাশিত এবং ব্রহ্মবিৎসমাজেও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, ব্রহ্মবিদ্যা-সাধন দ্বারা সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা অবগত হইয়া, ইদানীন্তন মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া, সাধনাত্মক বা হেতুফল-ভাবাপন্ন অনিত্য সংসার ও জীবভাব হইতে বিমুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বিচার করত পরস্পরের প্রতি প্রশ্ন করিয়া থাকেন। কি প্রকার? [প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন]।—

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা যেন বা রূপং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। [আত্মোপাসকা ব্রাহ্মণা বিচারয়ন্তঃ পরস্পরং পৃচ্ছন্তি। তৎ-প্রশ্নপ্রকারমাহ 'কোঽয়মাত্মেতি' ইতি। বয়ং [যং] 'অয়ম্ আত্মা' ইতি উপাস্মহে, [সঃ] কঃ ? [ইতি স্বরূপতঃ প্রশ্নঃ]। [শ্রুতৌ তু সোপাধিকো নিরুপাধিকশ্চ দ্বৌ আত্মানৌ শ্রূয়েতে, তয়োর্মধ্যে] সঃ (অস্মদুপাস্যঃ) আত্মা কতরঃ (সোপা-ধিকো নিরুপাধিকো বা)? [ইদানীং সংশয়প্রকারো বিবিচ্যতে—] যেন (চক্ষুর্ভূতেন) বা রূপং পশ্যতি, যেন বা (শ্রোত্রভূতেন) শব্দং শৃণোতি, যেন বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ঘ্রাণস্বরূপেণ) গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বা (বাগ্‌ভূতেন) বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা (রসনারূপেণ) স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজানাতি ॥৩০॥১॥

মূলানুবাদ। আত্মোপাসনাতৎপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ বিচার-পূর্ব্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—আমরা যে আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাহার স্বরূপ কি, এবং [শ্রুতিকথিত দুইটী আত্মার মধ্যে] সেই আত্মাটী কে ?—যে আত্মা চক্ষুরূপে রূপ দর্শন করিয়া থাকে, শ্রোত্ররূপে শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, ঘ্রাণরূপে গন্ধগ্রহণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং জিহ্বা-রূপে স্বাদু ও অস্বাদু বস্তু অনুভব করিয়া থাকে,—॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যমাত্মানমরমাত্মেতি সাক্ষাৎ বয়মুপাস্মহে, কঃ স আত্মেতি। যং চ আত্মানমরমাত্মেতি সাক্ষাদুপাসীনো বামদেবঃ অমৃতঃ সমভবৎ; তমেব বয়মপ্যুপাস্মহে; কো নু খলু স আত্মেতি? এবং জিজ্ঞাসাপূর্ব্বমন্যোন্যং পৃচ্ছতাম্ অতিক্রান্তবিশেষবিষয়শ্রুতিসংস্কারজনিতা স্মৃতিরজায়ত—"তং প্রপদাভ্যাংপ্রাপদ্যত ব্রহ্মেমং পুরুষম্" "স এতমেব সীমানং বিদার্য্য তয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" এতমেব পুরুষম্ দ্বে ব্রহ্মণী ইতরেতর-প্রাতিকূল্যেন প্রতিপন্নে—ইতি। তে চাস্য পিণ্ডস্যাত্মভূতে; তয়োরন্যতর আত্মোপাস্যো ভবিতুমর্হতি। যোঽত্রোপাস্যঃ, কতরো নু স আত্মেতি বিশেষনির্দ্ধারণার্থং পুনরন্যোন্যং পপ্রচ্ছুর্ব্বিচারয়ন্তঃ।১

পুনস্তেষাং বিচারয়তাং বিশেষবিচারণাস্পদবিষয়া মতিরভূৎ। কথম্? দ্বে বস্তুনী অস্মিন্ পিণ্ডে উপলভ্যেতে—অনেকভেদভিন্নেন করণেন যেনোপলভতে, যশ্চৈক উপলভতে, করণান্তরোপলব্ধিবিষয়স্মৃতি-প্রতিসন্ধানাৎ। তত্র ন তাবদ্ যেনোপলভতে, স আত্মা ভবিতুমর্হতি। কেন পুনরুপ লভতে ইতি; উচ্যতে—যেন বা চক্ষুর্ভূতেন রূপং পশ্যতি, যেন বা শৃণোতি শ্রোত্রভূতেন শব্দম্, যেন বা ঘ্রাণভূতেন গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বা বাক্ করণভূতেন বাচং নামাত্মিকাং ব্যাকরোতি—গৌরশ্ব ইত্যেবমাদ্যাম্, সাধ্বসাধ্বিতি চ, যেন বা জিহ্বাভূতেন স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতীতি ॥৩১॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—আমরা যাহাকে 'অয়ম্ আত্মা' (এই আত্মা) বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা করিয়া থাকি, সেই আত্মাটি কে? বামদেব যে আত্মাকে 'অয়ম্ আত্মা' বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা করিয়া মুক্তিলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন; আমরা তাহারই উপাসনা করিতেছি সত্য; কিন্তু সেই আত্মাটী কে? এই প্রকারে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক (জানিবার ইচ্ছায়) পরস্পর প্রশ্নকারীদিগের হৃদয়ে, ইতঃপূর্ব্বে শ্রুতিই আত্মবিষয়ে যে সমুদয় বিশেষ বিবরণের উপদেশ করিয়াছেন, তদভ্যাসজাত সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল—'ব্রহ্ম পাদাগ্রভাগ দ্বারা এই পুরুষে (পুরুষাকার দেহে) প্রবেশ করিয়াছিলেন', 'তিনি এই সীমাকে (ব্রহ্মরন্ধ্র) বিদীর্ণ করিয়া, ইহাদ্বারাই এই পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' এখানে পরস্পর বিলক্ষণস্বভাব দুইটী ব্রহ্মের কথা জানা গিয়াছে। উক্ত উভয়টীই এই দেহপিণ্ডের আত্মস্বরূপ। তদুভয়ের মধ্যে একটী আত্মাই উপাস্য হইবার যোগ্য। এই উভয়ের মধ্যে, যে আত্মাটীর উপাসনা করিতে হইবে, সেইটী কোন্ আত্মা?—এইরূপে উপাস্যগত বিশেষত্ব নিরূপণের নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাহারা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিয়াছিলেন—।১

এইরূপ বিচারপরায়ণ সেই মুমুক্ষুদিগের হৃদয়ে উদিত বিচারণীয় বিশেষ বস্তুবিষয়ে স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। কি প্রকার? না, এই দেহমধ্যে দুইটী বস্তু প্রতীতি-গোচর হইয়া থাকে (১); তন্মধ্যে একটী হইতেছে বিভিন্নপ্রকার চক্ষুঃপ্রভৃতি করণাত্মক, যাহা দ্বারা উপলব্ধি করা হইয়া থাকে, এবং আর একটী হইতেছে, যিনি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূত বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তিনি এক; (করণভেদেও তাঁহার ভেদ হয় না); যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করিয়া থাকেন; [ইন্দ্রিয়ভেদে ভিন্ন হইলে, তাহার আর এইরূপ স্মরণ করা সম্ভব হইত না]।

---

(১) তাৎপর্য্য—এই দেহমধ্যে দুইপ্রকার আত্মার সম্ভাব অনুভূত হইয়া থাকে, একটী চক্ষুঃপ্রভৃতি করণরূপে, অপরটী সেই অনুভবের কর্ত্তারূপে। অন্য শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "পশ্যন্ চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্, মন্বানো মনঃ" ইত্যাদি। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যখনই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় অনুভব করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সহিতই অবিবিক্ত বা অপৃথগ্‌ভূতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; এইজন্যই এখানে আত্মাকে করণাত্মক বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া—স্বতন্ত্রভাবেও আত্মার অনুভবকর্তৃত্ব প্রতীত হয়; নচেৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বিষয় যখন অপর ইন্দ্রিয় স্মরণ করিতে পারে না, অথচ অনুভূত বিষয় সকলেই স্মরণ করিয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংহত নয়, এরূপ স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত দুইটীর মধ্যে, যাহাদ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা কখনও আত্মা হইতে পারে না। ভাল, সেই উপলব্ধিই বা কাহার দ্বারা হইয়া থাকে? হাঁ, বলিতেছি—চক্ষুর সহিত একীভাবাপন্ন যাহার দ্বারা রূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, শ্রোত্রভাবাপন্ন যাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত যাহা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়স্বরূপে যাহা দ্বারা 'গো, অশ্ব' ইত্যাদি নামাত্মক, এবং উত্তম অধম বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং জিহ্বারূপে যাহা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু বস্তু অনুভব করিয়া থাকে ॥৩০॥১॥

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্ম্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

সন্বয়ার্থঃ। [তদেবং বাহেন্দ্রিয়াভিব্যক্তচৈতন্যেঘাত্মভাবসংশয়ং প্রদর্শ্য, ইদানীমন্তঃকরণ-তদ্বৃত্তিবিশেষাভিব্যক্তচৈতন্যেঘাত্মতত্ত্বসংশয়মভিপ্রেত্যাহ—"যদেতদ্ হৃদয়ম্" ইত্যাদি]। যদেতৎ হৃদয়ং (বুদ্ধিঃ), মনঃ চ (মনো বা, একমেব হি অন্তঃকরণং নিশ্চয়বৃত্ত্যা বুদ্ধিঃ, সংশয়বৃত্ত্যা চ মন উচ্যতে ইত্যর্থঃ)। এতৎ (উক্তং অন্তঃকরণমেব বৃত্তিভেদেন) সংজ্ঞানং (চেতনভাবঃ), আজ্ঞানং (আজ্ঞা—প্রভুত্বং), বিজ্ঞানং (বিজ্ঞপ্তিঃ—কলাবিজ্ঞানং) প্রজ্ঞানং (গ্রন্থার্থাদৌ বুদ্ধেরুন্মেষঃ), মেধা (গ্রন্থার্থধারণসামর্থ্যম্), দৃষ্টিঃ (ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং), ধৃতিঃ (ধৈর্য্যম্—ব্যবসায়াদচলনম্), মতিঃ (মননং কার্য্যালোচনম্), মনীষা (তত্র স্বাতন্ত্র্যম্), জূতিঃ (রোগাদিজনিত-দুঃখিত্বম্), স্মৃতিঃ (স্মরণম্), সংকল্পঃ (নীলপীতাদিবিষয়বিকল্পনম্), ক্রতুঃ (অধ্যবসায়ঃ), অসুঃ (প্রাণনাদি-জীবনব্যাপারঃ), কামঃ (অসন্নিহিতবিষয়েঽভিলাষঃ), বশঃ (ভোগ্যবস্তু-বিষয়কোঽভিলাষঃ), এতানি (যথোক্তাঃ সংজ্ঞানাদ্যা বৃত্তয়ঃ) সর্ব্বাণি এব প্রজ্ঞানস্য (প্রজ্ঞানমাত্রস্য শুদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ) নামধেয়ানি (নামানি—তত্তদুপাধিগত-বৃত্তিভেদজনিতানি, নতু সাক্ষাৎ) ভবন্তি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [প্রথমতঃ বহিরিন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত চৈতন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মভাবসম্বন্ধে সংশয় প্রদর্শন করিয়া, এখন অন্তরিন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত চৈতন্যেও আত্মভাবসম্বন্ধে সন্দেহ প্রদর্শন করিতেছেন—]।

এই যে, হৃদয়, মনও ইহারই নাম—অর্থাৎ একই অন্তঃকরণের দুইটী নামভেদ মাত্র। সংজ্ঞান—চেতনভাব অর্থাৎ যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ চেতন বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বৃত্তি; আজ্ঞান—আজ্ঞা—প্রভুভাব, বিজ্ঞান—নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি-কলাবিষয়ক জ্ঞান, প্রজ্ঞান—প্রতিভা, মেধা—গ্রন্থার্থধারণক্ষমতা, দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ধি, ধৃতি অর্থ—ধারণ—শরীরাদির অবসাদ-নিবারক উত্তম্ভন, মতি—মনন কর্ত্তব্যচিন্তা, মনীষা—কর্ত্তব্যচিন্তায় নিজের স্বাধীনতা, জূতি—রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি—স্মরণ, সংকল্প—শ্বেতপীতাদি বিষয়ক বিতর্ক, ক্রতু—অধ্যবসায় (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান), অসু—শ্বাস প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহক প্রাণবৃত্তি, কাম—তৃষ্ণা, বশ—মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদি কামনা, এই সমস্তই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং এ সমস্তই ব্রহ্মের ঔপাধিক নামবিশেষ মাত্র ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তদেকমনেকধা ভিন্নং করণমিতি; উচ্যতে, যদুক্তং পুরস্তাৎ প্রজানাং রেতো হৃদয়ম্, হৃদয়স্য রেতো মনঃ, মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ, হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমাঃ, তদেবৈতদ্ হৃদয়ং মনশ্চ, একমেব তদনেকধা। এতেনান্তঃকরণেনৈকেন চক্ষুর্ভূতেন রূপং পশ্যতি, শ্রোত্রভূতেন শৃণোতি; ঘ্রাণভূতেন জিঘ্রতি, বাগ্‌ভূতেন বদতি, জিহ্বাভূতেন রসয়তি, স্বেনৈব বিকল্পনারূপেণ মনসা বিকল্পয়তি, হৃদয়রূপেণাধ্যবস্যতি। তস্মাৎ সর্ব্বকরণবিষয়ব্যাপারকমেকমিদং করণং সর্ব্বোপলব্ধ্যর্থমুপলব্ধুঃ। তথা চ কৌষীতকীনাং “প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি” ইত্যাদি। বাজসনেয়কে চ “মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি, হৃদয়েন হি রূপাণি বিজানাতি” ইত্যাদি। তস্মাদ্ধৃদয়মনোবাচ্যস্য সর্ব্বোপলব্ধিকরণত্বং প্রসিদ্ধম্। তদাত্মকশ্চ প্রাণঃ “যো বৈ প্রাণঃ, সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা, স প্রাণঃ” ইতি হি ব্রাহ্মণম্। করণসংহতিরূপশ্চ প্রাণ ইত্যবোচাম প্রাণসংবাদাদৌ। ১

তস্মাৎ যৎপত্যাং প্রাপস্যত, তৎ ব্রহ্ম তদুপলব্ধুরুপলব্ধিকরণত্বেন গুণভূতত্বান্নৈব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্বস্তু ব্রহ্মোপাস্য আত্মা ভবিতুমর্হতি। পারিশেষ্যাদ্ যস্যোপলব্ধুরুপলব্ধ্যর্থা এতস্য হৃদয়মনোরূপস্য করণস্য বৃত্তয়ো বক্ষ্যমাণাঃ, স উপলব্ধা উপাস্য আত্মা নোঽস্মাকং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ। তদন্তঃকরণোপাধিস্থস্যোপলব্ধুঃ প্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থা যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ো বাহ্যান্তর্ব্বর্ত্তিবিষয়বিষয়াঃ, তা ইমা উচ্যন্তে—। ২

সংজ্ঞানং সংজ্ঞপ্তিঃ চেতনভাবঃ; আজ্ঞানম্ আজ্ঞপ্তিঃ ঈশ্বরভাবঃ; বিজ্ঞানং কলাদিপরিজ্ঞানম্; প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞতা; মেধা গ্রন্থধারণসামর্থ্যম্; দৃষ্টিঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্ববিষয়োপলব্ধিঃ; ধৃতিঃ ধারণম্, অবসন্নানাং শরীরেন্দ্রিয়াণাং যয়োত্তম্ভনং ভবতি; "ধৃত্যা শরীরমুদ্বহন্তি" ইতি হি বদন্তি। মতিঃ মননম্; মনীষা তত্র স্বাতন্ত্র্যম্; জূতিঃ চেতসো রুজাদিদুঃখিত্বভাবঃ; স্মৃতিঃ স্মরণম্; সঙ্কল্পঃ শুক্লকৃষ্ণাদিভাবেন সঙ্কল্পনং রূপাদীনাম্; ক্রতুঃ অধ্যবসায়ঃ; অসুঃ প্রাণনাদিজীবনক্রিয়ানিমিত্তা বৃত্তিঃ; কামঃ অসন্নিহিতবিষয়াকাঙ্ক্ষা; বশঃ স্ত্রীব্যতিকরাদ্যভিলাষঃ; ইত্যেবমাদ্যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ উপলব্ধুরুপলব্ধ্যর্থত্বাৎ শুদ্ধপ্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ উপাধিভূতাঃ, তদুপাধিজনিত-গুণনামধেয়ানি সংজ্ঞাদীনি সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞপ্তিমাত্রস্য প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি, ন স্বতঃ সাক্ষাৎ। তথাচোক্তম্ "প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি" ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে যে, একই করণ বা জ্ঞানসাধনকে অনেকপ্রকারে বিভিন্ন বলা হইয়াছে, সেই করণটী কে? হাঁ, বলা হইতেছে। পূর্ব্ব শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, হৃদয়ই প্রণিগণের সার—হৃদয়ের সার মন; অপ্ ও তদধিদেবতা বরুণ মনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে; এবং হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্রমা সৃষ্ট হইয়াছে। সেই এই হৃদয়ই মনও বটে; অর্থাৎ একই অন্তঃকরণ উভয়রূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই একই অন্তঃকরণ দ্বারা চক্ষুস্বরূপে রূপ দর্শন করে, শ্রোত্ররূপে শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে গন্ধ গ্রহণ করে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দ উচ্চারণ করে, জিহ্বারূপে রসাস্বাদন করে, এবং নিজের বিকল্পাত্মক মনোরূপে বিকল্পনা করে, ও বুদ্ধিরূপে অধ্যবসায় বা নিশ্চয় করে। অতএব এই এক অন্তঃকরণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বিষয়ে ব্যাপার নির্ব্বাহ করত উপলব্ধা আত্মার সর্ব্বপ্রকার উপলব্ধির সাধন হইয়া থাকে। দেখ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে কথিত আছে 'প্রজ্ঞা দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ে আরূঢ় হইয়া বাক্য দ্বারা সমস্ত নাম (শব্দ) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকে, প্রজ্ঞাদ্বারা চক্ষুতে আরূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সমস্ত রূপ দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি। বাজসনেয়ক ব্রাহ্মণেও উক্ত আছে—'মনঃ দ্বারাই শ্রবণ করে, এবং হৃদয় (মনঃ) দ্বারাই সমস্ত বিষয় অনুভব করে' ইত্যাদি। এই কারণেই হৃদয় (বুদ্ধি) ও মনঃ-শব্দবাচ্য অন্তঃকরণের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-সাধনতা লোকপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ প্রাণও তদাত্মক অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র নহে ; কারণ, ব্রাহ্মণে (উপনিষদে) কথিত আছে যে, 'যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, আবার যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ'। প্রাণ যে, অন্তঃকরণসমষ্টি-স্বরূপ, একথা আমরা 'প্রাণ-সংবাদ' প্রভৃতি প্রকরণে বলিয়াছি (১)। ১

অতএব, যাহা পদদ্বয়ের সাহায্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাও ব্রহ্মই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মার উপলব্ধিকরণ অর্থাৎ অনুভবের উপায় মাত্র ; সুতরাং প্রধান বা মুখ্য নহে ; অপ্রধানত্বনিবন্ধনই সেই গৌণ ব্রহ্ম কখনই উপাস্য আত্মা হইতে পারে না। অতএব পারিশেষ্য নিয়মানুসারে (২)

---

(১) তাৎপর্য্য—একই প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচপ্রকার নামভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত প্রাণ স্বরূপতঃ বায়ুর পরিণতি-বিশেষ। ভাষ্যকার এখানে বলিলেন যে, উক্ত প্রাণ পদার্থটী প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের সমষ্টি বা সংঘাতস্বরূপ। সাংখ্যদর্শনকার কপিল বলেন—"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ"। অর্থাৎ প্রাণাদি যে পাঁচটী বায়ু, তাহারা বায়ুর পরিণতি নহে, পরন্তু অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপার মাত্র। যেমন একটী পঞ্জরমধ্যে কতকগুলি পক্ষী থাকিলে, তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়ার ফলে পঞ্জরটী স্পন্দিত হইয়া থাকে, অথচ সেই পঞ্জরটী নাড়িবার জন্য কেহই পৃথক্ কোনরূপ ক্রিয়া করে না, তেমনি বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, এই তিনটী অন্তঃকরণ যথাক্রমে নিশ্চয়, অভিমান ও সংকল্প করিয়া থাকে, তাহাতেই যে স্পন্দন উত্থিত হয়, সেই স্পন্দনের ফল—প্রাণ॥

(২) তাৎপর্য্য—'পারিশেষ্য নিয়ম' এই প্রকার—যেখানে আপাততঃ অনেকের সম্বন্ধে কোন একটী ধর্ম্ম বা গুণাদির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অপর সকলের প্রতিষেধের দ্বারা একটীতে সেই ধর্ম্মটীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয় ; অথচ তাহার জন্য আর কোন শব্দপ্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না ; ফলে ফলেই তাহা সিদ্ধ হয়, তাহাকে 'পারিশেষ্য নিয়ম' বলা হয়। যেমন—পঞ্চ ভূতের মধ্যে একটী ভূতে গন্ধ আছে, এই কথা বলিলে—আপাততঃ পঞ্চভূতেই গন্ধ থাকার আশঙ্কা হয়। কিন্তু যুক্তিদ্বারা পৃথিবী ভিন্ন অপর চারিভূতেই গন্ধ থাকা অসম্ভব বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিলে, ফলতঃ পৃথিবীতেই যে, গন্ধ আছে, তাহা না বলিলেও সিদ্ধ হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝা যায় যে, যে উপলব্ধিকর্ত্তার (আত্মার) উপলব্ধি-সাধনরূপে এই হৃদয় ও মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণের পশ্চাৎকথিত বৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মাই আমাদের উপাস্য হইবার যোগ্য;—পূর্ব্বকথিত জিজ্ঞাসুগণ এইপ্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অন্তঃকরণে অবস্থানপূর্ব্বক উপলব্ধিকারী জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে, যে সমুদয় অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখন সেই বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে—।২

সংজ্ঞান অর্থ—সংজ্ঞপ্তি—যাহা দ্বারা চেতনতা নিরূপিত হয়; আজ্ঞান অর্থ—আজ্ঞা—প্রভুভাব; বিজ্ঞান অর্থ—নৃত্যগীতাদি কলাবিষয়ে জ্ঞান; প্রজ্ঞান অর্থ—প্রজ্ঞতা অর্থাৎ সময়োচিত বুদ্ধিস্ফুরণ—প্রতিভা; মেধা অর্থ - গ্রন্থার্থধারণের ক্ষমতা; দৃষ্টি অর্থ—ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের উপলব্ধি; ধৃতি অর্থ—ধারণা অর্থাৎ অবসাদগ্রস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের যাহা দ্বারা উত্তম্ভন বা উত্তেজনা হয়; কারণ, 'পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ধৃতি দ্বারাই শরীর উদ্ধৃত করিয়া বহন করা হয়'; মতি অর্থ—মনন; মনীষা অর্থ—সেই মননকার্য্যে স্বাধীনতা; জূতি অর্থ—রোগাদিজনিত মানস দুঃখ; স্মৃতি অর্থ—স্মরণ; সংকল্প অর্থ—রূপাদিবিষয়ে শুক্লকৃষ্ণাদিভাবে বিতর্ক; ক্রতু অর্থ—অধ্যবসায়; অসু অর্থ—জীবনের হেতুভূত প্রাণনাদি ব্যাপার; কাম অর্থ—দূরবর্ত্তী বিষয়ে অভিলাষ বা তৃষ্ণা; বশ অর্থ—কামিনী-সমালিঙ্গনাদির অভিলাষ, এই জাতীয় অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ সাধারণতঃ উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মার উপলব্ধির জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উক্ত বৃত্তিসমূহ শুদ্ধ বিজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের উপাধিভূত গুণানুযায়ী নামধেয়, অর্থাৎ যথোক্ত সংজ্ঞান-প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিই শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ঔপাধিক নাম মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ নাম নহে। অন্যত্রও এই কথাই উক্ত হইয়াছে যে, 'ব্রহ্ম প্রাণন করেন বলিয়াই প্রাণ নামে পরিচিত হন' ইতি ॥৩১॥২॥

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব। বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥৩২॥৩॥

সরলার্থঃ। এষঃ (যথোক্তঃ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা) [এব) ব্রহ্ম (অপরং ব্রহ্ম) এষঃ ইন্দ্রঃ (স্বতঃ প্রকাশশীলঃ হিরণ্যগর্ভঃ, দেবরাজো বা), এষঃ প্রজাপতিঃ (প্রথমশরীরী), এষঃ এতে সর্ব্বে দেবাঃ (অগ্ন্যাদয়ঃ), [এষঃ] ইমানি পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী, বায়ুঃ, আকাশঃ, আপঃ, জ্যোতীংষি (তেজঃ), ইমানি ক্ষুদ্রমিশ্রাণি (ক্ষুদ্রৈঃ প্রাণিভিঃ মিশ্রাণি—সমেতানি—সর্পাদীনি), কিঞ্চ, [এষ এব] ইমানি ইতরাণি বীজানি (কারণ-ভূতানি) চ; ইতরাণি চ (কার্য্যরূপাণি অপি), অণ্ডজানি (পক্ষিসর্পাদীনি) চ, জারুজানি (জরায়ুভ্যো জাতানি মনুষ্যাদীনি) চ, স্বেদজানি (যূকমশকাদীনি) চ, উদ্ভিজ্জানি (ভূমিমুদ্ভিদ্য জাতানি তরুগুল্মাদীনি) চ, অশ্বাঃ, গাবঃ, পুরুষাঃ, হস্তিনঃ, [প্রাগুক্তানামেব উদাহরণরূপেণ অশ্বাদীনামুল্লেখো মন্তব্যঃ]। [কিং বহুনা] যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি) ইদং জঙ্গমং চ পতত্রি চ প্রাণি, যৎ চ (যদপি) স্থাবরং (স্থিতিশীলং), তৎ সর্ব্বং প্রজ্ঞানেত্রং—প্রজ্ঞানে নিরুপাধিকে চৈতন্যে) প্রতিষ্ঠিতং (রজ্জৌ সর্প ইব অধ্যস্তম্), লোকঃ (প্রাণিসংঘঃ) প্রজ্ঞা-নেত্রঃ (প্রজ্ঞা—জ্ঞানং নেত্রং—ব্যবহারহেতুভূতং যস্য, সঃ), তথা প্রজ্ঞা (চৈতন্যং) প্রতিষ্ঠা—(লয়স্থানং) [সর্ব্বস্য লোকস্য ইতি শেষঃ]। [এভিঃ পদৈঃ চৈতন্যস্য সৃষ্টিস্থিতিহেতুত্বমুক্তম্। তস্মাৎ] প্রজ্ঞানম্ [এব] ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ এব সৃষ্টিস্থিতিহেতুত্বাবধারণাৎ) ইত্যর্থঃ ॥৩২॥৩॥

মূলানুবাদ। উক্ত প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত পঞ্চভূত,—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজঃ এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি-দেহ সহকারে সমস্ত বীজ (কারণভূত) ও তদ্ভিন্ন (অকারণভূত নিখিল দেহ), সমস্ত অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ (মশকাদি), উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষলতা প্রভৃতি), অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, অধিক কি, এই মনুষ্য পক্ষী প্রভৃতি যাহা কিছু জঙ্গম ও স্থাবর, সেই সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ নিরুপাধিক ব্রহ্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইতে সমুৎপন্ন, সমস্ত লোকই প্রজ্ঞানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থিত, এবং প্রজ্ঞানই তাহাদের লয়স্থান; অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ॥৩২॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এষ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা ব্রহ্ম অপরং, সর্ব্বশরীরস্থঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা অন্তঃকরণোপাধিষ্বনুপ্রবিষ্টো জলভেদগতসূর্য্যপ্রতিবিম্ববৎ হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা। এষ এব ইন্দ্রঃ গুণাৎ, দেবরাজো বা। এষঃ প্রজাপতিঃ, যঃ প্রথমজঃ শরীরী, যতো মুখাদিনির্ভেদদ্বারেণাগ্ন্যাদয়ো লোকপালা জাতাঃ, স প্রজাপতিরেষ এব। যেঽপ্যেতে অগ্ন্যাদয়ঃ সর্ব্বে দেবা এষ এব। ইমানি চ সর্ব্বশরীরোপাদানভূতানি পঞ্চ পৃথিব্যাদীনি মহাভূতানি অন্নান্নাদত্ব-লক্ষণানি এতানি। কিঞ্চ, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ক্ষুদ্রৈরল্পকৈর্মিশ্রাণি, ইব-শব্দোঽনর্থকঃ, সর্পাদীনি ।১

বীজানি কারণানি, ইতরাণি চেতরাণি চ দ্বৈরাশ্যত্বেন নির্দ্দিশ্যমানানি। কানি তানি? উচ্যন্তে—অণ্ডজানি পক্ষ্যাদীনি, জারুজানি জরায়ুজানি মনুষ্যাদীনি, স্বেদজানি যূকাদীনি, উদ্ভিজ্জানি চ বৃক্ষাদীনি। অশ্বাঃ গাবঃ পুরুষাঃ হস্তিনঃ অন্যচ্চ যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি। কিং তৎ? জঙ্গমং যচ্চলতি পদ্ভ্যাং গচ্ছতি, যচ্চ পতত্রি আকাশেন পতনশীলম্; যচ্চ স্থাবরম্ অচলম্; সর্ব্বং তদশেষতঃ প্রজ্ঞানেত্রম্; প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞা, তচ্চ ব্রহ্মৈব, নীয়তে (সত্তা প্রাপ্যতে) অনেনেতি নেত্রম্, প্রজ্ঞা নেত্রং যস্য, তদিদং প্রজ্ঞানেত্রম্; প্রজ্ঞানে ব্রহ্মণ্যুৎপত্তি-স্থিতিলয়কালেষু প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞাশ্রয়মিত্যর্থঃ। প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, পূর্ব্ববৎ; প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বা সর্ব্ব এব লোকঃ। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগতঃ। তস্মাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ।২

তদেতৎ প্রত্যস্তমিতসর্ব্বোপাধিবিশেষং সৎ নিরঞ্জনং নির্ম্মলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমেকমদ্বয়ং "নেতি নেতি" ইতি সর্ব্ববিশেষাপোহসংবেদ্যং সর্ব্বশব্দপ্রত্যয়া-গোচরং তদত্যন্তবিশুদ্ধপ্রজ্ঞোপাধিসম্বন্ধেন সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং সর্ব্বসাধারণাব্যাকৃত-জগদ্বীজপ্রবর্ত্তকং নিয়ন্তৃত্বাদন্তর্যামিসংজ্ঞং ভবতি, তদেব ব্যাকৃত-জগদ্বীজভূত-বুদ্ধ্যাত্মাভিমানলক্ষণং হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞং ভবতি। তদেবান্তরণ্ডোদ্ভূত-প্রথম-শরীরোপাধিমদ্বিরাট্-প্রজাপতিসংজ্ঞং ভবতি। তদুদ্ভূতাগ্ন্যাদ্যুপাধিমদ্দেবতা-সজ্ঞং ভবতি। তথা বিশেষশরীরোপাধিষ্বপি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু তত্তন্নামরূপ-লাভো ব্রহ্মণঃ। তদেবৈকং সর্ব্বোপাধিভেদভিন্নং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিস্তার্কিকৈশ্চ সর্ব্বপ্রকারেণ জ্ঞায়তে বিকল্প্যতে চানেকধা। "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজাপতিম্। ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্” ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ ॥৩২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মারই অপর ব্রহ্ম (সোপাধিক ব্রহ্ম); ইহাই সর্ব্বশরীরবর্ত্তী প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা এবং বিভিন্ন জলভাজনগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় ইহাও অন্তঃকরণরূপ উপাধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হিরণ্যগর্ভ প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা। ইন্দ্রশব্দের যোগার্থানুসারে হিরণ্যগর্ভ কিংবা সাক্ষাৎ দেবরাজ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইনিই প্রজাপতি, যিনি প্রথমোৎপন্ন শরীরধারী পুরুষ; যাহার মুখরন্ধ্রাদি প্রকটনের ফলে লোকপাল ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই প্রজাপতিও ইনিই। এবং এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ, তাঁহারাও ইনিই অর্থাৎ এতৎস্বরূপই বটে। আর এই যে, সমস্ত শরীরের উপাদানরূপে এবং অন্ন ও অন্নভোক্তৃরূপে পরিণত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, ইহারা, এবং মশকাদি ক্ষুদ্র প্রাণি-সহকৃত সর্প প্রভৃতি।১

বীজ ও অবীজ; বীজ অর্থ কারণ—কার্য্যোৎপাদক, অবীজ অর্থ—কার্য্যের অনুৎপাদক, এই দুই ভাগে বিভক্ত যে সমুদয় প্রাণী। সেই সমুদয় প্রাণী কাহারা? বলা হইতেছে—অণ্ডজ—পক্ষিপ্রভৃতি, জারুজ—জরায়ুজ মনুষ্য প্রভৃতি, স্বেদজ—যূক প্রভৃতি, উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষলতা প্রভৃতি। অশ্ব, গো, পুরুষ ও হস্তিপ্রভৃতি, আরও যে কিছু প্রাণী। তাহা কি কি? না, জঙ্গম—যাহারা পাদ দ্বারা গমন করিয়া থাকে; আর পতত্রি, যাহারা আকাশপথে বিচরণ করিয়া থাকে; যাহা স্থাবর অর্থাৎ চলনশক্তিহীন; সে সমুদয়ই প্রজ্ঞানেত্র। প্রজ্ঞা অর্থ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা নিশ্চিতই ব্রহ্মস্বরূপ; নেত্র অর্থ—যাহা দ্বারা নীত হয় (সত্তালাভ হয়)। সেই প্রজ্ঞা যাহার নেত্র, তাহার নাম প্রজ্ঞানেত্র; উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, এই কালত্রয়েই যাহা প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ প্রজ্ঞাতে আশ্রিত; [এই জন্যই উহারা প্রজ্ঞানেত্র]। লোক অর্থাৎ ভূরাদি লোকও প্রজ্ঞানেত্র; অথবা প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির নিদান; সেই কারণে উহারা প্রজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ।২

সেই যে, এই সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নিত্য নিরঞ্জন নির্ম্মল ও নিষ্ক্রিয়; [অতএব] শান্ত এক অদ্বিতীয়; “নেতি নেতি” প্রণালীক্রমে সমস্ত বিশেষণ-পরিত্যক্তরূপে বিজ্ঞেয় এবং শব্দজন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অগোচর ব্রহ্ম, তাহাই আবার অত্যন্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধিসত্ত্বরূপ উপাধিসম্পর্ক বশতঃ সর্ব্বজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরভাবে সর্ব্বজীবভোগ্য সমস্ত অব্যক্ত জগতের প্রবর্ত্তক বা আবির্ভাবের কারণ এবং সর্ব্ববস্তুর নিয়ামকরূপে অন্তর্যামী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই আবার যখন ব্যক্ত জগতের বীজভূত (অঙ্কুরাবস্থা) বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে অভিমান স্থাপন করেন, তখন হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞালাভ করেন। তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রথম সমুদ্ভূত শরীরাভিমানী হইয়া বিরাট্ ও প্রজাপতি সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন। তিনিই আবার অভিব্যক্ত অগ্নিপ্রভৃতি উপাধিবিশেষযোগে দেবতানামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ শরীরসম্বন্ধ বশতঃ সেই ব্রহ্মেরই বিশেষ বিশেষ নাম লাভ হইয়া থাকে। নানাপ্রকার উপাধিভেদে ভিন্ন প্রকার সেই ব্রহ্মকেই সমস্তপ্রাণী ও তার্কিকগণ বিভিন্ন প্রকারে অবগত হন এবং নানাকারে তাঁহার বিকল্পনা করিয়া থাকেন। মনুস্মৃতি বলিয়াছেন—'একশ্রেণীর লোকেরা ইঁহাকে অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অপরে প্রজাপতি মনু বলিয়া বর্ণনা করেন; কেহ কেহ ইন্দ্র বলেন; কেহ বা প্রাণ বলেন; কেহ আবার শাশ্বত (নিত্য) ব্রহ্ম বলিয়াও জানেন' ইত্যাদি ॥৩২॥৩॥

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥৩৩॥৪॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৩॥১॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥

ইত্যৈতরেয়দ্বিতীয়ারণ্যকে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

সন্বয়ার্থঃ। [অথ তত্ত্বজ্ঞানফলমুপসংহরতি 'স এতেন' ইত্যাদিনা।] [যঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিবেদ] সঃ (বামদেবঃ) এতেন (যথোক্তেন) প্রজ্ঞেন (চৈতন্যস্বরূপেণ) আত্মনা (স্বয়মাবির্ভূতচৈতন্যস্বভাবঃ সন্ ইত্যর্থঃ), অস্মাৎ লোকাৎ উৎক্রম্য (বর্ত্তমানং দেহং পরিত্যজ্য) অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা (পূর্ণকামো ভূত্বা) অমৃতঃ (কৈবল্যং প্রাপ্তঃ) সমভবৎ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥৩৩॥৪॥

মূলানুবাদ। [এখন তত্ত্বজ্ঞানের ফলোপসংহার করিতেছেন], যিনি ['প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়াছিলেন,] সেই বামদেব উক্ত চৈতন্যাত্মস্বরূপে ইহলোক হইতে উৎক্রমণের অর্থাৎ দেহত্যাগের পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গলোকে সমস্ত কামফল প্রাপ্ত হইয়া চরম মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যায়সমাপ্তিসূচনার্থ 'সমভবৎ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩ঃ॥৪॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণন্যস্তা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমখণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥৩॥১॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স বামদেবোঽন্যো বা এবং যথোক্তং ব্রহ্ম বেদ, প্রজ্ঞেনাত্মনা, যেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽমৃতা অভূবন্, তথা অয়মপি বিদ্বানেতেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা অস্মাল্লোকাৎ উৎক্রম্যেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। অস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ সমভবদিত্যোমিতি ॥৩৩॥৪॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ ॥৩॥

ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই বামদেব কিংবা অন্য যে কেহ উক্তপ্রকার ব্রহ্মকে প্রজ্ঞাত্মারূপে—চৈতন্যাত্মস্বরূপে জানিয়াছিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ, যে প্রজ্ঞাত্মজ্ঞানবলে যেরূপে অমৃত হইয়াছিলেন, এই বিদ্বান্ পুরুষও ঠিক সেইরূপেই এই প্রজ্ঞ আত্মস্বরূপে, এই বর্ত্তমান লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া—ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ঐ স্বর্গলোকে সমস্ত কামোপভোগ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৩॥৪॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥৩॥১॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজনীয় শ্রীগোবিন্দের শ্রেষ্ঠশিষ্য শ্রীমৎশঙ্করভগবৎকৃত ঐতরেয়োপনিষদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত-মাবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধাম্যতং বদিষ্যামি। সত্যং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ওঁ ॥

[অথোত্তরাশান্তিঃ—]

ওঁ উদিতঃ শুক্রিয়ং দধে। তমহমাত্মনি দধে। অনু মামৈত্বিন্দ্রিয়ম্ ময়ি শ্রীর্ময়ি যশঃ সর্ব্বঃ সপ্রাণঃ সবলঃ। উত্তিষ্ঠাম্যনু মা শ্রীঃ। উত্তিষ্ঠত্বনু মায়ন্তু দেবতাঃ। অদব্ধং চক্ষুরিষিতম্ মনঃ। সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ। তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতম্। ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি। দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্ সমাপ্তা ॥০॥

Printed by K. P. Nath at the Nath Brothers' Printing Works,
6, Chaldabagan Lane, Calcutta.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা

মূল, অন্বয়মুখি-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ সহ

(দ্বিতীয় ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫-বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত

পুনর্মুদ্রণ
ফাল্গুন—১৩৫৫

দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা হইতে
শ্রীবিভূতিভূষণ পাল কর্তৃক
মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

ভগবৎকৃপায় আজ অনেক দিন পর তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল; এবং এই খণ্ডেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সমাপ্ত হইল। প্রকাশকের পরিবর্ত্তনই এরূপ অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটিবার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপনিষদের প্রকাশক ছিলেন, এখন তাঁহার নিকট হইতে স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় উপনিষদ্ প্রকাশের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে তিনিই অবশিষ্ট উপনিষদ্-গুলির মুদ্রণ ও প্রকাশ-কার্য্য সম্পাদন করিবেন। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ এখনও পূর্ব্বের ন্যায়, উপনিষৎপাঠে অনুরাগ-প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে কৃপণতা করিবেন না। ইহার পর আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রকাশ করিব।

আলোচ্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্খানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত ব্রাহ্মণোপনিষদ্। একই যজুর্ব্বেদ যে, শুক্ল কৃষ্ণভেদে দ্বিবিধ, তাহা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকা-মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্খানি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই ভাগগুলি বল্লী নামে অভিহিত। তন্মধ্যে প্রথম ভাগের নাম শীক্ষাবল্লী, দ্বিতীয় ভাগের নাম ব্রহ্মানন্দবল্লী, তৃতীয় ভাগের নাম ভৃগুবল্লী। শীক্ষাবল্লীতে প্রধানতঃ বর্ণাদির উচ্চারণ-প্রণালী, উদাত্তাদি স্বরচিন্তা এবং বর্ণাদি-উচ্চারণের অনুকূল কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানগত প্রযত্ন-বিশেষ ও তদুপযোগী আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, উপনিষদ্ শাস্ত্র অর্থ-প্রধান; সুতরাং তদ্বিষয়েই মনোনিবেশ করা আবশ্যক; ঔপনিষদ শব্দোচ্চারণ যে-কোন প্রকারে করিলেই চলিতে পারে, সেই ভ্রান্ত-ধারণা দূরীকরণার্থই উপনিষদের মধ্যে এই শীক্ষাবল্লীর সমাবেশ করা আবশ্যক হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, সংহিতা-ভাগের ন্যায় উপনিষদ্ভাগেরও শব্দোচ্চারণের পারিপাট্য-পরিজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক; নচেৎ শব্দ-শক্তি কখনও তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করে না। এইজন্যই প্রথমে শিক্ষাবিষয়ক উপদেশ পরিসমাপ্ত করিয়া, তৃতীয় অনুবাক হইতে অধিলোকাদি-ভেদে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনা-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লীতে প্রধানতঃ সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অজ্ঞান-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত আত্মদর্শনের কথা উত্তমরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। অধিকন্তু, অন্নময় প্রভৃতি যে পঞ্চ কোশে আবৃত থাকায় নিত্যনিরাময় চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাও আপনার স্বরূপ পরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া আছে, সেই পঞ্চ কোশের স্বরূপ ও স্বভাবাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবেক-জ্ঞানের পথ নিষ্কণ্টকভাবে উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

অতঃপর, ভৃগুবল্লী-নামক তৃতীয় অধ্যায়ে পিতা-পুত্রের উপাখ্যানচ্ছলে ব্রহ্ম-বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগু নিজের পিতা বরুণের নিকট যাইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং পুত্রবৎসল পিতা বরুণ আপনার প্রিয়-পুত্রকে যথাযথভাবে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ ও রহস্য অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আখ্যায়িকাচ্ছলে বিবৃত হওয়ায় বিষয়ের জটিলতা অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়াছে, এবং অপরাপর জিজ্ঞাসুগণের পক্ষেও ব্রহ্মবিদ্যা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

উপনিষদের মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ অনতিবিস্তীর্ণ হইলেও সারবান্ ও প্রামাণিক গ্রন্থ। জগদ্গুরু শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহাকে অবিসংবাদিত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিষয়-সংকলন-প্রণালী অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। যেরূপভাবে বক্তব্য বিষয় বর্ণনা করিলে জিজ্ঞাসুগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এই উপনিষদে ঠিক সেই ভাবেই বিষয়গুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহার ফলে গ্রন্থের উপাদেয়তা ও লোকপ্রিয়তা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার উপর ভাষ্য-ব্যাখ্যা রচনা করিয়া ইহাকে আরও উজ্জ্বল ও গৌরবময় করিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকগণ নিজেরাই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি—

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভবানীপুর, ভাগবত চতুষ্পাঠী

শুভ আষাঢ়—১৩৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈত্তিরীয় উপনিষদের বিষয়-সূচী

শীক্ষাবল্লী

	বিষয়	পত্র । পঙ্‌ক্তি
১ ।	মঙ্গলাচরণ··· ··· ··· ···	৯। ১
২ ।	শিক্ষার ব্যাখ্যা—বর্ণ ও স্বরাদি কথন ··· ···	১৩। ১
৩ ।	সংহিতার উপনিষদ্ কথন ··· ··· ···	১৬। ১
৪ ।	জ্যোতিঃ, বিদ্যা, প্রজা ও অধ্যাত্মাদি উপাসনা নির্দ্দেশ ···	১৯। ১
৫ ।	শ্রী ও মেধাবর্দ্ধক জপনীয় কতিপয় মন্ত্র প্রদর্শন ···	২২।১১
৬ ।	স্বারাজ্য ফলের জন্য ব্যাহৃতিরূপে ব্রহ্মোপাসনা ···	৩০। ১
৭ ।	সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান—হৃদয়াকাশের বিষয়বর্ণন···	৩৭। ৮
৮ ।	ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের পঙ্‌ক্তি-পৃথিব্যাদিরূপে উপাসনা কথন···	৪৩। ৮
৯ ।	সর্ব্বোপাসনার অঙ্গভূত প্রণবোপাসনার বিধান ···	৪৭। ১
১০ ।	পূর্ব্বোক্ত উপাসনায় অসমর্থ বা অকৃতকার্য্য ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য অবলম্বনীয় কর্ম্মের বিধান ··· ···	৫০। ১
১১ ।	পূর্ব্বোক্ত সাধনানুষ্ঠানে নিতান্ত অসমর্থের পক্ষে অবশ্য পঠনীয় মন্ত্র-কথন ··· ··· ···	৫৪। ১
১২ ।	ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে সমাবর্ত্তনাভিলাষী শিষ্যের প্রতি আচার্য্যকর্ত্তৃক অবশ্য পালনীয় কতিপয় কার্য্যের উপদেশ ···	৫৭। ১

ব্রহ্মানন্দবল্লী

১ ।	মঙ্গলাচরণ ··· ··· ··· ···	৭৯। ১
২ ।	নিরুপাধিক আত্মদর্শনের উপদেশ এবং তদুদ্দেশ্যে আকাশাদি সৃষ্টিক্রম বর্ণনা ও পুচ্ছ-ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশ ···	৮১। ৮
৩ ।	অন্নময়াদি পঞ্চকোশের সহযোগে পক্ষিরূপে আত্মনির্দ্দেশ ···	১০৬। ১
৪ ।	জগতের সৃষ্টিপূর্ব্বকালীন অবস্থা-নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্রহ্মের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব কথন ··· ··· ···	১৪৯।১১
৫ ।	ব্রহ্মের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব কথন এবং সর্ব্বাতিশয় আনন্দরূপতা জ্ঞাপন	১৫৬।২২
৬ ।	ব্রহ্মের অজ্ঞেয়তা কথন ··· ··· ···	১৭৯।১৫

ভৃগুবল্লী

১ ।	মঙ্গলাচরণ ও ভৃগু-বরুণ-সংবাদ—ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ-নির্দ্দেশ	১৮৪। ১
২ ।	তপস্যার ব্রহ্মজ্ঞানসাধনতা ও তপঃপ্রভাবে অন্ন-প্রাণাদিরূপে ভৃগুর ব্রহ্মবিজ্ঞান-লাভ ··· ··· ···	১৮৯। ১
৩ ।	অন্ননিন্দার দোষ-কথন এবং অন্নসঞ্চয়ের উপযোগিতা ও বিনিয়োগ-ব্যবস্থা-প্রদর্শন ··· ··· ···	১৯৫।২০
৪ ।	অতিথি-সৎকার ও অতিথিকে অন্নদানের প্রশংসা ···	১৯৯।২৪
৫ ।	বাক্ প্রভৃতিতে ক্ষেমাদিভাবে ব্রহ্মচিন্তার উপদেশ ···	২০২। ৫
৬ ।	'নম' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মোপাসনা ও তাহার ফল কথন ···	২০৬। ৩
৭ ।	অন্ন ও অন্নাদরূপে আত্মচিন্তা ও তাহার মহিমা কথন ···	২১৩। ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণক্রমানুসারে মন্ত্র-সূচী

অ

অথাধিজ্যোতিষং ... ১৯
অথাধিবিদ্যং ... ১৯
অথাধিপ্রজং ... ১৯
অথাধ্যাত্মম্··· ... ২০
অন্নং ন নিন্দ্যাৎ ... ১৯৫
অন্নং ন পরিচক্ষীত ... ১৯৭
অন্নং বহু কুর্ব্বীত ... ১৯৮
অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ... ১৮৯
অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ ... ১০৬
অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ... ১৪৯
অসন্নেব স ভবতি ... ১৩০
অহংবৃক্ষস্য রেরিবা ... ৫৪
অহমন্নমহমন্নম্ ... ২১৩

আ

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ... ১৯৩
আবহন্তী বিতন্বানা ... ২৫
আমায়ন্তু ··· ... ২৬

ঋ

ঋতং চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে ... ৪৯

ও

ওমিতি ব্রহ্ম ··· ... ৪৭

ত

তন্নম ইত্যুপাসীত ... ২০৬

দ

দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ... ৬১

ন

ন কংচন বসতৌ ... ১৯৯

প

পৃথিব্যন্তরিক্ষং ... ৪৩
প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি ... ১১৩
প্রাণো ব্রহ্মেতি ... ১৯০

ব

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং ... ৮১

ভ

ভীষাস্মাদ্বাতঃ ... ১৫৬
ভূর্ভুবঃ স্বুবরিতি ... ৩০
ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ ... ১৮৪

ম

মনোব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ... ১৯১
মহ ইতি ব্রহ্ম ·· ... ৩১
মহ ইত্যাদিত্যঃ ... ৩১

য

য এবং বেদ ··· ... ২০২
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ... ১১৯
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ... ১৭৯
যশ ইতি পশুষু ... ২০১
যশো জনেঽসানি ... ২১
যশ্ছন্দসামৃষভো ... ২২
যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ ৬৩

ব

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ... ১৯২
বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে ... ১২৩
বেদমনূচ্যাচার্য্যো ··· ... ৫৭

শ

শং নো মিত্রঃ ... ৯৭
শং নো মিত্রঃ ... ৭৭
শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ ... ১৩
শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ... ১৫৭
” ” ... ১৫৭

স

স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণা ... ১৫৬
স য এবংবিদ্ ··· ... ২১০
স য এষোঽন্তর্হৃদয় ... ৩৭
স যশ্চায়ং পুরুষে ... ১৫৭
সহ নাববতু ··· ... ৭৯
সহ নৌ যশঃ ... ১৬
সুবরিত্যাদিত্যে ... ৩২

মন্ত্রসূচী সমাপ্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকান্তর্গতা

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা

শীক্ষাবল্লী

প্রথমোঽনুবাকঃ

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

যস্মাজ্জাতং জগৎ সর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে।
যেনেদং ধার্য্যতে চৈব তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥
যৈরিমে গুরুভিঃ পূর্ব্বং পদবাক্যপ্রমাণতঃ।
ব্যাখ্যাতাঃ সর্ব্ববেদান্তাস্তান্ নিত্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২ ॥
তৈত্তিরীয়ক-সারস্য ময়াচার্য্যপ্রসাদতঃ।
বিস্পষ্টার্থরুচীনাং হি ব্যাখ্যেয়ং সম্প্রণীয়তে ॥ ৩ ॥

মঙ্গলাচরণ। এই জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহা দ্বারা বিধৃত এবং পরিশেষে যাঁহাতে বিলীন হয়, সেই চিদাত্মার উদ্দেশ্যে নমস্কার ॥ ১ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী যেসকল গুরু (আচার্য্য) পদ বাক্য ও প্রমাণাদিবিচারপূর্ব্বক এই বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রণাম করিতেছি ॥ ২ ॥

যাহারা বিস্পষ্ট ব্যাখ্যায় আগ্রহান্বিত, সেই সকল মন্দমতি লোকের উপকারার্থ আমি আচার্য্যের অনুগ্রহে তৈত্তিরীয়-শাখার সারভূত এই উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভাষভাষ্যম্। নিত্যান্যধিগতানি কর্ম্মাণ্যুপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থানি, কাম্যানি চ ফলার্থিনাং পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে। ইদানীং কর্ম্মোপাদান-পরিহারায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তূয়তে। (১)

কর্ম্মহেতুঃ কামঃ স্যাৎ, প্রবর্ত্তকত্বাৎ। আপ্তকামানাং হি কামাভাবে স্বাত্ম-ন্যবস্থানাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ। আত্মকামত্বে চাপ্তকামতা। আত্মা চ ব্রহ্ম; তদ্বিদো হি পরপ্রাপ্তিং বক্ষ্যতি। অতোঽবিদ্যানিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং পরপ্রাপ্তিঃ, "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে," "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরনারম্ভাদ্ আরব্ধস্য চোপভোগেন ক্ষয়াৎ নিত্যানুষ্ঠানেন চ প্রত্যবায়াভাবাদযত্নত এব স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষঃ। ১

অথবা, নিরতিশয়ায়াঃ প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বাৎ কর্ম্মভ্য এব মোক্ষ ইতি চেৎ, ন; কর্ম্মানেকত্বাৎ। অনেকানি হি আরব্ধফলানি অনারব্ধ-ফলানি চানেকজন্মান্তরকৃতানি বিরুদ্ধফলানি কর্ম্মাণি সম্ভবন্তি। অতস্তেষনারব্ধ-ফলানামেকস্মিন্ জন্মনি উপভোগেন ক্ষয়াসম্ভবাৎ শেষকর্ম্মনিমিত্ত-শরীরা-রম্ভোপপত্তিঃ, কর্ম্মশেষসদ্ভাবসিদ্ধিশ্চ; "তদ্য ইহ রমণীয়চরণাঃ।" "ততঃ শেষেণ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। ২

ইষ্টানিষ্টফলানামনারব্ধানাং ক্ষয়ার্থানি নিত্যানীতি চেৎ; ন; অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। প্রত্যবায়শব্দো হ্যনিষ্টবিষয়ঃ। নিত্যাকরণনিমিত্তস্য প্রত্যবায়স্য দুঃখরূপস্যাগামিনঃ পরিহারার্থানি নিত্যানীত্যভ্যুপগমাৎ ন অনারব্ধফল-কর্ম্মক্ষয়ার্থানি। যদি নাম অনারব্ধফল-কর্ম্মক্ষয়ার্থানি নিত্যানি কর্ম্মাণি, তথাপ্যশুদ্ধমেব ক্ষপয়েয়ুঃ, ন শুদ্ধম্; বিরোধাভাবাৎ। ন হীষ্টফলস্য

---

(১) কর্ম্মবিচারেণৈবোপনিষদো গতার্থত্বাদুপনিষৎপ্রয়োজনস্য নিঃশ্রেয়সস্য কর্ম্মভ্য এব সম্ভবাৎ পৃথগ্ব্যাখ্যারম্ভো ন যুক্ত ইত্যাশঙ্কামপনেতুং কর্ম্মকাণ্ডার্থমাহ নিত্যানীতি। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইতি জৈমিনিনা ধর্ম্মগ্রহণেন সিদ্ধবস্তুবিচারস্য পর্য্যুদস্তত্বাৎ নোপনিষদো গতার্থ-মিত্যর্থঃ। তানি চ কর্ম্মাণি সঞ্চিতদুরিতক্ষয়ার্থানি "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি শ্রুতেঃ, ন নিঃশ্রেয়সার্থানি। ন কেবলং জীবতোঽবশ্যকর্ত্তব্যান্যধিগতানি, ফলার্থিনাং কাম্যানি চ। ন তান্যপি নিঃশ্রেয়সার্থানি; "স্বর্গকামঃ" 'পশুকামঃ' ইত্যাদিবৎ 'মোক্ষকামোঽদঃ কুর্য্যাৎ' ইত্যশ্রবণাৎ। অতঃ সংসার এব কর্ম্মণাং ফলমিত্যর্থঃ।

কর্ম্মকাণ্ডার্থমুক্ত্বা তত্রাবিচারিতমুপনিষদর্থমাহ—ইদানীমিতি। কর্ম্মণামুপাদানেঽনুষ্ঠানে যো হেতুঃ, তন্নিবৃত্ত্যর্থং ব্রহ্মবিদ্যাস্মিন্ গ্রন্থে আরভ্যতে। অতঃ সনিদান-কর্ম্মোন্মূলনার্থত্বাদুপনিষদঃ কর্ম্মকাণ্ডবিরুদ্ধত্বাৎ ন গতার্থত্বমিত্যর্থঃ। ইতি আনন্দজ্ঞানকৃতা টীকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মণঃ শুদ্ধরূপত্বান্নিত্যৈর্ব্বিরোধ উপপদ্যতে। শুদ্ধাশুদ্ধয়োর্হি বিরোধো যুক্তঃ। ৩

ন চ কর্ম্মহেতুনাং কামানাং জ্ঞানাভাবে নিবৃত্ত্যসম্ভবাদশেষকর্ম্মক্ষয়োপপত্তিঃ। অনাত্মবিদো হি কামঃ, অনাত্মফলবিষয়ত্বাৎ। স্বাত্মনি চ কামানুপপত্তিঃ, নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। স্বয়ঞ্চাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। নিত্যানাঞ্চাকরণমভাবঃ, ততঃ প্রত্যবায়ানুপপত্তিরিতি। অতঃ পূর্ব্বোপচিতদুরিতেভ্যঃ প্রাপ্যমাণায়াঃ প্রত্যবায়ক্রিয়ায়া নিত্যাকরণং লক্ষণমিতি শতৃপ্রত্যয়স্য নানুপপত্তিঃ—"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইতি। অন্যথা হি অভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি সর্ব্বপ্রমাণব্যাকোপ ইতি। অতোঽযত্নতঃ স্বাত্মন্যবস্থানমিত্যনুপপন্নম্। ৪

যচ্চোক্তং নিরতিশয়প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যায়াঃ কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ কর্ম্মারব্ধ এব মোক্ষ ইতি; তন্ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। ন হি নিত্যং কিঞ্চিদারভ্যতে। লোকে যদারব্ধম্, তদনিত্যমিতি; অতো ন কর্ম্মারভ্যো মোক্ষঃ। বিদ্যাসহিতানাং কর্ম্মণাং নিত্যারম্ভসামর্থ্যমিতি চেৎ; ন; বিরোধাৎ। নিত্যঞ্চারভ্যত ইতি বিরুদ্ধম্। ৫

যদ্ধি নষ্টম্, তদেব নোৎপদ্যত ইতি প্রধ্বংসাভাববন্নিত্যোঽপি মোক্ষ আরভ্য এবেতি চেৎ (১); ন; মোক্ষস্য ভাবরূপত্বাৎ। প্রধ্বংসাভাবোঽপ্যারভ্যত ইতি ন সম্ভবতি; অভাবস্য বিশেষাভাবাদ্বিকল্পমাত্রমেতৎ। ভাবপ্রতিযোগী হ্যভাবঃ। যথা হ্যভিন্নোঽপি ভাবো ঘটপটাদিভির্ব্বিশেষ্যতে ভিন্ন ইব—ঘটভাবঃ পটভাব ইতি, এবং নির্ব্বিশেষোঽপ্যভাবঃ ক্রিয়াগুণযোগাদ্ দ্রব্যাদিবদ্বিকল্প্যতে। ন হি অভাব উৎপলাদিবদ্বিশেষণসহভাবী। বিশেষণবত্ত্বে ভাব এব স্যাৎ। ৬

বিদ্যা-কর্ম্মকর্ত্তুর্নিত্যত্বাৎ বিদ্যা-কর্ম্মসন্তানজনিত-মোক্ষনিত্যত্বমিতি চেৎ, ন; গঙ্গাস্রোতোবৎ কর্ত্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ, কর্ত্তৃত্বোপরমে চ মোক্ষবিচ্ছেদাৎ। তস্মাদবিদ্যাকামকর্ম্মোপাদানহেতুনিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ ইতি। স্বয়ঞ্চাত্মা ব্রহ্ম; তদ্বিজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তিরিতি; অতঃ ব্রহ্মবিদ্যার্থোপনিষদারভ্যতে। উপনিষদিতি বিদ্যোচ্যতে, তচ্ছীলিনাং গর্ভজন্মজরাদিনিশাতনাৎ, তদবসাদনাদ্বা ব্রহ্মণ উপনিগময়িতৃত্বাৎ; উপনিষণ্ণং বা অস্যাং পরং শ্রেয় ইতি। তদর্থত্বাদ্ গ্রন্থোঽপ্যুপনিষদ্॥

(১) যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ব্যাপ্তিদর্শনাদিত্যুক্তম্, তত্র ব্যাপ্তিভঙ্গং মন্বানঃ শঙ্কতে যদ্ধি নষ্টমিতি। ভাবরূপত্বাদিতি। যদ্ভাবরূপং কার্য্যং তদনিত্যমিতি ব্যাপ্তেঃ তত্র চ মোক্ষস্য নিরতিশয়প্রীতের্ভাবত্বাদনিত্যত্বং স্যাদেবেত্যর্থঃ। ইতি আনন্দগিরিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভাষভাষ্যানুবাদ। সঞ্চিত পাপ বিধ্বংস করাই যে সমুদয় কর্ম্মের মুখ্য ফল, সেই সমুদয় নিত্য কর্ম্ম এবং ফলাভিলাষী পুরুষগণের কর্ত্তব্য-রূপে বিহিত যে কাম্য কর্ম্ম, সে সমুদয় পূর্ব্বগ্রন্থে অর্থাৎ জৈমিনিকৃত কর্ম্মকাণ্ডে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। এখন কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতুভূত যে অবিদ্যা বা কামনা, তন্নিবৃত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা করা হইতেছে (১)। কামনাই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান হেতু; কারণ, কামনাই লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। যাহারা আপ্তকাম, তাহাদের কামনা না থাকায় আত্মাতেই অবস্থিতি হয়; সেই কারণে তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি জন্মে না। আত্মবিষয়ে কামনা-সম্পন্ন হইলেই আপ্তকামত্ব সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মাই ব্রহ্ম; ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির কথা পরে বলা হইবে। অতএব অবিদ্যানিবৃত্তির পর যে স্বরূপাবস্থান, তাহাই শ্রুত্যুক্ত 'পরপ্রাপ্তি' বুঝিতে হইবে; কারণ, শ্রুতিতে আছে—'সর্ব্বভয়রহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে,' 'তখন এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি। অতএব সেই অবস্থায় কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান রহিত হওয়ায়, উপভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় সম্পাদন করায় এবং নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বশতঃ সঞ্চিত পাপরাশিও বিধ্বস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়। ১

অথবা, (এ বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে—) যদি বল, স্বর্গ-শব্দের অর্থ

---

(১) তাৎপর্য্য—আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মহর্ষি জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় যখন সমস্ত বেদার্থই বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, তখন তাহা দ্বারাই এই আরণ্যকোপনিষদের অর্থও নিশ্চয়ই নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম্ম হইতেই যখন উপনিষদের অভিপ্রেত মুক্তি-ফল লাভ করা যাইতে পারে, তখন ইহার জন্য পৃথক্ ব্যাখ্যা রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এইরূপ আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার সংক্ষেপতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'নিত্যানি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মকাণ্ডে কেবল ক্রিয়া-সাধ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারই স্থান পাইয়াছে; কিন্তু সিদ্ধ বস্তুর বিচার সম্পূর্ণরূপে অনুক্ত রহিয়াছে। ব্রহ্ম ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু; সুতরাং তৎসম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ব উহাতে নিরূপিত হয় নাই। কর্ম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্য ও কাম্য; তন্মধ্যে নিত্য কর্ম্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-ধ্বংস; আর কাম্য কর্ম্মের ফল অভিলষিত-বিষয়প্রাপ্তি। এইজন্যই বেদে কর্ম্মপ্রকরণে "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি কাম্যফলের নিমিত্তই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু 'মোক্ষকামঃ অমুকং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ' এরূপ বিধান কোথাও করেন নাই; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মের ফল মুক্তি নহে,—সংসার। কাজেই মোক্ষলাভের উপায়ভূত উপনিষদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন নিরতিশয় আনন্দ; এবং কর্ম্মই যখন তৎপ্রাপ্তির নিদান; তখন কর্ম্ম হইতেই ত মোক্ষলাভ হইতে পারে? না, কর্ম্মের অনেকত্ব হেতুই সে কথা বলিতে পার না; কারণ, অনেক জন্মান্তর-সম্পাদিত বহুতর কর্ম্মই ত বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি আরব্ধফলক (যাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে), এবং কতকগুলি অনারব্ধফলক (এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই,—সঞ্চিত রহিয়াছে); সেই সকল কর্ম্মের ফল ত স্বভাবতই পরস্পর-বিরোধী। এই কারণেই, যে সমুদয় কর্ম্ম অনারব্ধফলক অর্থাৎ এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সমুদয় কর্ম্মের ফলোপভোগ করা একই জন্মে সম্ভব হয় না; সুতরাং অনুপভুক্ত অবশিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগার্থ পুনর্ব্বার শরীর-পরিগ্রহ করাই আবশ্যক হয়। 'যাহারা এখানে রমণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, [তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়]।' 'ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে [জন্ম লাভ করে]' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতেও কর্ম্ম-শেষের অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। ২

যদি বল, ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলোৎপাদক অনারব্ধ কর্ম্মসমূহের ক্ষয়-সম্পাদন করাই নিত্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য; না—তাহাও বলিতে পার না; কেননা, নিত্য-কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। প্রত্যবায়-শব্দটী অনিষ্টার্থ-বোধক; অতএব নিত্যকর্ম্মের অকরণে যে, ভাবী দুঃখের সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবিত ভাবী দুঃখাত্মক প্রত্যবায়ের পরিহারজনক বলিয়াই নিত্যকর্ম্ম-সমূহ স্বীকৃত হইয়া থাকে; সুতরাং অনারব্ধফলক কর্ম্মের ক্ষয়-সাধনই উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে, অনারব্ধফলক কর্ম্মের ক্ষয় করাই যদি নিত্যকর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও, নিত্যকর্ম্ম কেবল অশুদ্ধ পাপ কর্ম্মেরই ক্ষয় সাধন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ কর্ম্মের ত ক্ষয় করিতে পারে না; কেননা, শুদ্ধ কর্ম্মের সহিত নিত্যকর্ম্মের কোনই বিরোধ নাই। বস্তুতও ইষ্টফলজনক কর্ম্মমাত্রই শুদ্ধ (পুণ্যজনক); সুতরাং নিত্যকর্ম্মের সহিত উহাদের বিরোধই উপপন্ন হয় না; কেননা, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ কর্ম্মের মধ্যেই বিরোধ থাকা যুক্তিযুক্ত। ৩

অর্থ নির্দ্ধারণ করা ভাষ্যকারের আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়; সুতরাং উপনিষৎশাস্ত্রটী কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী; কাজেই কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দ্বারা উপনিষৎশাস্ত্র গতার্থ হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষতঃ কামনাই যথন কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল কারণ, এবং জ্ঞানোদয় ব্যতীত যথন সেই কামনার ক্ষয় হওয়া অসম্ভব, তথন নিঃশেষরূপে কর্ম্ম-ক্ষয় ত হইতেই পারে না। আত্মাতিরিক্ত ফলই যথন কামনার বিষয়, তথন কাম বা কামনা অনাত্মজ্ঞ পুরুষেরই ধর্ম্ম (আত্মজ্ঞের নহে)। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মা যথন নিত্য-প্রাপ্ত, তথন তদ্বিষয়ে কামনাই হইতে পারে না। আর আত্মা স্বয়ংই যে পরব্রহ্ম, এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার পর নিত্যকর্ম্মের অকরণ বা অননুষ্ঠান ত ভাবপদার্থ নহে, উহা অভাব—অসৎ; সুতরাং তাহা হইতে (নিত্য-কর্ম্মের অকরণ হইতে) প্রত্যবায়ের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। অতএব পূর্ব্বসঞ্চিত দুষ্কর্ম্মের ফলে যে, প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে, নিত্যকর্ম্মের অকরণ কেবল তাহারই লক্ষণ বা জ্ঞাপকমাত্র; সুতরাং 'অকুর্ব্বন্' ইত্যাদি বচনে যে, শতৃপ্রত্যয় আছে, তাহারও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইতেছে না (১)। ইহা না হইলে, অর্থাৎ অভাব হইতেও ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিলে, সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব অনায়াসে যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। ৪

আরও যে, বলিয়াছ—স্বর্গ অর্থ নিরতিশয় প্রীতি বা সর্ব্বাধিক আনন্দ; কর্ম্মই সেই স্বর্গলাভের উপায়; অতএব নিরতিশয় আনন্দাত্মক মোক্ষও কর্ম্মারব্ধই বটে, অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষ পাওয়া যাইতে পারে। সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার বাধক; কেননা, কোন নিত্যপদার্থই উৎপাদিত হয় না; জগতে যাহা কিছু উৎপত্তিশীল, তৎসমস্তই অনিত্য; এই কারণেই মোক্ষ কখনও কর্ম্মারব্ধ হইতে পারে না। যদি বল, বিদ্যা-সহযোগে অনুষ্ঠিত

(১) তাৎপর্য্য—কার্য্যমাত্রেরই একটা কারণ থাকা আবশ্যক হয়; এবং সত্য বস্তুই কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ বলিয়া কারণপদ-বাচ্য হয়। অসত্য পদার্থ কখনও কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। অসত্যেরও কার্য্যকারিতা থাকিলে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্র হইতেও অনেক কার্য্য হইতে পারিত! অথচ তাহা কখনও হয় না বা হইতে দেখা যায় না। অভাবও অসৎপদার্থ; সুতরাং নিত্যকর্ম্মের অকরণ বা অনুষ্ঠানাভাব হইতে পাপরূপ একটা ভাব-কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে লোকে বুঝিতে পারে যে, এই লোকটী পূর্ব্বজন্মে বহুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান জন্মে, ইহার এইপ্রকার ফল ও প্রবৃত্তি হইতেছে। এইরূপ পাপপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে বলিয়াই "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইত্যাদি বচনে 'শতৃ' প্রত্যয় (অকুর্ব্বন্ পদে) প্রযুক্ত হইয়াছে। শতৃপ্রত্যয়টী লক্ষণ বা পরিচয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মসমূহের এমন শক্তি আছে, যাহা দ্বারা নিত্য পদার্থেরও সমুৎপাদন করিতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ; কেননা; নিত্যও বটে, আবার উৎপন্নও হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। ৫

যদি বল, [নিত্য বস্তু যে, উৎপন্ন হয় না, সে কথা সত্য নহে, পরন্তু] যাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাই উৎপন্ন হয় না; সুতরাং অবিনাশী ধ্বংসনামক অভাব যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি অবিনাশী মোক্ষও উৎপন্ন হইবে, ইহাতে দোষ কি? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষ হইতেছে ভাব পদার্থ, (আর ধ্বংস হইতেছে অভাব পদার্থ); সুতরাং ধ্বংসের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না (১)। তা ছাড়া, ধ্বংসেরও আরম্ভ বা উৎপত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না; কেননা, অভাবের (ধ্বংসের) যখন স্বরূপগত কোন বিশেষত্ব নাই, তখন ধ্বংসের উৎপত্তি কথাটা কেবল কল্পনা মাত্র, উহা বাস্তবিক নহে। অভাবমাত্রই ভাবপ্রতিযোগী অর্থাৎ ভাববস্তুসাপেক্ষ। যেমন ভাব বা সত্তা পদার্থটী স্বরূপতঃ এক অভিন্ন হইলেও ঘট-পটাদি বিভিন্ন বস্তু দ্বারা বিশেষিত বা পৃথক্‌ভাবে পরিচিত হইয়া থাকে, যথা—ঘট-ভাব (ঘটের ভাব—সত্তা), ও পট-ভাব (পটের সত্তা) ইত্যাদি; ঠিক তেমনই উক্ত ধ্বংসও স্বরূপতঃ বিশেষ-রহিত (পার্থক্যশূন্য—নির্ব্বিশেষ) হইলেও, ক্রিয়া ও গুণাদি দ্বারা দ্রব্যপদার্থের ন্যায় বিকল্পিত (নানারূপে ব্যবহৃত) হইয়া থাকে মাত্র। উৎপল বা পদ্মপ্রভৃতি ভাব বস্তুগুলি যেরূপ বিশেষণের সহিত মিলিত হয়, অভাব কখনও সেরূপ হয় না; কেননা, অভাবও যদি কোনপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিমিশ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে উহা অভাব না হইয়া ভাব-বস্তুরূপেই পরিগণিত হইত। ৬

---

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তিন প্রকার অভাবের মধ্যে একটীর নাম প্রধ্বংস বা ধ্বংস। সেই ধ্বংস উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না—চিরকাল বর্ত্তমান থাকে। এখন কথা হইতেছে এই যে, ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও ধ্বংসরহিত—চিরস্থায়ী, তেমনি মোক্ষও উৎপন্ন হইয়াও অবিনষ্টভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে; তাহা হইলে ত অন্য কোন দোষই ঘটে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, না সে কথাও হইতে পারে না। ধ্বংস হইতেছে অভাব—অবস্তু, তাহার সহিত কখনই সত্য বস্তু মোক্ষের তুলনা হইতে পারে না। কেননা, ধ্বংস নিজে অভাব, মোক্ষ হইতেছে ভাব। ভাব ও অভাবের ব্যবস্থা কখনও একরূপ হইতে পারে না। ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইলেই ধ্বংসভাগী হইবে, ইহাই অব্যভিচারী নিয়ম। অভাব সম্বন্ধে কিন্তু সে নিয়ম নাই। কাজেই মোক্ষকে ভাবকার্য্য বলিলে তাহার অনিত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি বল, বিদ্যা ও কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠাতা আত্মা যখন নিত্য, তখন তদনুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্মের ফলস্বরূপ মোক্ষেরও নিত্যত্ব হইতে পারে ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কেননা, গঙ্গাস্রোতের ন্যায় কর্ত্তৃত্বের স্বরূপও দুর্নিরূপণীয় ; পক্ষান্তরে আত্মকর্ত্তৃত্বই যদি মোক্ষের কারণ হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বের নিবৃত্তিতে মোক্ষেরও নিবৃত্তি বা বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটিত। অতএব বলিতে হইবে যে, অবিদ্যা-কৃত কামনা ও কর্ম্মের উপাদান কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তিতে যে, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই যথার্থ মোক্ষ। স্বয়ং আত্মাই ব্রহ্ম ; তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। এই কারণেই ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণার্থ এই উপনিষদ্ আরব্ধ হইতেছে। 'উপনিষদ্' শব্দে বিদ্যা বুঝায়। যে হেতু উপনিষদ্ স্বসেবক-দিগের গর্ভবাস, জন্ম ও জরাদি যাতনা অপনয়ন করে, অথবা সে সমুদয়কে অবসন্ন করে, কিংবা জীবকে ব্রহ্মের নিকটে লইয়া যায়, অথবা পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) ইহাতে সন্নিহিত রহিয়াছে ; [এই কারণে উপনিষদ্ শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থ বুঝাইয়া থাকে]। এই গ্রন্থও সেই অর্থেরই প্রতিপাদক, এইজন্য এই গ্রন্থও উপনিষদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো-বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥

নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ১॥

[সত্যং বদিষ্যামি পঞ্চ চ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১॥

সরলার্থঃ। মিত্রঃ (প্রাণবৃত্তেঃ দিবসস্য চাভিমানী সূর্য্যঃ) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখকরঃ) ভবতু ; বরুণঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) নঃ (অস্মাকং) শং ভবতু ; অর্য্যমা (চক্ষুরভিমানিনী দেবতা) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখদঃ) ভবতু। ইন্দ্রঃ (বলাভিমানিনী দেবতা), বৃহস্পতিঃ (বাগ্‌বুদ্ধ্যভিমানিনী দেবতা চ) নঃ শং ভবতু। উরুক্রমঃ (বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদাভিমানিনী দেবতা) বিষ্ণুঃ নঃ শং [ভবতু]।

ব্রহ্মণে (পরোক্ষায় ব্রহ্মভূতায় বায়বে) নমঃ। হে বায়ো, তে (প্রত্যক্ষায় তুভ্যং) নমঃ। [অত্র পরোক্ষাপরোক্ষতয়া ব্রহ্ম-বায়ুশব্দাভ্যাং বায়ুরেব উচ্যতে]। [হে বায়ো, যতঃ] ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি, [তস্মাৎ] ত্বাম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ; ঋতং (যথাশাস্ত্রং বুদ্ধৌ সুনিশ্চিতার্থং ত্বাম্ এব) বদিষ্যামি ; সত্যং (সত্যস্বরূপং ত্বামেব) বদিষ্যামি। তৎ (বায়ুরূপং সত্যং ব্রহ্ম) মাং (বিদ্যার্থিনং) অবতু (বিদ্যাসংযোজনেন পালয়তু); তৎ (বায়ুরূপং ব্রহ্ম) বক্তারং (আচার্য্যম্) অবতু (বিদ্যাসম্প্রদানসামর্থ্যদানেন পালয়তু)। অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্ [ইতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্]। শান্তিঃ (আধ্যাত্মিকবিঘ্ন-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিদৈবিকবিঘ্নপ্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিভৌতিকবিঘ্ন-প্রশমনার্থা) ইতি॥ ১॥

মূলানুবাদ। প্রাণবৃত্তি ও দিবসের অভিমানী দেবতা মিত্র (সূর্য্যদেব) আমাদিগের কল্যাণকর হউন ; রাত্রির দেবতা বরুণ আমাদের আনন্দকর হউন ; চক্ষুর দেবতা অর্য্যমা আমাদের সুখদায়ক হউন ; বলের দেবতা ইন্দ্র ও বাগ্‌বুদ্ধির অধিপতি বৃহস্পতি আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখকর হউন ; এবং বিস্তীর্ণ-ক্রমসম্পন্ন অর্থাৎ পদের অধিপতি বিষ্ণু আমাদের আনন্দপ্রদ হউন। পরোক্ষ ব্রহ্মাত্মক বায়ুর উদ্দেশ্যে নমস্কার। হে বায়ো, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ ; প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপী তোমার কথাই বলিব ; ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিশ্চিতার্থ কথাই বলিব। বাক্য ও শরীর দ্বারা যে সত্য সুনিষ্পন্ন হয়, তাহাও তোমারই অধীন ; সুতরাং তোমারই স্বরূপ ; অতএব সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব। সেই সর্ব্বাত্মক বায়ু-ব্রহ্ম বিদ্যার্থী আমাকে সামর্থ্যপ্রদান করত রক্ষা করুন ; এবং তিনি বক্তা আচার্য্যকেও শক্তিপ্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করুন। আদরাতিশয়-জ্ঞাপনার্থ 'অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্' কথাটীর পুনরুক্তি করা হইয়াছে। বিদ্যালাভে আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনবার 'শান্তি' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে॥ ১॥

ইতি প্রথমানুবাক-ব্যাখ্যা॥ ১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। শং সুখং প্রাণবৃত্তেরহ্নশ্চাভিমানী দেবতাত্মা মিত্রঃ নঃ অস্মাকং, ভবতু। তথৈব অপানবৃত্তেঃ রাত্রেশ্চাভিমানী দেবতাত্মা বরুণঃ ; চক্ষুষ্যাদিত্যে চাভিমানী অর্য্যমা ; বলে ইন্দ্রঃ ; বাচি বুদ্ধৌ চ বৃহস্পতিঃ ; বিষ্ণুঃ উরুক্রমঃ বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদয়োরভিমানী ; এবমাদ্যা অধ্যাত্মদেবতাঃ শং নঃ ভবত্বিতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। তাসু হি সুখকৃৎসু বিদ্যাশ্রবণ-ধারণোপযোগা অপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি তৎসুখকর্ত্তৃত্বং প্রার্থ্যতে—শং নো ভবত্বিতি। ১

ব্রহ্মবিদ্যাবিবিদিষুণা নমস্কার-বদনক্রিয়ে বায়ুবিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যোপসর্গশান্ত্যর্থে ক্রিয়েতে—সর্ব্বক্রিয়াফলানাং তদধীনত্বাৎ। ব্রহ্ম বায়ুঃ, তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ প্রহ্বী-ভাবং, করোমীতি বাক্যশেষঃ। নমঃ তে তুভ্যং, হে বায়ো, নমস্করোমীতি পরোক্ষপ্রত্যক্ষাভ্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে। ২

কিঞ্চ, ত্বমেব চক্ষুরাদ্যপেক্ষ্য বাহ্যং সন্নিকৃষ্টমব্যবহিতং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি যস্মাৎ, তস্মাৎ ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং যথাশাস্ত্রং যথাকর্ত্তব্যং বুদ্ধৌ সুপরিনিশ্চিতমর্থং ত্বদধীনত্বাৎ ত্বামেব বদিষ্যামি। সত্যমিতি স এব বাক্কায়াভ্যাং সম্পাদ্যমানঃ, সোঽপি ত্বদধীন এব সম্পাদ্যতে ইতি ত্বামেব সত্যং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদিষ্যামি। তৎ সর্ব্বাত্মকং বায়্বাখ্যং ব্রহ্ম মরৈবং স্তুতং সৎ বিদ্যার্থিনং মাম্ অবতু বিদ্যাসংযোজনেন। তদেব ব্রহ্ম বক্তারম্ আচার্য্যং চ বক্তৃত্বসামর্থ্যসংযোজনেন অবতু। অবতু মাম্, অবতু বক্তারমিতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনম্ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানাং বিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গাণাং প্রশমনার্থম্॥ ৩॥ ১॥

ইতি প্রথমানুবাক-ভাষ্যম্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদঃ প্রাণবৃত্তির (প্রাণ-ব্যাপারের) ও দিবসের অভিমানী দেবতারূপী মিত্র আমাদিগের সুখাবহ হউন। সেইরূপ অপানবৃত্তি ও রাত্রির অধিদেবতা বরুণ, চক্ষু ও আদিত্য-মণ্ডলের অভিমানী দেবতারূপী অর্য্যমা, বলের অভিমানী ইন্দ্র, বাক্ ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিমানী বৃহস্পতি এবং উরুক্রম—বিস্তীর্ণপাদ-বিক্ষেপসম্পন্ন অর্থাৎ পাদদ্বয়ের অভিমানী দেবতারূপী বিষ্ণু, এবং এই প্রকার আরও যে সমুদয় অধ্যাত্মদেবতা আছেন, তাঁহারাও আমাদের সুখকর [হউন]। শ্রুতির 'ভবতু' (হউন) এই ক্রিয়াটীর সকল বাক্যের সহিতই সম্বন্ধ আছে। সেই আধ্যাত্মিক দেবতাগণ সুখবিধায়ক হইলে, বিদ্যাশ্রবণ এবং বিদ্যা ও তদর্থ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি অবাধে সুসম্পন্ন হইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সুখবিধায়কতা প্রার্থনা করা হইতেছে—"শং নো ভবতু" ইতি। ১

অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে, ব্রহ্মবিদ্যালাভে সম্ভাবিত বিঘ্নপ্রশমনের নিমিত্ত বায়ুবিষয়ে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন কার্য্য অবশ্যকরণীয়; কেননা, সমস্ত ক্রিয়াফল উক্ত বায়ুদেবতারই অধীন; অতএব তদুদ্দেশ্যে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—বায়ু, সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নমঃ—শিরোনমন করিতেছি। 'করিতেছি' ('করোমি') কথাটী মূলে অনুক্ত রহিয়াছে। হে বায়ো, তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছি। এই ভাবে এক বায়ুকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রহ্ম ও বায়ু শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ২

অপিচ, হে বায়ো, যেহেতু তুমি চক্ষুঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াপেক্ষায় বাহ্য (বহিঃস্থিত) ও অব্যবহিত (নিকটবর্ত্তী) প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, সেইহেতু প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপী তোমাকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিব (১)। ঋত অর্থ শাস্ত্র ও কর্ত্তব্যানুসারে যাহা নিশ্চিতরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, তাহাও তোমারই অধীন; এই কারণে তোমাকেই সত্যস্বরূপে উচ্চারণ করিব। সত্যশব্দের অর্থও তাহাই অর্থাৎ উক্ত নিশ্চিত বিষয়ই বটে; বিশেষ এই যে, ইহা কেবল বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদ্যমান বিষয়ও তোমার সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; এই কারণে তুমিই সেই সত্যস্বরূপ; সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব (২)। সেই সর্ব্বাত্মক বায়ুনামক ব্রহ্ম আমা দ্বারা এই প্রকারে স্তুত (স্তুতির বিষয়) হইয়া বিদ্যাভিলাষী আমাকে (শিষ্যকে) বিদ্যা-সংযোজন দ্বারা পালন করুন; এবং সেই বায়ুব্রহ্মই বক্তা—আমার উপদেষ্টা আচার্য্যকেও বিদ্যাদানের শক্তি প্রদান করত রক্ষা করুন। 'আমাকে রক্ষা করুন ও বক্তাকে রক্ষা করুন' এই দ্বিরুক্তির অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বিষয়ে সমধিক আদর প্রদর্শন করা। বিদ্যালাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিনপ্রকারে সম্ভাবিত বিঘ্ন-প্রশমনাভিপ্রায়ে 'শান্তি' শব্দটী তিনবার পঠিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমানুবাকের (৩) ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—যথা রাজ্ঞো দৌবারিকং কশ্চিদ্ রাজ-দিদৃক্ষুরাহ—ত্বমেব রাজেতি, তথা হার্দ্দস্য ব্রহ্মণো দ্বারপং প্রাণং হার্দ্দং ব্রহ্ম দিদৃক্ষুরাহ—"ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি" ইতি। (আনন্দগিরি-টীকা)।

অর্থ এই যে, যদিও প্রাণস্বরূপ বায়ু সত্য সত্যই ব্রহ্মস্বরূপ না হউন, তথাপি, রাজদর্শনাভিলাষী কোন লোক যেরূপ দৌবারিককে (দ্বারপালকে) "তুমিই রাজা" এইরূপ স্তুতিবাক্য বলিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনেচ্ছু সাধকও বায়ুরূপী প্রাণকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে এবং লোক-দৃষ্টিতেও যাহা বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, এবং সেই প্রতীতি অনুসারে কায়িক ও বাচনিক ব্যাপার দ্বারা যাহা সত্য বা যথাযথরূপে সম্পাদন করা হয়, এই উভয় প্রকারে ঋত ও সত্য শব্দ ভিন্নার্থক হইয়াছে।

(৩) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে যেরূপ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থমধ্যে 'অনুবাক' নামটী পরিচ্ছেদ-স্থলবর্ত্তী অংশবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ

আভাষভাষ্যম্। অর্থজ্ঞানপ্রধানত্বাদুপনিষদঃ গ্রন্থপাঠে যত্নোপরমো মা ভূদিতি শীক্ষাধ্যায় আরভ্যতে—

আভাষভাষ্যানুবাদ। অর্থ-বোধই উপনিষদের প্রধান বিষয়; এই কারণে উপনিষৎ-গ্রন্থপাঠে কাহারো অযত্ন আসিতে পারে; তাহা যাহাতে না আসে, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শীক্ষাধ্যায় আরব্ধ হইতেছে (১)—

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ ২ [শীক্ষাং পঞ্চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। উপনিষদামর্থবোধপ্রধানত্বেঽপি তৎপাঠে স্বরাদিপরিজ্ঞানাপেক্ষাপ্যস্তীতি জ্ঞাপয়িতুমাহ—"শীক্ষাম্" ইত্যাদি। শীক্ষাং (শিক্ষ্যতে বর্ণাদ্যুচ্চারণং যয়া, সা শিক্ষা, তাম্ অথবা শিক্ষ্যন্তে ইতি বর্ণাদয় এব শিক্ষা, শিক্ষৈব শীক্ষা; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তাং) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যক্তং কথয়িষ্যামঃ)। [তত্র শিক্ষণীয়াঃ অর্থা উচ্যন্তে—] বর্ণঃ (অকারাদিঃ), স্বরঃ (উদাত্তাদিঃ), মাত্রা (হ্রস্বদীর্ঘাদিঃ), বলং (শব্দোচ্চারণে প্রাণপ্রযত্নবিশেষঃ), সাম (সমতা, তুল্যরূপেণোচ্চারণম্); সন্তানঃ (সন্ততিঃ নিরন্তরক্রমং পদং বাক্যং বা); ইতি ('ইতি' শব্দঃ শিক্ষাসমাপ্তৌ)। শীক্ষাধ্যায়ঃ (শীক্ষা অধীয়তে অনেন ইতি শীক্ষাধ্যায়ঃ) উক্তঃ (কথিত ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদের যে ছয়টী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, 'শিক্ষা' তাহাদের অন্যতম। শিক্ষা-গ্রন্থে বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী ও স্বর-মাত্রাদির ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। এখানে 'শীক্ষা' শব্দ দ্বারা সেই শিক্ষা-শাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থারই সূচনা করা হইতেছে। অতএব এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে মূল শিক্ষাগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বৈদিক মন্ত্রাদিতে অনেকপ্রকার স্বর প্রযোজ্য হইয়া থাকে; তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। তন্মধ্যে উচ্চৈঃস্বর উদাত্ত, মৃদু স্বর অনুদাত্ত, এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বর 'স্বরিত' নামে প্রসিদ্ধ। মাত্রা সম্বন্ধে উপদেশ এই যে, "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলানুবাদ। অতঃপর শীক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব। [শীক্ষা ও শিক্ষা একই অর্থ। শীক্ষা অর্থ—যাহা দ্বারা বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী শিক্ষা করা হয়, অথবা শিক্ষণীয় বর্ণসমূহই শিক্ষা।] বর্ণ অর্থ—অকারাদি অক্ষর-সমূহ ; স্বর অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভৃতি ; মাত্রা অর্থ—হ্রস্বদীর্ঘ প্রভৃতি ; বল অর্থ—শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন বা চেষ্টা ; সাম অর্থ—সমতা অর্থাৎ একই নিয়মে উচ্চারণ ; সন্তান অর্থ—সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য ; এই কয়টী বিষয়ই প্রধানতঃ শিক্ষণীয় ॥ ১ ॥ ২ ॥

শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকের অনুবাদ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। শিক্ষা শিক্ষ্যতেঽনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণলক্ষণম্; শিক্ষ্যন্ত ইতি বা শিক্ষা বর্ণাদয়ঃ। শিক্ষৈব শীক্ষা ; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তাং শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ বি স্পষ্টম্ আ সমন্তাৎ প্রকথয়িষ্যামঃ। চক্ষিঙঃ খ্যাঞাদিষ্টস্য ব্যাঙ্পূর্ব্বস্য ব্যক্তবাক্-কর্ম্মণ এতদ্রূপম্। তত্র বর্ণঃ অকারাদিঃ। স্বরঃ উদাত্তাদিঃ। মাত্রা হ্রস্বাদ্যাঃ। বলং প্রযত্নবিশেষঃ। সাম বর্ণানাং মধ্যম-বৃত্ত্যোচ্চারণং সমতা। সন্তানঃ সন্ততিঃ, সংহিতেত্যর্থঃ। এবং শিক্ষিত-ব্যোঽর্থঃ শিক্ষা যস্মিন্নধ্যায়ে, সোঽয়ং শীক্ষাধ্যায় ইতি এবম্ উক্তঃ উদিতঃ। উক্ত ইত্যুপসংহারার্থঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। শীক্ষা অর্থ—যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয় ; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণসমূহই শিক্ষা। শিক্ষা ও শীক্ষা একই অর্থ ; ছন্দোঽনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে (১)। সেই শীক্ষার ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ

প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥" অর্থাৎ হ্রস্ব স্বর এক মাত্রা, দীর্ঘ স্বর দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর ত্রিমাত্রা, আর ব্যঞ্জন বর্ণ অর্দ্ধ মাত্রা বলিয়া গণ্য। দূরবর্ত্তী লোককে আহ্বান করিতে, গান করিতে এবং রোদন করিতে সাধারণতঃ প্লুত স্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যের ছান্দস কথাটীর দুই অর্থ—(১) বৈদিক নিয়ম ; (২) হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রার নিয়ম। তন্মধ্যে বৈদিক ব্যাকরণানুসারে অনেক স্থলে লৌকিক ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার পার্থক্য ঘটে ; ইহা সকলেই জানেন। ইহা ছাড়া বেদে স্বরাদির নিয়ামক বিভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পষ্টরূপে সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করিব। "ব্যাখ্যাস্যামঃ" পদটী বি + আঙ্-পূর্ব্বক চক্ষিঙ্ ধাতুর স্থানে খ্যাঞ্ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং উহার অর্থ—ব্যক্ত রূপে শব্দোচ্চারণ। [শিক্ষণীয় বিষয় এই কয়টী—] (১) অকার প্রভৃতি বর্ণ (অক্ষর); (২) উদাত্তাদি—স্বর; (৩) হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা; (৪) শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্নরূপ—বল; (৫) সাম—সমতা—অর্থাৎ নাতি দ্রুত ও নাতি মৃদুভাবে উচ্চারণ; (৬) এবং সন্তান—সন্ততি অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমে সন্নিবিষ্ট পদ বা বাক্য; এইজাতীয় বিষয়গুলিই শিক্ষণীয় (*)। যে অধ্যায়ে শীক্ষার কথা আছে, তাহা শীক্ষাধ্যায়। এই প্রকারে এইখানে শীক্ষাধ্যায় কথিত হইল। পরশ্রুতিতে প্রয়োজন-জ্ঞাপনার্থ এখানে এ কথার উপসংহার করা হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

ছন্দও বিদ্যমান রহিয়াছে। ছন্দেতে হ্রস্বদীর্ঘ ও প্লুতাদি মাত্রাগুলি বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত। সেই ছন্দোরক্ষার জন্য আবশ্যক মতে এক-মাত্রাকে দ্বিমাত্রা অর্থাৎ হ্রস্ব স্বরকেও দীর্ঘ স্বর করিয়া লইতে হয়; সুতরাং দ্বিতীয় অর্থ টীও এখানে সুসঙ্গত হইতেছে॥

(*) তাৎপর্য্য—যদিও ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষদের অর্থই প্রধান, এবং শব্দাংশ অপ্রধান হউক, তথাপি শব্দোচ্চারণে বিশেষ সাবধান হওয়া পাঠকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; কারণ, মান্ত্রিক নিয়ম এখানেও প্রতিপালনীয়। ঋষিগণ বলিয়াছেন—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমেতি। স বাগ্ বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥" অর্থাৎ মন্ত্র যদি উদাত্তাদি স্বরহীন হয়, উষ্ম-কণ্ঠ্যাদি বর্ণহীন ও অযথা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র কখনই উপযুক্ত ফল প্রদান করে না। ইহার উদাহরণ—'ইন্দ্রশত্রু' শব্দ। এই শব্দটী স্বরহীন হওয়ায় কর্ম্মের অভিপ্রেত ফল ত হইলই না, বরং সেই শব্দই বজ্রের ন্যায় যজমান অসুরগণের অনিষ্ট-সাধন করিল। অতএব উপনিষদ্পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ, উষ্মাদি বর্ণভেদ প্রভৃতি যাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়োঽনুবাকঃ

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃ সন্ধানম্ ইত্যধিলোকম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং সংহিতোপনিষদঙ্গং গুরুশিষ্যয়োঃ সাধারণং মঙ্গলং প্রার্থ্যতে—"সহ নৌ" ইত্যাদিনা। নৌ (আবয়োঃ গুরু-শিষ্যয়োঃ) সহ (তুল্যং) যশঃ (অধ্যয়নাধ্যাপনাজনিতা কীর্ত্তিঃ) [ভূয়াৎ]; নৌ (আবয়োঃ) সহ (তুল্যং) ব্রহ্মবর্চ্চসম্ (ব্রহ্মণ্যতেজঃ) [ভূয়াৎ]।

অথ (শিক্ষাধ্যায়কথনানন্তরম্), অতঃ (যতঃ গ্রন্থাধ্যয়নসংস্কৃতা বুদ্ধিঃ সহসা পরমার্থবিষয়ে নাবতারয়িতুং শক্যতে, অতঃ কারণাৎ) অধিলোকং (লোকেষু অধি), তথা অধিজ্যোতিষং (জ্যোতিরধিকৃত্য প্রবৃত্তং), অধিবিদ্যং (বিদ্যাম্ অধিকৃত্য), অধিপ্রজম্ (প্রজাং পুত্রাদিকম্ অধিকৃত্য), অধ্যাত্মং (আত্মানং শরীরম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং), এবং পঞ্চসু অধিকরণেষু বিষয়ে সংহিতায়াঃ উপনিষদং (সংহিতাবিষয়কং দর্শনং) ব্যাখ্যাস্যামঃ। তাঃ (এতাঃ পঞ্চবিষয়াঃ উপনিষদঃ) [লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ] মহাসংহিতাঃ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি, বেদজ্ঞাঃ)। অথ (অনন্তরং) অধিলোকং (লোকরিষয়কং দর্শনম্) [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। তত্র পৃথিবী পূর্ব্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেঽক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টিঃ করণীয়া); দ্যৌঃ (অন্তরিক্ষলোকঃ) উত্তররূপং (সংহিতোত্তরাক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা); আকাশঃ সন্ধিঃ (সংহিতায়া মধ্যমেঽক্ষরে আকাশদৃষ্টিঃ করণীয়া); বায়ুঃ (জগৎপ্রাণঃ) সন্ধানং সন্ধীয়তে পূর্ব্বোত্তররূপে অনেনেতি সন্ধানং সম্বন্ধঃ, পূর্ব্বোত্তরয়োর্বর্ণয়োঃ সম্বন্ধে বায়ুদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা), ইতি (এবংপ্রকারং) অধিলোকং (লোকমধিকৃত্য দর্শনমুপদিষ্টমিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলানুবাদ। [এখন সংহিতোপনিষদের অঙ্গীভূত গুরু-শিষ্য—উভয়সাধারণ মঙ্গল প্রার্থিত হইতেছে]। আমাদের উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের যশঃ—গুরুর অধ্যাপনাজনিত কীর্ত্তি, আর আমার অধ্যয়নজনিত কীর্ত্তি তুল্যরূপ হউক, এবং আমাদের উভয়ের ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যতেজও তুল্যরূপে প্রতিভাত হউক।

[যেহেতু কেবল অধ্যয়ন দ্বারা পরিমার্জ্জিত-বুদ্ধি লোকও পরমার্থ-তত্ত্ব সহজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না,] সেইহেতু অতঃপর পৃথিব্যাদি লোক, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ, আচার্য্য প্রভৃতি বিদ্যা, মাতা প্রভৃতি প্রজা ও হনু প্রভৃতি দেহাবয়ব, এই পাঁচটী বিষয়ে সংহিতাসম্বন্ধীয় উপনিষদ্ (দর্শন বা উপাসনা) বর্ণনা করিব। এই পাঁচটী বিষয়ে সম্মিলিত সংহিতাকে 'মহাসংহিতা' বলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অগ্রে লোকাধিকারে উপনিষদ্ বলা হইতেছে। 'সংহিতা'র প্রথমাক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে আকাশ-দৃষ্টি এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধেতে বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে। এইপ্রকার উপাসনা লোকাধিকারে বিহিত—অধিলোক॥ ১॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা সংহিতোপনিষদুচ্যতে। তত্র সংহিতা-দ্যুপনিষৎপরিজ্ঞাননিমিত্তং যদ্ যশঃ প্রাপ্যতে, তৎ নৌ আবয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োঃ সহৈব অস্তু। তন্নিমিত্তঞ্চ যদ্ ব্রহ্মবর্চসং তেজঃ, তচ্চ সহৈবাস্তু, ইতি শিষ্য-বচনমাশীঃ। শিষ্যস্য হি অকৃতার্থত্বাৎ প্রার্থনোপপদ্যতে, নাচার্য্যস্য, কৃতার্থত্বাৎ; কৃতার্থো হি আচার্য্যো নাম ভবতি। ১

অথ—অনন্তরম্—অধ্যয়নলক্ষণবিধানস্য পূর্ব্ববৃত্তস্য, অতঃ—যতোঽত্যর্থং গ্রন্থ-ভাবিতা বুদ্ধির্ন শক্যতে সহসার্থজ্ঞানবিষয়েঽবতারয়িতুমিত্যতঃ, সংহিতায়া উপনিষদ্ সংহিতাবিষয়ং দর্শনমিত্যেতৎ। গ্রন্থসন্নিকৃষ্টামেব ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চসু অধিকরণেষু আশ্রয়েষু জ্ঞানবিষয়েষ্বিত্যর্থঃ। কানি তানীত্যাহ—অধিলোকং—লোকেষধি যৎ দর্শনম্, তদধিলোকম্; তথা অধিজ্যোতিষম্; অধিবিদ্যম্, অধিপ্রজম্, অধ্যাত্মমিতি। তা এতাঃ পঞ্চবিষয়া উপনিষদঃ লোকাদিমহাবস্তু-বিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ মহত্যশ্চ তাঃ সংহিতাশ্চ—মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে কথয়ন্তি বেদবিদঃ। অথ তাসাং যথোপন্যস্তানাং মধ্যে অধিলোকং দর্শন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুচ্যতে। দর্শনক্রমবিবক্ষার্থোঽথশব্দঃ সর্ব্বত্র। পৃথিবী পূর্ব্বরূপং—পূর্ব্বো বর্ণঃ পূর্ব্বরূপম্; সংহিতায়াঃ পূর্ব্বে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যুক্তং ভবতি। তথা দ্যৌঃ উত্তররূপম্। আকাশঃ অন্তরীক্ষলোকঃ, সন্ধিঃ মধ্যং পূর্ব্বোত্তরয়োঃ—সন্ধীয়েতেঽস্মিন্ পূর্ব্বোত্তররূপে ইতি। বায়ুঃ সন্ধানম্। সন্ধীয়তেঽনেনেতি সন্ধানমিত্যধিলোকং দর্শনমুক্তম্। অথাধিজ্যোতিষমিত্যাদি সমানম্ ॥ ১-৫ ॥ ৩-৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অথ-শব্দের অর্থ—অনন্তর—অধ্যয়নবিধির পর; যেহেতু অত্যধিকরূপে গ্রন্থাধ্যয়ন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন বুদ্ধিকেও অর্থাবগতিবিষয়ে সহজে পরিচালিত করিতে পারা যায় না, সেইহেতু সংহিতাবিষয়ক উপনিষদ্ অর্থাৎ উপস্থিত তৈত্তিরীয় 'সংহিতা' শব্দ অবলম্বনপূর্ব্বক উপাসনাত্মক দর্শন বর্ণনা করিব। সেই এই উপাসনা পাঁচটী অধিকরণে অর্থাৎ পাঁচপ্রকার জ্ঞেয় বিষয়ে [নিবদ্ধ]। সেই পাঁচটী বিষয় কি কি, তাহা বলিতেছেন—প্রথম অধিলোক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোকাধিকারে যে দর্শন (উপাসনা), তাহাই অধিলোক। সেইরূপ অধিজ্যোতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম [উপাসনা বলা হইবে]। সেই এই লোকাদি পঞ্চবিষয়ক উপনিষদ্ই লোক প্রভৃতি মহৎ বস্তু ও সংহিতা বিষয়ে সন্নিবদ্ধ; এই কারণে 'মহতী অথচ সংহিতা' এইরূপ যোগার্থানুসারে ইহাকে বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ 'মহাসংহিতা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

উক্ত উপনিষদ্সমূহের মধ্যে এখন অধিলোক-দর্শনের কথা বলা হইতেছে। দর্শনের (উপাসনার) ক্রম বুঝাইবার জন্য শ্রুতির সর্ব্বত্র 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, নির্দ্দেশের ক্রমানুসারে পর পর উপাসনা করিতে হইবে। পৃথিবী হইতেছে পূর্ব্বরূপ—প্রথম বর্ণ, অর্থাৎ 'সংহিতা' শব্দের প্রথম অক্ষরকে পৃথিবী-লোক বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। সেইরূপ আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ-লোক হইতেছে সংহিতার উত্তররূপ, শেষ অক্ষর, অর্থাৎ সংহিতার শেষ অক্ষরে অন্তরীক্ষ-লোক দৃষ্টি করিতে হইবে। আকাশ হইতেছে সন্ধি অর্থাৎ পূর্ব্ব ও উত্তর রূপ-দুইটী যে স্থানে সম্মিলিত হয়, সেই মধ্যভাগ। বায়ু হইতেছে সন্ধান; যাহা দ্বারা উভয় বস্তু সংযোজিত হয়, তাহার নাম সন্ধান। এই প্রকারে অধিলোক-দর্শন উক্ত হইল। অতঃপর অধিজ্যোতিষ প্রভৃতি দর্শনের কথা বলা হইবে। সে সমুদয়ের ব্যাখ্যাও এতদনুরূপ ॥ ১—৫ ॥ ৩—৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তর-রূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্, ইত্যধি-জ্যোতিষম্॥ ২॥ ৪

সরলার্থঃ ঃ অতঃপরম্ অধিজ্যোতিষং [দর্শনমুচ্যতে]—অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেঽক্ষরে অগ্নিদৃষ্টিঃ করণীয়া); আদিত্যঃ উত্তররূপম্; আপঃ (জলং) সন্ধিঃ; বৈদ্যুতঃ (বিদ্যুদেব বৈদ্যুতঃ) সন্ধানম্, [ইত্যন্তং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ]। ইতি অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতিরধিকৃত্য প্রবৃত্ত-মুপাসনম্) ১॥ ২॥ ৪॥

মূলানুবাদ ঃ অনন্তর অধিজ্যোতিষ উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথম অক্ষরে অগ্নিদৃষ্টি, শেষাক্ষরে আদিত্যদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে অপ্‌দৃষ্টি, আর উক্ত অক্ষরদ্বয়ের সংযোগে বিদ্যুৎ-দৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা অধিজ্যোতিষ দর্শন কথিত হইল॥ ২॥ ৪॥

অথাধিবিদ্যম্। আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ; প্রবচনꣳসন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্॥ ৩॥ ৫

সরলার্থঃ ঃ অথ (অনন্তরং) অধিবিদ্যং [দর্শনম্ উচ্যতে]। [অত্র আচার্য্যঃ (গুরুঃ) পূর্ব্বরূপং, অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তররূপং, বিদ্যা (আচার্য্যেণ কথ্যমানা) সন্ধিঃ (মধ্যম্); প্রবচনং (গুরুশিষ্যয়োঃ প্রকর্ষেণ বিদ্যায়া উচ্চারণম্) সন্ধানম্—ইতি অধিবিদ্যম্ [উপাসনম্]॥ ৩॥ ৫॥

মূলানুবাদ ঃ অনন্তর বিদ্যাবিষয়ে উপাসনা (দর্শন) কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথম অক্ষরে আচার্য্য-দৃষ্টি করিতে হইবে। আচার্য্য অর্থ (উপদেষ্টা গুরু)। উত্তরাক্ষরে শিষ্যদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে বিদ্যাদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে প্রবচন-দৃষ্টি করিতে হইবে। [প্রবচন অর্থ—গুরু ও শিষ্য কর্ত্তৃক বিদ্যার উচ্চারণ]। ইহাই অধিবিদ্য দর্শন॥ ৩॥ ৫॥

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্ব্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননꣳ সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্॥ ৪॥ ৬॥

সরলার্থঃ ঃ অথ অধিপ্রজং (প্রজাধিকারে) [উপাসনমুচ্যতে]—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[তত্র] মাতা পূর্ব্বরূপং, পিতা উত্তররূপম্, প্রজা (সন্ততিঃ) সন্ধিঃ, প্রজননং (প্রজোৎপত্তিঃ) সন্ধানম্ ; ইতি অধিপ্রজম্। [সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ] ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ ঃ অতঃপর প্রজা-বিষয়ে উপাসনা কথিত হইতেছে—প্রথম অক্ষরে মাতৃদৃষ্টি , শেষ অক্ষরে পিতৃদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে সন্তানদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে সন্তানোৎপাদন দৃষ্টি করিবে। ইহা অধিপ্রজ দর্শন ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ ঃ অথ অধ্যাত্মম্ (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং) [দর্শনমুচ্যতে]। অধরা হনুঃ (নিম্নোষ্ঠমারভ্য চিবুকপর্য্যন্তং) [সংহিতায়াঃ] পূর্ব্বরূপম্, উত্তরা হনুঃ (উর্দ্ধোষ্ঠমারভ্য নাসামূলপর্য্যন্তং) উত্তররূপম্ ; বাক্ (তালুপ্রভৃতি শব্দোচ্চারণস্থানং) সন্ধিঃ ; জিহ্বা সন্ধানম্। ইতি অধ্যাত্মম্ [দর্শনম্। ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ৫॥ ৭॥

মূলানুবাদ ঃ অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাধিকারে উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথমাক্ষরে নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অবয়ব-দৃষ্টি, উত্তরাক্ষরে উর্দ্ধ ওষ্ঠ হইতে নাসিকার মূল পর্য্যন্ত স্থান-দৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে বাক্ অর্থাৎ শব্দোচ্চারণক্ষম তালু আদি দেহাংশ দৃষ্টি এবং ইহাদের সংযোগে জিহ্বা-দৃষ্টি করিবে। ইহা অধ্যাত্ম-দর্শন ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্বহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গেণ লোকেন ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

[সন্ধিরাচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ঃ ইতি (উক্তাঃ) ইমাঃ (সমুচ্চিতাঃ পঞ্চ উপনিষদঃ) মহাসংহিতাঃ [উচ্যন্তে]। যঃ (যঃ কশ্চিদধিকারী) এবং ব্যাখ্যাতাঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বর্ণিতাঃ) মহাসংহিতাঃ বেদ (জানাতি) ; [সঃ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন, অন্নাদ্যেন (ভক্ষণীয়েন অন্নেন) সুবর্গেণ (স্বর্গেণ) লোকেন (কর্ম্মফলেন) চ সন্ধীয়তে (সংযুজ্যতে) ইত্যর্থঃ ॥৬॥৮॥

মূলানুবাদ। উক্ত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনা সমষ্টিরূপে মহাসংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে কোন অধিকারী পুরুষ যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনাত্মক মহাসংহিতা অবগত হন, তিনি প্রজা, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস, অন্ন ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত হন, অর্থাৎ তিনি পুত্রাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৬॥৮॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতীমাঃ ইতি উক্তা উপপ্রদর্শ্যন্তে। যঃ কশ্চিদেবম্ এতা মহাসংহিতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ বেদ উপাস্তে। বেদেত্যুপাসনং স্যাৎ, বিজ্ঞানাধিকারাৎ, ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্বেতি চ বচনাৎ। উপাসনঞ্চ যথাশাস্ত্রং তুল্যপ্রত্যয়সন্ততিরসঙ্কীর্ণা চ অতৎপ্রত্যয়ৈঃ, শাস্ত্রোক্তালম্বনবিষয়া চ। প্রসিদ্ধশ্চোপাসনশব্দার্থো লোকে—'গুরুমুপাস্তে' 'রাজানমুপাস্তে' ইতি। যো হি গুর্ব্বাদীন্ সন্ততমুপচরতি, স উপাস্ত ইত্যুচ্যতে। স চ ফলমাপ্নোত্যুপাসনস্য, অতোঽত্রাপি য এবং বেদ, সন্ধীয়তে প্রজাদিভিঃ স্বর্গান্তৈঃ ; প্রজাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'ইতীমাঃ' কথায় এই প্রকারে উক্ত পঞ্চবিধ উপনিষদ্ বা মহাসংহিতা উল্লিখিত হইয়াছে। যে কোন লোক, যথোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার মহাসংহিতা জানে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপাসনা করে। এখানে 'বেদ' (জানে) কথার অর্থ উপাসনা করে ; কারণ, ইহা বিজ্ঞানেরই (উপাসনারই) প্রকরণ, এবং 'হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এই প্রকার উপাসনা কর' এই বাক্যেও সাক্ষাৎ উপাসনারই উক্তি রহিয়াছে। উপাসনা অর্থ—ভিন্নজাতীয় চিন্তার সহিত অমিশ্রিতভাবে প্রবৃত্ত একজাতীয় চিন্তাপ্রবাহ, অর্থাৎ একই বিষয় অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা-ধারা, এবং তন্মধ্যে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা না থাকা। অথচ এইপ্রকার চিন্তাটীও শাস্ত্রবিহিত কোন আলম্বন অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। লোক-ব্যবহারেও 'গুরুর উপাসনা করে' ও 'রাজার উপাসনা করে' ইত্যাদি প্রয়োগ প্রসিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে; যে লোক নিরন্তর গুরু প্রভৃতির পরিচর্য্যা করে, তাহাকেই 'উপাস্তে' (উপাসনা করে) বলা হইয়া থাকে। [যে ব্যক্তি ঐরূপে পরিচর্য্যা করে,] সেই ব্যক্তিই উপাসনার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য এখানেও বলা হইয়াছে যে, যে লোক এই প্রকারে জানে, সে লোক প্রজাপ্রভৃতি স্বর্গান্ত ফলের সহিত সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রজাদি ফল লাভ করিয়া থাকে ॥৩৷৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়
অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽনুবাকঃ।

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১ ॥৯ ॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ।

সরলার্থঃ। ইদানীং ব্রহ্মবোধোপযোগি-শ্রী-মেধাবৃদ্ধয়ে জপ্যান্ মন্ত্রানাহ—'যঃ' ইত্যাদিভিঃ। যঃ (ওঁকারঃ) ছন্দসাং (বেদানাং গায়ত্র্যাদীনাং বা মধ্যে) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, সারভূতত্বাৎ), বিশ্বরূপঃ (সর্ব্বরূপঃ, সর্ব্ববাগ্ব্যাপকত্বাৎ), অমৃতাৎ (অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভ্যঃ বেদেভ্যঃ) অধিসম্বভূব (অধিকত্বেন প্রাদুরভূৎ)। সঃ (ওঁকাররূপঃ) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ) মেধয়া (প্রজ্ঞয়া) মা (মাম্) স্পৃণোতু (সবলং করোতু)। হে দেব, অমৃতস্য (অমৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য) ধারণঃ (ধারয়িতা আধারঃ) ভূয়াসং (ভবেয়ং) [অহমিতি শেষঃ]। মে (মম) শরীরং বিচর্ষণং (বিচক্ষণং জ্ঞানলাভযোগ্যং) [ভূয়াৎ ইতি শেষঃ]। মে জিহ্বা মধুমত্তমা (মধুরভাষিণী) [ভূয়াৎ]। কর্ণাভ্যাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূরি (বহু) বিশ্রুবং (ব্যশৃণবং শৃণুয়াম্)। [হে ওঁকার, ত্বং] মেধয়া (লৌকিকপ্রজ্ঞয়া) পিহিতঃ (আবৃতঃ) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মনঃ) কোশঃ (উপলব্ধি-স্থানং) অসি (ভবসি)। মে (মম) শ্রুতং (শ্রুতার্থ-বিজ্ঞানং) গোপায় (রক্ষ) [ত্বম্] ॥১॥৭॥

মূলানুবাদ ঃ যিনি সর্ব্ববেদের প্রধান ও বিশ্বরূপ অর্থাৎ যাহা সমস্ত শব্দেতে ব্যাপ্ত, এবং মুক্তিসাধন বেদ হইতে প্রাদুর্ভূত, ইন্দ্র (সর্ব্বকামপ্রদ) সেই ওঁকার আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন। দে দেব (প্রকাশময়), আমি যেন অমৃতের আধার হই; অর্থাৎ আমি যেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। আমার শরীর [বিদ্যা গ্রহণের] উপযুক্ত হউক; জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক; এবং আমার কর্ণদ্বয় যেন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যাশ্রবণে সহায় হয়। তুমি সাধারণ লোক-বুদ্ধি দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মকোশস্বরূপ অর্থাৎ তুমিই যে, ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান—প্রতীকস্বরূপ, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা জানিতে পারা যায় না। তুমি আমার অধীত বিদ্যা সংরক্ষণ কর ॥১॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ যশ্ছন্দসামিতি মেধাকামস্য শ্রীকামস্য চ তৎ-প্রাপ্তিসাধনং জপহোমাবুচ্যেতে, 'স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু' 'ততো মে শ্রিয়-মাবহ' ইতি চ লিঙ্গদর্শনাৎ। যঃ ছন্দসাং বেদানাং ঋষভ ইব ঋষভঃ, প্রাধান্যাৎ; বিশ্বরূপঃ সর্ব্বরূপঃ, সর্ব্ববাগ্ব্যাপ্তেঃ, "তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণানি, এবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণা; ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। অতএব ঋষভত্বমোঙ্কারস্য। ওঁকারো হ্যত্রোপাস্যঃ, ইতি ঋষভাদিশব্দৈঃ স্তুতি-র্ন্যায্যৈব ওঁকারস্য। ছন্দোভ্যঃ বেদেভ্যঃ, বেদা হ্যমৃতম্; তস্মাদমৃতাৎ অধিসম্ব-ভূব, লোক-দেব-বেদ-ব্যাহৃতিভ্যঃ সারিষ্ঠং জিঘৃক্ষোঃ প্রজাপতেস্তপস্যতঃ ওঁকারঃ সারিষ্ঠত্বেন প্রত্যভাদিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্যোঙ্কারস্য অঞ্জসৈবোৎপত্তিরব-কল্পতে।

সঃ এবম্ভূতঃ ওঁকারঃ ইন্দ্রঃ সর্ব্বকামেশঃ পরমেশ্বরঃ মা মাং মেধয়া প্রজ্ঞয়া স্পৃণোতু প্রীণয়তু বলয়তু বা; প্রজ্ঞা-বলং হি প্রার্থ্যতে। অমৃতস্যামৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য, তদধিকারাৎ; হে দেব, ধারণঃ ধারয়িতা ভূয়াসং ভবেয়ম্। কিঞ্চ, শরীরং মে মম বিচর্ষণং বিচক্ষণং যোগ্যমিত্যেতৎ, ভূয়াদিতি প্রথমপুরুষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণামঃ। জিহ্বা মে মম মধুমত্তমা মধুমতী অতিশয়েন মধুরভাষিণীত্যর্থঃ। কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং ভূরি বহু বিশ্রুবং ব্যশ্রবং শ্রোতা ভূয়াসমিত্যর্থঃ। আত্মজ্ঞানযোগ্যঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোঽস্ত্বিতি বাক্যার্থঃ। মেধা চ তদর্থমেব হি প্রার্থ্যতে—ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কোশঃ অসি অসেরিব; উপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বাৎ। ত্বং হি ব্রহ্মণঃ প্রতীকম্, ত্বয়ি ব্রহ্মোপলভ্যতে। মেধয়া লৌকিকপ্রজ্ঞয়া পিহিতঃ আচ্ছাদিতঃ, স ত্বং সামান্যপ্রজ্ঞৈরবিদিততত্ত্ব ইত্যর্থঃ। শ্রুতং শ্রবণপূর্ব্বকমাত্মজ্ঞানাদিকং বিজ্ঞানং মে গোপায় রক্ষ; তৎপ্রাপ্ত্যবিস্মরণাদিকং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। জপার্থা এতে মন্ত্রা মেধাকামস্য ॥ ১ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ ঃ যাহারা মেধা ও শ্রীকামী, তাহাদের সেই মেধা ও শ্রী প্রাপ্তির হেতুভূত জপ ও হোম 'যঃ ছন্দসাম্' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইতেছে; কেননা, 'সেই ইন্দ্র আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন' এই বাক্যে মেধাপ্রাপ্তির প্রার্থনা, এবং 'সেই হেতু আমার শ্রী আনয়ন করুন' এই বাক্যে শ্রী-লাভের কামনা দৃষ্ট হইতেছে।

যিনি ছন্দঃসমূহের (বেদসমূহের) ঋষভ (বৃষ) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ঋষভের তুল্য। বিশ্বরূপ—সমস্ত বাক্যে পরিব্যাপ্ত থাকায় সর্ব্বাক্ষর-স্বরূপ; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'শঙ্কু (শলাকা) দ্বারা যেরূপ সমস্ত পত্র বিদ্ধ বা গ্রথিত হয়, তদ্রূপ ওঁকার দ্বারাও সমস্ত বাক্ (বর্ণ) ব্যাপ্ত আছে; 'এই সমস্তই ওঁকার-স্বরূপ।' এই কারণে ওঁকারই উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ঋষভ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহার স্তুতি করা সমীচীনই হইয়াছে। ছন্দঃ অর্থ বেদ; বেদই অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায়; সেই অমৃত বেদ হইতে—ত্রিলোক, দেবতা, চতুর্ব্বেদ ও সপ্তব্যাহৃতি হইতে সার সংগ্রহের ইচ্ছায় তপোনিষ্ঠ প্রজাপতির নিকট সারবস্তুরূপে ওঁকার প্রতিভাত হইয়াছিল। [এখানে 'সংবভূব' অর্থ উৎপত্তি নহে]; কারণ, নিত্য ওঁকারের মুখ্য উৎপত্তি সম্ভব হয় না।

ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ইন্দ্র—পরমেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত কাম্যফলের অধীশ্বর সেই ওঁকার আমাকে মেধাদ্বারা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা প্রীত করুক, অথবা বলশালী করুক; এখানে প্রজ্ঞা-বল প্রার্থিত হইতেছে। হে দেব, আমি যেন অমৃতের ধারণ-সমর্থ হইতে পারি। এখানে 'অমৃত' অর্থ অমৃতত্বের হেতু—ব্রহ্মজ্ঞান; কেননা, এটা ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রসঙ্গ বা প্রস্তাব। অপিচ, আমার শরীর বিচর্ষণ—বিচক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-অর্জ্জনে সমর্থ হউক; আমার জিহ্বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুবিশিষ্ট অর্থাৎ মধুরভাষিণী হউক; কর্ণদ্বারা প্রচুর পরিমাণে যেন শ্রবণ করি অর্থাৎ আমি যেন উত্তম বেদ-শ্রোতা হই। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হউক। অসির (খড়্গ বা তরবালের) কোশ যেমন [অসির স্থান,] তেমনি তুমিও পরমাত্মার উপলব্ধি-স্থান; এই কারণে তুমিই পরমাত্মার কোশ-স্বরূপ, অর্থাৎ তুমিই (প্রণবই) ব্রহ্মের প্রতীক; তোমাতেই সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই এখানে মেধা-লাভের প্রার্থনা। তুমি মেধা দ্বারা—সাধারণ লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আবৃত; অর্থাৎ তুমি এবংবিধ মহিমসম্পন্ন হইলেও, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তোমার সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তুমি আমার শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণপূর্ব্বক লব্ধ আত্মজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানকে গোপন কর—রক্ষা কর, অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবার বিপক্ষ বিস্মৃতি-দোষ নিবারণ কর। মেধাকামী পুরুষের পক্ষে এই মন্ত্রগুলি জপ্য ॥১॥৯॥

আবহন্তী বিতন্বানা কুর্ব্বাণা চীরমাত্মনঃ।
বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্ব্বদা।
ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা ॥ ২ ॥ ১০॥

সরলার্থঃ। [এবং মেধাবিষয়ে জপ্যমন্ত্রানুক্ত্বা সম্প্রতি শ্রীকামস্য হোমার্থং শ্রীকরান্ মন্ত্রানাহ—আবহন্তীত্যাদীন্। হে ওঁকার,] আত্মনঃ (শ্রীকামস্য) মম চীরং (অচিরং) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) গাবঃ (গাঃ) চ, অন্ন-পানে চ (অন্নং চ পানং চ) সর্ব্বদা আবহন্তী (সমন্তাৎ প্রাপয়ন্তী), বিতন্বানা (বিবিধং বিস্তারয়ন্তী) কুর্ব্বাণা (সম্পাদয়ন্তী), [যা শ্রীঃ, তাং] লোমশাং (অজমেষাদিলোমযুক্তাং) পশুভিঃ (অন্যৈশ্চ অশ্বাদিভিঃ) সহ (সহিতাং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) ততঃ (মেধাসম্পাদনানন্তরং) মে (মম সম্বন্ধে) আবহ (আনয় প্রাপয়েত্যর্থঃ)। স্বাহা (স্বাহা-শব্দো হোমার্থ-মন্ত্রসমাপ্তিসূচনার্থঃ; যদ্বা, মদীয়া বাক্ 'শ্রিয়মাবহ' ইতি সু আহ=স্বাহা ইতি নিপাতনাৎ সাধুরিতি কেচিৎ) ॥২। ১০॥

মূলানুবাদ। হে ওঁকার, যে শ্রী আমার সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র, গো, অন্ন ও পানীয় বস্তু আনয়ন করে, বর্দ্ধিত করে, এবং অবিলম্বে সম্পাদন করে, সাধারণ পশু ও লোমশ পশুগণের সহিত সেই শ্রীকে তুমি আমাদের সম্বন্ধে আনয়ন কর। 'স্বাহা' শব্দটী মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক এবং হবিঃসমর্পণ-জ্ঞাপক ॥ ২ ॥ ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাঙ্করভাষ্যম্ । শ্রীকামস্য হোমার্থা মন্ত্রাস্ত্বধুনা উচ্যন্তে।—আবহন্তী আনয়ন্তী, বিতন্বানা বিস্তারয়ন্তী, তনোতেস্তৎকর্ম্মকত্বাৎ; কুর্ব্বাণা নির্ব্বর্ত্তয়ন্তী, অচীরং ক্ষিপ্রমেব; ছান্দসো দীর্ঘঃ; চিরং বা; কুর্ব্বাণা আত্মনঃ মম। কিমিত্যাহ—বাসাংসি বস্ত্রাণি, মম গাবশ্চ গাশ্চেতি যাবৎ; অন্ন-পানে চ; সর্ব্বদা এবমাদীনি কুর্ব্বাণা শ্রীর্যা, তাং—ততঃ মেধানির্ব্বর্ত্তনাৎ পরম্, আবহ আনয়; অমেধসো হি শ্রীরনর্থায়ৈবেতি। কিংবিশিষ্টাম্? লোমশাং অজাব্যাদিযুক্তাম্, অন্যৈশ্চ পশুভিঃ সহ যুক্তাম্ আবহেতি। অধিকারাদোঙ্কার এবাভিসম্বধ্যতে। স্বাহা, স্বাহাকারো হোমার্থমন্ত্রান্তজ্ঞাপনার্থঃ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ । অতঃপর শ্রীকামী পুরুষের পক্ষে হোমার্থ প্রযোজ্য মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে—আত্মার—আমার সম্বন্ধে; [আমার সম্বন্ধে] কি? তাহা বলিতেছেন—যে শ্রী প্রভূত বাস—বস্ত্রসমূহ, প্রভূত গো এবং সর্ব্বকালিক অন্ন ও পানীয়, ইত্যাদি ভোগ্য বস্তুর আবহনকারিণী—আনয়নকারিণী; বিস্তার-সাধিনী এবং সম্পাদিকা বা সাধিকা; আমার মেধা-সম্পাদনের পর, অচীরে (শীঘ্র) সেই শ্রী আনয়ন কর। নির্ব্বোধের ধনসম্পদ্ অনর্থকরই হইয়া থাকে; [এইজন্য মেধালাভের পর শ্রীলাভের প্রার্থনা]। প্রার্থনীয় শ্রীকে বিশেষিত করিয়া বলিতেছেন যে, লোমশা অর্থাৎ অশ্বমেষাদিযুক্ত এবং অপরাপর পশুগণ-সমন্বিত শ্রীকে আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। প্রস্তাবাধীন ওঁকারই এখানে 'আবহ' ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে অভিহিত হইয়াছে। এইখানেই যে, হোমমন্ত্র সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনার্থ অন্তে 'স্বাহা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥১০॥

আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ । মন্ত্রান্তরাণ্যাহ—'আ মা' ইত্যাদীনি। ব্রহ্মচারিণঃ (অধ্যয়নার্থিনঃ) মা (মাম্) আয়ন্তু (অধ্যয়নার্থমাগচ্ছন্তু) স্বাহা। [চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তিনামধ্যয়নার্থিনামাগমনসূচনার্থং [ব্যায়ন্তু, প্রায়ন্তু, দমায়ন্তু, শমায়ন্তু ইতি চতুর্ধোল্লেখঃ ॥]

মূলানুবাদ । [হে ওঁকার,] ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আগমন করুক। ব্রহ্মচারিগণ চতুর্দ্দিক হইতে আমার নিকট আসুক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অভিপ্রায়জ্ঞাপনার্থ 'বিমায়ন্তু' প্রভৃতি অপর চারিটি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আ মায়ন্ত্বিতি। আয়ন্তু, মামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, ব্রহ্মচারিণঃ। বি মায়ন্তু প্র মায়ন্তু দমায়ন্তু শমায়ন্তু ইত্যাদি। ॥৩॥১১

ভাষ্যানুবাদ। 'আ মায়ন্তু' ইত্যাদি। ব্রহ্মচারিগণ আমাকে প্রাপ্ত হউক। এখানে 'আ' ও 'যন্তু' ব্যবহিত থাকিলেও পরস্পর মিলিত হইয়া 'আয়ন্তু' হইবে। 'বিমায়ন্তু,' 'প্রমায়ন্তু,' দমায়ন্তু,' 'শমায়ন্তু' ইত্যাদিও ঐরূপ ॥৩॥১১॥

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব ॥ ৪ ॥ ১২

[বিতন্বানা শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহৈকং চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [ব্রহ্মচারিণামাগমনপ্রয়োজনমাহ—'যশঃ' ইত্যাদিভিঃ]। জনে (জনসমূহে) যশঃ (যশস্বী) অসানি (ভবানি) [অহং]। তথা শ্রেয়ান্ (প্রশস্যতরঃ) বস্যসঃ (বসুমত্তমঃ অতিশয়েন ধনবান্) [অহম্ অসানি]। হে ভগ (ভগবন্), তং (ব্রহ্মকোশভূতং) ত্বা (ত্বাং) প্রবিশানি (তদাত্মকো ভবানি)। হে ভগ, সঃ (ব্রহ্মকোশভূতঃ) [ত্বং] মা (মাং) প্রবিশ (আবয়োরেকত্বমস্তু ইতি ভাবঃ)। হে ভগ, অহং সহস্রশাখে (বহুভেদে) তস্মিন্ (তথাভূতে ত্বয়ি) নিমৃজে (নিঃশেষেণ পাপকৃত্যাং শোধয়ামি)। আপঃ (জলানি) যথা প্রবতা (নিম্নেন দেশেন) যন্তি (গচ্ছন্তি) যথা চ মাসাঃ অহর্জরম্ (অহোভিঃ লোকান্ জরয়তি—জীর্ণীকরোতি ইতি অহর্জ্জরঃ সংবৎসরঃ, তং যন্তি, হে ধাতঃ, এবং (তথা) ব্রহ্মচারিণঃ মাং আয়ন্তু (প্রাপ্নুবন্তু)। প্রতিবেশঃ (বিশ্রামস্থানং) অসি [ত্বম্]; [অতঃ] মা (মাং) প্রতি প্রভাহি (আত্মানং প্রকাশয়); মা (মাং) প্রতি প্রপদ্যস্ব (সাক্ষাৎকারতঃ মদ্রূপম্ আগচ্ছ ইত্যর্থঃ) [মন্ত্রভাবদ্যোতনার্থং সর্ব্বত্র 'স্বাহা'-শব্দপ্রয়োগঃ ॥৪॥১২॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর হোমের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছেন।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যেন জনসমাজে যশস্বী হই; আমি যেন ধনিসমাজে প্রধানতম হই। হে ভগবন্, আমি যেন ব্রহ্মকোশরূপী তোমাতে প্রবেশ করি। হে ভগবন্, সেই তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্, বহুভেদসম্পন্ন সেই তোমাতে আমি আমার পাপক্রিয়া বিশোধিত করিতেছি। জল যেমন নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাসসমূহ যেমন অহর্জ্জর—সংবৎসরের দিকে গমন করে, হে বিধাতঃ, তেমনি ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার নিকট আসুক। তুমি হইতেছ প্রতিবেশ অর্থাৎ আশ্রিতগণের বিশ্রামনিকেতন; অতএব তুমি [শরণাগত] আমার নিকট প্রতিভাত হও (আত্মপ্রকাশ কর), এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥৪॥১২॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাক-ব্যাখ্যা ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যশোজনে যশস্বিজনেষু অসানি ভবানি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ, বস্যসো বসীয়সো বসুতরাদ্বসুমত্তরাদ্বা ধনবজ্জাতীয়পুরুষাৎ বিশেষবানহং অসানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তং ব্রহ্মণঃ কোশভূতং ত্বা ত্বাং হে ভগ ভগবন্ পূজার্হ, প্রবিশানি—প্রবিশ্য চ অনন্যস্ত্বদাত্মৈব ভবানীত্যর্থঃ। স ত্বমপি মা মাং ভগ ভগবন্, প্রবিশ; আবয়োরেকাত্মত্বমেবাস্তু। তস্মিন্ ত্বয়ি সহস্রশাখে বহুশাখাভেদে, হে ভগবন্, নিমৃজে শোধয়াম্যহং পাপকৃত্যাম্। যথা লোকে আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন যন্তি গচ্ছন্তি, যথা বা মাসা অহর্জরং—সংবৎসরোঽহর্জরঃ—অহোভিঃ পরিবর্ত্তমানো লোকান্ জরয়তীতি; অহানি বা অস্মিন্ জীর্য্যন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যহর্জরঃ; তঞ্চ যথা মাসা যন্তি, এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, হে ধাতঃ সর্ব্বস্য বিধাতঃ, মাম্ আয়ন্তু আগচ্ছন্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বদিগ্‌ভ্যঃ। প্রতিবেশঃ শ্রমাপনয়নস্থানম্ আসন্নং গৃহমিত্যর্থঃ। এবং ত্বং প্রতিবেশ ইব প্রতিবেশঃ—ত্বচ্ছীলিনাং সর্ব্বপাপদুঃখাপনয়নস্থানমসি। অতো মা মাং প্রতি প্রভাহি প্রকাশয়াত্মানম্, প্র মা পদ্যস্ব প্রপদ্যস্ব চ মাম্; রসবিদ্ধমিব লোহং ত্বন্ময়ং ত্বদাত্মানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। শ্রীকামোঽস্মিন্ বিদ্যাপ্রকরণেঽভিধীয়মানো ধনার্থঃ; ধনঞ্চ কর্ম্মার্থম্; কর্ম্ম চোপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থম্; তৎক্ষয়ে হি বিদ্যা প্রকাশতে। তথাচ স্মৃতিঃ—

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি" ইতি ॥৩॥১২॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাক-ভাষ্যম্ ॥৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ। [এখন প্রকারান্তরে প্রার্থনা করা হইতেছে যে,] আমি যেন যশস্বী লোকের মধ্যে থাকি, অর্থাৎ আমি যেন যশস্বী হই; এবং আমি যেন অপর ধনী অপেক্ষা প্রকাণ্ড ধনশালী হই। আরও এক কথা; হে ভগবন্—পূজনীয়, ব্রহ্ম-কোশরূপী তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি; প্রবেশ করিয়া অভিন্ন ভাবে যেন তোমারই স্বারূপ্য লাভ করিতে পারি। হে ভগবন্, তুমিও আমাতে প্রবেশ কর; এইরূপে তোমাতে ও আমাতে একাত্মভাব (অভিন্নভাব) হউক। হে ভগবন্, বহু শাখায় বিভক্ত সেই তোমাতে আমি আমার পাপকর্ম্ম মার্জ্জনা—শোধন করিতেছি। হে ধাতঃ—সকলের ভাগ্যবিধাতঃ, জগতে জলসমূহ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাসগুলি যেরূপ অহর্জ্জর—সংবৎসরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ মাসগুলি যেমন বৎসরের অন্তর্ভুক্ত বা অধীন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার নিকট আগমন করুক। দিনসমূহ দ্বারা পরিবর্ত্তমান হইয়া সমস্ত লোকের জরতা (জীর্ণতা) সম্পাদন করে, এইজন্য, অথবা দিনগুলি ইহার মধ্যে জীর্ণ (ক্ষয়) হয়, এইজন্য 'অহর্জ্জর' শব্দে সংবৎসর অর্থ বুঝায়।

'প্রতিবেশ' অর্থ শ্রমাপনোদনস্থান, অর্থাৎ সন্নিহিত গৃহ। তুমিও প্রতিবেশ—প্রতিবেশের ন্যায় স্বসেবকগণের সর্ব্ববিধ পাপজ দুঃখাপনোদনের স্থান। অতএব তুমি আমার প্রতি আত্মপ্রকাশ কর, এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ রসবিদ্ধ (পারদসংযুক্ত ?) লোহের ন্যায় আমাকেও তোমার আত্মভূত কর।

এই প্রকরণে শ্রীকাম (ধনাভিলাষী) পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে ধনার্জ্জনের কর্ত্তব্যতা-জ্ঞাপনার্থ; ধনের উদ্দেশ্য কর্ম্মসম্পাদন; কর্ম্মের উদ্দেশ্য—সঞ্চিত পাপরাশিধ্বংস; কেননা, সঞ্চিত পাপনিবৃত্তি হইলেই বিদ্যা (যথার্থ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—'আদর্শতল (দর্পণের মধ্যস্থল) নির্ম্মল হইলে, তাহাতে যেরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের সাহায্যে পাপ বিধ্বস্ত হইলে, সেই শুদ্ধচিত্ত পুরুষেরও আত্মবিষয়ক জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে' ॥৪॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয়শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থ অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমোঽনুবাকঃ ।

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি তদ্ব্রহ্ম। স আত্মা অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুবইত্যন্তরীক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ ॥ ১ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ । [ইদানীং ব্যাহৃত্যাত্মনা ব্রহ্মণঃ স্বারাজ্যফলকমুপাসনমুচ্যতে —"ভূর্ভুবঃ" ইত্যাদিভিঃ।] ভূঃ (ভূর্লোকঃ) ভুবঃ (ভুবর্লোকঃ), সুবঃ (স্বঃ, দ্যুলোকঃ) ইতি (এবংপ্রকারেণ) এতাঃ (উক্তাঃ) তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যকাঃ) ব্যাহৃতয়ঃ (বিবিধং সাধকাভীষ্টং, আ—সমন্তাৎ আহরন্তি প্রযচ্ছন্তীতি ব্যাহৃতয়ঃ) বৈ (স্মর্য্যন্তে ইত্যর্থঃ)। তাসাং (পূর্ব্বোক্তানাং ব্যাহৃতীনাং) চতুর্থীং 'মহঃ' ইতি এতাং (ব্যাহৃতিং) মাহাচমস্যঃ (মহাচমসস্য ঋষেরপত্যং পুমান্) উ (অপি) হ (প্রসিদ্ধৌ) বেদয়তে স্ম (দদর্শ ইত্যর্থঃ)। [কীদশীমেতাং দদর্শ, ইত্যাহ—] তৎ (স্বপ্রকাশং মহঃ) ব্রহ্ম (দেশ-কালাদ্যনবচ্ছিন্নং); সঃ আত্মা (অস্মৎপ্রত্যয়ালম্বনম্)। অন্যাঃ (ভূরাদ্যাঃ) দেবতাঃ (ব্যাহৃত্যধিষ্ঠাত্র্যঃ) অঙ্গানি (এতস্যা এব গুণীভূতাঃ), [অহং মহো-ব্রহ্মরূপমস্মি, ভূরাদ্যাস্তু ব্যাহৃতিদেবতাঃ—মমাঙ্গভূতা ইতি দৃষ্টিঃ করণীয়েত্যাশয়ঃ]। ইদানীং ভূরাদিষু লোকদৃষ্টীরাহ—ভূরিত্যাদিভিঃ]। অয়ং (প্রত্যক্ষগোচরঃ) লোকঃ (ভূঃ) ভূরিতি বৈ (ভূলোকত্বেন প্রসিদ্ধঃ); অন্তরিক্ষং (দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যস্থো লোকঃ) ভুবইতি প্রসিদ্ধঃ; অসৌ লোকঃ (দ্যুলোকঃ) সুবরিতি (স্বরিতি প্রসিদ্ধঃ) ॥১॥১৩॥

মূলানুবাদ । ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ (স্বঃ) এই তিনটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি মন্ত্র। মহাচমস ঋষির পুত্র মাহাচমস্য ঋষি উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের চতুর্থ—'মহঃ' এই ব্যাহৃতিটীকে জানেন অর্থাৎ দর্শন করিয়াছিলেন। এই 'মহঃ'ই ব্রহ্ম (বৃহৎ—অসীম), এবং প্রসিদ্ধ আত্মা। অপর 'ভূঃ' প্রভৃতি (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) ইহার অঙ্গস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, মাহাচমস্য ঋষি এই স্বপ্রকাশ মহকে ব্রহ্মাত্মরূপে এবং অপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাহৃতিত্রয়কে ইহার অঙ্গরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী-লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যবর্ত্তী) লোক 'ভূবঃ', আর ঐ দ্যুলোক 'সুবঃ' (স্বঃ) বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২॥১৩॥

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীꣳষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূꣳষি॥ ২ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীমুপাসনোপযোগিতয়া ব্যাহৃতীনাং দেবতা উচ্যন্তে]—'মহ' ইতি আদিত্যঃ (জগৎপ্রাণঃ); বাব (যতঃ) আদিত্যেন (আদিত্যেনৈব) সর্ব্বে লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) মহীয়ন্তে (বিবর্দ্ধন্তে)। 'ভূঃ' ইতি বৈ অগ্নিঃ, 'ভুবঃ' ইতি বায়ুঃ, 'সুবঃ' ইতি আদিত্যঃ। 'মহঃ' ইতি চন্দ্রমাঃ; বাব (যতঃ) চন্দ্রমসা [এব] সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে (বর্দ্ধন্তে); 'ভূঃ' ইতি বৈ ঋচঃ (ঋগ্বেদঃ); 'ভুবঃ' ইতি সামানি; 'সুবঃ' ইতি যজূংষি ॥২॥১১॥

মূলানুবাদ। [এখন উপাসনার উপযোগী ব্যাহৃতিগণের দৈবতরূপ বলা হইতেছে—] 'মহঃ' এইটী আদিত্য (জগৎপ্রাণ); কেননা, আদিত্য দ্বারাই ভূরাদি সমস্ত লোক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভূ এইটী প্রসিদ্ধ অগ্নি; 'ভুবঃ' এইটী বায়ু; এবং 'সুবঃ' এইটী আদিত্যরূপে প্রসিদ্ধ। 'মহঃ' এইটী চন্দ্রমা; কারণ, চন্দ্রের সাহায্যেই অপর সমস্ত জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ' এইটী প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ; 'ভুবঃ' এইটী সামবেদ; 'সুবঃ' এইটী যজুর্ব্বেদ ॥২॥১৪॥

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্রশ্চতুর্দ্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

[অসৌ লোকো যজূꣳষি বেদ দ্বে চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। 'মহঃ' ইতি ব্রহ্ম (ওঁকারাধিকারাৎ ব্রহ্মাত্র ওঁকারঃ)। বাব (যতঃ) ব্রহ্মণা (ওঁকারেণ) সর্ব্বে বেদাঃ (ঋগ্বাদয়ঃ শব্দরাশয়ঃ) মহীয়ন্তে। [এতদন্তং ব্যাহৃতীনাং শব্দাত্মকত্বমুক্তম্; অথেদানীং ক্রিয়ারূপতা উচ্যতে] 'ভূঃ' ইতি বৈ প্রাণঃ; ভুব ইতি অপানঃ; 'সুবঃ' ইতি ব্যানঃ। পুনশ্চ, 'মহঃ' ইতি অন্নম্; অন্নেন বৈ সর্ব্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে। তাঃ এতাঃ বৈ চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুর্ধা (একৈকশঃ চতুঃপ্রকারাঃ সত্যঃ) চতস্রঃ চতস্রঃ ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিতাঃ)। যঃ তাঃ (ব্যাহৃতীঃ) বেদ, সঃ ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি)। সর্ব্বে দেবাঃ অস্মৈ (ব্যাহৃতিবিদুষে) বলিং (ভোগোপহারম্) আবহন্তি (উপানয়ন্তীত্যর্থঃ)। [অত্র প্রথমা ব্যাহৃতিঃ—ইদংলোকঃ অগ্নিঃ ঋচঃ প্রাণ ইতি, দ্বিতীয়া ব্যাহৃতিঃ অন্তরীক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি, তৃতীয়া ব্যাহৃতিঃ অসৌ লোকঃ আদিত্যঃ যজূংষি ব্যান ইতি, চতুর্থী তু আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্মান্নমিত্যেবং চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুঃপ্রকারা ভবন্তীতি ভাবঃ] ॥৩॥১৫॥

মূলানুবাদ। 'মহঃ' এইটী ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার-স্বরূপ; কেননা, উক্ত ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ (শব্দরাশি) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ' এইটী প্রসিদ্ধ প্রাণ; 'ভুবঃ' এইটী প্রসিদ্ধ অপান বায়ু; এবং 'সুবঃ' (স্বঃ) এইটী ব্যান-স্বরূপ। পুনশ্চ মহ এইটী অন্নস্বরূপ; কেননা, অন্ন দ্বারাই সমস্ত প্রাণ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। সেই যে, এই চারিটী ব্যাহৃতি, তাহারা প্রতেকে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়া থাকে। [যেমন প্রথম (ভূ) ব্যাহৃতিটী পৃথিবী, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণরূপে চতুঃপ্রকার, দ্বিতীয় 'ভুবঃ' ব্যাহৃতিটী অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপানরূপে চতুর্বিধ; তৃতীয় 'সুবঃ' ব্যাহৃতিটীও দ্যুলোক, আদিত্য, যজুর্ব্বেদ ও ব্যান বায়ুরূপে চতুর্বিধ; এবং চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহ' আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নরূপে চতুর্বিধ]। চারি প্রকার এই চারিটী ব্যাহৃতি এই-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে ব্যাখ্যাত হইল। যিনি সেই চারি প্রকার ব্যাহৃতিতত্ত্ব জানেন, তিনি ব্রহ্মকেই জানেন। সমস্ত দেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে উপহার আহরণ করেন ॥৩॥১৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সংহিতাবিষয়মুপাসনমুক্তম্। তদনু মেধাকামস্য শ্রীকামস্য চানুক্রান্তা মন্ত্রাঃ; তে চ পারম্পর্য্যেণ বিদ্যোপযোগার্থা এব। অনন্তরং ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণঃ অন্তরুপাসনং স্বারাজ্যফলং প্রস্তূয়তে—ভূর্ভুবঃ সুবরিতি। ইতীত্যুক্তোপপ্রদর্শনার্থঃ। এতাস্তিস্র ইতি চ প্রদর্শিতানাং পরামর্শার্থঃ—পরামৃষ্টাঃ স্মর্য্যন্তে "বৈ" ইত্যনেন। তিস্র এতাঃ প্রসিদ্ধা ব্যাহৃতয়ঃ স্মর্য্যন্তে ইতি যাবৎ। তাসামিয়ং চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ মহইতি। তামেতাং চতুর্থীং মহাচমসস্যাপত্যং মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে, উ হ স্ম ইত্যেতেষাং বৃত্তানুকথনার্থত্বাৎ বিদিতবান্ দদর্শ ইত্যর্থঃ। মাহাচমস্য-গ্রহণমার্ষানুস্মরণার্থম্। ঋষ্যনুস্মরণমপি উপাসনাঙ্গমিতি গম্যতে, ইহোপদেশাৎ। ১

যেয়ং মাহাচমস্যেন দৃষ্টা ব্যাহৃতির্ম্মহ ইতি, তদ্ব্রহ্ম; মহদ্ধি ব্রহ্ম; মহশ্চ ব্যাহৃতিঃ। কিং পুনস্তৎ? স আত্মা, আপ্নোতের্ব্ব্যাপ্তিকর্ম্মণঃ আত্মা; ইতরাশ্চ ব্যাহৃতয়ো লোকা দেবা বেদাঃ প্রাণাশ্চ মহ ইত্যনেন ব্যাহৃত্যাত্মনা আদিত্য-চন্দ্র-ব্রহ্মান্নভূতেন ব্যাপ্যন্তে যতঃ, অতঃ অঙ্গানি অবয়বা অন্যা দেবতাঃ। দেবতাগ্রহণমুপলক্ষণার্থম্ লোকাদীনাম্। মহ ইত্যস্য ব্যাহৃত্যাত্মনো দেবা লোকাদয়শ্চ সর্ব্বেঽবয়বভূতা যতঃ; অত আহ—আদিত্যাদিভির্লোকাদয়ো মহীয়ন্ত ইতি। আত্মনা হ্যঙ্গানি মহীয়ন্তে মহনং বৃদ্ধিরুপচয়ঃ; মহীয়ন্তে বর্দ্ধন্ত ইত্যর্থঃ। ২

অয়ং লোকঃ অগ্নিঃ ঋগ্‌বেদঃ প্রাণ ইতি প্রথমা ব্যাহৃতিঃ ভূঃ; অন্তরিক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি দ্বিতীয়া ব্যাহৃতিঃ ভুবঃ; অসৌ লোকঃ আদিত্যঃ যজূংষি ব্যান ইতি তৃতীয়া ব্যাহৃতিঃ সুবঃ, আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্ম অন্নম্ ইতি চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ মহঃ, ইত্যেবম্ একৈকাশ্চতুর্দ্ধা ভবন্তি। মহ ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মেত্যোঙ্কারঃ, শব্দাধিকারেঽন্যস্যাসম্ভবাৎ। উক্তার্থমন্যৎ। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্দ্ধেতি। তা বৈ এতাঃ ভূর্ভুবঃ সুবর্ম্মহ ইতি চতস্রঃ একৈকশশ্চতুর্ধা চতুঃপ্রকারাঃ। ধাশব্দঃ প্রকারবচনঃ। চতস্রশ্চতস্রঃ সত্যশ্চতুর্ধা ভবন্তীত্যর্থঃ। তাসাং যথাক্‌প্তানাং পুনরুপদেশস্তথৈবোপাসননিয়মার্থঃ। ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঃ যথোক্তা ব্যাহৃতীঃ যো বেদ, স বেদ বিজানাতি। কিং তৎ? ব্রহ্ম। ননু 'তদ্ব্রহ্ম স আত্মা' ইতি জ্ঞাতে ব্রহ্মণি, ন বক্তব্যমবিজ্ঞাতবৎ 'স বেদ ব্রহ্ম' ইতি? ন; তদ্বিশেষবিবক্ষুত্বাদদোষঃ। সত্যং বিজ্ঞাতং চতুর্থব্যাহৃত্যা আত্মা ব্রহ্মেতি; ন তু তদ্বিশেষঃ—হৃদয়ান্তরুপলভ্যত্বং মনোময়ত্বাদিশ্চ। 'শান্তিসমৃদ্ধম্' ইত্যেবমন্তো বিশেষণবিশেষ্যরূপো ধর্ম্মপূগো ন বিজ্ঞায়তে ইতি তদ্বিবক্ষু হি শাস্ত্রমবিজ্ঞাতমিব ব্রহ্ম মত্বা 'স বেদ ব্রহ্ম' ইত্যাহ; অতো ন দোষঃ। যো হি বক্ষ্যমাণেন ধর্ম্মপূগেন বিশিষ্টং ব্রহ্ম বেদ, স বেদ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। অতো বক্ষ্যমাণানুবাকেনৈকবাক্যতা অস্য, উভয়োর্হি অনুবাকয়োরেকমুপাসনম্। লিঙ্গাচ্চ; "ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি" ইত্যাদিকং লিঙ্গমুপাসনৈকত্বে। বিধায়কাভাবাচ্চ; ন হি বেদ উপাসীত বেতি বিধায়কঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। ব্যাহৃত্যনুবাকে "তা যো বেদ" ইতি তু বক্ষ্যমাণার্থত্বান্নোপাসনভেদকঃ। বক্ষ্যমাণার্থত্বঞ্চ তদ্বিশেষবিবক্ষুত্বাদিত্যাদিনোক্তম্। সর্ব্বে দেবা অস্মৈ এবং বিদুষে অঙ্গভূতাঃ আবহন্তি আনয়ন্তি বলিম্, স্বারাজ্যপ্রাপ্তৌ সত্যামিত্যর্থঃ॥ ১—৩॥ ১৩—১৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাক-ভাষ্যম্॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রথমতঃ সংহিতাবিষয়ক উপাসনা কথিত হইয়াছে, তাহার পর মেধাকামী ও শ্রীকামীর জন্যও কতকগুলি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। সেই সমুদয় মন্ত্রও পরম্পরাসম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিদ্যারও উপযোগী। অতঃপর স্বারাজ্যফলপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়মধ্যে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে —'ভূর্ভুবঃ সুবঃ' ইত্যাদি। শ্রুতির 'ইতি' শব্দটী উক্ত বিষয়ের স্বরূপ-প্রদর্শন-সূচক। 'এতাঃ তিস্রঃ' (এই তিনটী) এই কথাটীও পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি-সমূহেরই পরামর্শজ্ঞাপক। 'বৈ' শব্দও সেই পরামৃষ্ট ব্যাহৃতিত্রয়েরই স্মারক। অভিপ্রায় এই যে, এই তিনটী প্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি উহা দ্বারা স্মরণ করা হইতেছে। এই 'মহঃ' ব্যাহৃতিটী উক্ত ব্যাহৃতিত্রয় অপেক্ষা চতুর্থী। সেই এই চতুর্থী ব্যাহৃতিটীকে মহাচমসের পুত্র মাহাচমস্য ঋষি অবগত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রুত্যুক্ত 'উ হ ও স্ম' এই তিনটী শব্দের অর্থ অতীত ঘটনার অনুকথন (পশ্চাৎকথন); [কাজেই এখানে 'প্রবেদয়তে' পদে বর্ত্তমান কাল থাকিলেও অতীতকাল বুঝিতে হইবে]। এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের ন্যায় উপাসনাতেও ঋষিস্মরণ করা একটী বিশেষ অঙ্গ। ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে, মাহাচমস্য কর্ত্তৃক দৃষ্ট ব্যাহৃতি—'মহঃ', ইহাই সেই ব্রহ্ম। কেন-না, ব্রহ্মও মহৎ (দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য); এই ব্যাহৃতিটীও 'মহঃ'; [এইরূপ সাম্যনিবন্ধন 'মহ'কে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে]। তাহা আর কিরূপ? তাহাই আত্মা (ব্যাপী); ব্যাপনার্থক 'আপ্' ধাতু হইতে 'আত্মা' পদটী [নিষ্পন্ন হইয়াছে]। অপর ব্যাহৃতি সকল (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ),—লোক, দেব, বেদ ও প্রাণ-সমূহ আদিত্য চন্দ্র ব্রহ্ম ও অন্ন স্বরূপ এই 'মহ' ব্যাহৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত। যেহেতু অপর ব্যাহৃতিত্রয় মহ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইহেতুই অপর দেবতা—ব্যাহৃতি সকল ইহার অঙ্গ (অপ্রধান)। এখানে 'দেবতা' শব্দটী লোক প্রভৃতিরও উপলক্ষণ (জ্ঞাপক)। যেহেতু দেবতাগণ ও লোকসমূহ সকলেই এই ব্যাহৃতিরূপী মহের অবয়বস্বরূপ; সেইহেতুই শ্রুতি বলিলেন যে, লোক প্রভৃতি ত আদিত্যাদি দ্বারাই মহিত থাকে; কেন-না, আত্মা দ্বারাই ত অঙ্গসমূহ মহিত হইয়া থাকে। 'মহন' (মহীঙ্) ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—উপচয়; সুতরাং 'মহীয়ন্তে' অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। প্রথমা ব্যাহৃতি 'ভূঃ' হইতেছে—পৃথিবীলোক, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণস্বরূপ; দ্বিতীয় ব্যাহৃতি 'ভুবঃ' হইতেছে—অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপানস্বরূপ; তৃতীয় ব্যাহৃতি 'সুবঃ' (স্বঃ) হইতেছে—দ্যুলোক, আদিত্য, যজুঃ ও ব্যানস্বরূপ; চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহঃ' হইতেছে—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নস্বরূপ। এইরূপে এক একটী ব্যাহৃতিই চারিপ্রকার। পুনশ্চ 'মহ' এই ব্যাহৃতিটী ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্ম অর্থ—ওঁকার; কেন-না, শব্দবিষয়ক কথাপ্রসঙ্গে ওঁকার ভিন্ন অন্য কোন অর্থ হইতেই পারে না। অন্য অংশের অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা' ইত্যাদি। সেই এই 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ' এই চারিটী ব্যাহৃতির প্রত্যেকটী চতুর্দ্ধা—চারি প্রকার। 'ধা' শব্দটি 'প্রকার' অর্থবোধক। ইহার অর্থ এই যে, চারিটী ব্যাহৃতির প্রত্যেকেই চারিপ্রকার হইয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত ব্যাহৃতি-সমূহের যে, পুনর্ব্বার উপদেশ, ঐরূপে উপাসনা জ্ঞাপন করাই তাহার প্রয়োজন। ৩

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি-সমূহ জানে, সে-ই জানে—। কি জানে? ব্রহ্মকে [জানে]। ভাল, 'তাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে জানা সত্ত্বেও, 'স বেদ ব্রহ্ম' এইরূপে অবিজ্ঞাত-জ্ঞাপনের ন্যায় কথা বলা ত উচিত হয় নাই? না, ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞানাভিপ্রায়ে এই কথা অভিহিত হওয়ায় ইহা দোষাবহ হয় নাই। [অভিপ্রায় এই যে,] চতুর্থ ব্যাহৃতি দ্বারা সাধারণভাবে ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু হৃদয়ায়তনে উপলভ্যত্ব ও মনোময়ত্বাদি হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরম্ভ করিয়া 'শান্তিসমৃদ্ধত্ব' পর্য্যন্ত যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসমূহ কথিত হইয়াছে, সে সমুদয় ত বিজ্ঞাত হয় নাই। এই শাস্ত্র সেই বিশেষ ধর্ম্মসমূহ বলিতে ইচ্ছুক হইয়াই 'স বেদ ব্রহ্ম' এইরূপে অবিজ্ঞাতের ন্যায় ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছে, অতএব এইরূপ উক্তিতে কোন দোষ ঘটে নাই। বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মসমূহ সহকারে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ জানেন। অতএব পরবর্ত্তী অনুবাকের (পরিচ্ছেদের) সহিত এই বাক্যের একবাক্যতা অর্থাৎ একই অর্থপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এ কথার সমর্থক অন্য বাক্যও আছে। 'ভূঃ' এই মন্ত্রে 'অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা করে' ইত্যাদি বাক্য উপাসনার একত্বেরই গ্রাহক। স্বতন্ত্র উপাসনাবিধায়ক বাক্যের অভাবও ইহার অন্য কারণ; কেন-না, [পরবর্ত্তী অনুবাকে] উপাসনাবিধায়ক 'বেদ' বা 'উপাসীত' ইত্যাদি কোনও শব্দ বিদ্যমান নাই। এই ব্যাহৃতি প্রকরণে যে, 'তৎ যো বেদ' বাক্য আছে, তাহাও পরবর্ত্তী অনুবাকের সহিতই সম্বদ্ধ; সুতরাং কথনই উপাসনার ভেদপ্রতিপাদক নহে। বক্ষ্যমাণ উপাসনাগত বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিপাদনার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা যে, বক্ষ্যমাণার্থ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবংবিধ জ্ঞানী স্বারাজ্য লাভ করিলে পর, অঙ্গভূত বা অধীন অপর দেবতাগণ তাহার উদ্দেশে বলি (উপহার) আনয়ন করেন।১—৩॥ ১৩—১৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ

আভাষভাষ্যম্। ভূর্ভুবঃসুবঃস্বরূপা মহ ইত্যেতস্য হিরণ্যগর্ভস্য ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণোঽঙ্গান্যন্যা দেবতা ইত্যুক্তম্। যস্য তা অঙ্গভূতাঃ, তস্যৈতস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদুপলব্ধ্যর্থমুপাসনার্থঞ্চ হৃদয়াকাশঃ স্থানমুচ্যতে—শালগ্রাম ইব বিষ্ণোঃ। তস্মিন্ হি তদ্ব্রহ্মোপাস্যমানং মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টং সাক্ষাদুপলভ্যতে, পাণাবিবামলকম্। মার্গশ্চ সর্ব্বাত্মভাবপ্রতিপত্তয়ে বক্তব্য ইত্যনুবাক আরভ্যতে॥

আভাষভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ-স্বরূপ অন্যান্য দেবতাগণ 'মহঃ' ব্যাহৃতিরূপী হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গ বা অবয়ব। এখন, উক্ত দেবতাগণ যাঁহারা অঙ্গ বা অবয়ব, সেই এই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিবার ও উপাসনা করিবার উপযুক্ত স্থান—হৃদয়াকাশের কথা বলা হইতেছে। বিষ্ণুর সম্বন্ধে শালগ্রাম শিলা যেরূপ স্থান, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাও ঠিক সেইরূপ; কারণ, 'মনোময়ত্ব' প্রভৃতি গুণ সহকারে হৃদয়াকাশে উপাসনা করিলেই করামলকের ন্যায় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এখন সর্ব্বাত্মভাব বা ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত উপায় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; সেইজন্য পরবর্ত্তী অনুবাক আরব্ধ হইতেছে—

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ ॥১॥১৬॥

সরলার্থঃ। যঃ এষঃ (অনুভবগোচরঃ) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে) আকাশঃ (অবকাশঃ) [অস্তি], তস্মিন্ (অবকাশে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অয়ং (অনুভূয়মানঃ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) অমৃতঃ হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ময়ঃ স্বপ্রকাশঃ) পুরুষঃ (পুরি হৃদয়ে শেতে ইতি পুরুষঃ, পূর্ণো বা) [অভিব্যজ্যতে]। যশ্চ এষঃ (মাংসখণ্ডঃ) অন্তরেণ তালুকে (তালুকয়োর্মধ্যে) স্তন ইব অবলম্বতে (লম্বমানঃ সন্ তিষ্ঠতি); সা (সঃ মাংসখণ্ডঃ) ইন্দ্রযোনিঃ (ইন্দ্রস্য পরমাত্মনঃ) যোনিঃ (উপলব্ধিদ্বারম্)। যত্র (ইন্দ্রযোনৌ মাংসখণ্ডে) অসৌ কেশান্তঃ (কেশানাম্ অন্তঃ মূলং) শীর্ষকপালে (শিরসঃ কপালখণ্ডদ্বয়ং) ব্যপোহ্য (ভিত্ত্বা—বিদার্য্য) বিবর্ত্ততে [যথা, তথা মনোময়াত্মদর্শী বিদ্বান্ মূর্দ্ধ্নঃ বিনিষ্ক্রম্য এতল্লোকাধিষ্ঠিতা ভূঃ ইত্যেবংরূপঃ যোঽগ্নিঃ, তস্মিন্] অগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুবইতি (মধ্যমব্যাহৃতিরূপো যো বায়ুঃ, তস্মিন্ বায়ৌ [প্রতিতিষ্ঠতি] ॥১॥১৬॥

মূলানুবাদ। সেই যে এই হৃদয়মধ্যস্থিত আকাশ, তন্মধ্যে এই অমৃত-স্বরূপ হিরণ্ময় মনোময় পুরুষ অবস্থান করেন। তালুদ্বয়ের মধ্যে যে, স্তনের ন্যায় মাংসখণ্ড (আলজিহ্বা) লম্বমান আছে, যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশমূল মস্তকের কপালখণ্ড দুইটী ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগত হইয়াছে, তাহাই উক্ত পরমাত্মার (ইন্দ্রের) যোনি অর্থাৎ অভিব্যক্তিস্থান। [তত্ত্ববিৎ পুরুষ উক্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া] ভূ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে, ও ভুব-স্বরূপ বায়ুতে [প্রতিষ্ঠা লাভ করেন] ॥১॥১৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ । স ইতি ব্যুৎক্রম্য অয়ং পুরুষ ইত্যনেন সম্বধ্যতে। য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়স্যান্তঃ। হৃদয়মিতি পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডঃ প্রাণায়তনোঽনেকনাড়ীসুষির ঊর্দ্ধনালোঽধোমুখঃ, বিশস্যমানে পশৌ প্রসিদ্ধ উপলভ্যতে। তস্যান্তর্যঃ এষ আকাশঃ প্রসিদ্ধ এব করকাকাশবৎ, তস্মিন্ সোঽয়ং পুরুষঃ, পুরি শয়নাৎ; পূর্ণো বা ভূরাদয়ো লোকা যেনেতি পুরুষঃ, মনোময়ঃ মনঃ বিজ্ঞানম্, মনুতেজ্ঞানকর্ম্মণঃ, তন্ময়ঃ তৎপ্রায়ঃ, তদুপলভ্যত্বাৎ। মনুতে অনেনেতি বা মনঃ অন্তঃকরণম্; তদভিমানী তন্ময়স্তল্লিঙ্গো বা। অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা, হিরণ্ময়ঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ। তস্যৈবংলক্ষণস্য হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎকৃতস্য বিদুষ আত্মভূতস্য ঈশ্বরস্বরূপস্য প্রতিপত্তয়ে মার্গোঽভিধীয়তে—হৃদয়াদূর্দ্ধং প্রবৃত্তা সুষুম্না নাম নাড়ী যোগশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধা। সা চ অন্তরেণ তালুকে মধ্যে তালুকয়োর্গতা। যশ্চৈষ তালুকয়োর্ম্মধ্যে স্তন ইব অবলম্বতে মাংসখণ্ডঃ, তস্য চান্তরেণেত্যেতৎ। যত্র চ অসৌ কেশান্তঃ কেশানামন্তো মূলং কেশান্তঃ বিবর্ত্ততে বিভাগেন বর্ত্ততে, মূর্দ্ধপ্রদেশ ইত্যর্থঃ। তাং দেশং প্রাপ্য ব্যপোহ্য বিভজ্য বিদার্য্য শীর্ষকপালে শিরঃকপালে বিনির্গতা যা, সা ইন্দ্রযোনিঃ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মণো যোনিঃ মার্গঃ স্বরূপপ্রতিপত্তিদ্বারমিত্যর্থঃ। তয়ৈবং বিদ্বান্ মনোময়াত্মদর্শী মূর্দ্ধ্নো বিনিষ্ক্রম্য অস্য লোকস্যাধিষ্ঠাতা ভূরিতি ব্যাহৃতিরূপো যোঽগ্নিঃ মহতো ব্রহ্মণোঽঙ্গভূতঃ, তস্মিন্নগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি অগ্ন্যাত্মনা ইমং লোকমাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথা ভুব ইতি দ্বিতীয়ব্যাহৃত্যাত্মনি বায়ৌ প্রতিতিষ্ঠতীত্যনুবর্ত্ততে ॥১॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ । [শ্রুতির প্রথমে যে,] 'সঃ' পদটী আছে, তাহা পশ্চাৎস্থিত 'অয়ং পুরুষঃ' এই 'অয়ং' পদের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। 'অন্তর্হৃদয়ে' অর্থ হৃদয়ের মধ্যে। হৃদয় অর্থ—আশ্রয়স্থান,—বহুতর নাড়ীচ্ছিদ্রে পরিপূর্ণ, ঊর্দ্ধনাল ও অধোমুখ পদ্মসদৃশ মাংসখণ্ড; নিহত পশুর শরীরে যাহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে। সেই হৃদয়-পদ্মের মধ্যে, এই যে, ঘটাকাশাদির ন্যায় প্রসিদ্ধ আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে সেই এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(প্রস্তাবিত) পুরুষ; যেহেতু হৃদয়-পুরীতে শয়ন (অবস্থান) করে, অথবা ভূপ্রভৃতি সমস্ত লোক ইহা দ্বারা পূর্ণ, সেইহেতু পুরুষ। [সেই পুরুষই আবার] মনোময়; মন অর্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞান; সেই মনের দ্বারা প্রতীত হয় বলিয়া পুরুষও মনোময় অর্থাৎ প্রায় মনেরই তুল্য; অথবা যাহা দ্বারা চিন্তা করা যায়, তাহার নাম মন—অন্তঃকরণ; মনোময় অর্থ মনেতে অভিমানসম্পন্ন, অথবা মনোজ্ঞাপ্য। অমৃত অর্থ—মরণরহিত; হিরণ্ময় অর্থ জ্যোতির্ম্ময়। অতঃপর এবংবিধ লক্ষণাক্রান্ত, হৃদয়াকাশে প্রত্যক্ষীকৃত এবং জ্ঞানিকর্ত্তৃক ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত মার্গ (সাধন) কথিত হইতেছে—

হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত সুষুম্না নামে একটী নাড়ী আছে, উহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই সুষুম্না নাড়ীটী উভয় তালুকার মধ্যগত। বুঝিতে হইবে যে, উক্ত তালুদ্বয়ের মধ্যে [গোবৎসের] স্তনের ন্যায় এই যে মাংসখণ্ড লম্বমান আছে; তাহারও মধ্যে এবং এই কেশান্ত অর্থাৎ কেশরাশির মূলদেশ যেখানে পরাবর্ত্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ মস্তকের যে প্রদেশে কেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে; সেই প্রদেশে যাইয়া, পূর্ব্বোক্ত মধ্যস্থান দিয়া—মস্তকের কপালদ্বয় বিদারণপূর্ব্বক যাহা নির্গত হইয়াছে, তাহাই ইন্দ্রযোনি। ইন্দ্র অর্থ ব্রহ্ম, তাহার যোনি—পথ, অর্থাৎ স্বরূপ উপলব্ধির উপায়। যথোক্তপ্রকার মনোময় আত্মদর্শী বিদ্বান্ পুরুষ মূর্ধদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, দৃশ্যমান জগতের অধিষ্ঠান-স্বরূপ যে, ভূ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নি, যাহা মহৎ ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ, সেই অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অর্থাৎ অগ্নিরূপে এই সমস্ত লোককে ব্যাপিয়া থাকেন। এই প্রকার দ্বিতীয়স্বরূপ বায়ুতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 'প্রতিতিষ্ঠতি' (প্রতিষ্ঠালাভ করেন) ক্রিয়াটীর সর্ব্বত্র সম্বন্ধ আছে॥১॥১৬॥

সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্‌পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতি-র্ব্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীন-যোগ্যোপাস্স্ব॥২॥১৭॥ [বায়াবমৃতমেকঞ্চ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥৬॥

সরলার্থঃ। তথা, সুবঃ ইতি (স্বরিত্যেবংরূপে) আদিত্যে, মহ ইত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(চতুর্থ-ব্যাহৃত্যাত্মকে) ব্রহ্মণি [প্রতিতিষ্ঠতি]। [সঃ] স্বারাজ্যং স্বরাড্‌ভাবং ব্রহ্মভাবং) আপ্নোতি; তথা মনসঃ পতিং (মনোবৃত্তি-প্রবর্ত্তকতয়া সর্ব্বেশ্বরং ব্রহ্ম) আপ্নোতি। ততঃ (তত্তদ্ভাবাপত্তেরেব) বাক্‌পতিঃ, চক্ষুষঃ পতিঃ, শ্রোত্রপতিঃ, বিজ্ঞানপতিঃ [চ ভবতি, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ, সর্ব্বপ্রাণিকরণৈঃ তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ]। পুনশ্চ, ততঃ এতৎ ভবতি—আকাশ-শরীরং (আকাশবৎ নির্লেপং শরীরমস্য তৎ), ব্রহ্ম; সত্যাত্ম (সত্যং—অবিতথং আত্মা স্বরূপং যস্য, তৎ), প্রাণারামং (প্রাণেষু আরামঃ ক্রীড়া যস্য, তৎ), আনন্দং (আনন্দকরং) মনঃ (সদানন্দপূর্ণং মনোঽস্যেত্যর্থঃ); শান্তিসমৃদ্ধং (শান্তিঃ সর্ব্বায়াসনিবৃত্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধং পূর্ণং), অমৃতং (মরণরহিতং) [এবম্ভূতং ব্রহ্ম] হে প্রাচীনযোগ্য, [ত্বম্] উপাস্স্ব॥২॥১৭॥

মূলানুবাদ। স্বঃ এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্য এবং মহ এই ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি স্বারাজ্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন, এবং মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। এইরূপ বিজ্ঞানের ফলে তিনি বাক্‌পতি (সমস্ত বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি), চক্ষুর পতি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং সমস্ত বুদ্ধি-বিজ্ঞানের পতি হন। আকাশতুল্য, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, এবং আনন্দ, শান্তি-সমৃদ্ধ ও অমৃত-স্বরূপ যে ব্রহ্ম; হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি সেই ব্রহ্মের উপাসনা কর॥২॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাক-ব্যাখ্যা॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্বরিতি তৃতীয়ব্যাহৃত্যাত্মনি আদিত্যে। মহ ইত্যঙ্গিনি চতুর্থব্যাহৃত্যাত্মনি ব্রহ্মণি প্রতিতিষ্ঠতীতি। তেষ্বাত্মভাবেন স্থিত্বা, আপ্নোতি ব্রহ্মভূতং স্বারাজ্যং স্বরাড়্ভাবং, স্বয়মেব রাজা অধিপতির্ভবতি অঙ্গ-ভূতানাং দেবতানাম্, যথা ব্রহ্ম। দেবাশ্চ সর্ব্বে অস্মৈ অঙ্গিনে বলিম্ আবহন্তি অঙ্গভূতাঃ, যথা ব্রহ্মণে। আপ্নোতি মনসস্পতিম্, সর্ব্বেষাং হি মনসাং পতিঃ, সর্ব্বাত্মকত্বাদ্ব্রহ্মণঃ সর্ব্বৈর্হি মনোভিস্তন্মনুতে। তদাপ্নোত্যেবং বিদ্বান্। কিঞ্চ, বাক্‌পতিঃ সর্ব্বাসাং বাচাং পতির্ভবতি। তথৈব চক্ষুষ্পতিঃ চক্ষুষাং পতিঃ শ্রোত্রপতিঃ। শ্রোত্রাণাং পতিঃ। বিজ্ঞানপতিঃ বিজ্ঞানানাং চ পতিঃ। সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিনাং করণৈস্তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততোঽপ্যধিকতরমেতদ্ভবতি। কিং তৎ? উচ্যতে—আকাশশরীরম্, আকাশঃ শরীরমস্য, আকাশবদ্বা সূক্ষ্মং শরীরমস্য—ইত্যাকাশশরীরম্। কিং তৎ? প্রকৃতং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম, সত্যং মূর্ত্তামূর্ত্তম্ অবিতথং স্বরূপং বা আত্মা স্বভাবোঽস্য, তদিদং সত্যাত্ম। প্রাণারামম্, প্রাণেষ্বারমণমাক্রীড়া যস্য তৎ প্রাণারামম্; প্রাণানাং বা আরামো যস্মিন্, তৎ প্রাণারামম্। মন-আনন্দম্, আনন্দভূতং সুখকৃদেব যস্য মনঃ, তন্মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধম্, শান্তিরুপশমঃ, শান্তিশ্চ তৎ সমৃদ্ধং চ শান্তিসমৃদ্ধম্; শান্ত্যা বা সমৃদ্ধবৎ তদুপলভ্যত ইতি শান্তিসমৃদ্ধম্। অমৃতম্ অমরণধর্ম্মি; এতচ্চাধিকরণবিশেষণং তত্রৈব মনোময় ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যমিতি। এবং মনোময়ত্বাদিধর্ম্মৈর্বিশিষ্টং যথোক্তং ব্রহ্ম, হে প্রাচীনযোগ্য, উপাস্স্ব ইত্যাচার্য্যবচনোক্তিরাদরার্থা ॥২॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্।

ভাষ্যানুবাদ । [অনন্তর] সুবঃ (স্বঃ) এই তৃতীয় ব্যাহৃতিস্বরূপ আদিত্যে [প্রতিষ্ঠালাভ করেন]। তাহার পর প্রধানভূত মহ এই চতুর্থ ব্যাহৃতিস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোক্ত অগ্নি প্রভৃতিরূপে অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মস্বরূপ স্বরাড্ভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় তিনিও তখন অঙ্গ-দেবতাগণের অধিপতি হন। তখন অধীন দেবতারা সকলে এই অঙ্গী বা প্রধানের উদ্দেশ্যে বলি বা উপহার আহরণ করিয়া থাকেন—যেমন ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে করেন। যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানবান্ পুরুষ তখন 'মনসঃপতি'কে—সমস্ত মনের পতিকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় সমস্ত মনের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আধিপত্য অনুভব করেন—প্রাপ্ত হন।

অপিচ, তিনি বাক্পতি—সমস্ত বাক্যের প্রভু হন। সেই প্রকার চক্ষুঃসমূহের পতি, শ্রোত্র-সমূহের পতি, বিজ্ঞান-সমূহেরও পতি হন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সর্ব্বপ্রাণীর করণসমূহ দ্বারা সেই সেই করণবান্ হইয়া থাকেন। অতঃপর তদপেক্ষা আরও অধিক এই ফল হয়; তাহা কি? বলা হইতেছে—আকাশ-শরীর—আকাশ যাহার শরীর, অথবা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম যাহার শরীর, এই অর্থে—আকাশশরীর। সেই আকাশশরীর বস্তুটী কি? না, প্রস্তাবিত ব্রহ্ম [ব্রহ্মই আকাশ-শরীর]। সত্যাত্ম—মূর্ত্তামূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন, অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম—এ সমস্তই) যাহার যথার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ বা স্বভাব, তাহা সত্যাত্ম। 'প্রাণারাম'—প্রাণেতে আরাম—সম্যক্ রমণ বা ক্রীড়া যাহার, তাহা প্রাণারাম, অথবা প্রাণের আরাম (শান্তি) হয় যাহাতে, তাহার নাম প্রাণারাম। যাহার মন আনন্দভূত অর্থাৎ কেবলই সুখসম্পাদক, তাহা মনআনন্দ। শান্তি-সমৃদ্ধ—শান্তি অর্থ উপশম অর্থাৎ উদ্বেগনিবৃত্তি, তৎস্বরূপ, এবং সমৃদ্ধ (পূর্ণ), অথবা শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ—পরিপূর্ণ। অমৃত অর্থ—মরণরহিত; এই বিশেষণটী অধিকরণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং মনোময়াদি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুতেই উক্ত বিশেষণটী বুঝিতে হইবে। হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি উক্ত মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট যথোক্ত ব্রহ্মকে উপাসনা কর; ইহা আচার্য্যের আদরোক্তি বুঝিতে হইবে। উপাসনা শব্দের যে, অর্থ কি, তাহা ত পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ অনাবশ্যক] ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽনুবাকঃ

আভাষভাষ্যম্ ঃ যদেতদ্ব্যাহৃত্যাত্মকং ব্রহ্মোপাস্যমুক্তম্, তস্যে-বেদানীং পৃথিব্যাদিপাঙ্‌ক্তস্বরূপেণোপাসনমুচ্যতে—পঞ্চসঙ্খ্যাযোগাৎ পঙ্‌ক্তি-চ্ছন্দঃসম্পত্তিঃ; ততঃ পাঙ্‌ক্তত্বং সর্ব্বস্য। পাঙ্‌ক্তশ্চ যজ্ঞঃ, "পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তিঃ; পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তেন যৎ সর্ব্বং লোকাদ্যাত্মান্তঞ্চ পাঙ্‌ক্তং পরিকল্পয়তি, যজ্ঞমেব তৎ পরিকল্পয়তি। তেন যজ্ঞেন পরিকল্পিতেন পাঙ্‌ক্তাত্মকং প্রজাপতিমভিসম্পদ্যতে। তৎ কথং পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বমিত্যত আহ—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ ঃ পূর্ব্বে ব্যাহৃতিস্বরূপ যে ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার পৃথিবী প্রভৃতি পাঙ্‌ক্ত স্বরূপেও উপাসনা কথিত হইতেছে—[পৃথিবী প্রভৃতিও পঞ্চ সংখ্যাযুক্ত, পঙ্‌ক্তি ছন্দটীও পঞ্চাক্ষরযুক্ত], এইরূপে পঞ্চত্ব সংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতিতে 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দঃ সম্পাদিত হইতেছে; এবং তদনুসারেই নিম্নলিখিত পৃথিব্যাদির পাঙ্‌ক্তভাব কথিত হইতেছে। 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দটী পঞ্চাপদা (পঞ্চাক্ষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্মক); যজ্ঞও পাঙ্‌ক্ত—পঞ্চাত্মক, এই শ্রুতি অনুসারে যজ্ঞও পাঙ্‌ক্ত; [সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতিতে যজ্ঞভাবও সম্পাদিত হইতেছে] (১)। অতএব পৃথিবী প্রভৃতি লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদার্থে যে, পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাতে যজ্ঞভাবই কল্পনা করা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। সেই পাঙ্‌ক্তরূপে পরিকল্পিত যজ্ঞ দ্বারা উপাসক পাঙ্‌ক্তরূপী প্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সমস্ত যে, কিরূপে হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এখন বলিতেছেন—

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ। অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্। অথাধ্যাত্মম্—প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম্ম মাꣳসꣳ স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদꣳসর্ব্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তꣳস্পৃণোতীতি ॥১।১৮॥ [সর্ব্বমেকঞ্চ ॥]

ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। [যদেতদ্ ব্যাহৃতিরূপং ব্রহ্মোপাস্যমুক্তম্, অধুনা তস্যৈব পংক্তি-পৃথিব্যাদিস্বরূপেণাপি উপাসনমুচ্যতে—পৃথিবীত্যাদিভিঃ।] [তত্রাদৌ

---

(১) তাৎপর্য্য—'পঙ্‌ক্তি' নামে একটী বৈদিক ছন্দ আছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের প্রত্যেক চরণে পাঁচটী করিয়া অক্ষর থাকে। এখানেও পাঁচ পাঁচটী পদার্থে এক একটী ভাগ ধরিয়া লোকপঞ্চক, দেবতাপঞ্চক, ভূতপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও ধাতুপঞ্চক, এই ছয়টী বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের সহিত এইরূপ পঞ্চত্বসংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক ভাগে পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করিয়া তদ্রূপে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। 'পাঙ্‌ক্ত' অর্থ পঙ্‌ক্তি ছন্দঃস্বরূপ। এ বিষয়ে টীকাকার বলিয়াছেন—

"পৃথিব্যাদেঃ কথং পাঙ্‌ক্তত্বম্? ইত্যাকাঙ্‌ক্ষায়াং পঙ্‌ক্ত্যাখ্যস্য ছন্দসঃ সম্পাদনাদিত্যাহ পঞ্চসংখ্যেতি। ন কেবলং পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পঙ্‌ক্তিছন্দঃসম্পাদনং, যজ্ঞত্ব-সম্পাদনমপি কর্ত্তুং শক্যতে, ইত্যাহ—পাঙ্‌ক্তশ্চ যজ্ঞ ইতি। পত্নীযজমান-পুত্র-দৈব-মানুষবিত্তৈঃ পঞ্চভিঃ সম্পাদ্যত ইতি যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্ত ইত্যর্থঃ।" (আনন্দগিরিঃ)। অনুবাদ অনাবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিদৈবতমুচ্যতে—] পৃথিবী, অন্তরীক্ষম্ (ভুবর্লোকঃ), দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ স্বর্গঃ), দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ), অবান্তরদিশঃ (আগ্নেয্যাদ্যাঃ), [এতৎ দৈবতপাঙ্ক্তম্]; তথা অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি; তথা আপঃ, ওষধয়ঃ (তৃণলতাদ্যাঃ), বনস্পতয়ঃ (অপুষ্পাঃ ফলিনো বৃক্ষাঃ), আকাশঃ, আত্মা (দেহঃ), [এতে পঞ্চ]; ইতি (এতাবৎপর্য্যন্তং) অধিভূতং (ভূতানি পঞ্চ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং পাঙ্ক্তম্ উপাসনমিত্যর্থঃ)। [দেবানামপি ভূত-বিকারত্বাৎ অধিভূতত্বোক্তিঃ]। অত্র চ পৃথিব্যাদ্যবান্তরদিগন্তং লোকপাঙ্ক্তম্ অগ্ন্যাদি নক্ষত্রান্তং দৈবতপাঙ্ক্তম্, অবাদ্যাত্মান্তং ভূতপাঙ্ক্তং বেদিতব্যম্]।

অতঃ (অনন্তরম্) অধ্যাত্মম্ (আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রবৃত্তমুপাসনম্) [উচ্যতে—] প্রাণঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ), ব্যানঃ (প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ), অপানঃ, উদানঃ (উৎক্রমণবায়ুঃ), সমানঃ (রসরুধিরাদিপরিণমনকারী), [এতৎ বায়ুপাঙ্ক্তম্]। তথা চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, মনঃ, বাক্, ত্বক্, [এতদিন্দ্রিয়পাঙ্ক্তম্]। তথা চর্ম্ম, মাংসম্, স্নায়ু (শিরা), অস্থি, মজ্জা, [এতৎ ধাতুপাঙ্ক্তম্]। ঋষিঃ (বেদপুরুষঃ, বেদার্থদ্রষ্টা বা) এতৎ (পৃথিব্যাদিমজ্জান্তং পাঙ্ক্তম্) অধি-বিধায় (অধিকৃত্য) অবোচৎ (উক্তবান্)—ইদং (পৃথিব্যাদিকং) সর্ব্বং বৈ (প্রসিদ্ধৌ) [পঞ্চত্বসংখ্যাযোগাৎ] পাঙ্ক্তং (পঞ্চাক্ষরপঙ্ক্তিচ্ছন্দোরূপং—পঞ্চসংখ্যাক্রান্তত্বাৎ পাঙ্ক্তম্ ইত্যর্থঃ)। [অতঃ] পাঙ্ক্তেন (পঞ্চাত্মকেন) এব পাঙ্ক্তং স্পৃণোতি (প্রীণয়তি—পোষ্যং পোষকং চৈতৎ দ্বয়মপি পাঙ্ক্তমেবেতি ভাবঃ) ইতি ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বে ব্যাহৃতিরূপে যে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার 'পাঙ্ক্ত'রূপে (পৃথিব্যাদি পাঁচ পাঁচটী বস্তুরূপে) উপাসনা কথিত হইতেছে—]

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ (ভুবর্লোক), দ্যৌঃ (স্বর্গ), পূর্ব্বাদি চারি দিক ও আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণ) প্রভৃতি চারিটী অবান্তর দিক, [এই পাঁচটী লোকপাঙ্ক্ত]। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র [এই পাঁচটী দেবতাপাঙ্ক্ত]। আর জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি (বিনা পুষ্পে ফলপ্রসূ বৃক্ষ), আকাশ ও আত্মা (দেহ), [এই পাঁচটী ভূতপাঙ্ক্ত]। উক্ত তিনপ্রকার পাঙ্ক্ত উপাসনা অধ্যাত্ম উপাসনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ (ঊর্দ্ধগামী বায়ু), ব্যান (প্রাণ ও অপানের সন্ধি), অপান (অধোগামী বায়ু), উদান (উৎক্রমণ বায়ু) ও সমান (ভুক্ত-অন্ন-পানাদির রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতিসাধন বায়ু), এই পাঁচটী প্রাণ-পাঙ্‌ক্ত ; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও ত্বক্ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত ; চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই পাঁচটী ধাতুপাঙ্‌ক্ত। ঋষি (বেদপুরুষ বা বেদার্থদ্রষ্টা কোন লোক) এইরূপে পাঙ্‌ক্ত উপাসনার বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত অর্থাৎ পঞ্চাত্মক ; পাঙ্‌ক্ত দ্বারাই পাঙ্‌ক্ত তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে ॥১॥:৮।

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দ্দিশোঽবান্তরদিশ ইতি লোকপাঙ্‌ক্তম্। অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণীতি দেবতাপাঙ্‌ক্তম্। আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মেতি ভূতপাঙ্‌ক্তম্। আত্মেতি বিরাট্, ভূতাধিকারাৎ। ইত্যধিভূতমিতি অধিলোকাধিদৈবত-পাঙ্‌ক্তদ্বয়োপলক্ষণার্থম্, লোকদেবতাপাঙ্‌ক্তয়োর্দ্বয়োশ্চাভিহিতত্বাৎ। অথ অনন্তরম্, অধ্যাত্মং পাঙ্‌ক্তত্রয়মুচ্যতে—প্রাণাদি বায়ুপাঙ্‌ক্তম্। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্তম্। চর্ম্মাদি ধাতুপাঙ্‌ক্তম্। এতাবদ্ধীদং সর্ব্বমধ্যাত্মম্ বাহ্যঞ্চ পাঙ্‌ক্তমেব, ইতি এতদেবং অধিবিধায় পরিকল্প্য ঋষির্ব্বেদঃ, এতদ্দর্শনসম্পন্নো বা কশ্চিদৃষিঃ, অবোচদুক্তবান্। কিমিত্যাহ—পাঙ্‌ক্তং বা ইদং পাঙ্‌ক্তেনৈব আধ্যাত্মিকেন, সঙ্খ্যাসামান্যাৎ, পাঙ্‌ক্তং বাহ্যং স্পৃণোতি বলয়তি পূরয়তি একাত্মতয়োপলভ্যত ইত্যেতৎ। এবং পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বমিতি যো বেদ, স প্রজাপত্যাত্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ (ভুবর্লোক), স্বর্গ, পূর্ব্বাদি দিক্ ও অবান্তর দিক্ সমুহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি), ইহারা হইতেছে লোকপাঙ্‌ক্ত, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ, ইহারা দেবতাপাঙ্‌ক্ত ; জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি, (বিনা পুষ্পে যে সমুদয় বৃক্ষে ফল জন্মে), আকাশ (ভূতাকাশ) ও আত্মা, ইহারা ভূতপাঙ্‌ক্ত। এখানে ভূতের প্রস্তাবে পঠিত হওয়ায় আত্মা অর্থ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাট্। এখানে যে 'অধিভূত' শব্দ আছে, তাহা অধিলোক ও অধিদৈবত পাঙ্ক্ত দ্বয়েরও উপলক্ষণ; কারণ, লোকপাঙ্ক্ত ও দেবতাপাঙ্ক্ত, এই দুইটী পাঙ্ক্তেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

অনন্তর তিনপ্রকার অধ্যাত্ম পাঙ্ক্ত কথিত হইতেছে—প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ুপাঙ্ক্ত, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়পাঙ্ক্ত এবং চর্ম্মপ্রভৃতি ধাতুপাঙ্ক্ত। এ পর্য্যন্ত বাহ্য ও অধ্যাত্ম যাহা বলা হইল, সেই সমস্তই পাঙ্ক্ত বস্তু। ঋষি অর্থাৎ স্বয়ং বেদ কিংবা বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন ঋষি উক্ত প্রকারে এইরূপ পাঙ্ক্ত পরিকল্পনা করিয়া বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—এ সমস্তই পাঙ্ক্ত; আধ্যাত্মিক পাঙ্ক্ত অনুসারে বাহ্য পাঙ্ক্তও পূর্ণ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়কে এক অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। যে লোক যথোক্ত-প্রকারে এই সমুদয় পাঙ্ক্ত অবগত হন, তিনি সেই অবগতির ফলে নিজেও প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৭॥

অষ্টমোঽনুবাকঃ।

আভাষভাষ্যম্। ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণ উপাসনমুক্তম্। অনন্তরং চ পাঙ্ক্তস্বরূপেণ তস্যৈবোপাসনমুক্তম্। ইদানীং সর্ব্বোপাসনাঙ্গভূতস্যোঙ্কারস্যো-পাসনং বিধিৎস্যতে। পরাপরব্রহ্মদৃষ্ট্যা হি উপাস্যমান ওঁকারঃ শব্দমাত্রোঽপি পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি; স হি আলম্বনং ব্রহ্মণঃ পরস্যাপরস্য চ প্রতিমেব বিষ্ণোঃ "এতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি" ইতি শ্রুতেঃ।

আভাষভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর পাঙ্ক্ত স্বরূপেও তাহারই উপাসনা উক্ত হইয়াছে। এখন সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওঁকারোপাসনার বিধান করা হইতেছে। ওঁকার একটী শব্দ হইলেও পরব্রহ্ম ও অপর-ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, ঐ ওঁকারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন হইয়া থাকে; কেননা, ওঁকার হইতেছে পরব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের আলম্বন অর্থাৎ উপাসনার বিষয়—যেমন বিষ্ণুর আলম্বন প্রতিমা (শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি)। শ্রুতি বলিয়াছেন—'এই ওঁকার রূপ আলম্বনের সাহায্যেই পর ও অপর ব্রহ্মের একটীকে প্রাপ্ত হয়' ইতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদꣳসর্ব্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওꣳ শোমিতি শস্ত্রাণি শꣳসন্তি। ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ১ ॥ ১৯ ॥ [ওম্ দশ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়েঽষ্টমোঽনুবাকঃ ॥৮॥

সরলার্থঃ। ওম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ আলম্বনম্)। ওম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ইদং সর্ব্বম্ (সমস্তং জগৎ) ; [এবং চিন্তনীয়মিতি ভাবঃ]। অপিচ, ওম্ ইতি অনুকৃতিঃ (অনুকরণম্, 'ইদং কুরু' ইত্যেবমভিহিতঃ পুরুষঃ 'ওম্' ইত্যুক্ত্বা স্বীকারং প্রকাশয়তি ইতি ভাবঃ)। তথা 'ও-শ্রাবয়' (হবিস্ত্যাগার্থং মন্ত্রং দেবান্ শ্রাবয় ইতি কৃত্বা প্রেষ্যজনেন) আশ্রাবয়ন্তি (সমন্তাৎ দেবান্ মন্ত্রশ্রবণং কারয়ন্তি) [ঋত্বিজঃ] ; [হ স্ম বৈ ইতি নিপাতাঃ প্রসিদ্ধিসূচকাঃ]। ওম্ ইতি [কৃত্বা] সামানি গায়ন্তি। ওম্, শোম্ (শং সুখং, তদেব ওম্ ইতি শোম্, ইত্যনুকরণার্থঃ) ইতি [কৃত্বা] শস্ত্রাণি (গীতিরহিতা ঋচঃ) শংসন্তি (পঠন্তি)। অধ্বর্য্যুঃ (যাজুষঃ) ওম্ ইতি প্রতিগরং (বাঙ্মনঃকায়ানাং বিহিতো ব্যাপারঃ গরঃ—কর্ম্ম, যজুর্বিশেষো বা, তং প্রতি, প্রতিকর্ম্মণীত্যর্থঃ), প্রতিগৃণাতি (উচ্চারয়তি)। ব্রহ্মা ঋত্বিগ্বিশেষঃ) ওম্ ইতি প্রসৌতি (কর্ম্ম অনুজানাতি)। ওম্-ইতি অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি। ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্—ব্রহ্ম (বেদম্) উপাপ্নবানি (সান্নিধ্যেন উপাপ্নবানি —লভেয়ম্ ইতি কৃত্বা) ওম্-ইতি আহ (ব্রূতে)। (এবং কৃত্বা) ব্রহ্ম এব উপাপ্নোতি (সামীপ্যেন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥১॥১৯॥

মূলানুবাদ। ওম্ এই পদটীই ব্রহ্ম ; কারণ, ওম্ই সর্ববাত্মক। ওম্ এই পদই অনুকৃতি, অর্থাৎ সম্মতিসূচক, (কেহ কোন কাজের কথা বলিলে, লোকে ওম্ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে)। যাজ্ঞিকগণও ও শ্রবণ করাও (ও শ্রাবয়) বলিয়া দেবতাগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন। ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক সামগান করেন ; [স্তোত্রপাঠকগণ] ওম্-শোম্ বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন ; যজুর্ব্বেদিগণ প্রত্যেক কর্ম্মে ওম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; অগ্নিহোত্রীরা ওম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দিয়া থাকেন ; ব্রাহ্মণজাতি বেদবিদ্যা অধিগত হইবার আশায় অধ্যয়নের পূর্ব্বে ওম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং তাহার ফলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ । ওমিতি, ইতিশব্দঃ স্বরূপপরিচ্ছেদার্থঃ ; ও-মিত্যেতচ্ছব্দরূপং ব্রহ্মেতি মনসা ধারয়েদুপাসীত ; যতঃ ওমিতি ইদং সর্ব্বং হি শব্দস্বরূপমোঙ্কারেণ ব্যাপ্তম্, "তদ্যথা শঙ্কুনা" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "অভিধানতন্ত্রং হ্যভিধেয়ম্" ইত্যত ইদং সর্ব্বমোঙ্কার ইত্যুচ্যতে। ওঁকারস্তুত্যর্থ উত্তরো গ্রন্থঃ, উপাস্যত্বাৎ তস্য।

ওমিত্যেতৎ অনুকৃতিঃ অনুকরণম্। করোমি যাস্যামি চেতি কৃতমুক্ত ওমিত্যনুকরোত্যন্যঃ, অত ওঁকারোঽনুকৃতিঃ। হ স্ম বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থদ্যোতকাঃ। প্রসিদ্ধং হি ওঁকারস্যানুকৃতিত্বম্। অপিচ, ওশ্রাবয়েতি প্রৈষপূর্ব্বমাশ্রাবয়ন্তি প্রতিশ্রাবয়ন্তি। তথা ওমিতি সামানি গায়ন্তি সামগাঃ। ওম্‌শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি শস্ত্রশংসিতারোঽপি। তথা ওমিতি অধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি অনুজানাতি। ওমিতি অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি, জুহোমীত্যুক্ত ওমিত্যেবানুজ্ঞাং প্রযচ্ছতি। ওমিত্যেব ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ প্রবচনং করিষ্যন্ অধ্যেষ্যমাণঃ ওমিত্যাহ ওমিত্যেব প্রতিপদ্যতে অধ্যেতুমিত্যর্থঃ ; ব্রহ্ম বেদম্ উপাপ্নবানি ইতি প্রাপ্নুয়াং গ্রহীষ্যামীতি উপাপ্নোত্যেব ব্রহ্ম। অথবা, ব্রহ্ম পরমাত্মানম্ উপাপ্নবানীত্যাত্মানং প্রবক্ষ্যন্ প্রাপয়িষ্যন্ ওমিত্যেবাহ। স চ তেনোঙ্কারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যেব। ওঁকারপূর্ব্বং প্রবৃত্তানাং ক্রিয়াণাং ফলবত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাদোঙ্কারং ব্রহ্মেত্যুপাসীতেতি বাক্যার্থঃ ॥১॥১৯॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়েঽষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ । শ্রুতিতে ওম্-শব্দের পর যে 'ইতি' শব্দটী আছে, উহা স্বরূপনির্দ্দেশক। ওম্ এই শব্দরূপী ব্রহ্মকে মনে মনে ধারণ করিবে—উপাসনা করিবে ; [কারণ ?] যেহেতু ওম্‌ই হইতেছে এই সমুদয়, অর্থাৎ এই সমস্ত শব্দজগৎই ওঁকার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; কারণ, অন্যশ্রুতিতে আছে যে, '[অশ্বত্থপত্র] যেরূপ শিরাজালে ব্যাপ্ত' ইত্যাদি। অভিধেয় বা বাচ্যার্থ মাত্রই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিধানের অর্থাৎ তদ্বোধক শব্দের অধীন; এই কারণে সর্ব্বার্থবোধক ওঁকার শব্দকে সর্ব্বস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। ওঁকারই এই প্রকরণে উপাস্য; এই জন্য তাহার স্তুতি প্রকাশ করাই পরবর্ত্তি-শ্রুত্যংশের অর্থ বা উদ্দেশ্য। ওম্ এই শব্দটী হইতেছে অনুকৃতি—অনুকরণ (অঙ্গীকারসূচক); কেহ কোন কার্য্যের আদেশ করিলে পর, আদিষ্ট ব্যক্তি ওম্ বলিয়া তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে; অতএব ওঙ্কার পদটী অনুকৃতি। শ্রুতির হ স্ম ও বৈ এই তিনটী পদ প্রসিদ্ধিসূচক অর্থাৎ ওঙ্কারের যে, অনুকৃতিরূপত্ব সুপ্রসিদ্ধ, তাহা জানাইতেছে।

অপিচ, ঋত্বিক্‌গণ 'ও শ্রাবয়' (শ্রবণ করাও) বলিয়া কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন (১)। এইরূপ সামগগণ (যাঁহারা সামগান করেন) তাঁহারা ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বকই সামগান করিয়া থাকেন। শস্ত্রনামক স্তোত্রপাঠকগণও 'ওম্ শোম্' বলিয়াই শস্ত্রসমূহ (স্তোত্রবিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন। এইরূপ অধ্বর্য্যুগণ প্রতিকর্ম্মে ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক যজুর্মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন; ব্রহ্মাও ওম্ বলিয়াই অনুমতি দিয়া থাকেন; ওম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্র হোমের অনুজ্ঞা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ 'আমি হোম করি' এইরূপ জিজ্ঞাসার পর, ওম্ বলিয়াই হোমের অনুমতি দিয়া থাকেন। এইরূপ ব্রাহ্মণজাতি বেদ অধ্যয়নের পূর্ব্বে 'আমি বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হইব—বেদার্থ গ্রহণ করিব' এইরূপ ভাবনার পর, ওম্ বলিয়াই বেদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা; পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে 'ওম্' এইপ্রকারই উচ্চারণ করিয়া থাকেন; এবং সেই বক্তা ওঙ্কারোচ্চারণের ফলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যেহেতু ওঙ্কারের উচ্চারণপূর্ব্বক আরব্ধ ক্রিয়াসমূহ অবশ্যই সফল হইয়া থাকে; সেই হেতু ওঙ্কারকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে; ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ

(১) তাৎপর্য্য—একজন যাজ্ঞিক অপর যাজ্ঞিককে বলিবেন, তুমি, 'ওশ্রাবয়' অর্থাৎ অমুক অমুক মন্ত্র দেবগণকে শ্রবণ করাও। এই কথার পর সেই আদেশপ্রাপ্ত যাজ্ঞিক দেবতাগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ দেবতাগণকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। 'ও শ্রাবয়' ও 'আশ্রাবয়ন্তি' কথার এইরূপই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্‌গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ১ ॥২০॥

[প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ষট্ চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। [যস্ত পুনর্ব্রহ্মজিজ্ঞাসোরুপাসনৈরপি নান্তর্মুখতা স্যাৎ, তেন তু তদর্থং প্রথমং কর্ম্মৈব করণীয়মিত্যাহ—'ঋতং চ' ইত্যাদি]। ঋতং (যথাশাস্ত্রং কর্ম্মবিষয়কং জ্ঞানং) চ (চকারঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সমুচ্চয়ার্থঃ)। স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (স্বাধ্যায়ঃ অধ্যয়নং—গুরুমুখাদক্ষরগ্রহণং, তদর্থবিজ্ঞানং চ ; প্রবচনং চ অধ্যাপনং, নিত্যপাঠরূপো ব্রহ্মযজ্ঞো বা), সত্যং (যথার্থভাষণং, কায়মনোবাগ্‌ভিরনুষ্ঠীয়মানং কর্ম্ম বা) চ, স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (উক্তার্থে)। দমঃ (বহিরিন্দ্রিয়সংযমঃ) চ, শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) চ, [এতানি স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং সহ কর্ত্তব্যানি ইতি ভাবঃ]। অগ্নয়ঃ (দক্ষিণাদ্যাঃ ত্রয়ঃ পঞ্চ বা) [আধাতব্যাঃ]। অগ্নিহোত্রং চ [হোতব্যং]। অতিথয়ঃ চ [পূজ্যাঃ]। মানুষং (লোকব্যবহারঃ) চ [পালনীয়ম্]। প্রজা (সন্ততিঃ) চ [উৎপাদ্যা]। প্রজনঃ চ (পৌত্রোৎপত্তিঃ—পুত্রশ্চ বিবাহনীয় ইত্যর্থঃ)। [সর্ব্বৈরেতৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তস্যাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে ন কথমপি হাতব্যে, এতদর্থং স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সর্ব্বত্রোল্লেখঃ ; যতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োরেব পরং শ্রেয়ঃ সন্নিহিতমিতি ভাবঃ]।

[অত্র চ ঋষীণাং মতভেদ উপন্যস্যতে—] সত্যবচাঃ (সত্যবাদী, তন্নামকো বা) রাথীতরঃ (রথীতরগোত্রীয়ঃ ঋষিঃ) সত্যং (যথোক্তলক্ষণম্) ইতি (এব) [অনুষ্ঠেয়ং মন্যতে]। তপোনিত্যঃ (তপোনিষ্ঠঃ, তন্নামকো বা) পৌরুশিষ্টিঃ (পুরুশিষ্টেরপত্যং ঋষিঃ) তপঃ (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অনুষ্ঠেয়ং মন্যতে]। তথা, নাকঃ (তন্নামকঃ) মৌদ্‌গল্যঃ (মুদ্‌গলস্যাপত্যং ঋষিঃ) স্বাধ্যায়-প্রবচনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এব (যথোক্তলক্ষণে) [অনুষ্ঠেয়ে ইতি মন্যতে]। [কুতঃ ?] হি (যস্মাৎ) তৎ (স্বাধ্যায়ঃ প্রবচনং চ) [এব] তপঃ ; [তস্মাৎ তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি ভাবঃ। আদরার্থং দ্বির্ব্বচনম্] ॥১॥২০॥

মূলানুবাদঃ [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির যদি উপাসনা দ্বারাও একাগ্রতা না হয়, তবে অগ্রে তাহার্ কর্ম্মানুষ্ঠানই আবশ্যক ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—] ঋত অর্থ শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মবিধি বিষয়ে জ্ঞান ; স্বাধ্যায় অর্থ গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণ ও তদর্থবিজ্ঞান ; প্রবচন অর্থ—অধ্যাপনা, অথবা প্রত্যহকর্ত্তব্য শাস্ত্রপাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ। সত্য অর্থ যথার্থ কথন, অথবা দেহ মন ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। তপঃ অর্থ—প্রাজাপত্য ও চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি। দম অর্থ—বহিরিন্দ্রিয়-সংযম। শম অর্থ—অন্তঃকরণের সংযম। 'অগ্নয়ঃ' অর্থ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি। অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে। অতিথির পূজা করিবে। মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। সন্তানোৎপাদন কর্ত্তব্য। পৌত্র উৎপাদন অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। [বুঝিতে হইবে যে, এ সমস্ত কার্য্য যেমন কর্ত্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনও যত্নসহকারে কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়েই সত্য প্রভৃতি সকলের সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচন শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে]।

[এ বিষয়ে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শন করা হইতেছে।] সত্যবাদী অথবা সত্যবচা নামক রাথীতর (রথীতরের পুত্র) ঋষি [মনে করেন যে,] সত্যই অনুষ্ঠেয়। মুদ্গলপুত্র (মৌদ্গল্য) নাকনামক ঋষি স্বাধ্যায় ও প্রবচনকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বিবেচনা করেন ; কারণ, উহাই (স্বাধ্যায় ও প্রবচনই) যথার্থ তপস্যা। [এবিষয়ে আদরপ্রদর্শনার্থ 'তদ্ধি তপঃ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে] ॥১॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞানাদেবাপ্নোতি স্বারাজ্যমিত্যুক্তত্বাৎ শ্রৌত-স্মার্ত্তানাং কর্ম্মণামানর্থক্যং প্রাপ্তম্ ইত্যতস্তন্মা প্রাপদিতি কর্ম্মণাং পুরুষার্থং প্রতি সাধনত্বপ্রদর্শনার্থমিহোপন্যাসঃ—ঋতমিতি ব্যাখ্যাতম্। স্বাধ্যায়োঽধ্যয়নম্। প্রবচনমধ্যাপনং, ব্রহ্মযজ্ঞো বা। এতানি ঋতাদীনি অনুষ্ঠেয়ানীতি বাক্যশেষঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যং সত্যবচনং যথাব্যাখ্যাতার্থং বা। তপঃ কৃচ্ছ্রাদি। দমঃ বাহ্যকরণোপশমঃ। শমঃ অন্তঃকরণোপশমঃ। অগ্নয়শ্চ আধাতব্যাঃ। অগ্নিহোত্রং চ হোতব্যম্। অতিথয়শ্চ পূজ্যাঃ। মানুষমিতি লৌকিকঃ সংব্যবহারঃ; তচ্চ যথাপ্রাপ্ত-মনুষ্ঠেয়ম্। প্রজা চোৎপাদ্যা। প্রজনশ্চ প্রজননম্ ঋতৌ ভার্য্যাগমন-মিত্যর্থঃ। প্রজাতিঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ; পুত্রো নিবেশয়িতব্য ইত্যেতৎ। সর্ব্বৈরেতৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তস্যাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ে, ইতোবমর্থং সর্ব্বেণ স্বাধ্যায়প্রবচনগ্রহণম্। স্বাধ্যায়াধীনং হি অর্থজ্ঞানম্। অর্থজ্ঞানাধীনং চ পরং শ্রেয়ঃ। প্রবচনঞ্চ তদবিস্মরণার্থং ধর্ম্মবৃদ্ধ্যর্থঞ্চ; অতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়ো-রাদরঃ কার্য্যঃ।

সত্যমিতি সত্যমেবানুষ্ঠেয়মিতি সত্যবচাঃ সত্যমেব বচো যস্য, সোঽয়ং সত্যবচাঃ, নাম বা তস্য। রাথীতরঃ রথাতরসগোত্রঃ রাথীতর আচার্য্যো মন্যতে। তপ ইতি তপ এব কর্ত্তব্যমিতি তপোনিত্যঃ তপসি নিত্যঃ তপঃপরঃ, তপোনিত্য ইতি বা নাম; পৌরুশিষ্টিঃ পুরুশিষ্টস্যাপত্যং পৌরুশিষ্টিরাচার্য্যো মন্যতে। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি নাকো নামতঃ মুদ্গলস্যাপত্যং মৌদ্গল্য আচার্য্যো মন্যতে। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ। যস্মাৎ স্বাধ্যায়প্রবচনে এব তপঃ, তস্মাত্তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি। উক্তানামপি সত্যতপঃস্বাধ্যায়প্রবচনানাং পুনর্গ্রহণমাদরার্থম্ ॥১॥২০॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমানুবাক-ভাষ্যম্ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদঃ কেবল বিজ্ঞান হইতেই (উক্ত বিজ্ঞান হইতেই) স্বারাজ্য বা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথা পূর্ব্বে কথিত হওয়ায়, শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত কর্ম্মরাশির আনর্থক্য-আশঙ্কা উপস্থিত হয়; সেই আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে,এখন কর্ম্ম-সমূহের পুরুষার্থ-(মুক্তি, সাধনে সামর্থ্য জ্ঞাপনের জন্য পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করা হইতেছে।

ঋত শব্দের অর্থ—পূর্ব্বেই (ঋতং বদিষ্যামি বাক্যে) উক্ত হইয়াছে। স্বাধ্যায় অর্থ—অধ্যয়ন (গুরুর নিকট বিদ্যা গ্রহণ)। প্রবচন অর্থ—অধ্যাপনা, অথবা ব্রহ্মযজ্ঞ (নিত্য পাঠ)। এই ঋত প্রভৃতি বিষয়গুলি—'অনুষ্ঠান করিবে', এই বাক্যাংশ পূরণ করিয়া লইতে হইবে। সত্য অর্থ সত্য কথা বলা, অথবা প্রথম শ্রুতিতে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ। তপঃ অর্থ কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণ ব্রত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি (১)। দম অর্থ—বহিরিন্দ্রিয়-সমুহের সংযম। শম অর্থ—অন্তঃকরণের সংযম। 'অগ্নয়ঃ' অগ্নিত্রয় [সেই অগ্নিত্রয় আধান—গ্রহণ করিতে হইবে], অগ্নিহোত্র হোম করিতে হইবে। অতিথিগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। মানুষ অর্থ—সাংসারিক লোক-ব্যবহার; তাহাও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। প্রজা (সন্তান) উৎপাদন কর্ত্তব্য। প্রজন অর্থ—প্রজনন অর্থাৎ ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত হওয়া। প্রজাতি অর্থ—পৌত্রোৎপত্তি, অর্থাৎ পুত্রকে দারপরিগ্রহ করান। এই সমুদয় কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিরও যত্নসহকারে স্বাধ্যায় ও প্রবচন অবশ্যানুষ্ঠেয়; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ ঋত প্রভৃতি সকলবিষয়ের সহিতই স্বাধ্যায় ও প্রবচনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, স্বাধ্যায়ের অধীন হইতেছে অর্থ-জ্ঞান; অর্থ-জ্ঞানের অধীন হইতেছে পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ)। আর প্রবচন হইতেছে অধীত বিদ্যার বিস্মৃতি-নিবারক এবং ধনবৃদ্ধি-কারক; এইজন্য স্বাধ্যায় ও প্রবচনে আদর করা আবশ্যক।

[এখন এ সম্বন্ধে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—] সত্যবচাঃ—যাহার বচন সত্য ভিন্ন মিথ্যা হয় না, তিনি সত্যবচাঃ, অথবা তাঁহার নামই সত্যবচাঃ; সেই রথীতরগোত্রীয়—রাথীতর আচার্য্য সত্যকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া মনে করেন। তপোনিত্য অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা তপস্যায় তৎপর, অথবা তাঁহার নামই তপোনিত্য; সেই পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্টি আচার্য্য মনে করেন যে উক্ত তপই একমাত্র কর্ত্তব্য। নাকনামক মুদ্গলপুত্র—মৌদ্গল্য আচার্য্য মনে করেন যে, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কেবল অনুষ্ঠেয়; কেননা, যেহেতু স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপস্যা, সেই হেতু ঐ দুইটাই অনুষ্ঠেয়। অগ্রে কথিত থাকা সত্ত্বেও যে, সত্য, তপঃ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনের পুনঃ পুনঃ কথন, তাহা কেবল আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ ॥১॥২০॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—কৃচ্ছ্র অর্থ দ্বাদশদিনসাধ্য প্রাজাপত্য-নামক ব্রত। প্রাজাপত্যের লক্ষণ এইরূপ—"ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্। ত্র্যহং পরং চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥" অর্থাৎ তিনদিন প্রাতে, ও তিনদিন সায়ংকালে ভোজন করিবে। তিনদিন অযাচিত লভ্য ভক্ষণ করিবে। আর তিনদিন কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না। ইহাই প্রাজাপত্যের নিয়ম। চান্দ্রায়ণ ব্রত একমাস-সাধ্য। চান্দ্রায়ণ ব্রত অনেক প্রকার। কৃষ্ণ প্রতিপদে প্রথম ১৬ গ্রাস ভক্ষণ করিবে; চন্দ্রকলা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস কমাইবে। আবার শুক্লা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমোঽনুবাকঃ

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণꣳসবর্চ্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্ব্বেদানুবচনম্ ॥ ১ ॥ ২১॥ [অহꣳষট্ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ পূর্ব্বোক্ত-সকলসাধনানুষ্ঠানাসম্ভবে হি নিত্যমবশ্যপঠনীয়ো মন্ত্র উচ্যতে—"অহং বৃক্ষস্য" ইত্যাদিঃ। অহং বৃক্ষস্য (সংসারতরোঃ) রেরিবা (প্রেরয়িতা, কর্ম্মণা সম্পাদয়িতা) [অস্মি]। (মম) গিরেঃ (পর্ব্বতস্য) পৃষ্ঠং (শৃঙ্গম্) ইব কীর্ত্তিঃ [উন্নতা ভবতু]। বাজিনি [বাজম্ অন্নং, তদ্বতি সবিতরি) স্বমৃতং (সু—শুদ্ধং, অমৃতং মুক্তিঃ—তৎসাধনম্ আত্ম-তত্ত্বং বা) [প্রতিষ্ঠিতম্]। [অহম্] ঊর্দ্ধপবিত্রঃ (ঊর্দ্ধং—কারণম্, পবিত্রং জ্ঞানপ্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যস্য, তাদৃশঃ] অস্মি (ভবামি)। তথা, দ্রবিণং (ধনমিব) [প্রিয়ং], সবর্চ্চসং (দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম), সুমেধা (শোভন-মেধাসম্পন্নঃ) অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) অক্ষীতঃ (অক্ষীণঃ নির্ব্বিকারশ্চ) [অস্মীতি শেষঃ]। ইতি (এবং যথোক্তপ্রকারং) ত্রিশঙ্কোঃ (তন্নামকস্য ঋষেঃ) বেদানুবচনং (বেদঃ—বেদনং, তদনু বচনম্ উক্তিরিত্যর্থঃ) ॥১॥২১॥

মূলানুবাদ ; আমিই এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা কর্ম্মদ্বারা প্রবর্ত্তক। গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আমার সমুন্নত কীর্ত্তি হউক ; এবং বাজিতে অন্নপ্রদাতা সূর্য্যেতে যেমন উত্তম অমৃত (জল) আছে, আমিও তেমনি ঊর্দ্ধপবিত্র, ঊর্দ্ধ অর্থ —কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম ; তিনি আমার জ্ঞানে প্রকাশমান আছেন। আমিই ধনের ন্যায় প্রিয়, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মস্বরূপ ; উত্তম মেধাসম্পন্ন, মরণভয়রহিত এবং অক্ষীত অর্থাৎ বিকারাদি ক্ষয়দোষবর্জ্জিত। ত্রিশঙ্কুনামক ঋষি আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার পর (অনু) এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥১০॥

প্রতিপদ্ হইতে এক এক গ্রাস ক্রমে বাড়াইয়া পূর্ণিমাতে ১৬ গ্রাস পূর্ণ করিবে। ইহাই চান্দ্রায়ণ-ব্রতের নিয়ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ । অহং বৃক্ষস্য রেরিবেতি স্বাধ্যায়ার্থো মন্ত্রাম্নায়ঃ। স্বাধ্যায়শ্চ বিদ্যোৎপত্তয়ে, প্রকরণাৎ। বিদ্যার্থং হি ইদং প্রকরণম্; ন চান্যার্থত্বমবগম্যতে। স্বাধ্যায়েন চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্য বিদ্যোৎপত্তিরবকল্পতে। অহং বৃক্ষস্য উচ্ছেদ্যাত্মকস্য সংসার-বৃক্ষস্য রেরিবা প্রেরয়িতা অন্তর্যাম্যাত্মনা। কীর্ত্তিঃ খ্যাতিঃ গিরেঃ পৃষ্ঠমিবোচ্ছ্রিতা মম। ঊর্দ্ধপবিত্রঃ ঊর্দ্ধং কারণং পবিত্রং পাবনং জ্ঞানপ্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যস্য সর্ব্বাত্মনো মম, সোঽহং ঊর্দ্ধপবিত্রঃ; বাজিনি ইব বাজবতীব, বাজমন্নম্, তদ্বতি সবিতরীত্যর্থঃ; যথা সবিতরি প্রসিদ্ধং অমৃতমাত্মতত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ, এবং স্ব অমৃতং শোভনং বিশুদ্ধমাত্মতত্ত্বম্ অস্মি ভবামি ।১

দ্রবিণং ধনং সুবর্চ্চসং দীপ্তিমদেবাত্মতত্ত্বম্, অস্মীত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্মজ্ঞানং বা, আত্মতত্ত্বপ্রকাশকত্বাৎ সবর্চ্চসম্, দ্রবিণমিব দ্রবিণম্, মোক্ষ-সুখহেতুত্বাৎ। অস্মিন্ পক্ষে, প্রাপ্তং ময়েত্যধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ। সুমেধাঃ—শোভনা মেধা সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণা যস্য মম, সোঽহং সুমেধাঃ; সংসারস্থিত্যুৎপত্ত্যুপসংহারকৌশলযোগাৎ সুমেধস্ত্বম্; অত এব অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা, অক্ষিতঃ অক্ষীণঃ অব্যয়ঃ অক্ষতো বা; অমৃতেন বা উক্ষিতঃ সিক্তঃ "অমৃতোক্ষিতোঽহম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্। ইতি এবং ত্রিশঙ্কোঃ ঋষেৰ্ব্রহ্মভূতস্য ব্রহ্মবিদঃ বেদানুবচনম্; বেদঃ বেদনম্ আত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্, তস্য প্রাপ্তিমনু বচনং বেদানুবচনম্; আত্মনঃ কৃতকৃত্যতাপ্রখ্যাপনার্থং বামদেববৎ ত্রিশঙ্কুনা আর্ষেণ দর্শনেন দৃষ্টো মন্ত্রাম্নায় আত্মবিদ্যাপ্রকাশক ইত্যর্থঃ ।২

অস্য চ জপো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থোঽবগম্যতে। 'ঋতঞ্চ' ইতি ধর্ম্মোপন্যাসাদনন্তরঞ্চ বেদানুবচনপাঠাদেতদগম্যতে। এবং শ্রৌতস্মার্ত্তেষু নিত্যেষু কর্ম্মসু যুক্তস্য নিষ্কামস্য পরং ব্রহ্ম বিবিদিষোরার্ষাণি দর্শনানি প্রাদুর্ভবন্ত্যাত্মাদিবিষয়াণীতি ॥ ১ ॥ ২১ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক-ভাষ্যম্ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ । 'অহং বৃক্ষস্য রেরিবা' এই মন্ত্রটী এখানে পাঠ্যরূপে পঠিত হইয়াছে। বিদ্যাপ্রকরণে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসমুৎপত্তির জন্যই এই স্বাধ্যায়ের (মন্ত্রপাঠের) ব্যবস্থা। বিদ্যালাভের উপায় প্রদর্শনই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বাধ্যায় (মন্ত্রপাঠ) দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই বিদ্যার উৎপত্তি সম্ভবপর হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমিই অন্তর্য্যামিরূপে বৃক্ষের ন্যায় ছেদনীয় এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা প্রবর্ত্তক। আমার কীর্ত্তি—খ্যাতি বা মহিমা পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উত্থিত বা সমুন্নত। আমিই উর্দ্ধপবিত্র অর্থাৎ উর্দ্ধে—পরম কারণ পর ব্রহ্মে, যাহার—সর্ব্বাত্ম-ভাবাপন্ন যে আমার, পবিত্র—পবিত্রতাজনক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ্য, আত্মতত্ত্ব বিদ্যমান, সেই আমি হইতেছি—উর্দ্ধপবিত্র ; বাজিতে—বাজ অর্থ—অন্ন, তদ্বিশিষ্ট সূর্য্যেতে যেরূপ ; অর্থাৎ শত শত শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যেতে যেরূপ অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধ, সেইরূপ আমিও সু অমৃত —উত্তম বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত আছি। ১

আত্মতত্ত্বই দীপ্তিযুক্ত ধন, আমিই তৎস্বরূপ। এখানেও 'আমি' পদটীর অনুবৃত্তি হইয়াছে। অথবা দ্রবিণ অর্থ—দ্রবিণের ন্যায় ; ধনে (দ্রবিণে) ভোগসুখ জন্মায়, আর ব্রহ্মজ্ঞানেও মোক্ষ-সুখ পাওয়া যায় ; এই কারণে উহা দ্রবিণের ন্যায় ; এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়া সবর্চ্চসও বটে। দ্বিতীয় অর্থের কালে দ্রবিণতুল্য ব্রহ্মজ্ঞান—'আমি প্রাপ্ত হইয়াছি' এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। সুমেধা অর্থ—যাহার (আমার) মেধা—ব্রহ্মজ্ঞান সু—শোভন অর্থাৎ উত্তম, সেই আমি—সুমেধা ; কেননা, সংসারের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার-কৌশল পরিজ্ঞাত থাকায় আমার মেধা সু (উত্তম)। এই কারণেই আমি অমৃত—মরণরহিত, অক্ষিত অর্থ—অক্ষীণ অর্থাৎ অব্যয় বা ক্ষয়-রহিত ; অথবা ['অমৃতোক্ষিত' এই পদটীর অমৃত+উক্ষিত, এইরূপ সন্ধি-বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হয় যে, অমৃতে সদানন্দরসে সিক্ত। এতদনুরূপ 'ব্রাহ্মণ'-বাক্যও আছে 'আমি অমৃতদ্বারা সিক্ত'। ত্রিশঙ্কুনামক ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্রহ্মবিদ্ ঋষির এই প্রকারই বেদানুবচন,—বেদ অর্থ—বেদন (জানা) অর্থাৎ আত্মৈ-কত্ব বিজ্ঞান ; সেই বিজ্ঞান লাভের (অনু) পশ্চাৎ যে বচন (উপদেশ), তাহাই বেদানুবচন। বামদেবের ন্যায় ত্রিশঙ্কু ঋষিও আর্ষদর্শনে, আত্মতত্ত্ব প্রকাশক যে বেদ-মন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আপনার কৃতার্থতা-জ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ২

প্রথমতঃ 'ঋতম্' ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া, তাহার পর এই বেদানুবচনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা সমুৎপত্তির জন্য এই মন্ত্রটীর জপ করিতে হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম্ম-সমূহে নিষ্কামভাবে নিরত থাকে অর্থাৎ নিয়মিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর‌ও ব্রহ্মাদি বিষয়ে আর্ষ বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১০॥

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।—সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১ ॥২২॥

সরলার্থঃ। সম্প্রতি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ নিয়মেন কর্ত্তব্যানামুপদেশার্থময়মারম্ভঃ—'বেদম্' ইত্যাদিঃ। আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনং (শিষ্যম্) বেদম্ অনূচ্য (অধ্যাপ্য) অনুশাস্তি (উপদিশতি)। [উপদেশপ্রকারানাহ—] সত্যং বদ (প্রমাণাবগতমেব তত্ত্বং ত্বয়া বক্তব্যমিত্যর্থঃ)। ধর্ম্মং (শাস্ত্রোপদিষ্টং কর্ম্ম) চর (আচর)। স্বাধ্যায়াৎ (অধ্যয়নাৎ) মা প্রমদঃ (প্রমাদং মা কার্ষীঃ)। আচার্য্যায় (বেদাধ্যাপকায়, তদর্থং) প্রিয়ম্ (অভীষ্টং) ধনম্ আহৃত্য (আনীয়, বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং দত্ত্বা) [আচার্য্যেণ অনুজ্ঞাতঃ সন্] প্রজাতন্তুং (পুত্রাদিসন্তানং) মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (সন্তানবিচ্ছেদং মা কার্ষীঃ—পত্নীমুপাদায় সন্তানমুৎপাদয়েত্যর্থঃ)। সত্যাৎ (যক্তোক্তলক্ষণাৎ) ন প্রমদিতব্যম্ (প্রমাদো ন কার্য্য ইতি ভাবঃ)। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ ন বিরন্তব্যমিতি ভাবঃ)। কুশলাৎ (আত্মরক্ষোপায়াৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ (ভূতেঃ মঙ্গলার্থাৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্। তথা, স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (সাবধানেন স্বাধ্যায়-প্রবচনে কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ) ॥১॥২২॥

মূলানুবাদ। [ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে শিষ্যকে যে সমস্ত কর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, এখন তদুপদেশার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে।] আচার্য্য (সাবিত্রীদাতা গুরু) শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়া পরে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন—তুমি সত্য বলিবে, অর্থাৎ তুমি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেরূপ অবগত হইবে, ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবে। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিবে। স্বাধ্যায় অর্থ বেদপাঠ, তাহাতে প্রমাদগ্রস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অনবহিত) হইবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে মনোরম ধন আহরণ করিয়া অর্থাৎ আচার্য্যকে উত্তম ধন প্রদান করিয়া [পত্নী গ্রহণ করিবে]; সন্তান-ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনবহিত হইও না। আত্মরক্ষার উপযোগী কর্ম্মে উদাসীন থাকিও না। মাঙ্গলিক কর্ম্মে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনে (যাহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে) প্রমত্ত হইও না। অভিপ্রায় এই যে, সাবধানে ঐ সকল বিষয় সম্পাদন করিবে ॥১॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বেদমনূচ্যেত্যেবমাদিকর্ত্তব্যতোপদেশারম্ভঃ—প্রাগ্-ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণীত্যেবমর্থঃ; অনুশাসন-শ্রুতেঃ পুরুষসংস্কারার্থত্বাৎ। সংস্কৃতস্য হি বিশুদ্ধসত্ত্বস্যাত্মজ্ঞানমঞ্জসৈবোপজায়তে। "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি হি স্মৃতিঃ। বক্ষ্যতি চ "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি। অতো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থমনুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি। অনুশাস্তীত্যনু-শাসনশব্দাদ্ অনুশাসনাতিক্রমে হি দোষাৎপত্তিঃ। প্রাগুপন্যাসাচ্চ কর্ম্মণাম্, কেবলব্রহ্মবিদ্যারম্ভাচ্চ পূর্ব্বং কর্ম্মাণ্যুপন্যস্তানি। উদিতায়াঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে।" "ন বিভেতি কুতশ্চন।" "কিমহং সাধু নাকরবম্"-ইত্যাদিনা কর্ম্ম-নৈষ্কিঞ্চন্যং দর্শয়িষ্যতি। অতোঽবগম্যতে—পূর্ব্বোপচিতদুরিতক্ষয়দ্বারেণ বিদ্যোৎপত্ত্যর্থানি কর্ম্মাণীতি। মন্ত্রবর্ণাচ্চ—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি। ঋতাদীনাং পূর্ব্বত্রোপদেশ আনর্থক্যপরিহারার্থঃ, ইহ তু জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থত্বাৎ কর্ত্তব্যতানিয়মার্থঃ।

বেদম্ অনূচ্য অধ্যাপ্য আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনম্ শিষ্যম্ অনুশাস্তি—গ্রন্থগ্রহণাৎ অনু পশ্চাৎ শাস্তি তদর্থং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ। অতোঽবগম্যতে—অধীতবেদস্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসামকৃত্বা গুরুকুলান্ন সমাবর্ত্তিতব্যমিতি। "বুদ্ধা কর্ম্মাণি চারভেৎ" ইতি স্মৃতেশ্চ। কথমনুশাস্তীত্যত আহ—সত্যং বদ যথাপ্রমাণা-বগতং বক্তব্যং চ বদ। তদ্বৎ ধর্ম্মং চর; ধর্ম্ম ইত্যনুষ্ঠেয়ানাং সামান্যবচনম্, সত্যাদিবিশেষনির্দ্দেশাৎ। স্বাধ্যায়াৎ অধ্যয়নাৎ মা প্রমদঃ প্রমাদং মা কার্ষীঃ। আচার্য্যায় আচার্য্যার্থং প্রিয়ম্ ইষ্টং ধনম্ আহৃত্য আনীয় দত্ত্বা বিদ্যা-নিষ্ক্রয়ার্থম্, আচার্য্যেণ চানুজ্ঞাতঃ অনুরূপান্ দারান্ আহৃত্য, প্রজাতন্তুং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজা-সন্তানং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ; প্রজাসন্ততের্ব্বিচ্ছিত্তির্ন কর্ত্তব্যা। অনুৎপদ্যমানেঽপি পুত্রে, পুত্রকাম্যাদিকর্ম্মণা তদুৎপত্তৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ; প্রজা-প্রজন-প্রজাতিত্রয়নির্দ্দেশসামর্থ্যাৎ; অন্যথা প্রজনশ্চেত্যেতদেকমেবাবক্ষ্যৎ। সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যং প্রমাদো ন কর্ত্তব্যঃ; সত্যাচ্চ প্রমদনমনৃতপ্রসঙ্গঃ; প্রমাদশব্দসামর্থ্যাৎ; বিস্মৃত্যাপ্যনৃতং ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ; অন্যথা অসত্যবচনপ্রতিষেধ এব স্যাৎ। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্; ধর্ম্মশব্দস্যানুষ্ঠেয়বিশেষবিষয়ত্বাদ্ অননুষ্ঠানং প্রমাদঃ, স ন কর্ত্তব্যঃ, অনুষ্ঠাতব্য এব ধর্ম্ম ইতি যাবৎ। এবং কুশলাৎ আত্মরক্ষার্থাৎ কর্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্। ভূতিঃ বিভূতিঃ, তস্যৈ ভূত্যৈ ভূত্যর্থান্মঙ্গলযুক্তাৎ কর্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তে হি নিয়মেন কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ। বেদাধ্যয়নের পর ব্রহ্মাত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যে সমস্ত কার্য্য গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই সমুদয়ের কর্ত্তব্যতা-জ্ঞাপনার্থ "বেদম্ অনূচ্য" ইত্যাদি শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে; কেননা, অধীতবেদ পুরুষের সংস্কার-সাধনই এই অনুশাসন শ্রুতির প্রয়োজন। সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষের আত্মবিষয়ক জ্ঞান নিশ্চয়ই যথাযথরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, স্মৃতিশাস্ত্র বলিতেছেন যে, 'তপস্যা দ্বারা পাপক্ষয় করে, এবং বিদ্যা (উপাসনা বা জ্ঞান) দ্বারা অমৃত ভোগ করে'। স্বয়ং এই উপনিষদ্ও বলিবেন—'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান'। অতএব বিদ্যা-সমুৎপাদনের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। [এই ব্যাখ্যায় শ্রুতিতে অনুশাসনের নিত্যতা-বোধক] 'অনুশাস্তি' পদ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে—শ্রুত্যুক্ত অনুশাসন লঙ্ঘনে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে। প্রথমে কর্ম্মোপদেশও ইহার অপর কারণ, অর্থাৎ এই জন্যই শুদ্ধ ব্রহ্ম-বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতি নিজেই ব্রহ্মবিদ্যা-সমুৎপত্তির পর, 'অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করিয়া থাকে,' 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোথাও ভয় পান না' 'আমি কেন উত্তম কর্ম্ম করি নাই' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা [তৎকালে] কর্ম্মের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিবেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বসঞ্চিত পাপধ্বংসপূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি সাধনই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। 'অবিদ্যা (নিত্যকর্ম্ম) দ্বারা মৃত্যু (মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম) অতিক্রম করিয়া বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা অমৃত লাভ করে' (১) ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য হইতেও ইহা জানা

(১) তাৎপর্য্য—অবিদ্যয়া কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছে। কর্ম্মের আনর্থক্যশঙ্কা-পরিহারার্থ পূর্ব্বে 'ঋত' প্রভৃতির উপদেশ করা হইয়াছে; আর জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া এখানে কর্ম্মের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞাপনার্থ উপদেশ করা হইতেছে।১

আচার্য্য (যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি) অন্তেবাসী শিষ্যকে বেদ অধ্যাপনা করিয়া অর্থাৎ বেদশিক্ষাদানের পর শিষ্যের প্রতি অনুশাসন করিয়া থাকেন—গ্রন্থ অধ্যয়নের 'অনু'—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ করেন অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অধীতবেদ শিষ্য ধর্ম্মতত্ত্ব না জানিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিবে না অর্থাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিবে না। 'অবগত হইয়া কর্ম্ম করিবে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও ইহাই বুঝা যায়। কি প্রকারে অনুশাসন করেন, তাহা বলিতেছেন।২—

[হে সৌম্য, তুমি] সত্য বলিবে, বক্তব্য বিষয় প্রমাণ দ্বারা যেরূপ অবগত হইবে, ঠিক সেই রূপই বলিবে; সেইরূপ, ধর্ম্মাচরণ করিবে। সত্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এখানে, ধর্ম্মশব্দে সামান্যতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম মাত্রেরই গ্রহণ। স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ অধ্যয়নে প্রমত্ত (অনবহিত) হইবে না; অধ্যয়ন-বিষয়ে অনবধান করিবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রিয় ধন আহরণ করিয়া—বিদ্যার প্রতিমূল্য স্বরূপ ধন দান করিয়া এবং আচার্য্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, আত্মানুরূপা পত্নী গ্রহণপূর্ব্বক প্রজা-তন্তু (সন্তানের ধারা বা বিস্তার) বিচ্ছিন্ন করিবে না, অর্থাৎ সন্তান বিস্তারের বিচ্ছেদ ঘটাইবে না। শ্রুতিতে প্রজা, প্রজনন ও প্রজাতি এই তিনটী কথার পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পুত্রকামনায় যে সমুদয় কার্য্য বিহিত আছে, সেই সমুদয় কার্য্যদ্বারাও পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যত্ন করা আবশ্যক; নচেৎ কেবল 'প্রজনশ্চ' এই একটীমাত্রের নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইত। সত্য হইতেও প্রমত্ত হইবে না, অর্থাৎ সত্য-বিষয়েও প্রমাদী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সত্য হইতে প্রমত্ত হওয়া অর্থই মিথ্যাতে অনুরাগ বা সম্পর্ক। 'প্রমাদ' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ভুলেও মিথ্যা

শব্দবাচ্যমুভয়ং তীর্ত্ব্বা অতিক্রম্য, বিদ্যয়া দেবতা-জ্ঞানেন অমৃতং দেবতাত্মভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। ইতি ঈশোপনিষদি শাঙ্করভাষ্যম্। মর্ম্মার্থ এই যে, অবিদ্যা অর্থ অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম। মৃত্যু অর্থ—স্বভাবজাত জ্ঞান ও কর্ম্ম। বিদ্যা অর্থ—দেবতাজ্ঞান বা দেবতার উপাসনা। অমৃত অর্থ—দেবভাব প্রাপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিবে না; নচেৎ অসত্য কথনের প্রতিষেধ করাই উচিত ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাদী হইবে না। ধর্ম্মশব্দ সাধারণতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিশেষবোধক; তাহার অনুষ্ঠান না করাই প্রমাদ; সেই প্রমাদ করিবে না, অর্থাৎ অবশ্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এইরূপ, আত্ম-রক্ষার্থে প্রযোজ্য—কুশল কর্ম্ম বিষয়েও প্রমাদ করিবে না। ভূতি অর্থ বিভূতি (সম্পদ্); সেই ভূতিসাধন মঙ্গলকর কর্ম্মবিষয়েও প্রমাদ করিবে না। অধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যানেও বিরত থাকিবে না; অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায় ও প্রবচন করিবে॥১॥২২॥

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকꣳ সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি॥ ২ ॥ ২৩॥

সরলার্থঃ। কিঞ্চ, দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবঃ (মাতা দেবঃ দেববৎ পূজনীয়া যস্য, সঃ তথা) ভব। পিতৃদেবঃ (পিতা দেবঃ যস্য, স তথা) ভব। আচার্য্যদেবঃ ভব। অতিথিদেবঃ ভব। [সতাং] যানি অনবদ্যানি (অনিন্দনীয়ানি) কর্ম্মাণি, তানি (কর্ম্মাণি) সেবিতব্যানি; ইতরাণি (অবদ্যানি কর্ম্মাণি) ন [সেবিতব্যানি]। অস্মাকং (আচার্য্যপদবীভাজাং) যানি সুচরিতানি (সদাচারাঃ), তানি ত্বয়া (শিষ্যেণ) উপাস্যানি (সেবিতব্যানি); ইতরাণি (অ-সুচরিতানি—আচার্য্যগণানুষ্ঠিতান্যপি) নো (ন) [উপাস্যানি] ॥২॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, দৈবপিত্র্যে কর্ম্মণী কর্ত্তব্যে। মাতৃদেবঃ মাতা দেবো যস্য সঃ, ত্বং ভব স্যাঃ। এবং পিতৃদেবঃ ভব; আচার্য্যদেবো ভব; অতিথিদেবো ভব; দেবতাবদুপাস্যা এতে ইত্যর্থঃ। যান্যপি চান্যানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি শিষ্টাচারলক্ষণানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি কর্ত্তব্যানি ত্বয়া। নো ন কর্ত্তব্যানি ইতরাণি সাবদ্যানি শিষ্টকৃতান্যপি। যানি অস্মাকমাচার্য্যাণাং সুচরিতানি শোভনচরিতানি আম্নায়াদ্যবিরুদ্ধানি, তান্যেব ত্বয়োপাস্যানি অদৃষ্টার্থান্যনুষ্ঠেয়ানি নিয়মেন কর্ত্তব্যানীত্যেতৎ। নো ইতরাণি বিপরীতান্যাচার্য্যকৃতান্যপি ॥২॥২৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বের ন্যায় দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে প্রমাদগ্রস্ত হইবে না, অর্থাৎ দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য অবশ্য করিবে। তুমি মাতৃদেব—মাতা যাহার দেবতা, এরূপ হইবে। এইপ্রকার পিতৃদেব হও; আচার্য্যদেব হও (১); অতিথিদেব হও; অর্থাৎ মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে। আরও যে সমুদয় অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্ম আছে, শিষ্টাচারসম্মত সেই সমুদয় কর্ম্ম তুমি অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু অপর যে সমুদয় কর্ম্ম সাবদ্য (নিন্দিত), সে সমুদয় কর্ম্ম শিষ্টানুষ্ঠিত হইলেও করিবে না। আমাদের—আচার্য্যগণের সুচরিত—বেদাদির অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উত্তম আচরণ, পুণ্যের জন্য সেই সমুদয় সদাচারেরই নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠান করিবে; কিন্তু তদ্বিপরীত আচরণ যদি আচার্য্যকৃতও হয়, তথাপি তাহার অনুসরণ করিবে না ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্।—শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ—॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে কে চ বিশেষিতাঃ আচার্য্যত্বাদিধর্ম্মৈঃ অস্মৎ-অস্মত্তঃ শ্রেয়াংসঃ প্রশস্ততরাঃ, তে চ ব্রাহ্মণাঃ, ন ক্ষত্রিয়াদয়ঃ, তেষামাসনেন আসনদানাদিনা ত্বয়া প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বসনং প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ; তেষাং শ্রমস্ত্বয়াপনেতব্য ইত্যর্থঃ। তেষাং বা আসনে গোষ্ঠীনিমিত্তে সমুদিতে, তেষু ন প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বাসোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ; কেবলং তদুক্তসারগ্রাহিণা ভবিতব্যম্। যৎ কিঞ্চিদ্দেয়ম্, তৎ শ্রদ্ধয়ৈব দাতব্যম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং, ন দাতব্যম্। শ্রিয়া বিভূত্যা দেয়ং দাতব্যম্। হ্রিয়া লজ্জয়া চ দেয়ম্। ভিয়া চ ভীত্যা চ দেয়ম্। সংবিদা চ মৈত্র্যাদিকার্য্যেণ দেয়ম্। অথ এবং বর্ত্তমানস্য যদি কদাচিৎ তে

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ—"উপনীয় দদদ্বেদ আচার্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" (মনু)। যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি 'আচার্য্য' নামে অভিহিত হন। অথবা, "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করেন; লোককে সদাচার শিক্ষা দেন এবং নিজেও তদনুরূপ আচরণ করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত হন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তব শ্রৌতে স্মার্ত্তে বা কর্ম্মণি, বৃত্তে বা আচারলক্ষণে, বিচিকিৎসা সংশয়ঃ স্যাৎ ভবেৎ—॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ্। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

[স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তানি ত্বয়োপাস্যানি বিচিকিৎসা বা স্যাৎ তেষু বর্ত্তেরন্ সপ্ত চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশোঽনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ । তথা, যে কে চ (অপি) অস্মচ্ছ্রেয়াংসঃ (অস্মত্তোঽপি প্রশস্ততরাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তত্র [সন্তি], ত্বয়া তেষাং (ব্রাহ্মণানাং) আসনেন (আসনদানাদিনা) প্রশ্বসিতব্যম্ (প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ [কর্ত্তব্যঃ]। শ্রদ্ধয়া দেয়ং, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং (যৎকিঞ্চিৎ দাতব্যম্, তৎ শ্রদ্ধয়া এব দাতব্যম্, ন পুনরশ্রদ্ধয়েত্যর্থঃ)। শ্রিয়া (সম্পদা) দেয়ম্; হ্রিয়া (লজ্জয়া চ) দেয়ম্; (দত্ত্বা ন কীর্ত্তনীয়মিতি ভাবঃ)। ভিয়া (ভয়েন, নতু দম্ভেন) দেয়ম্। সংবিদা (মৈত্র্যাদিভাবনয়া) দেয়ম্। অথ (এবং বর্ত্তমানস্য) তে (তব) যদি [কদাচিৎ] কর্ম্মবিচিকিৎসা বা (কর্ম্মণি কর্ত্তব্যে বিষয়ে বা সংশয়ঃ), তথা বৃত্তবিচিকিৎসা বা (বৃত্তে সদাচারে বা সংশয়ঃ) স্যাৎ; [তদা] তত্র (দেশে কালে বা) যে সংমর্শিনঃ (বিচারক্ষমাঃ) যুক্তাঃ (পণ্ডিতাঃ) আযুক্তাঃ (কর্ম্মণি বৃত্তে বা পরেণ অপ্রযুক্তাঃ), অলূক্ষাঃ (অরূক্ষাঃ মৃদুস্বভাবাঃ) ধর্ম্মকামাঃ (পুণ্যাভিলাষিণঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ), তে (তাদৃশাঃ ব্রাহ্মণাঃ) তেষু (কর্ম্মসু বৃত্তেষু বা) যথা (যেন প্রকারেণ) বর্ত্তেরন্ (প্রবৃত্তা ভবেয়ুঃ), ত্বম্ অপি তথা (তেন প্রকারেণ বর্ত্তেথাঃ [ন পুনঃ অন্যথা]। এষঃ (যথোক্তসত্যবদনাদিরূপঃ) আদেশঃ (বিধিঃ), এষঃ উপদেশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গুরুবচনস্থানীয়ঃ, অনুল্লঙ্ঘনীয় ইত্যর্থঃ), এষা (যথোক্তবাক্যসংহতিঃ) বেদোপনিষদ্ (বেদরহস্যম্), এতৎ (বচনজাতং) অনুশাসনং (রাজশাসনভুল্যম্)। এবং (যথোক্তরূপেণ সত্যাদিকং) উপাসিতব্যং (উপাস্যমেব), এবম্ উ (এব) চ এতৎ (সত্যাদিকং) উপাস্যম্ (ন পুনঃ কদাপি হাতব্যম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩—৪ ॥ ২৪—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশানুবাকব্যাখ্যা ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। দেব-কার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যে অমনোযোগী হইবে না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, এবং অতিথিদেব হও অর্থাৎ পিতা, মাতা, আচার্য্য (যিনি সাবিত্রী দীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে) ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যে সমুদয় কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সে সমুদয় কর্ম্মের সেবা করিবে। অপর নিন্দনীয় কর্ম্ম সমূহের সেবা করিবে না। আমাদের (আচার্য্যগণের) যে সমুদয় সুচরিত (সদনুষ্ঠান), তুমি কেবল সেই সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অপর —অসদাচারের নহে। আমাদের মধ্যে যে কেহ প্রশস্ততর ব্রাহ্মণ আছেন, তুমি আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে; অথবা তাঁহাদের উচ্চাসন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না। [যাহা কিছু দান করিবে], শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। বিভবানুরূপ দান করিবে ; অথবা প্রসন্নতার সহিত দিবে। যদি কখনও ঐ সমস্ত কর্ম্মে বা আচারে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, [তাহা হইলে,] সেই দেশে বা সেই সময়ে, সদসদ্বিচারক্ষম, পণ্ডিত, কর্ম্মে ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত, সরলমতি ও ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকেন, তাঁহারা সেই সেই কর্ম্ম ও আচার যে প্রকারে অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেইপ্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে। [আদরার্থ এই একই কথা বলিতেছেন—] তাহার মধ্যেও যদি কোন প্রকার দোষবুদ্ধি বা সংশয় পুনরায় সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলেও, সেই দেশে বা সেই কালে, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন যে সমুদয় ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সেই বিষয়ে যে প্রকার ব্যবহার করেন, তুমিও সেই সমুদয় বিষয় সেই প্রকারেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশ, অর্থাৎ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারক বিধান; ইহাই উপদেশ (গুরুর আজ্ঞা); ইহাই বেদোপনিষদ্, অর্থাৎ বেদের রহস্য; ইহাই ঈশ্বরানুশাসন; এইপ্রকারই উপাসনা করিবে—এইপ্রকারেই ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২—৪ ॥ ২৩—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশ অনুবাকের ব্যাখ্যা ॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে তত্র তস্মিন্ দেশে কালে বা ব্রাহ্মণাঃ, তত্র কর্ম্মাদৌ যুক্তা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ কর্ত্তব্যঃ; সম্মর্শিনো বিচারক্ষমাঃ, যুক্তাঃ অভিযুক্তাঃ, কর্ম্মণি বৃত্তে বা আযুক্তাঃ অ-পরপ্রযুক্তাঃ। অলূক্ষাঃ অরূক্ষা অক্রূরমতয়ঃ, ধর্ম্মকামাঃ অদৃষ্টার্থিনঃ অকামহতা ইত্যেতৎ; স্যুঃ ভবেয়ুঃ, তে ব্রাহ্মণাঃ যথা যেন প্রকারেণ তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি বৃত্তে বা বর্ত্তেরন্, তথা ত্বমপি বর্ত্তেথাঃ। অথ অভ্যাখ্যাতেষু, অভ্যাখ্যাতাঃ অভ্যুক্তাঃ দোষেণ সন্দিহ্যমানেন সংযোজিতাঃ কেনচিৎ, তেষু চ যথোক্তং সর্ব্বমুপনয়েৎ—যে তত্রেত্যাদি। এষ আদেশঃ বিধিঃ। এষ উপদেশঃ পুত্রাদিভ্যঃ পিত্রাদীনামপি। এষা বেদোপনিষদ্ বেদরহস্যং বেদার্থ ইত্যেৎ। এতদেবানুশাসনম্ ঈশ্বরবচনম্; আদেশবাচ্যস্য বিধেরুক্তত্বাৎ। সর্ব্বেষাং বা প্রমাণভূতানামনুশাসনমেতৎ। যস্মাদেবং, তস্মাদেবং যথোক্তং সর্ব্বমুপাসিতব্যং কর্ত্তব্যম্। এবমু চ এতদুপাস্যম্ উপাস্যমেব চৈতৎ নানুপাস্যম্, ইত্যাদরার্থম্ পুনর্ব্বচনম্ ॥ ১

অত্রৈতচ্চিন্ত্যতে—বিদ্যাকর্ম্মণোর্ব্বিবেকার্থম্—কিং কর্ম্মভ্য এব কেবলেভ্যঃ পরং শ্রেয়ঃ? উত বিদ্যাসংবাপেক্ষেভ্যঃ? আহোস্বিদ্বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং সংহতাভ্যাম্? বিদ্যায়া বা কর্ম্মাপেক্ষায়াঃ? উত কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ? ইতি। তত্র কেবলেভ্য এব কর্ম্মভ্যঃ স্যাৎ, সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারাৎ, "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা" ইতি স্মরণাৎ। অধিগমশ্চ সহোপনিষদর্থেনাত্মজ্ঞানাদিনা। "বিদ্বান্ যজতে" "বিদ্বান্ যাজয়তি" ইতি চ বিদুষ এব কর্ম্মণ্যধিকারঃ প্রদর্শ্যতে সর্ব্বত্র, জ্ঞাত্বা চানুষ্ঠানমিতি চ। কৃৎস্নশ্চ বেদঃ কর্ম্মার্থ ইতি হি মন্যন্তে কেচিৎ। কর্ম্মভ্যশ্চেৎ পরং শ্রেয়ো নাবাপ্যতে, বেদোঽনর্থকঃ স্যাৎ। ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। নিত্যো হি মোক্ষ ইষ্যতে। কর্ম্মকার্য্যস্যানিত্যত্বং প্রসিদ্ধম্ লোকে। কর্ম্মভ্যশ্চেৎ শ্রেয়ঃ, অনিত্যং স্যাৎ; তচ্চানিষ্টম্। ননু কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরনারম্ভাৎ আরব্ধস্য চ কর্ম্মণ উপভোগেনৈব ক্ষয়াৎ, নিত্যানুষ্ঠানাচ্চ প্রত্যবায়ানুপপত্তেঃ জ্ঞাননিরপেক্ষ এব মোক্ষ ইতি চেৎ; তচ্চ ন; কর্ম্মশেষসম্ভবাৎ তন্নিমিত্তা শরীরান্তরোৎপত্তিঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্নোতীতি প্রত্যুক্তম্। কর্ম্মশেষস্য চ নিত্যানুষ্ঠানেনাবিরোধাৎ ক্ষয়ানুপপত্তিরিতি চ। ২

যত্নুক্তং সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারাদিত্যাদি, তচ্চ ন; শ্রুতজ্ঞান-ব্যতিরেকাদুপাসনস্য। শ্রুতজ্ঞানমাত্রেণ হি কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে, নোপাসনজ্ঞানমপেক্ষতে। উপাসনঞ্চ শ্রুতজ্ঞানাদর্থান্তরং বিধীয়তে মোক্ষফলম্; অর্থান্তর-প্রসিদ্ধেশ্চ স্যাৎ; "শ্রোতব্যঃ" ইত্যুক্ত্বা তদ্ব্যতিরেকেণ "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি যত্নান্তরবিধানাৎ, মননিদিধ্যাসনয়োশ্চ প্রসিদ্ধং শ্রবণজ্ঞানাদর্থান্তরত্বম্।৩

এবং তর্হি বিদ্যাসংব্যপেক্ষেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ স্যান্মোক্ষঃ; বিদ্যাসহিতানাঞ্চ কর্ম্মণাং ভবেৎ কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্; যথা স্বতো মরণজ্বরাদিকার্য্যারম্ভসমর্থানামপি বিষ-দধ্যাদীনাং মন্ত্র-শর্করাদিসংযুক্তানাং কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্, এবং বিদ্যাসহিতৈঃ কর্ম্মভির্ম্মোক্ষ আরভ্যত ইতি চেৎ; ন; আরভ্যস্যানিত্যত্বাদিত্যুক্তো দোষঃ। বচনাদারভ্যোঽপি নিত্য এবেতি চেৎ; ন; জ্ঞাপকত্বাদ্বচনস্য। বচনং নাম যথাভূতস্যার্থস্য জ্ঞাপকম্, নাবিদ্যমানস্য কর্ত্তৃ। নহি বচনশতেনাপি নিত্যমারভ্যতে; আরব্ধং বা অবিনাশি ভবেৎ। এতেন বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সংহতয়োর্ম্মোক্ষারম্ভকত্বং প্রত্যুক্তম্। ৪

বিদ্যা-কর্ম্মণী মোক্ষপ্রতিবন্ধহেতুনিবর্ত্তকে ইতি চেৎ; ন; কর্ম্মণঃ ফলান্তর-দর্শনাৎ—উৎপত্তি-সংস্কার-বিকারাপ্তয়ে হি ফলং কর্ম্মণো দৃশ্যন্তে। উৎপত্ত্যাদি-ফলবিপরীতশ্চ মোক্ষঃ। গতিশ্রুতেরাপ্য ইতি চেৎ—"সূর্য্যদ্বারেণ" "তয়োর্দ্ধমায়ন্" ইত্যেবমাদিগতিশ্রুতিভ্যঃ প্রাপ্যো মোক্ষ ইতি চেৎ; ন; সর্ব্বগতত্বাদ্গন্তৃভ্যশ্চানন্যত্বাৎ। আকাশাদিকারণত্বাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম, ব্রহ্মা-ব্যতিরিক্তাশ্চ সর্ব্বে বিজ্ঞানাত্মানঃ; অতো নাপ্যো মোক্ষঃ। গন্তরন্যদ্বিভিন্ন-দেশং চ ভবতি গন্তব্যম্। ন হি যেনৈবাব্যতিরিক্তং যৎ, তৎ তেনৈব গম্যতে। তদনন্যত্বপ্রসিদ্ধিশ্চ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু" ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। গত্যৈশ্বর্য্যাদি-শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ যদ্যপ্রাপ্যো মোক্ষঃ, তদা গতিশ্রুতীনাং "স একধা", "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি" "স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা" ইত্যাদি-শ্রুতীনাঞ্চ কোপঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; কার্য্যব্রহ্মবিষয়ত্বাত্তাসাম্। কার্য্যে হি ব্রহ্মণি স্ত্র্যাদয়ঃ স্যুঃ; ন কারণে; "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ৫

বিরোধাচ্চ বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। প্রলীনকর্ত্রাদিকারক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ-তত্ত্ববিষয়া হি বিদ্যা তদ্বিপরীতকারকসাধ্যেন কর্ম্মণা বিরুধ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু পরমার্থতঃ কর্ত্রাদিবিশেষবৎ তচ্ছূন্যঞ্চেতি উভয়থা দ্রষ্টুং শক্যতে। অবশ্যং হ্যন্যতরন্মিথ্যা স্যাৎ। অন্যতরস্য চ মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গে যুক্তং যৎ স্বাভাবিকাজ্ঞানবিষয়স্য দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বম্; "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি।" অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পম্।" "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি।" "উদরমন্তরং কুরুতে।" "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ। সত্যত্বং চৈকত্বস্য "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্", "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ন চ সম্প্রদানাদিকারকভেদাদর্শনে কর্ম্মোপপদ্যতে। অন্যত্বদর্শনাপবাদাশ্চ বিদ্যাবিষয়ে সহস্রশঃ শ্রূয়ন্তে। অতো বিরোধো বিদ্যাকর্ম্মণোঃ; অতশ্চ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। ৬

তত্র যদুক্তং সংহতাভ্যাং বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং মোক্ষ ইত্যেতদনুপপন্নমিতি; তদযুক্তম্, তদ্বিহিতত্বাৎ কর্ম্মণাম্ শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—যদ্যুপমৃদ্য কর্ত্রাদিকারকবিশেষমাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং বিধীয়তে—সর্পাদি-ভ্রান্তিবিজ্ঞানোপমর্দ্দকরজ্জ্বাদিবিষয়বিজ্ঞানবৎ, প্রাপ্তঃ কর্ম্মবিধি-শ্রুতীনাং নির্ব্বিষয়ত্বাদ্বিরোধঃ। বিহিতানি চ কর্ম্মাণি। স চ বিরোধো ন যুক্তঃ, প্রমাণত্বাৎ শ্রুতীনামিতি চেৎ; ন; পুরুষার্থোপদেশপরত্বাৎ শ্রুতীনাম্। বিদ্যোপদেশপরা তাবৎ শ্রুতিঃ সংসারাৎ পুরুষো মোক্ষয়িতব্য ইতি সংসারহেতোরবিদ্যায়া বিদ্যয়া নিবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যেতি বিদ্যাপ্রকাশকত্বেন প্রবৃত্তেতি ন বিরোধঃ। ৭

এবমপি কর্ত্রাদিকারকসদ্ভাবপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রং বিরুধ্যতে এবেতি চেৎ; ন; যথাপ্রাপ্তমেব কারকাস্তিত্বমুপাদায় উপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থং কর্ম্মাণি বিদধচ্ছাস্ত্রং মুমুক্ষূণাং ফলার্থিনাঞ্চ ফলসাধনং ন কারকাস্তিত্বে ব্যাপ্রিয়তে। উপচিতদুরিতপ্রতিবদ্ধস্য হি বিদ্যোৎপত্তির্নাবকল্পতে; তৎক্ষয়ে চ বিদ্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ; ততশ্চাবিদ্যানিবৃত্তিঃ, তত আত্যন্তিক-সংসারোপরমঃ। অপি চ, অনাত্মদর্শিনো হ্যনাত্মবিষয়ঃ কামঃ; কাময়মানশ্চ করোতি কর্ম্মাণি; ততস্তৎফলোপভোগায় শরীরাদ্যুপাদানলক্ষণঃ সংসারঃ। তদ্ব্যতিরেকেণাত্মৈকত্বদর্শিনো বিষয়াভাবাৎ কামানুপপত্তিঃ, আত্মনি চানন্যত্বাৎ কামানুপপত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ ইত্যতোঽপি বিদ্যাকর্ম্মণোর্ব্বিরোধঃ। বিরোধাদেব চ বিদ্যা মোক্ষং প্রতি ন কর্ম্মাণ্যপেক্ষতে, স্বাত্মলাভে তু পূর্ব্বোপচিতপ্রতিবন্ধাপনয়নদ্বারেণ বিদ্যাহেতুত্বং প্রতিপদ্যন্তে কর্ম্মাণি নিত্যানীতি। অত এবাস্মিন্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকরণে উপন্যস্তানি কর্ম্মাণীত্যবোচাম। এবঞ্চাবিরোধঃ কর্ম্মবিধিশ্রুতীনাম্। অতঃ কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ পরং শ্রেয় ইতি সিদ্ধম্।৮

এবং তর্হি আশ্রমান্তরানুপপত্তিঃ, কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিদ্যোৎপত্তেঃ। গৃহস্থস্যৈব বিহিতানি কর্ম্মাণীত্যৈকাশ্রম্যমেব। অতশ্চ যাবজ্জীবাদিশ্রুতয়োঽনুকূলতরাঃ স্যুঃ। ন; কর্ম্মানেকত্বাৎ। নহ্যগ্নিহোত্রাদীন্যেব কর্ম্মাণি; ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ সত্যবচনং শমো দমোঽহিংসা ইত্যেবমাদীন্যপি কর্ম্মাণি ইতরাশ্রমপ্রসিদ্ধানি বিদ্যোৎপত্তৌ সাধকতমান্যসঙ্কীর্ণানি বিদ্যন্তে, ধ্যানধারণাদিলক্ষণানি চ। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি। জন্মান্তরকৃতকর্ম্মভ্যশ্চ প্রাগপি গার্হস্থ্যাদ্বিদ্যোৎপত্তিসম্ভবাৎ, কর্ম্মার্থত্বাচ্চ গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঃ, কর্ম্মসাধ্যায়াঞ্চ বিদ্যায়াং সত্যাং গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তিরনর্থিকৈব। লোকার্থত্বাচ্চ পুত্রাদীনাম্। পুত্রাদিসাধ্যেভ্যশ্চ অয়ং লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইত্যেতেভ্যো ব্যাবৃত্তকামস্য নিত্যসিদ্ধাত্মদর্শিনঃ, কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যতঃ কথং প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে? প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি বিদ্যোৎপত্তৌ বিদ্যাপরিপাকাদ্বিরক্তস্য কর্ম্মসু প্রয়োজনমপশ্যতঃ কর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিরেব স্যাৎ, "প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি" ইত্যেবমাদিশ্রুতিলিঙ্গদর্শনাৎ।৯

কর্ম্ম প্রতি শ্রুতের্যত্নাধিক্যদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম প্রতি শ্রুতেরধিকো যত্নঃ, মহাংশ্চ কর্ম্মণ্যায়াসঃ, অনেকসাধনসাধ্যত্বাদগ্নিহোত্রাদীনাম্; তপোব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ ইতরাশ্রমকর্ম্মণাং গার্হস্থ্যেঽপি সমানত্বাদল্পসাধনাপেক্ষত্বাচ্চ ইতরেষাং, ন যুক্তস্তুল্যবদ্বিকল্প আশ্রমিভিস্তস্যেতি চেৎ; ন, জন্মান্তরকৃতানুগ্রহাৎ। যদুক্তং কর্ম্মণি শ্রুতেরধিকো যত্নইত্যাদি, নাসৌ দোষঃ; যতো জন্মান্তরকৃতমপ্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যাদিলক্ষণঞ্চানুগ্রাহকং ভবতি বিদ্যোৎপত্তিং প্রতি; যেন চ, জন্মনৈব বিরক্তা দৃশ্যন্তে কেচিৎ; কেচিত্তু কর্ম্মসু প্রবৃত্তা অবিরক্তা বিদ্যাবিদ্বেষিণঃ। তস্মাজ্জন্মান্তরকৃতসংস্কারেভ্যো বিরক্তানামাশ্রমান্তরপ্রতিপত্তিরেবেষ্যতে। কর্ম্মফলবাহুল্যাচ্চ। পুত্রস্বর্গব্রহ্মবর্চ্চসাদিলক্ষণস্য কর্ম্মফলস্যাসঙ্খ্যেয়ত্বাৎ তৎ প্রতি চ পুরুষাণাং কামবাহুল্যাৎ, তদর্থঃ শ্রুতেরধিকো যত্নঃ কর্ম্মসূপপদ্যতে, আশিষাং বাহুল্যদর্শনাৎ—ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতি। উপায়ত্বাচ্চ। উপায়ভূতানি হি কর্ম্মাণি বিদ্যাং প্রতীত্যবোচাম। উপায়ে চাধিকো যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ, নোপেয়ে।১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিদ্যায়া যত্নান্তরানর্থক্যমিতি চেৎ—কর্ম্মভ্য এব পূর্ব্বোপচিতদুরিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াদ্বিদ্যোৎপদ্যতে চেৎ, কর্ম্মভ্যঃ পৃথগুপনিষচ্ছ্রবণাদি-যত্নোঽনর্থক ইতি চেৎ ; ন ; নিয়মাভাবাৎ। ন হি, 'প্রতিবন্ধক্ষয়াদেব বিদ্যোৎপদ্যতে, নত্বীশ্বরপ্রসাদ-তপোধ্যানাদ্যনুষ্ঠানাৎ' ইতি নিয়মোঽস্তি ; অহিংসাব্রহ্ম-চর্য্যাদীনাঞ্চ বিদ্যাং প্রত্যুপকারকত্বাৎ, সাক্ষাদেব চ কারণত্বাচ্ছ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদানাম্। অতঃ সিদ্ধান্যাশ্রমান্তরাণি। সর্ব্বেষাঞ্চাধিকারো বিদ্যায়াম্, পরঞ্চ শ্রেয়ঃ কেবলায়া বিদ্যায়া এবেতি সিদ্ধম্ ॥৩—৪॥২৪—২৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশানুবাককভাষ্যম্ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ। যে কোন বিশিষ্ট লোক আচার্য্যত্বপ্রভৃতি গুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অথচ তাঁহারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নহে ; তাঁহাদিগের প্রতি আসনাদি দান করিয়া তোমাকে নিঃশ্বাস ছাড়িতে হইবে অর্থাৎ তোমাকে তাঁহাদের শ্রমাপনোদন করিতে হইবে। অথবা কোনও সভা উপলক্ষে তাঁহাদের নিমিত্ত উচ্চ আসন আনীত হইলে (প্রদত্ত হইলে), তাঁহাদের প্রতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না ; কেবল তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মার্থ মাত্র গ্রহণ করিবে (বিদ্বেষ প্রদর্শন করিবে না)। আরও এক কথা, তুমি যাহা কিছু দান করিবে, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে ; অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে না। শ্রী—অর্থ বিভূতি (সম্পদ্), তদনুসারে দান করিবে। লজ্জার সহিত দান করিবে (দানে গর্ব্বানুভব করিবে না) ; এবং ভয়ে ভয়ে দান করিবে। সংবিদ্ অর্থ মৈত্র্যাদি কার্য্য ; সেই সংবিৎপূর্ব্বক দান করিবে। এইপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত তোমার যদি কখনও শ্রুতিবিহিত বা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে বা বৃত্তে অর্থাৎ সদাচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে বা সেই কালে, সেই কর্ম্মপ্রভৃতিতে নিরত, সংমর্শী—বিচারসমর্থ, যুক্ত—পণ্ডিত, কর্ম্ম ও আচার বিষয়ে আযুক্ত অ-পরপ্রযুক্ত (যাহারা পর-পরিচালিত নয়,) এবং অলূক্ষ—রূক্ষ বা ক্রূরবুদ্ধি নহে ও ধর্ম্মকামী—পুণ্যার্থী (ভোগাসক্ত নহে), এমন যে সকল ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সমুদয় কর্ম্মে বা আচারে যে প্রকারে অবস্থান করেন, তুমিও সেই প্রকারে তাহাতে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার দৃষ্টে কর্ম্ম ও আচারানুষ্ঠান করিবে। ইহার পর যদি তাঁহাদের মধ্যেও কোন প্রকার দোষসদ্ভাবের আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে, পুনশ্চ "যে তত্র" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যোজনা করিয়া তদনুসারে চলিবে। ইহাই আদেশ—বিধি ; ইহাই উপদেশ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা প্রভৃতি যেরূপ পুত্রাদির প্রতি উপদেশ দান করেন, তদ্রূপ। ইহাই বেদোপনিষদ্ অর্থাৎ বেদের রহস্যার্থ। ইহাই অনুশাসন অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য; পূর্ব্বেই 'আদেশ' কথা উক্ত হওয়ায় [এখানে অনুশাসন শব্দের এইরূপ অর্থই সঙ্গত]। অথবা ইহাই অপর সকলের প্রমাণস্বরূপ অনুশাসন। যেহেতু ইহা এইরূপ, সেইহেতু যথোক্ত প্রকারেই এই সকলের উপাসনা করা উচিত। নিশ্চয়ই এইপ্রকার উপাসনা করা উচিত, কিন্তু উপাসনা না করা উচিত নহে। আদর-প্রদর্শনার্থ 'এবমু' ইত্যাদি বাক্যের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥১

বিদ্যা (উপাসনা) ও কর্ম্মের স্বরূপবিশ্লেষণার্থ এখানে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—কেবল কর্ম্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ হয়? কিংবা বিদ্যাসাপেক্ষ কর্ম্ম হইতে হয়? অথবা সম্মিলিত বা সহানুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্ম হইতে হয়? কিংবা কর্ম্মসাপেক্ষ বিদ্যা হইতে হয়? অথবা কর্ম্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ বিদ্যা হইতেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়? তন্মধ্যে [বলা যাইতে পারে যে,] কেবল কর্ম্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়; কারণ, সমস্ত বেদার্থবিৎ পুরুষেরই কর্ম্মাধিকার দৃষ্ট হয় এবং 'দ্বিজাতির পক্ষে রহস্যের সহিত (তাৎপর্য্যের সঙ্গে) সমস্ত বেদ অধিগত হওয়া আবশ্যক' এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। তাহার পর 'বেদবিৎ যজ্ঞ করে।' 'বেদবিৎ পুরুষ যজ্ঞ করান' এবং '[বেদার্থ] জানিয়া অনুষ্ঠান করিবে' ইত্যাদি সকল স্থানেই বিদ্বান্ পুরুষেরই কর্ম্মাধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই সমস্ত বেদশাস্ত্র। কর্ম্ম হইতে যদি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হওয়া যাইত, তাহা হইলে বেদশাস্ত্র নিরর্থকই হইত।১

না—এ কথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, মোক্ষ বস্তুটী নিত্য, (জন্য নহে); মোক্ষের নিত্যতা সকলেরই অভিপ্রেত। কর্ম্মজন্য বা কর্ম্মফল যে, অনিত্য, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। কর্ম্ম হইতে যদি মোক্ষ হইত, অর্থাৎ মোক্ষ যদি কর্ম্মফলই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইত, অথচ তাহা ত কাহারও অভীষ্ট নহে। ভাল, তথাপি, যদি বল, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায়, উপভোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং নিত্য কর্ম্মের (যাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে,সেই নিত্যকর্ম্ম)অনুষ্ঠানের ফলে প্রত্যবায়েরও সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষ ত জ্ঞাননিরপেক্ষই বটে, অর্থাৎ মোক্ষের জন্য আর জ্ঞান আবশ্যক হয় না। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, জন্মান্তরীণ ভুক্তাবশিষ্ট এত বহু কার্য্য রহিয়াছে যে, তাহার জন্যও শরীরান্তর উৎপন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে; এই কারণেই ঐ কথা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত যখন প্রাক্তন কর্ম্ম-শেষের বিরোধ নাই, তখন কর্ম্ম-শেষের ক্ষয়ও উপপন্ন হয় না।২

আরও যে, বলা হইয়াছে, সমস্ত বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরই কর্ম্মেতে অধিকার—ইত্যাদি। তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, উপাসনা হইতেছে শাব্দ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; যেহেতু শ্রুত জ্ঞান (শাব্দ জ্ঞান) হইতেই কর্ম্মেতে অধিকার জন্মে; কিন্তু অধিকারে উপাসনাত্মক জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা করে না। মোক্ষ-ফলের জন্যই শ্রৌত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র উপাসনা বিহিত হইয়া থাকে। লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারেও উপাসনা ও শ্রৌত জ্ঞানের অর্থভেদ এইরূপই হওয়া উচিত; কেন না, 'শ্রোতব্যঃ' বলিয়াও আবার পৃথক্‌ভাবে 'মন্তব্যঃ' ও 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ' অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে স্বতন্ত্র প্রযত্নের বিধান করা হইয়াছে। আর মনন ও নিদিধ্যাসন যে, শ্রবণ হইতে পৃথক্ পদার্থ, তাহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে; [সুতরাং শ্রুতজ্ঞান ও উপাসনা এক পদার্থ নহে]।৩

ভাল, এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিদ্যা-সাপেক্ষ কর্ম্ম হইতেই মোক্ষ হউক? বিদ্যার সহিত কর্ম্মসমূহের ত অন্যপ্রকার কার্য্য (মোক্ষ) সমুৎপাদনেও সামর্থ্য হইতে পারে? যেমন স্বভাবতঃ মৃত্যু ও জ্বরাদি রোগ-সমুৎপাদনে সমর্থ বিষ ও দধিপ্রভৃতি পদার্থসমূহ মন্ত্র ও শর্করাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র কার্য্য—জীবনদান ও পুষ্টিবিধান প্রভৃতি কার্য্য-জননে সমর্থ হয়, তেমনই বিদ্যাদি-সহযোগে কর্ম্মসমূহই মোক্ষও উৎপাদন করিতে পারে; এ কথা যদি বল, তদুত্তরে বলি, না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, আরভ্য বা জন্য পদার্থ মাত্রই যে অনিত্য, এ দোষ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বল, মোক্ষ আরভ্য অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াও শ্রুতি-বাক্যানুসারেই নিত্য হইবে, অর্থাৎ শ্রুতি যখন মোক্ষকে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তখন উৎপত্তিশীল মোক্ষকেও নিত্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, শাস্ত্রবাক্য বস্তুর স্বরূপ-বোধক মাত্র, [কোনও বস্তুর উৎপাদক নহে]। বাক্য সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই যথাযথ স্বরূপের জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অবিদ্যমান কোন বস্তুর সৃষ্টি করে না। কেননা, শত শত কথায়ও কোন নিত্য বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এবং কেবল কথামাত্রেই উৎপন্ন বস্তুও অবিনাশী বা নিত্য হইয়া যায় না। ইহা দ্বারাই বিদ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও কর্ম্ম যে, সম্মিলিত হইয়া মোক্ষ উৎপাদন করে, বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল।৪

যদি বল, বিদ্যা ও কর্ম্ম [স্বরূপতঃ মোক্ষসাধক না হইলেও,] যে সকল কারণে মোক্ষের বাধা ঘটে, সেই সমুদয় প্রতিবন্ধের কারণ নিবৃত্তি করিয়া দেয়। তাহাও হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মের স্বতন্ত্র ফল দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায়—কর্ম্মের ফল চারি প্রকার—এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় বিকার, তৃতীয় সংস্কার, ও চতুর্থ প্রাপ্তি (১); অথচ মোক্ষ কিন্তু উক্ত চতুর্ব্বিধ ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি বল মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও গতির উল্লেখ থাকায় মোক্ষ ত প্রাপ্য কর্ম্মই হইতে পারে, অর্থাৎ 'সূর্য্য দ্বারে গমন করেন'; 'সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী-পথে গমনকারী [অমৃতত্ব লাভ করেন'] ইত্যাদি গতিশ্রুতি অনুসারে মোক্ষকে 'প্রাপ্য' কর্ম্ম বলিলেও, তাহা সঙ্গত হয় না; কেননা, মোক্ষ হইতেই বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপী এবং মোক্ষগামী পুরুষ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক আকাশাদিরও কারণ; এই জন্য ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী, এবং সমস্ত জীবাত্মাই ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বা ব্রহ্মাত্মক; কাজেই ব্রহ্মভাবাত্মক মোক্ষ কথনই প্রাপ্য হইতে পারে না। সাধারণতঃ গন্তব্য পদার্থ টী গন্তা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ও ভিন্নদেশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে বস্তু যাহা হইতে অভিন্ন বা পৃথক্ নহে, সে বস্তু কথনই তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর জীব ও ব্রহ্ম যে অনন্য বা একই বস্তু, তাহাও—তিনি সেই তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'আমাকেই সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষ যদি অপ্রাপ্যই হয়, তাহা হইলে ত, মোক্ষপ্রাপ্তিবোধক ও মোক্ষদশায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়? অর্থাৎ মোক্ষ যদি প্রাপ্যই না হয়,

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ কর্ম্ম চারিপ্রকার। যথা—উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও প্রাপ্য। তন্মধ্যে অবিদ্যমান বস্তুকে ক্রিয়াদ্বারা বিদ্যমান বা অভিব্যক্ত করিলে হয় উৎপাদ্য কর্ম্ম। যেমন—মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট। এক বস্তুকে অন্যরূপে পরিণত করিলে, তাহাকে কহে বিকার্য্য কর্ম্ম। যেমন—কাষ্ঠ হইতে ভস্ম, স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হার। কোন বস্তুর দোষ অপনয়ন বা গুণাধান করিলে, তাহাকে বলে সংস্কার্য্য কর্ম্ম। যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বারা নির্ম্মল করা, অথবা জীর্ণ গৃহের সংস্কার করা। ক্রিয়া দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে, তাহাকে বলে প্রাপ্য কর্ম্ম। যেমন—গমনদ্বারা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর প্রাপ্তি। এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম বা ক্রিয়াফল নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে, মোক্ষগতি ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিবোধক—'তিনি একধা হন', 'তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থই সঙ্গত হয় না? না, ঐ সমুদয় শ্রুতি কার্য্য ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে অভিহিত হইয়াছে, (পরব্রহ্ম বিষয়ে নহে)। কেননা, কার্য্য ব্রহ্মেই স্ত্রী প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরব্রহ্মে নহে। যেহেতু 'এক অদ্বিতীয়', 'যেখানে অন্য কিছু দেখে না', 'তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধ-তিরোভাবের কথা রহিয়াছে।৫

বিশেষতঃ বিদ্যা ও কর্ম্ম পরস্পর-বিরোধী বলিয়াও উহাদের সমুচ্চয় বা এককালীন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। কেননা, কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি কারকভেদ নিবারণ করাই বিদ্যার উদ্দেশ্য বা বিষয়; সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—কারকাদি ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মের সহিত উহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ। একই বস্তু কখনই কর্ত্তৃকর্ম্মাদি ভেদযুক্ত ও ভেদশূন্য, এই উভয়প্রকার পারমার্থিক স্বভাব-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ উভয়প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে নিশ্চয়ই একটী ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে একটীকে মিথ্যা বলিতে হইলে, অবশ্যই স্বাভাবিক অজ্ঞানের বিষয়ীভূত দ্বৈতভাবের মিথ্যাত্ব কল্পনাই যুক্তিযুক্ত; কারণ—'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়', 'তিনি মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভ করেন', আর 'যেখানে একে অপরকে দর্শন করে, তাহা অল্প (পরিচ্ছিন্ন)', 'আমি অন্য এবং আমার উপাস্য অন্য—আমা হইতে ভিন্ন', যে লোক ইহাতে 'অল্পমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার ভয় হয়', ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। আর একত্বই যে, পরমার্থ সত্য, তাহাও 'একরূপেই দর্শন করিবে' 'এক অদ্বিতীয়ই বটে' 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' 'এ সমস্তই আত্মা' ইত্যাদি বহুশ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত হয়। তাহার পর, যাহার উদ্দেশ্যে দানাদি করিতে হয়, সেই সম্প্রদানাদি কারকের প্রতীতি না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠানেরও উপপত্তি হয় না। বিদ্যানিরূপণ প্রস্তাবেও ভেদদর্শনের নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব বিদ্যা ও কর্ম্মের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ; বিরোধবশতই উহাদের সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে না।৬

পূর্ব্বে যে, একত্রানুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে, সে কথাও সঙ্গত হয় না। ভাল, তাহা হইলে ত শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা, শ্রুতিতে কর্ম্মসমূহও মোক্ষার্থেই বিহিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, সর্পাদিবিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান-বিমর্দ্দক রজ্জুপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মজ্ঞানও যদি কর্ত্তা ও কর্ম্মাদিরূপ বিশেষ বিশেষ কারকসদ্ভাব-বিমর্দ্দকরূপেই বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত কর্ম্মবিধির আর বিষয়ই থাকে না ; বিষয় না থাকাতেই তদ্বিধায়ক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ (অপ্রামাণ্য) উপস্থিত হয়। অথচ শ্রুতিতেই কর্ম্মসমূহ বিহিত রহিয়াছে ; সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষার অনুরোধেই ঐরূপ বিরোধ ঘটান যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, পুরুষার্থ উপদেশ করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বা অভিপ্রেত। বিদ্যার উপদেশক শ্রুতিসমূহের অভিপ্রায় এই যে, সংসার হইতে পুরুষকে বিমুক্ত করিতে হইবে ; এইজন্য সংসারের কারণীভূত অবিদ্যারও নিবৃত্তিসাধন করিতে হইবে ; এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে শ্রুতির প্রবৃত্তি ; সুতরাং কর্ম্মবিধির সহিত বিদ্যাবিধায়ক শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না।৭

যদি বল, এরূপ হইলেও কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকের সদ্ভাব-প্রতিপাদক কর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ত থাকিয়াই যাইবে ? না, তাহাও থাকিতে পারে না ; কেননা, কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র কেবল ব্যবহারসিদ্ধ কারকাদির অস্তিত্বমাত্র গ্রহণ করিয়াই পুরুষের সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশের জন্য কর্ম্মসমূহ বিধান করিয়া মুমুক্ষুর চিত্তশুদ্ধি ও ফলার্থীর ফলনিষ্পত্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কোনও কারকের অস্তিত্বসাধনে তাহার প্রযত্ন নাই। যে লোকের পাপরাশি সঞ্চিত আছে, তাহার হৃদয়ে বিদ্যোৎপত্তি সম্ভবপরই হয় না ; কিন্তু সেই পাপরাশি বিধ্বস্ত হইলেই বিদ্যা-সমুৎপত্তি হয় ; তাহা হইতেই অবিদ্যারও নিবৃত্তি হয় এবং তাহার পরই আত্যন্তিক বা পরম মোক্ষ লাভ হয় ; তৎপূর্ব্বে কখনই হয় না। অপিচ, যে লোক আত্মদর্শী নহে ; অনাত্মবিষয়েই তাহার কামনা হয় ; সে সেই কামনানুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান করে, এবং সেই কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই তাহার শরীর-পরিগ্রহরূপ সংসার সংঘটিত হইয়া থাকে। আর যাঁহারা তদ্বিপরীতভাবে আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাদের কাম্য কোনও বিষয় থাকে না ; বিষয় থাকে না বলিয়াই কামনাও হয় না ; এবং অভিলষিত আত্মা পৃথক্ বস্তু নয় বলিয়া তদ্বিষয়েও কামনা হইতে পারে না ; সুতরাং তাহাদেরই আত্মস্বরূপে অবস্থিতি-রূপ মোক্ষ সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; এই কারণেও বিদ্যা ও কর্ম্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে ; [কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধ নাই]। উক্তপ্রকার বিরোধ নিবন্ধনই মোক্ষ সাধনের জন্য ব্রহ্মবিদ্যা কোনও কর্ম্মের অপেক্ষা করে না। নিত্য কর্ম্মসমূহ কেবল পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশিরূপ প্রতি-বন্ধকগুলি অপনয়ন করিয়া বিদ্যা-সমুৎপাদনেরই সহায় হইয়া থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যা-প্রকরণে কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মবিধায়ক শ্রুতিসমুহের কোনও বিরোধ থাকে না। অতএব কেবল বিদ্যা হইতেই যে, পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় বলা হইয়াছে, সেকথা সুসিদ্ধ হইল। ৮

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত আর অপরাপর আশ্রমের কোনরূপেই উপপত্তি হয় না; যেহেতু, যেই কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যোৎপত্তির একমাত্র কারণ, সেই কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল গৃহস্থের পক্ষেই বিহিত; সুতরাং একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম থাকাই আবশ্যক হয়; [ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের কোনই প্রয়োজন হয় না]। এইহেতুই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবার বিধায়ক শ্রুতিসমুহও এ পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। না, এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্ম অনেকপ্রকার। গৃহস্থের পক্ষে বিহিত কেবল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মই যে কর্ম্ম, তাহা নহে; পরন্তু অপরাপর আশ্রমেও কর্ত্তব্যরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য বচন, শম, দম ও অহিংসা প্রভৃতিও বিদ্যাসমুৎপাদনের বিশিষ্ট সাধন আরও বহু কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে বিহিতরূপে বিদ্যমান আছে এবং [জ্ঞানোৎপত্তিসাধন] ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কর্ম্মও বিহিত আছে (১)। এখানেও পরে বলা হইবে যে, 'উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর' ইতি। যেহেতু জন্মান্তরীয় কর্ম্ম-প্রভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমের পূর্ব্বেও (ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতেও) বিদ্যোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে; যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিতে হয়, এবং জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলেই যদি বিদ্যা লাভ হইত, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করাও নিরর্থকই হইত। বিশেষতঃ স্বর্গাদি লোকসাধনই পুত্রাদির মুখ্য প্রয়োজন; কিন্তু যে ব্যক্তি নিত্য আত্মাকে দর্শন করিয়া পুত্রাদিলভ্য ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তিতে বীতস্পৃহ, তিনি ত কর্ম্মানুষ্ঠানে কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না; সুতরাং কেনই বা তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে? ফলতঃ তখন তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব। আর যে লোক গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, সে

(১) তাৎপর্য্য—ধারণা ও ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (৩।১সূত্র) অর্থাৎ মনকে যে. কোন এক স্থানে—দেববিগ্রহাদিতে স্থির ভাবে ধরিয়া রাখা, তাহার নাম ধারণা। আর—"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" (পাতঞ্জল ৩।২ সূত্র) অর্থাৎ যে বিষয়ে—মনের ধারণা করা হয়, তদ্বিষয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা-প্রবাহ, তাহার নাম ধ্যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক বিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর, বিদ্যার পরিপাক বা পরিপক্কতা দশায় কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না; সুতরাং তাহার পক্ষে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই সম্ভব। এই কথার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা - [যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নীকে বলিতেছেন—] 'অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছি' ইত্যাদি।৯

ভাল, কর্ম্মানুষ্ঠানের দিকেই যখন শ্রুতির যত্নাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ কথা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না; অর্থাৎ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম প্রতিপাদনে শ্রুতির সমধিক যত্ন বা আগ্রহ রহিয়াছে; অথচ সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ বহুতর সাধনসাধ্য; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের ক্লেশ-বাহুল্যও রহিয়াছে, এবং অন্যান্য আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যাদি যে সকল কর্ম্ম করিতে পারা যায়, গার্হস্থ্যাশ্রমেও সে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমানাধিকার রহিয়াছে, এই সমুদয় কারণে এবং অন্যান্য আশ্রমের জন্য স্বতন্ত্র সাধনেরও অপেক্ষা থাকায়, গার্হস্থ্যের সঙ্গে অপর আশ্রমগুলির তুল্যবৎ নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, একথা বলিতে পারা যায় না; কেননা, জন্মান্তরকৃত অনুগ্রহই ইহার কারণ। পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে—কর্ম্ম-প্রতিপাদনেই শ্রুতির যত্নাধিক্য ইত্যাদি; ইহা দোষাবহ নহে; যেহেতু জন্মান্তরকৃত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মও বিদ্যাসমুৎপাদনের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে, যাহার দরুণ কোন কোন লোককে জন্মাবধিই বিরক্ত (বৈরাগ্যসম্পন্ন) দেখিতে পাওয়া যায়; কোন কোন লোককে আবার কর্ম্মেতে নিরত বৈরাগ্যবিহীন এবং বিদ্যাবিদ্বেষীও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জন্মান্তরকৃত সংস্কারের বলে যাহারা বিরক্ত (বৈরাগ্যশালী), তাহাদের পক্ষে আশ্রমান্তর (গার্হস্থ্য ভিন্ন আশ্রম) স্বীকারই ঈপ্সিত হয়। কর্ম্মফলের বাহুল্যও অপর কারণ; পুত্র, স্বর্গ ও ব্রহ্মণ্যতেজঃ প্রাপ্তি প্রভৃতি কর্ম্মফল স্বভাবতই অসংখ্য; সাধারণতঃ লোকের সেইদিকেই সমধিক কামনা হইয়া থাকে; এই কারণেও তন্নিমিত্ত কর্ম্মবিষয়ে শ্রুতির সমধিক যত্ন হওয়া সঙ্গত; কেননা, সর্ব্বত্রই 'আমার ইহা হউক, আমার অমুক হউক' ইত্যাকার কামনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। উপায়ত্ব বুদ্ধিও যত্নাধিক্যের অপর কারণ; উপায় বিষয়েই সর্ব্বত্র যত্ন করিতে হয়, কিন্তু উপেয় (ফল) বিষয়ে নহে; অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মসমূহ হইতেছে বিদ্যালাভের উপায়; [এইজন্যই যে, তদ্বিষয়ে শ্রুতির যত্নাধিক্য থাকা আবশ্যক হয়,] এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি বল,—বিদ্যা যদি কর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ কর্ম্মসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয়ে শ্রুতির প্রযত্নপ্রদর্শন করা নিরর্থক হয়, অর্থাৎ বিদ্যালাভের প্রতিবন্ধক সঞ্চিত পাপরাশি যদি কর্ম্মদ্বারাই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং তাহার পরই যদি বিদ্যা সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, কর্ম্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র উপনিষৎ শাস্ত্রের শ্রবণাদিবিধানে যত্ন করিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। না—একথা বলিতে পার না ; কারণ, এবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। ঈশ্বরানুগ্রহ, তপস্যা ও ধ্যানাদির অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবল প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিতে যে, অবশ্যই বিদ্যা উৎপন্ন হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই ; কেননা, অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদিও বিদ্যা-সমুৎপত্তির উপকারক ; বিশেষতঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই বিদ্যা-উৎপত্তির প্রধান কারণ ; কাজেই গার্হস্থ্যভিন্ন আশ্রমগুলিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা আশ্রম-চতুষ্টয়ে স্থিত সকলেরই বিদ্যাতে অধিকার, এবং একমাত্র বিদ্যা হইতেই যে, শ্রেয়োলাভ হয় (মুক্তিলাভ হয়), ইহাও প্রমাণিত হইল ॥৩—৪॥২৪—২৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে একাদশ অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১১॥

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্নইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো, ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্ ॥ ১ ॥ ২৬ ॥

[সত্যমবাদিষং পঞ্চ চ ॥]

॥ ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওম্ ॥

ইতি দ্বাদশোঽনুবাকঃ ॥ ১২

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়োপনিষদি শীক্ষাবল্লী নাম

প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১॥

[তৈত্তিরীয়ারণ্যকক্রমেণ তু সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥৭]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলার্থঃ। অতীতবিদ্যাধিগমে সম্ভাব্যমানানামুপসর্গাণামুপশমার্থোঽয়ং শান্তিপাঠঃ। অয়ং তু মন্ত্রঃ প্রথমমেব ব্যাখ্যাতঃ। বিশেষস্ত্বয়ম্, তত্র বদিষ্যামীত্যাদৌ ভবিষ্যৎকালব্যবহারঃ, অত্র তু অতীতকালপ্রয়োগ ইতি ॥১॥২৬॥

মূলানুবাদ। ইহার অনুবাদ সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥১॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গশমনার্থং শান্তিং পঠতি—শং নো মিত্র ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতমেতৎ পূর্ব্বম্ ॥১॥২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকভাষ্যম্।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যে
শিক্ষাবল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। অতীত বিদ্যার প্রাপ্তিতে সম্ভাবিত বিঘ্নপ্রশমনের নিমিত্ত "শং নঃ" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এই মন্ত্র পূর্ব্বেই (সর্ব্বপ্রথমেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥১॥২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাবল্লীর (শীক্ষাধ্যায়ের)
ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মানন্দবল্লী

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

আভাষভাষ্যম্। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গপ্রশমনার্থা শান্তিঃ পঠিতা। ইদানীন্তু বক্ষ্যমাণব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গোপশমনার্থা শান্তিঃ পঠ্যতে—

আভাষভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বকথিত বিদ্যালাভের বিঘ্ন-নিবৃত্তির জন্য পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে শান্তিমন্ত্র পঠিত হইয়াছে; এখন এখানে বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে কথিত হইবে, সেই) ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক উপসর্গ নিবারণের নিমিত্ত পুনশ্চ শান্তি পঠিত হইতেছে,—

ওম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।*

ওম্ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥১॥২৭॥

॥ ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সরলার্থঃ। [বক্ষ্যমাণবিদ্যাপ্রাপ্তৌ সম্ভাব্যমানানাং বিঘ্নানামুপশান্তয়ে শান্তিরিয়ং শিষ্যেণ পঠ্যতে—'শং নঃ' ইত্যাদ্যা 'সহ নৌ' ইত্যাদ্যা চ]। নৌ (আবাং—শিষ্যাচার্য্যৌ) সহ (সমং) অবতু (জ্ঞানশক্তিযোগেন) পালয়তু [ব্রহ্ম ইতি শেষঃ]। নৌ সহ ভুনক্তু (বিদ্যাফলং ভোজয়তু)। বীর্য্যং (বিদ্যা-তেজোঽতিশয়ং) সহ (সমং) করবাবহৈ (সম্পাদয়াবঃ)। নৌ (আবয়োঃ) অধীতং (বিদ্যাগ্রহণং) তেজস্বি (বীর্য্যবত্তমং) অস্তু; অথবা তেজস্বিনৌ (আবাং) [ভবাবঃ]; অধীতং (স্বধীতং) [বীর্য্যবৎ] অস্তু (ভবতু)। মা

---

* কচিৎ পুস্তকে 'শংনো মিত্রঃ' ইত্যাদিঃ 'অবতু বক্তারম্' ইত্যন্তঃ শান্তিমন্ত্রোঽয়ং নাস্তি; তদনুযায়ী ভাষ্যাংশোঽপি তত্র নাস্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরং প্রতি বিদ্বেষং মা করবাবহৈ) ইতি। [শান্তিশব্দস্ত ত্রির্ব্বচনং ত্রিবিধোৎপাতশান্ত্যর্থম্ আদরার্থং চ বিজ্ঞেয়ম্। শং ন ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রস্ত পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতঃ] ॥১॥২৭॥

মূলানুবাদ। বক্ষ্যমাণ বিদ্যাপ্রাপ্তিতে, যে সকল বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, সেই সকল বিঘ্ন প্রশমনের নিমিত্ত এই শান্তিমন্ত্রদ্বয় পঠিত হইতেছে। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে—গুরু ও শিষ্যকে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাদিগকে বিদ্যাফল ভোগ করান। আমাদের অধ্যয়ন বীর্য্যশালী হউক ; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। 'শংনঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই অনূদিত হইয়াছে ; এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ত্রিবিধ বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনবার শান্তিশব্দ পঠিত হইয়াছে ॥১॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। 'শং নো মিত্রঃ' ইতি 'সহ নাববতু' ইতি চ। 'শং নো মিত্রঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ স্পষ্টম্। সহ নাববত্বিতি। সহ নাববতু, নৌ শিষ্যাচার্য্যৌ সহৈব অবতু রক্ষতু। সহ নৌ ভুনক্তু, ব্রহ্ম ভোজয়তু। সহ বীর্য্যং বিদ্যানিমিত্তং সামর্থ্যং করবাবহৈ নির্ব্বর্ত্তয়াবহৈ। তেজস্বিনৌ তেজস্বিনোরাবয়োঃ অধীতং স্বধীতম্ অস্তু, অর্থজ্ঞানযোগ্যমস্ত্বিত্যর্থঃ। মা বিদ্বিষাবহৈ, বিদ্যাগ্রহণনিমিত্তং শিষ্যস্য আচার্য্যস্য বা প্রমাদকৃতাদন্যায়াদ্বিদ্বেষঃ প্রাপ্তঃ, তচ্ছমনায়েয়মাশীঃ—মা বিদ্বিষাবহৈ ইতি। মৈব নৌ ইতরেতরং বিদ্বেষমাপদ্যাবহৈ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনমুক্তার্থম্। বক্ষ্যমাণবিদ্যাবিঘ্নপ্রশমনার্থা চেয়ং শান্তিঃ। অবিঘ্নেনাত্মবিদ্যাপ্রাপ্তিরাশাস্যতে, তন্মূলং হি পরং শ্রেয় ইতি ॥১॥২৭॥

ভাষ্যানুবাদ। 'শং নো মিত্রঃ' ও 'সহ নাববতু' ইত্যাদি। তন্মধ্যে 'শং নঃ মিত্রঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; [সুতরাং এখানে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।] 'সহ নৌ অবতু' অর্থ—শিষ্য ও আচার্য্য—আমাদের উভয়কে তুল্যভাবে রক্ষা করুন ; ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে তুল্যরূপে বিদ্যাফল ভোগ করান ; আমরা সমানভাবে যেন বিদ্যালাভের উপযোগী বীর্য্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি। তেজঃসম্পন্ন আমাদের (গুরু ও শিষ্যের) অধ্যয়ন উত্তম অধ্যয়ন হউক, অর্থাৎ আমাদের অধ্যয়ন যেন পদার্থজ্ঞানের যোগ্য হয়। আমরা যেন বিদ্বেষ না করি। অভিপ্রায় এই যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যাগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিষ্য বা আচার্য্যের অনবধানপ্রযুক্ত অন্যায়বশতঃ কখনও বিদ্বেষ ঘটিতে পারে, সেই বিদ্বেষবুদ্ধি প্রশমনের জন্য এইরূপ প্রার্থনা হইতেছে যে, 'মা বিদ্বিষাবহৈ' অর্থাৎ আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ না করি। তিনবার শান্তিশব্দ উক্তির অভিপ্রায় পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ পরে যে বিদ্যার উপদেশ হইবে, তৎ প্রাপ্তিতে বিঘ্ননিবারণার্থও এই শান্তি-মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। ফল কথা—এই শান্তিদ্বারা নির্ব্বিঘ্নে আত্মবিদ্যা প্রাপ্তি প্রার্থিত হইতেছে; আত্ম-বিদ্যাই শ্রেয়োলাভের মূল নিদান ॥১॥২৭॥

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১॥২৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে

প্রথমোঽনুবাকঃ ॥১॥

সরলার্থঃ।—প্রথমং কর্ম্মাবিরুদ্ধান্যুপাসনানি সোপাধিকমাত্মদর্শনং চোক্তম্, ইদানীং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—'ব্রহ্মবিদ্' ইত্যাদি।

ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্ম —বৃহত্তমং পরং ব্রহ্ম বেত্তি—বিজানাতীতি ব্রহ্মবিদ্ পুরুষঃ) পরং (সর্ব্বাতিশায়ি ব্রহ্ম) আপ্নোতি। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণবাক্যোক্তার্থ-বিষয়ে) এষা (বক্ষ্যমাণা ঋক্) অভ্যুক্তা (পঠিতা অস্তি)—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। তত্র, যঃ (পুরুষঃ), পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি হৃদয়াকাশে) গুহায়াং (গুহাবৎ দুষ্প্রবেশায়াং বুদ্ধৌ) নিহিতং (নিশ্চয়েন নিত্যসন্নিহিতং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যং (দেশকালাদিভিরবাধিতস্বরূপম্) জ্ঞানম্ (অববোধস্বরূপম্) অনন্তং (দেশ-কাল-বস্তুভিঃ অপরিচ্ছেদ্যম্); (নিরতিশয়ং মহৎ—ভূম)। [অত্র চ, সত্যাদীনি ত্রীণ্যেব ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণানি বিজ্ঞেয়ানি]। [উক্তলক্ষণং] ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি—জানাতি), সঃ (উক্তলক্ষণ-ব্রহ্মবিদ্) বিপশ্চিতা (মেধাবিনা—সর্ব্বজ্ঞেন) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মাত্মস্বরূপেণ) সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) সহ (এককালং, নতু পর্য্যায়েণ) অশ্নুতে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ), ইতি (ইতিশব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ)।

উক্তমেব মন্ত্রার্থং প্ররূঢ়য়িতুমাহ—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। তস্মাৎ এতস্মাৎ (সত্যজ্ঞানানন্তরূপাৎ) আত্মনঃ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) আকাশঃ (সূক্ষ্মঃ শব্দ-তন্মাত্ররূপঃ) সম্ভূতঃ (উৎপন্নঃ)। তস্মাৎ আকাশাৎ বায়ুঃ (শব্দ-স্পর্শগুণকঃ সম্ভূতঃ); বায়োঃ অগ্নিঃ (শব্দ-স্পর্শরূপগুণকঃ সম্ভূতঃ); অগ্নেঃ আপঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসস্বভাবাঃ সম্ভূতাঃ); অদ্ভ্যঃ পৃথিবী (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধগুণা সম্ভূতা), পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ (তৃণগুল্মাদ্যাঃ), ওষধীভ্যঃ অন্নং (ভক্ষ্যং শস্যাদি), অন্নাৎ (ভোজনতঃ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ): পুরুষঃ (জীবদেহঃ সম্ভূতঃ)। সঃ (অন্নসম্ভূতঃ) এষঃ (শিরঃপাণ্যাদিমান্) পুরুষঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ, অবধারণে চ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরস-পরিণামঃ)। তস্য (পুরুষস্য) ইদং (প্রসিদ্ধং মস্তকং) এব শিরঃ; অয়ং (দক্ষিণো বাহুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (পক্ষবৎ); অয়ং (বামো বাহুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; অয়ং (দেহমধ্যভাগঃ) আত্মা (প্রাধান্যাদাত্মবৎ); ইদং (নাভেরধোভাগঃ) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিহেতুঃ) পুচ্ছং (পুচ্ছমিব)। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণোক্তে অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যং) ভবতি (অস্তি) ॥১॥২৮॥

মূলানুবাদ ।—[ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উপাসনা, সেই সমুদয় উপাসনা ও সোপাধিক ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে কথা বলা হইয়াছে; অতঃপর সর্ব্বোপাধিরহিত ব্রহ্মদর্শন নিরূপণের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে]—

ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটী মন্ত্র পঠিত আছে—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। [সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই তিনটীই ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ]; [তন্মধ্যে] সত্য অর্থ—যাহার স্বরূপ কোন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারেই বাধিত হয় না ; জ্ঞান অর্থ চিৎস্বরূপ—অববোধাত্মক, আর অনন্ত অর্থ দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। পরম ব্যোম অর্থ—হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধি ; সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত—সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন, অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত করেন ইতি। এখানেই যে, মন্ত্র সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

[অতঃপর বর্ণিত ব্রহ্মের সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ সমর্থনের নিমিত্ত তাঁহার সর্ব্বকারণত্ব প্রদর্শিত হইতেছে]। সেই এই ব্রহ্ম হইতে শব্দগুণাত্মক সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল ; আকাশ হইতে শব্দ-স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু, বায়ু হইতে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, এই ত্রিগুণবিশিষ্ট অগ্নি (তেজঃ), তেজঃ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণসম্পন্ন জল, জল হইতে আবার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইল। সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইল ; ওষধি হইতে অন্ন - শস্যাদি, আহার দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অর্থাৎ হস্ত-মস্তকাদি-সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন হইল। এইজন্যই এই পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই পুরুষের এই প্রসিদ্ধ শিরই শির, দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, বাম বাহুই বাম পক্ষ, দেহমধ্যভাগ আত্মা (সর্ব্বাঙ্গের প্রধান) ; এবং এই নাভির নিম্নভাগস্থিত অংশই তাহার অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্ত বিষয়েও এইরূপ একটী শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থবোধক বাক্য আছে ॥১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমানুবাকব্যাখ্যা ॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ । সংহিতাদিবিষয়াণি কর্ম্মভিরবিরুদ্ধান্যুপাসনান্যুক্তানি। অনন্তরঞ্চ অন্তঃসোপাধিকমাত্মদর্শনমুক্তং ব্যাহৃতিদ্বারেণ স্বারাজ্যফলম্। নচৈতাবতা অশেষতঃ সংসারবীজস্যোপমর্দ্দনমস্তি। অতঃ অশেষোপদ্রববীজস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্ত্যর্থং নির্দ্ধূতসর্ব্বোপাধিবিশেষাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যাদি। প্রয়োজনং চাস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া অবিদ্যানিবৃত্তিঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ। বক্ষ্যতি চ—"বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি। সংসারনিমিত্তে চ সতি, "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত" ইত্যনুপপন্নম্, "কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে ন তপতঃ" ইতি চ। অতোঽবগম্যতে অস্মাদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বাত্মব্রহ্মবিষয়াদাত্যন্তিকঃ সংসারাভাব ইতি। স্বয়মেবাহ প্রয়োজনম্ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদাবেব সম্বন্ধ-প্রয়োজনজ্ঞাপনার্থম্। নির্জ্ঞাতয়োর্হি সম্বন্ধপ্রয়োজনয়োঃ বিদ্যাশ্রবণ-গ্রহণ-ধারণাভ্যাসার্থং প্রবর্ত্ততে। শ্রবণাদিপূর্ব্বকং হি বিদ্যাফলম্, "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যঃ।১

ব্রহ্মবিৎ,—ব্রহ্মেতি বক্ষ্যমাণলক্ষণম্, বৃহত্তমত্বাদ্ ব্রহ্ম, তদ্বেত্তি বিজানাতীতি ব্রহ্মবিদ্, আপ্নোতি প্রাপ্নোতি পরং নিরতিশয়ম্; তদেব ব্রহ্ম পরম্; ন হ্যন্যস্য বিজ্ঞানাদন্যস্য প্রাপ্তিঃ। স্পষ্টঞ্চ শ্রুত্যন্তরং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমেব ব্রহ্মবিদো দর্শয়তি—"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি।২

ননু সর্ব্বগতং সর্ব্বস্য চাত্মভূতং ব্রহ্ম বক্ষ্যতি; অতো নাপ্যম্, আপ্তিশ্চ অন্যস্যান্যেন, পরিচ্ছিন্নস্য চ পরিচ্ছিন্নেন দৃষ্টা। অপরিচ্ছিন্নং সর্ব্বাত্মকঞ্চ ব্রহ্মেত্যতঃ পরিচ্ছিন্নবদনাত্মবচ্চ তস্যাপ্তিরনুপপন্না। নায়ং দোষঃ। কথম্? দর্শনাদর্শনাপেক্ষত্বাদ্ব্রহ্মণ আপ্ত্যনাপ্ত্যোঃ; পরমার্থতো ব্রহ্মস্বরূপস্যাপি সতোঽস্য জীবস্য ভূতমাত্রাকৃতবাহ্যপরিচ্ছিন্নান্নময়াদ্যাত্মদর্শিনস্তদাসক্তচেতসঃ। প্রকৃতসঙ্খ্যাপূরণস্য আত্মনোঽব্যবহিতস্যাপি বাহ্যসঙ্খ্যেয়বিষয়াসক্তচিত্ততয়া স্বরূপাভাবদর্শনবৎ পরমার্থব্রহ্মস্বরূপাভাবদর্শনলক্ষণয়া অবিদ্যয়া অন্নময়াদীন্ বাহ্যান্ অনাত্মন আত্মত্বেন প্রতিপন্নত্বাৎ অন্নময়াদ্যনাত্মভ্যো নান্যোঽহমস্মীত্যভিমন্যতে। এবমবিদ্যয়া আত্মভূতমপি ব্রহ্ম অনাপ্তং স্যাৎ। তস্যৈবমবিদ্যয়া অনাপ্তব্রহ্মস্বরূপস্য প্রকৃতসঙ্খ্যাপূরণস্যাত্মনোঽবিদ্যয়ানাপ্তস্য সতঃ কেনচিৎ স্মারিতস্য পুনস্তস্যৈব বিদ্যয়া আপ্তির্যথা, তথা শ্রুত্যুপদিষ্টস্য সর্ব্বাত্মব্রহ্মণ আত্মত্বদর্শনেন বিদ্যয়া তদাপ্তিরুপপদ্যত এব।৩

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি বাক্যং সূত্রভূতং সর্ব্বস্য বল্ল্যর্থস্য। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যনেন বাক্যেন বেদ্যতয়া সূত্রিতস্য ব্রহ্মণোঽনির্দ্ধারিতস্বরূপবিশেষস্য সর্ব্বতো ব্যাবৃত্ত-স্বরূপবিশেষসমর্পণসমর্থস্য লক্ষণস্যাভিধানেন স্বরূপনির্দ্ধারণায়, অবিশেষেণ চোক্তবেদনস্য ব্রহ্মণো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্য বিশেষেণ প্রত্যগাত্মতয়া অনন্যরূপেণ বিজ্ঞেয়ত্বায়, ব্রহ্মবিদ্যাফলঞ্চ ব্রহ্মবিদো যৎ পরপ্রাপ্তিলক্ষণমুক্তম্, স সর্ব্বাত্মভাবঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীতব্রহ্মস্বরূপত্বমেব, নান্যদিত্যেতৎপ্রদর্শনায় চ এষা ঋগুদাহ্রিয়তে—তদেষাভ্যুক্তেতি।৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎ তস্মিন্নেব ব্রাহ্মণবাক্যোক্তেঽর্থে এষা ঋক্ অভ্যুক্তা আম্নাতা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো লক্ষণার্থং বাক্যম্। সত্যাদীনি হি ত্রীণি বিশেষণার্থানি পদানি বিশেষ্যস্য ব্রহ্মণঃ। বিশেষ্যং ব্রহ্ম, বিবক্ষিতত্বাদ্বেদ্যতয়া। বেদ্যত্বেন যতো ব্রহ্ম প্রাধান্যেন বিবক্ষিতম্, তস্মাদ্বিশেষ্যং বিজ্ঞেয়ম্। অতঃ অস্মাদ্বিশেষণবিশেষ্যত্বাদেব সত্যাদীন্যেকবিভক্ত্যন্তানি পদানি সমানাধিকরণানি। সত্যাদিভিস্ত্রিভির্বিশেষণৈর্বিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যান্তরেভ্যো নির্দ্ধার্য্যতে। এবং হি তজ্জ্ঞাতং ভবতি, যদন্যেভ্যো নির্দ্ধারিতম্; যথা লোকে নীলং মহৎ সুগন্ধ্যুৎপলমিতি।৫

নন্বু বিশেষ্যং বিশেষণান্তরং ব্যভিচরদ্বিশেষ্যতে, যথা নীলং রক্তঞ্চোৎপলমিতি। যদা হি অনেকানি দ্রব্যাণ্যেকজাতীয়ানি অনেকবিশেষণযোগীনি চ, তদা বিশেষণস্যার্থবত্ত্বম্; ন হ্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি, বিশেষণান্তরাযোগাৎ; যথা অসাবেক আদিত্য ইতি, তথা একমেব ব্রহ্ম, ন ব্রহ্মান্তরাণি, যেভ্যো বিশেষ্যেত, নীলোৎপলবৎ। ন; লক্ষণার্থত্বাদ্বিশেষণানাম্। নায়ং দোষঃ। কস্মাৎ? লক্ষণার্থপ্রধানানি বিশেষণানি, ন বিশেষণপ্রধানান্যেব। কঃ পুনর্লক্ষণলক্ষ্যয়োর্বিশেষণবিশেষ্যয়োর্ব্বা বিশেষঃ? উচ্যতে—সজাতীয়েভ্য এব নিবর্ত্তকানি বিশেষণানি বিশেষ্যস্য, লক্ষণং তু সর্ব্বত এব, যথা অবকাশপ্রদাত্রাকাশমিতি। লক্ষণার্থঞ্চ বাক্যমিত্যবোচাম॥৬

সত্যাদিশব্দা ন পরস্পরং সম্বধ্যন্তে, পরার্থত্বাৎ; বিশেষ্যার্থা হি তে; অতএব একৈকো বিশেষণশব্দঃ পরস্পরং নিরপেক্ষো ব্রহ্মশব্দেন সম্বধ্যতে—সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্মেতি। সত্যমিতি—যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং, তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি, তৎ সত্যম্। যদ্রূপেণ যৎ নিশ্চিতং, তদ্রূপং ব্যভিচরৎ তদনৃতমিত্যুচ্যতে। অতো বিকারোঽনৃতম্, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্", এবং সদেব সত্যমিত্যবধারণাৎ। অতঃ 'সত্যং ব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবর্ত্তয়তি। অতঃ কারণত্বং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ।৭

কারণস্য চ কারকত্বম্, বস্তুত্বাৎ মৃদ্বদচিদ্রূপতা চ প্রাপ্তা; অত ইদমুচ্যতে—জ্ঞানং ব্রহ্মেতি। জ্ঞানং জ্ঞপ্তিরববোধঃ—ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ, নতু জ্ঞানকর্ত্তৃ, ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ সত্যানন্তাভ্যাং সহ। ন হি সত্যতা অনন্ততা চ জ্ঞানকর্ত্তৃত্বে সত্যুপপদ্যেতে। জ্ঞানকর্ত্তৃত্বেন হি বিক্রিয়মাণং কথং সত্যং ভবেৎ, অনন্তঞ্চ? যদ্ধি ন কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্যতে, তদনন্তম্। জ্ঞানকর্ত্তৃত্বে চ জ্ঞেয়জ্ঞানাভ্যাং প্রবিভক্তমিত্যনন্ততা ন স্যাৎ, "যত্র নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যদ্বিজানাতি তদল্পম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "নান্যদ্বিজানাতি" ইতি বিশেষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষেধাৎ আত্মানং বিজানাতীতি চেৎ ; ন ; ভূম-লক্ষণবিধিপরত্বাদ্বাক্যস্য। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদি ভূম্নো লক্ষণবিধিপরং বাক্যম্। যথাপ্রসিদ্ধমেব অন্যোঽন্যৎ পশ্যতীত্যেতদুপাদায়, যত্র তন্নাস্তি, স ভূমেতি ভূমস্বরূপং তত্র জ্ঞাপ্যতে। অন্যগ্রহণস্য প্রাপ্তপ্রতিষেধার্থত্বান্ন স্বাত্মনি ক্রিয়াস্তিত্বপরং বাক্যম্। স্বাত্মনি চ ভেদাভাবাদ্বিজ্ঞানানুপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞাত্রভাবপ্রসঙ্গঃ, জ্ঞেয়ত্বেনৈব বিনিযুক্তত্বাৎ ॥৮

এক এবাত্মা জ্ঞেয়ত্বেন চোভয়থা ভবতীতি চেৎ ; ন ; যুগপদনংশত্বাৎ। ন হি নিরবয়বস্য যুগপজ্‌জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বোপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ ঘটাদিবদ্বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞানোপদেশানর্থক্যম্। ন হি ঘটাদিবৎ প্রসিদ্ধস্য জ্ঞানোপদেশোঽর্থবান্। তস্মাৎ জ্ঞাতৃত্বে সতি আনন্ত্যানুপপত্তিঃ। সন্মাত্রত্বঞ্চানুপপন্নং জ্ঞানকর্তৃত্বাদিবিশেষবত্ত্বে সতি ; সন্মাত্রত্বঞ্চ সত্যম্, "তৎ সত্যম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাৎ সত্যানন্ত-শব্দাভ্যাং সহ বিশেষণত্বেন জ্ঞানশব্দস্য প্রয়োগাদ্ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ। "জ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি কর্তৃত্বাদিকারকনিবৃত্ত্যর্থং মৃদাদিবদচিদ্রূপতানিবৃত্ত্যর্থঞ্চ প্রযুজ্যতে। "জ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি বচনাৎ প্রাপ্তমন্তবত্ত্বম্, লৌকিকস্য জ্ঞানস্যান্তবত্ত্বদর্শনাৎ। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমাহ—অনন্তমিতি ।৯

সত্যাদীনামনৃতাদিধর্মনিবৃত্তিপরত্বাৎ বিশেষ্যস্য চ ব্রহ্মণ উৎপলাদিবদপ্রসিদ্ধত্বাৎ—"মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গ-ধনুর্ধরঃ" ইতিবৎ শূন্যার্থতৈব প্রাপ্তা সত্যাদিবাক্যস্যেতি চেৎ ; ন ; লক্ষণার্থত্বাৎ। বিশেষণত্বেঽপি সত্যাদীনাং লক্ষণার্থপ্রাধান্যমিত্যবোচাম। শূন্যে হি লক্ষ্যেঽনর্থকং লক্ষণবচনম্। অতঃ লক্ষণার্থত্বান্মন্যামহে—ন শূন্যার্থতেতি। বিশেষণার্থত্বেঽপি চ, সত্যাদীনাং স্বার্থাপরিত্যাগ এব। শূন্যার্থত্বে হি সত্যাদিশব্দানাং বিশেষ্য-নিয়ন্তৃত্বানুপপত্তিঃ। সত্যাদ্যর্থৈরর্থবত্ত্বে তু তদ্বিপরীতধর্মবদ্ভ্যো বিশেষ্যেভ্যো ব্রহ্মণো বিশেষ্যস্য নিয়ন্তৃত্বমুপপদ্যতে। ব্রহ্মশব্দোঽপি স্বার্থেনার্থবানেব। তত্র অনন্তশব্দঃ অন্তবত্ত্বপ্রতিষেধদ্বারেণ বিশেষণম্ ; সত্য-জ্ঞানশব্দৌ তু স্বার্থসমর্পণেনৈব বিশেষণে ভবতঃ ।১০

'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ' ইতি ব্রহ্মণ্যেবাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ বেদিতুরাত্মৈব ব্রহ্ম। "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রামতি" ইতি চ আত্মতাং দর্শয়তি। তৎপ্রবেশাচ্চ ; "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি চ তস্যৈব জীবরূপেণ শরীরপ্রবেশং দর্শয়তি। অতো বেদিতুঃ স্বরূপং ব্রহ্ম। এবং তর্হি আত্মত্বাজ্‌জ্ঞানকর্তৃত্বম্ ; 'আত্মা জ্ঞাতা' ইতি হি প্রসিদ্ধম্, "সোঽকাময়ত" ইতি চ কামিনো জ্ঞানকর্তৃত্বপ্রসিদ্ধিঃ ; অতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানকর্তৃত্বাচ্চ জ্ঞপ্তির্ব্রহ্মেত্যযুক্তম্। অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ; যদি নাম জ্ঞপ্তির্জ্ঞানমিতি ভাবরূপতা ব্রহ্মণঃ, তদাপ্যনিত্যত্বং প্রসজ্যেত; পারতন্ত্র্যঞ্চ; ধাত্বর্থানাং কারকাপেক্ষত্বাৎ; জ্ঞানঞ্চ ধাত্বর্থঃ; অতোঽস্য অনিত্যত্বং পরতন্ত্রতা চ। ন; স্বরূপাব্যতিরেকেণ কার্য্যত্বোপচারাৎ। আত্মনঃ স্বরূপং জ্ঞপ্তিঃ, ন ততো ব্যতিরিচ্যতে; অতো নিত্যৈব। তথাপি বুদ্ধেরুপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিদ্বারৈর্ব্বিষয়াকারপরিণামিন্যা যে শব্দাদ্যাকারাবভাসাঃ, তে আত্মবিজ্ঞানস্য বিষয়ভূতা উৎপদ্যমানা এবাত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উৎপদ্যন্তে। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানাবভাস্যাশ্চ তে বিজ্ঞানশব্দবাচ্যাশ্চ ধাত্বর্থভূতাঃ আত্মন এব ধর্ম্মা বিক্রিয়ারূপা ইত্যবিবেকিভিঃ পরিকল্প্যন্তে।১১

যত্তু ব্রহ্মণো বিজ্ঞানম্, তৎ সবিতৃপ্রকাশবদগ্ন্যুষ্ণত্ববচ্চ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং স্বরূপমেব তৎ। ন তৎ কারণান্তরসব্যপেক্ষম্, নিত্যস্বরূপত্বাৎ, সর্ব্বভাবানাং চ তেনাবিভক্তদেশকালত্বাৎ কালাকাশাদিকারণত্বাৎ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাচ্চ। ন তস্যান্যদবিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা অস্তি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং তদ্ ব্রহ্ম। মন্ত্রবর্ণাচ্চ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" ইতি। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। বিজ্ঞাতৃস্বরূপাব্যতিরেকাৎ করণাদিনিমিত্তানপেক্ষত্বাচ্চ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপত্বেপি নিত্যত্বপ্রসিদ্ধিঃ; অতো নৈব ধাত্বর্থস্তৎ, অক্রিয়ারূপত্বাৎ ॥১২

অত এব চ ন জ্ঞানকর্তৃ; তস্মাদেব চ ন জ্ঞানশব্দবাচ্যমপি তদ্ ব্রহ্ম। তথাপি তদাভাসবাচকেন বুদ্ধিধর্ম্মবিশেষেণ জ্ঞানশব্দেন তল্লক্ষ্যতে; নতু উচ্যতে, শব্দপ্রবৃত্তিহেতু-জাত্যাদিধর্ম্মরহিতত্বাৎ। তথা সত্য-শব্দেনাপি সর্ব্ববিশেষপ্রত্যস্তমিতস্বরূপত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ বাহ্যসত্তাসামান্যবিষয়েণ সত্যশব্দেন লক্ষ্যতে—সত্যং ব্রহ্মেতি। নতু সত্যশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। এবং সত্যাদিশব্দা ইতরেতরসন্নিধানাদন্যোন্যনিয়ম্যনিয়ামকাঃ সন্তঃ সত্যাদিশব্দবাচ্যান্নিবর্ত্তকা ব্রহ্মণঃ লক্ষণার্থাশ্চ ভবন্তীতি। অতঃ সিদ্ধম্ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ" "অনিরুক্তেঽনিলয়নে" ইতি চাবাচ্যত্বম্, নীলোৎপলবদবাক্যার্থত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ।১৩

তদ্‌যথাব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম যো বেদ বিজানাতি, নিহিতং স্থিতং গুহায়াম্, গূহতেঃ সংবরণার্থস্য—নিগূঢ়া অস্যাং জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃপদার্থা ইতি গুহা বুদ্ধিঃ, গূঢাবস্যাং ভোগাপবর্গৌ পুরুষার্থাবিতি বা, তস্যাং পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমন্ ব্যোম্নি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাশে অব্যাকৃতাখ্যে; তদ্ধি পরমং ব্যোম, "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যক্ষরসন্নিকর্ষাৎ; 'গুহায়াং ব্যোমন্' ইতি বা সামানাধিকরণ্যাদব্যাকৃতাকাশমেব গুহা; তত্রাপি নিগূঢ়াঃ সর্ব্বে পদার্থাস্ত্রিষু কালেষু, কারণত্বাৎ সূক্ষ্মতরত্বাচ্চ; কস্মিন্নন্তর্নিহিতং ব্রহ্ম। হার্দ্দমেব তু পরমং ব্যোমেতি ন্যায্যম্, বিজ্ঞানাঙ্গত্বেন ব্যোম্নো বিবক্ষিতত্বাৎ। "যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ সোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ প্রসিদ্ধং হার্দ্দস্য ব্যোম্নঃ পরমত্বম্। তস্মিন্ হার্দ্দে ব্যোম্নি যা বুদ্ধির্গুহা, তস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম তদ্বৃত্ত্যা বিবিক্ততয়োপলভ্যত ইতি। ন হ্যন্যথা বিশিষ্টদেশকালসম্বন্ধোঽস্তি ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বগতত্বান্নির্ব্বিশেষত্বাচ্চ। ১৪

স এবং ব্রহ্ম বিজানন্; কিম্? ইত্যাহ—অশ্নুতে ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বান্ নির্ব্বিশেষান্ কামান্ কাম্যভোগানিত্যর্থঃ। কিমস্মদাদিবৎ পুত্রস্বর্গাদীন্ পর্য্যায়েণ? নেত্যাহ—সহ যুগপদ্ একক্ষণোপারূঢ়ানেব একয়োপলব্ধ্যা সবিতৃপ্রকাশবন্নিত্যয়া ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তয়া, যামবোচাম "সত্যং জ্ঞানম্" ইতি। এতত্তদুচ্যতে—ব্রহ্মণা সহেতি। ব্রহ্মভূতো বিদ্বান্ ব্রহ্মস্বরূপেণৈব সর্ব্বান্ কামান্ সহাশ্নুতে; ন তথা, যথোপাধিকৃতেন স্বরূপেণাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রাতিবিম্বভূতেন সাংসারিকেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণাপেক্ষাংশ্চ সর্ব্বান্ কামান্ পর্য্যায়েণাশ্নুতে লোকঃ। কথং তর্হি? যথোক্তেন প্রকারেণ সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বগতেন সর্ব্বাত্মনা নিত্যব্রহ্মাত্মস্বরূপেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তানপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণানপেক্ষাংশ্চ সর্ব্বান্ কামান্ সহাশ্নুত ইত্যর্থঃ। বিপশ্চিতা মেধাবিনা সর্ব্বজ্ঞেন। তদ্ধি বৈপশ্চিত্যম্, যৎ সর্ব্বজ্ঞত্বম্। তেন সর্ব্বজ্ঞস্বরূপেণ ব্রহ্মণা অশ্নুত ইতি। ইতিশব্দো মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ১৫

সর্ব্ব এব বল্ল্যর্থঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতঃ। সচ সূত্রিতোঽর্থঃ সংক্ষেপতো মন্ত্রেণ ব্যাখ্যাতঃ; পুনস্তস্যৈব বিস্তরেণার্থনির্ণয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যুত্তরস্তদ্‌বৃত্তিস্থানীয়ো গ্রন্থ আরভ্যতে—তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদি। তত্র চ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যুক্তং মন্ত্রাদৌ; তৎ কথং সত্যমনন্তঞ্চেত্যত আহ—ত্রিবিধং হি আনন্ত্যং—দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি। তদ্ যথা দেশতোঽনন্ত আকাশঃ; ন হি দেশতস্তস্য পরিচ্ছেদোঽস্তি। ন তু কালতশ্চানন্ত্যং বস্তুতশ্চাকাশস্য। কস্মাৎ? কার্য্যত্বাৎ। নৈবং ব্রহ্মণ আকাশবৎ কালতোঽপ্যন্তবত্ত্বম্, অকার্য্যত্বাৎ। কার্য্যং হি বস্তু কালেন পরিচ্ছিদ্যতে; অকার্য্যঞ্চ ব্রহ্ম। তস্মাৎ কালতোঽস্যানন্ত্যম্। তথা বস্তুতঃ। কথং পুনর্ব্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তত আনন্ত্যম্? সর্ব্বানন্যত্বাৎ। ভিন্নং হি বস্তু বস্ত্বন্তরস্যান্তো ভবতি; বস্ত্বন্তর-বুদ্ধির্হি প্রসক্তাদ্বস্ত্বন্তরান্নিবর্ত্ততে। যতো যস্য বুদ্ধের্নিবৃত্তিঃ, স তস্যান্তঃ। তদ্‌যথা গোত্ববুদ্ধিরশ্বত্বাৎ নিবর্ত্ততে, ইত্যশ্বত্বান্তং গোত্বম্—ইত্যন্তবদেব ভবতি। স চান্তো ভিন্নেষু বস্তুষু দৃষ্টঃ; নৈবং ব্রহ্মণো ভেদঃ। অতো বস্তুতোঽপ্যানন্ত্যম্।১৬

কথং পুনঃ সর্ব্বানন্যত্বং ব্রহ্মণ ইতি? উচ্যতে—সর্ব্ববস্তুকারণত্বাৎ। সর্ব্বেষাং হি বস্তুনাং কালাকাশাদীনাং কারণং ব্রহ্ম। কার্য্যাপেক্ষয়া বস্তুতোঽন্তবত্বমিতি চেৎ, ন; অনৃতত্বাৎ কার্য্যস্য বস্তুনঃ। নহি কারণ-ব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম বস্তুতোঽস্তি, যতঃ কারণবুদ্ধির্নিবর্ত্তেত; "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এবং 'সদেব সত্যম্' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাৎ দেশতস্তাবদনন্তং ব্রহ্ম। আকাশো হ্যনন্ত ইতি প্রসিদ্ধং দেশতঃ; তস্যেদং কারণম্; তস্মাৎ সিদ্ধং দেশত আত্মন আনন্ত্যম্। নহি অসর্ব্বগতাৎ সর্ব্বগতমুৎপদ্যমানং লোকে কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে। অতো নিরতিশয়-মাত্মন আনন্ত্যং দেশতঃ। তথা অকার্য্যত্বাৎ কালতঃ; তদ্ভিন্নবস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ বস্তুতঃ; অত এব নিরতিশয়সত্যত্বম্।১৭

তস্মাদিতি মূলবাক্যসূত্রিতং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে; এতস্মাদিতি মন্ত্রবাক্যেন অনন্তরং যথালক্ষিতম্। যদ্ব্রহ্ম আদৌ ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতম্, যচ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনন্তরমেব লক্ষিতম্, তস্মাদেতস্মাদ্ব্রহ্মণ আত্মন আত্মশব্দ-বাচ্যাৎ; আত্মা হি তৎ সর্ব্বস্য; "তৎ সত্যং স আত্মা" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; অতো ব্রহ্ম আত্মা। তস্মাদেতদ্ব্রহ্মণ আত্মস্বরূপাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ সমুৎপন্নঃ। আকাশো নাম শব্দগুণঃ অবকাশকরো মূর্ত্ত-দ্রব্যাণাম্। তস্মাদাকাশাৎ স্বেন স্পর্শগুণেন, পূর্ব্বেণ চ আকাশগুণেন শব্দেন দ্বিগুণো বায়ুঃ, সম্ভূত ইত্যনুবর্ত্ততে। বায়োশ্চ স্বেন রূপগুণেন পূর্ব্বাভ্যাঞ্চ ত্রিগুণঃ অগ্নিঃ সম্ভূতঃ। অগ্নেশ্চ স্বেন রসগুণেন পূর্ব্বৈশ্চ ত্রিভিশ্চতুর্গুণা আপঃ সম্ভূতাঃ। অদ্ভ্যঃ স্বেন গন্ধগুণেন পূর্ব্বৈশ্চ চতুর্ভিঃ পঞ্চগুণা পৃথিবী সম্ভূতা। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যঃ অন্নম্। অন্নাৎ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ পুরুষঃ শিরঃপাণ্যাদ্যাকৃতিমান্।১৮

স বৈ এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসবিকারঃ; পুরুষাকৃতিভাবিতং হি সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃসম্ভূতং রেতো বীজম্। তস্মাদ্ যো জায়তে, সোঽপি তথা পুরুষাকৃতিরেব স্যাৎ; সর্ব্বজাতিষু জায়মানানাং জনকাকৃতিনিয়মদর্শনাৎ। সর্ব্বেষামপ্যন্নরসবিকারত্বে ব্রহ্মবংশ্যত্বে চাবিশিষ্টে, কস্মাৎ পুরুষ এব গৃহ্যতে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাধান্যাৎ। কিং পুনঃ প্রাধান্যম্? কর্ম্মজ্ঞানাধিকারঃ। পুরুষ এব হি শক্তত্বা-দর্থিত্বাদ্ অপর্য্যুদস্তত্বাচ্চ কর্ম্মজ্ঞানয়োরধিক্রিয়তে, "পুরুষে ত্বেবাবিস্তরামাত্মা, স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি, বিজ্ঞাতং পশ্যতি, বেদ শ্বস্তনং, বেদ লোকালোকৌ, মর্ত্ত্যেনামৃতমীক্ষতীত্যেবং সম্পন্নঃ; অথেতরেষাং পশূনামশনায়া-পিপাসে এবাভিবিজ্ঞানম্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরদর্শনাৎ।১৯

স হি পুরুষঃ ইহ বিদ্যয়া অন্তরতমং ব্রহ্ম সংক্রাময়িতুমিষ্টঃ; তস্য চ বাহ্যাকার-বিশেষেষনাত্মসু আত্মভাবিতা বুদ্ধিঃ বিনা আলম্বনবিশেষং কঞ্চিৎ সহসা অন্তর-তমপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা চ কর্ত্তুমশক্যেতি দৃষ্টশরীরাত্মসামান্যকল্পনয়া শাখাচন্দ্র-নিদর্শনবদন্তঃ প্রবেশয়ন্নাহ—তস্যেদমেব শিরঃ।২০

তস্য অস্য পুরুষস্যান্নরসময়স্য ইদমেব শিরঃ প্রসিদ্ধম্। প্রাণময়াদিষু-শিরসাং শিরস্ত্বদর্শনাদিহাপি তৎপ্রসঙ্গো মা ভূদিতি ইদমেব শির ইত্যুচ্যতে। এবং পক্ষাদিষু যোজনা। অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্ব্বাভিমুখস্য, দক্ষিণঃ পক্ষঃ; অয়ং সব্যো বাহুঃ উত্তরঃ পক্ষঃ। অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ আত্মা অঙ্গানাম্ "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। ইদমিতি নাভেরধস্তাদ্ যদঙ্গম্, তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। প্রতিতিষ্ঠত্যনয়েতি প্রতিষ্ঠা। পুচ্ছমিব পুচ্ছম্, অধোলম্বনসামান্যাৎ, যথা গোঃ পুচ্ছম্। এতৎ প্রকৃত্যোত্তরেষাং প্রাণময়াদীনাং রূপকত্বসিদ্ধিঃ, মূষানিষিক্তদ্রুততাম্রপ্রতিমাবৎ। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। তৎ তস্মিন্নেবার্থে ব্রাহ্মণোক্তে অন্নময়াত্মপ্রকাশকে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি ১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমানুবাকভাষ্যম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। যাহা কর্ম্মের বিরুদ্ধ নয়, এমন উপাসনাসমূহ প্রথমতঃ 'সংহিতা' প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কথিত হইয়াছে; অনন্তর ব্যাহৃতি দ্বারা স্বারাজ্য-ফলজনক সোপাধিক আত্মদর্শনও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাতেই সংসার-বীজভূত অবিদ্যার সম্পূর্ণভাবে বিমর্দ্দন করা সম্ভব হয় না। অতএব সর্ব্বানর্থের বীজভূত অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ আত্ম-দর্শন-নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বর্ণনীয় ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন হইতেছে—অবিদ্যার নিবৃত্তি (১); তাহা হইতেই আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি অর্থাৎ চিরকালের জন্য জন্মমরণপ্রবাহ থামিয়া যায়। শ্রুতি নিজেও বলিবেন—'বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ) কোথা হইতেও ভয় পান না' ইতি। সংসাররূপ কারণ বিদ্যমান থাকিতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর হয় না। আরও কথিত আছে যে, 'কৃতাকৃত বা পুণ্য পাপ তাহাকে সন্তাপ দেয় না'। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম-বিষয়ক এই বিজ্ঞান (সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান) হইতেই আত্যন্তিকভাবে সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথমেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ ও প্রয়োজন প্রকাশ করা আবশ্যক; এইজন্য শ্রুতি নিজেই 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই বাক্যদ্বারা প্রয়োজন (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) বলিয়া দিয়াছেন (২)। প্রয়োজন ও শাস্ত্র-

---

(১) তাৎপর্য্য—নমু যথা 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' ইত্যপরবিদ্যাফলমুক্তং সংসারগোচরমেব, তথা পরবিদ্যাফলমপি "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্' ইতি সর্ব্ববিষয়-সাধ্যানানন্দান্ সংসারগোচরা-নেব দর্শয়িষ্যতি, কথমাত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ? ইত্যত আহ—প্রয়োজনং চাস্যাঃ ইতি। সর্ব্বকাম-পদেন নিরতিশয়ানন্দাভিব্যক্তির্বিবক্ষিতা। সা চ স্বভাবানন্দানভিব্যক্তিরূপাবিদ্যানিবৃত্তিরেব, ইতি ন সংসারগোচরং ফলমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিকৃত টীকা)।

মর্ম্মার্থ এই যে, পূর্ব্বে কথিত অপর বিদ্যার ফলনির্দ্দেশের সময় যেমন স্বারাজ্য (স্বর্গ-রাজ্য) ফল কথিত হইয়াছে, তেমনি এইখানে পরবিদ্যার ফলনির্দ্দেশের স্থলেও যে, 'তিনি সমস্ত কাম ভোগ করেন' বলা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই সাংসারিক কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল হওয়াই সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত। এই আশঙ্কা-নিরাসের জন্য ভাষ্যকার 'প্রয়োজনং চাস্যাঃ' বলিয়া আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তিকেই পরবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিয়া দিয়াছেন। অপর শ্রুতিতে যে "সর্ব্বান্ কামান্" কথা আছে, সেই কাম শব্দের অর্থ বিষয়ানন্দ নহে, পরন্তু স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি-বাধক যে, অবিদ্যা, সেই অবিদ্যানিরসন দ্বারা নিরতিশয় স্বরূপানন্দাভিব্যক্তি, তাহাই মোক্ষ, এবং তাহাই ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য ফল বা প্রয়োজন। অথচ সেই নিবৃত্তি কখনই সংসারগোচর ফল হইতে পারে না। অতএব সংসারনিবৃত্তিই পরা বিদ্যার প্রকৃত ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(২) তাৎপর্য্য—এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বা বিষয় হইতেছে—ব্রহ্ম-বিদ্যা; তাহার ফল বা প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি। উক্ত ফল ও বিষয়ের সহিত সাধ্য-সাধনভাব সম্বন্ধ। আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি হইতেছে সাধ্য, আর পরা বিদ্যা হইতেছে তাহার সাধন বা নির্ব্বাহক। গ্রন্থের প্রথমেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; নচেৎ বিবেচক লোকের সেরূপ গ্রন্থশিক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মে না। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ" ইতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত থাকিলেই লোকে তাদৃশ বিদ্যার শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ ও তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'আত্মাকে শ্রবণ করিবে, তদ্বিষয়ে মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে' ইত্যাদি অন্য শ্রুতি হইতেও জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শ্রবণাদি করিতে হয়, পশ্চাৎ বিদ্যাফল লাভ হয়।১

'ব্রহ্মবিদ্',—ব্রহ্মের লক্ষণ পরেই বলা হইতেছে। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম; তাঁহাকে বিশেষভাবে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্; 'আপ্নোতি' অর্থ—প্রাপ্ত হন; পর অর্থাৎ নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা মহৎ নাই), [তাহা প্রাপ্ত হন]। উক্ত ব্রহ্মই এখানে 'পর' শব্দের অর্থ; কেননা, এক বস্তুর জ্ঞানে কখনই অন্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর শ্রুতি ত স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল প্রদর্শন করিতেছেন—'যে লোক সেই পর ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়', ইত্যাদি।২

ভালকথা, পরে বলা হইবে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বগত ও সকলের আত্মস্বরূপ; তবে তাহা আর আপ্য (প্রাপ্য) হয় কিরূপে?—কোন একটি পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই অপর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বাত্মক, তখন পরিচ্ছিন্ন ও অনাত্ম বস্তুর (পৃথক্ বস্তুর) ন্যায় তাহার প্রাপ্তি ত যুক্তিযুক্ত হয় না। না, এ দোষ হইতে পারে না। কেন? যেহেতু ব্রহ্মের যে, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, তাহা কেবল দর্শন ও অদর্শন-সাপেক্ষ মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, ভূতমাত্রা দ্বারা অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতাংশ দ্বারা যে, বাহ্য (অনাত্মভূত) ও পরিচ্ছিন্ন অন্নময়াদি আবরণ নির্ম্মিত হয়, সেই আবরণীভূত অন্নময় দেহপ্রভৃতিতে আত্মদৃষ্টি করায় তাহাতেই তাহার চিত্ত আসক্ত বা অনুরক্ত হইয়া থাকে। যেমন ['দশমঃ ত্বমসি' স্থলে] প্রকৃত দশম সংখ্যার পূরণ—দশম ব্যক্তি নিজে সন্নিহিত থাকিয়াও আপনার অন্যত্র সংখ্যেয়পূরণে অর্থাৎ অন্য ব্যক্তিতে দশমত্ব সংখ্যা নির্দ্ধারণে ব্যগ্রতানিবন্ধন স্বরূপাভাব দর্শন করিতেছিল, অর্থাৎ যেন আপনারই অভাব মনে করিতেছিল, (১) ঠিক তেমনই জীবও

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটী প্রসিদ্ধ গল্প আছে—একদা দশজন লোক গ্রামান্তরে যাইতেছিল। পথে ছোট একটী নদী ছিল। তাহা তাহারা সাঁতারে পার হইল। পর পারে যাইয়া তাহারা মনে করিল যে, আমরা সকলেই নদী পার হইয়া আসিতে পারিয়াছি কি না? তখন পরামর্শ স্থির হইল যে, গণনা করিয়া দেখা যাউক,—আমরা দশ জনই উপস্থিত আছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বগত পারমার্থিক ব্রহ্ম-ভাবের অদর্শন (অজ্ঞানাত্মক অবিদ্যা) বশতঃ অন্নময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া মনে করে যে, আমি অন্নময়াদি অনাত্ম বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত নহি। এই প্রকারে প্রকৃত আত্মস্বরূপ ব্রহ্মও অবিদ্যাপ্রভাবে অপ্রাপ্তবৎ হইয়া থাকে। সেই পূর্ব্বোদাহৃত দশম ব্যক্তির মত—অবিদ্যা বা ভ্রান্তিবশতঃ যাহার স্বগত সন্নিহিত দশমত্ব-সংখ্যাও অপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়াছিল, তাহারই আবার যেমন কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক স্বগত দশমত্ব-সংখ্যা প্রবোধিত করিয়া দিলে পর, জ্ঞান দ্বারা পুনর্ব্বার সেই বিদ্যমান স্বস্বরূপেই প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, ঠিক-তেমনি শ্রুতির উপ-দেশানুসারে আপনার (আত্মার) সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাব অবগত হইবামাত্র বিদ্যা দ্বারা সেই অপ্রাপ্ত ব্রহ্মভাব সম্বন্ধেও প্রাপ্তি ব্যবহার নিশ্চয়ই উপপন্ন হয়।৩

'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই বাক্যটী সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূত্রস্বরূপ (সংক্ষেপে অর্থসূচক)। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' এই বাক্যে ব্রহ্ম সামান্যাকারে সূচিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ নির্দ্ধা-রিত হয় নাই; সেইহেতু সর্ব্বপ্রকার বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (স্বতন্ত্র) স্বরূপবিশেষ-প্রকাশনের যোগ্য লক্ষণ কথন দ্বারা তাহার স্বরূপ নিরূপণের জন্য, সাধারণভাবে যাহার বেদনের (জ্ঞানের) কথা বলা হইয়াছে, অথচ পরে যাহার লক্ষণ বলা হইবে, সেই ব্রহ্মই যে, জীবাভিন্নরূপে বিজ্ঞেয়, তন্নিমিত্ত, এবং ব্রহ্মবিৎ পুরুষের যে, পরপ্রাপ্তিই ব্রহ্মবিদ্যার শেষ ফল বলা হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মভাব বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মের অতীত ব্রহ্মস্বরূপত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহে, শুধু এই-মাত্র প্রদর্শনের জন্যই 'তদেষাভ্যুক্তা' বলিয়া এই ঋক্ (মন্ত্র) উদাহৃত (উল্লিখিত) হইতেছে।৪

কি না। তৎক্ষণাৎ গণনা আরম্ভ হইল; কিন্তু সকলেই নিজকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল; ফলে লোকসংখ্যা নয়ের অধিক—দশ আর হইল না; সুতরাং দশম ব্যক্তি মারা গিয়াছে—স্থির করিয়া দশ জনেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় এক জন বিজ্ঞ লোক সেখানে আসিয়া উহাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা মূঢ়, তাই মহাভ্রমে পড়িয়াছে। তিনি উহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা কাঁদিও না; তোমাদের দশম ব্যক্তি বাঁচিয়া আছে। তোমরা আবার গণনা কর। তখন এক জন গণনায় প্রবৃত্ত হইল; সে নবম পর্য্যন্ত গণনা শেষ করিবামাত্র সেই আগন্তুক ভদ্র লোকটী অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিল যে, 'দশমঃ ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই দশম; তখন উহাদের ভ্রম দূর হইল ও আনন্দের সঞ্চার হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ব্রাহ্মণবাক্যে ("ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি বাক্যে) যে বিষয় অভি-হিত হইয়াছে, সেই বিষয়েই এইরূপ একটী ঋক্‌ও (মন্ত্রও) পঠিত আছে—'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ'। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। এখানে সত্যপ্রভৃতি পদত্রয় বিশেষণ, আর ব্রহ্ম উহাদের বিশেষ্য। বেদ্যরূপে (জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মই এখানে বিবক্ষিত; এইজন্য ব্রহ্মই বিশেষ্য। যেহেতু বেদ্যরূপে ব্রহ্মই এখানে প্রধানতঃ বিবক্ষিত (শ্রুতিবচনের অভিপ্রেত), সেইহেতু ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকাতেই সমান বিভক্তিযুক্ত সত্যাদি পদ তিনটী সমানাধিকরণ (একই বিশেষ্যে অন্বিত)। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে সত্যাদি তিনটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য হইতে পৃথক্ করা হইতেছে। এইরূপে অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত হইলেই সমস্ত বস্তু যথাযথভাবে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যেমন নীল মহৎ সুগন্ধি উৎপল (পদ্ম) বলিলে, নীল প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত উৎপলটী অন্যপ্রকার উৎপল হইতে পৃথক্ রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক তেমনই।৫

ভাল কথা, বিশেষ্য বস্তুটি বিশেষণান্তরে সংক্রমণযোগ্য হইলেই বিশেষিত করা আবশ্যক হয়, যেমন উৎপল নীল ও রক্তবর্ণ [উভয়প্রকারই হইতে পারে; তজ্জন্য একটা বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক হয়]। অভিপ্রায় এই যে, যখন একজাতীয় বহু দ্রব্য অন্যপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবার যোগ্য হয়, তখনই নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষণ প্রয়োগ সার্থক হইয়া থাকে; কিন্তু একই বস্তুতে বিশেষণপ্রয়োগ কখনই সার্থক হইতে পারে না; কারণ, সেখানে অপর বিশেষণের সম্ভাবনাই থাকে না; যেমন 'ঐ একটি আদিত্য'। তেমনি ব্রহ্মও একই বস্তু; অপর বহু ব্রহ্ম নাই, যাহাদের হইতে—নীল উৎপলের ন্যায় ব্রহ্মকে বিশে-ষিত করা হইতে পারে। না, এ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই বিশেষণ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, বিশেষণের আনর্থক্য রূপ দোষক্ষেপ করিয়াছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না। কেন হয় না? যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই বিশেষণ-সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু কেবল বস্তুকে বিশেষিত করাটাই উদ্দেশ্য নহে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি—তাহা হইলে, লক্ষণ ও লক্ষ্যের (যাহার লক্ষণ করা হয়, তাহার) এবং বিশেষণ ও বিশেষ্যের প্রভেদ কি? হাঁ বলা হইতেছে—বিশেষণসমূহ সাধারণতঃ বিশেষ্যকে তজ্জাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করে; আর 'লক্ষণ' সাধারণতঃ সজাতীয় ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতেই লক্ষ্যের পার্থক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞাপন করে। যেমন—অবকাশদাতৃত্ব আকাশের লক্ষণ। [এখানে অবকাশ-দাতৃত্বই আকাশের লক্ষণ বা পরিচায়ক]। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই (সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্ ব্রহ্ম') বাক্যটি লক্ষণার্থক অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণরূপে প্রযুক্ত, কিন্তু বিশেষণরূপে নহে।৬

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ বা অন্বিত নহে; কারণ উহারা পরার্থক, অর্থাৎ উহারা ব্রহ্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এই কারণেই একএকটি বিশেষণ শব্দ অপরের সহিত সম্বন্ধাপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য—ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ (অন্বিত) হইয়া থাকে; যেমন—সত্য ব্রহ্ম, জ্ঞান ব্রহ্ম, ও অনন্ত ব্রহ্ম। 'সত্য অর্থ, যাহা যেরূপে নিশ্চিত হয়, সে যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও অন্যথা না হয়, তবেই তাহা সত্য। আর যাহা যেরূপে নিশ্চিত হইয়া, পরে সেইরূপে ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকালে যে বস্তু যেরূপে পরিজ্ঞাত হয়, পরে যদি তাহার সেই পরিজ্ঞাত রূপটি না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসৎ বা অসত্য বুঝিতে হইবে। এই কারণেই বিকার বা জন্য বস্তু মাত্রই অনৃত; [কারণ, উহাদের স্বরূপ চিরদিন একরূপ থাকে না। বিশেষতঃ] বিকার অর্থাৎ জড় পদার্থমাত্রই কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র; উহার উপাদান মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য' এই শ্রুতি বাক্য এবং 'সৎই একমাত্র সত্য' এইরূপে সৎপদার্থেরই একমাত্র সত্যতার অবধারণও ইহার সমর্থক। অতএব 'সত্যং ব্রহ্ম' এই কথাটি ব্রহ্মের বিকারভাব নিবারণ করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের কারণত্ব সিদ্ধ হইল॥৭

ব্রহ্মকে কারণ বলায়, তাহার কারণত্ব, এবং বস্তুবিশেষ বলায় ঘট-কারণ মৃত্তিকার ন্যায় অচিদ্রূপত্বও (জড়ত্ব বা অচেতনত্বও) সম্ভাবিত হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ কারকমাত্রই—ক্রিয়ার নিমিত্তভূত বস্তুমাত্রই কারণ-পদবাচ্য (কার্য্যজনক) হইয়া থাকে; এবং মৃত্তিকাপ্রভৃতি জড় পদার্থই সাধারণতঃ ঐরূপ কারণতা লাভ করিয়া থাকে; অতএব ব্রহ্মকে কারণ বলিলে, তাহাকেও মৃত্তিকাপ্রভৃতি কারকের ন্যায় জড় বস্তু বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিলেন—'জ্ঞানং ব্রহ্ম'। জ্ঞান অর্থ—জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অববোধ (উপলব্ধি)। এই 'জ্ঞান' শব্দটী ভাববিহিত অনট্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন; সুতরাং জ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা নহে; কারণ, 'সত্য' ও 'অনন্ত' পদের ন্যায় এই পদটীও ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্ত্তা বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনন্ততা কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকর্ত্তৃত্বরূপ ধর্ম্ম দ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কিপ্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে? কারণ, যাহাকে কোন বস্তু হইতেই প্রবিভক্ত বা পৃথক্ করা যায় না, তাহাই অনন্ত হয়; কিন্তু জ্ঞান-কর্ত্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ করা যাইতে পারে; সুতরাং তাহার অনন্তত্ব হইতেই পারে না। অপর শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, 'যাহাতে ভেদদর্শন করা যায় না, তাহাই ভূমা (অনন্ত); আর যাহাতে ভেদ দর্শন করা যায়, তাহাই অল্প বা পরিচ্ছিন্ন'। যদি বল, 'অন্যকে জানে না' বলিয়া অন্যদর্শনের নিষেধ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই 'আত্মা কে জানে'। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ভূমার লক্ষণ-বিধানেই উক্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য, (আত্মদর্শনে নহে), অর্থাৎ ভূমার লক্ষণ বিধান করা ভিন্ন আত্মদর্শনে উহার তাৎপর্য্য নাই। উক্ত বাক্যে শুধু এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের উপাদান অনুবাদ করিয়া এইমাত্র জানাইতেছে যে,—যেখানে সেই ভেদদর্শন নাই, তাহাই ভূমা; ইহাই ভূমার স্বরূপ। ঐ বাক্যটী স্বভাবপ্রাপ্ত অন্যত্বদর্শনের প্রতিষেধক-মাত্র; কিন্তু আত্মাতে দর্শন ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মাতে যখন নিজের ভেদ থাকেই না, তখন তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তিরও সম্ভাবনা হয় না। আত্মাই যদি বিজ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতারই অভাব ঘটিত; কারণ কেবল জ্ঞেয়রূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্ত্তৃ-কর্ম্ম বিরোধ [উপস্থিত হইত]॥৮

যদি বল, একই আত্মা জ্ঞেয় জ্ঞাতা—উভয়রূপই হইবে, অর্থাৎ এক আত্মাই একের পক্ষে জ্ঞেয়, আবার অপরের পক্ষে জ্ঞাতা হইতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, আত্মা নিরংশ বা নিরবয়ব। নিরবয়ব বস্তু একই সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয়রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যদি ঘটাদির ন্যায় বিজ্ঞেয়—জড়পদার্থই হইত, তাহা হইলে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। কেননা, ঘটাদির ন্যায় সিদ্ধ বস্তুতে জ্ঞানোপদেশ কখনই সার্থক হইতে পারে না। অতএব, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে, কখনই তাহার অনন্ততা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে, আত্মার শুদ্ধ সন্মাত্ররূপতাও অনুপপন্ন হয়। 'তিনি সত্য' ইত্যাদি অপর শ্রুতিবাক্য হইতে প্রকাশ পায় যে, সৎ ও সত্য পদার্থ বস্তুতঃ একই। অতএব, সত্য ও অনন্ত শব্দের সহিত একযোগে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্রুতির 'জ্ঞান' শব্দটী ভাববাচ্যে নিষ্পন্নই বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে; [সুতরাং জ্ঞানই উহার অর্থ, জ্ঞানকর্ত্তা নহে]। কর্তৃত্বাদি কারক-ভাব ও মৃত্তিকাপ্রভৃতির ন্যায় অচেতনভাব নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-শব্দের বিশেষ্যরূপে ব্রহ্মশব্দের (জ্ঞানং ব্রহ্ম) প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্যাবহারিক জ্ঞান যেমন সান্ত—পরিচ্ছিন্ন বা ধ্বংসশীল, ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলায়, তাহারও অন্তবত্তা বা সান্তত্ব সম্ভাবিত হয়, তন্নিবৃত্তির জন্য বলা হইল—'অনন্ত'।৯

যদি বল, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণত্রয়ের যখন অনৃতাদি ধর্ম্ম-নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য, এবং বিশেষ্য ব্রহ্ম বস্তুটীও যখন উৎপলাদি বস্তুর ন্যায় লোকপ্রসিদ্ধ নহে, তখন—'এই বন্ধ্যাপুত্র মৃগতৃষ্ণা-জলে স্নান করিয়া, আকাশ-কুসুমে নির্ম্মিত মাল্য শিরে ধারণ-পূর্ব্বক শশকের শৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনুঃ গ্রহণ করত গমন করিতেছে।' এই বাক্য যেমন অর্থশূন্য—নিরর্থক, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যও ঠিক তেমনি অর্থশূন্য—নিরর্থক হইয়া পড়ে? না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, উক্ত বাক্যটী লক্ষণার্থক, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশ করাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অর্থ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সত্যাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও লক্ষণার্থপ্রধান; [সুতরাং ইহাতে সর্ব্বতোভাবে বিশেষণস্বভাব কল্পনা করা চলে না]। যে স্থানে লক্ষ্য পদার্থটা শূন্য বা অসৎ হয়, সেখানেই লক্ষণনির্দ্দেশ নিরর্থক হয়। অতএব লক্ষণার্থপ্রধান বলিয়াই আমরা মনে করি যে, সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্য নহে। আর যদি বিশেষণপ্রধানই হয়, তথাপি এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থত্যাগ নিশ্চয়ই হয় না। কেননা, সত্যাদি পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেষ্যকে নিয়মিত করা (অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করা), উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে, সত্যাদি পদগুলি সত্যাদি অর্থে অর্থবান্ (সার্থক) হইলেও তদ্বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত অপরাপর বিশেষ্য পদার্থ হইতে বিশেষ্য ব্রহ্মকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হয়, (নচেৎ নহে)। তাহার পর ব্রহ্ম-শব্দও নিয়মিত স্বার্থে সার্থকই বটে। অনন্ত শব্দও অন্তবত্ত্ব ধর্ম্মের প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের বিশেষণ হইয়াছে। সত্য ও জ্ঞান শব্দ কিন্তু স্বার্থ-প্রতিপাদনপূর্ব্বকই বিশেষণত্ব লাভ করিয়াছে।১০

'তস্মাৎ বৈ এতস্মাদ্ আত্মনঃ' এই বাক্যস্থ আত্মা শব্দটী 'ব্রহ্ম' অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় বেদিতার আত্মাকেই ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে হইবে। 'এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' এই বাক্যও ব্রহ্মের আত্মস্বরূপতাই প্রদর্শন করিতেছে। [জীবরূপে ব্রহ্মের] প্রবেশও ইহার অপর হেতু;—'তিনি শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবেশ করিলেন', এই শ্রুতিও ব্রহ্মেরই জীবভাবে শরীরমধ্যে প্রবেশ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, ব্রহ্মই বেদিতার (জ্ঞাতার) প্রকৃত স্বরূপ। ভাল, ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তাহা হইলে ত তাহার জ্ঞানকর্ত্তৃত্বই (জ্ঞাতৃত্বই) সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব লোকপ্রসিদ্ধ; এবং 'তিনি কামনা করিলেন' এই শ্রুতিবাক্যেও কামনাকারী ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বই সিদ্ধ হইতেছে; অতএব জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব নিবন্ধন, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' একথা উপপন্ন হয় না। [জ্ঞানস্বরূপতার বিপক্ষে] অনিত্যতাপ্রসিদ্ধিও অপর হেতু;—জ্ঞান শব্দের জ্ঞপ্তি (বোধ) অর্থ দ্বারা যদি ব্রহ্মের ভাব-রূপতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, ব্রহ্মের অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা আপতিত হয়; কেননা, ধাত্বর্থ (ভাব) মাত্রই কারক-সাপেক্ষ; [তোমার মতেও] জ্ঞান ত 'জ্ঞা' ধাতুরই অর্থ; সুতরাং ইহারও অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা (পরাপেক্ষিতা) হইবে। না, একথা হইতে পারে না; কারণ, এই জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ,তদতিরিক্ত নহে; উহাতে কার্য্যত্ব বা জন্যতা উপচরিত হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান বস্তুতঃ আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ঐ জ্ঞান বস্তুটীও আত্মার ন্যায় নিশ্চয়ই নিত্য। [জ্ঞানের ঐরূপ অনিত্যতা ব্যবহারের কারণ এই যে, আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধি চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য বিষয়াকারে পরিণত হইলে পর, বুদ্ধির যে শব্দাদি-বিষয়াকারে স্ফুরণ হয়, সে সমুদয় স্ফুরণ আত্ম-বিজ্ঞানের বিষয়রূপে (প্রকাশ্যরূপে) প্রকটিত হয়; এই কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত) হইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ঐ কারণেই এই সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি আত্মবিজ্ঞানের প্রকাশ্য হইয়াও বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য হয়, এবং ধাত্বর্থস্বরূপ বিকার হইয়াও আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়া অবিবেকী লোককর্ত্তৃক কল্পিত হয়।১১

আর যাহা প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান, তাহা কিন্তু সূর্য্যগত প্রকাশের ন্যায় এবং অগ্নিগত উষ্ণতার ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপই বটে। উক্ত স্বরূপবিজ্ঞানটি অন্য কোন কারণের অপেক্ষা করে না; কেননা, প্রথমতঃ উহা স্বরূপতই নিত্য; দ্বিতীয়তঃ যত প্রকার ভাবপদার্থ আছে, তৎসমুহের সহিত একই কালে একই স্থানে উহা অবস্থিত; তৃতীয়তঃ উহা কাল ও আকাশাদির কারণ বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম; তদ্ভিন্ন যে, আরও কোন সূক্ষ্ম ব্যবহিত বা বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান অবিজ্ঞেয় বস্তু আছে, তাহাও নহে। এই কারণেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। তা' ছাড়া, 'তিনি (ব্রহ্ম) হস্ত নাই, গ্রহণ করেন; পদ নাই, দ্রুতগামী; চক্ষু নাই, দর্শন করেন; কর্ণ নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণ করেন, এবং যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা তিনি জানেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না; জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই আদি মহান্ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।' এই মন্ত্রবাক্য হইতে, এবং 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না; কারণ, উহা অবিনাশী (নিত্য); তাহার দ্বিতীয় নাই, [যাহা তিনি দর্শন করিবেন,]' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা প্রমাণিত হয়]। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যে, তাঁহার নিত্যত্ব-প্রসিদ্ধি, তাহার কারণ তিনি বিজ্ঞাতৃস্বরূপ হইতে অপৃথক্, এবং তাঁহার বিজ্ঞাতৃত্ব বা বিজ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়াদি নিমিত্ত-সাপেক্ষ নহে। এই জন্যই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানটি ধাত্বর্থ ('জ্ঞা-ধাতুর অর্থ)-জন্য জ্ঞান নহে; কারণ ঐ জ্ঞান কখনই ক্রিয়াস্বরূপ নহে। অভিপ্রায় এই যে, কারকসাধ্য ক্রিয়াত্মক জ্ঞানই ধাত্বর্থ; এবং তাহা কারকের সাহায্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্য। এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধ্য ধাত্বর্থই নয়, তখন ইহার নিত্যত্বে কোন বাধাই হইতে পারে না।১২

এই কারণেই ব্রহ্ম জ্ঞানকর্ত্তাও নহে; এবং সেই কারণেই ব্রহ্ম কখনই জ্ঞানশব্দের বাচ্যার্থও নহে। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞান-শব্দের বাচ্যার্থ না হইলেও, [বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত] চিদাভাস-বাচক বুদ্ধিরই ধর্ম্মবিশেষ বা অবস্থা-বিশেষরূপ-বাচক জ্ঞান-শব্দে উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞান-শব্দের বাচ্য হয় না; কারণ, শব্দ-ব্যবহারের কারণীভূত জাতিপ্রভৃতি কোন ধর্ম্মই তাহাতে নাই (১)। 'সত্য' শব্দেও ঠিক এইরূপ অর্থই বুঝায়। ব্রহ্ম স্বভাবতই সমস্ত বিশেষ-ধর্ম্মবিরহিত; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বাহ্যসত্তাবিষয়ক 'সত্যং ব্রহ্ম'

---

(১) তাৎপর্য্য—'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্বরূপ। ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জ্ঞান বস্তুটা ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু নহে। অথচ জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ অনুভবসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসিদ্ধও বটে। এইজন্য বলিতে হয় যে, জ্ঞান বস্তুতঃ নিত্যই বটে, উহার উৎপত্তি, বিনাশ বা বিকার নাই। কিন্তু নির্ম্মল বুদ্ধি-দর্পণেই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব হয়, অন্যত্র নয়। বিভিন্ন কারণে বুদ্ধিতে নানাপ্রকার পরিণাম উপস্থিত হয়, ও বিনষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-প্রতিবিম্বেরও উদয় ও অস্ত হয়; এই কারণে আত্মচৈতন্যোদ্ভাসিত সেই বুদ্ধিবৃত্তিকেই সাধারণতঃ জ্ঞান নামে ব্যবহার করা হয় মাত্র। বুদ্ধিবৃত্তির উদয় ও বিনাশকে লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানেরও উৎপত্তি-বিনাশ কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানের কিন্তু উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্তই ভাষ্যকার এখানে জ্ঞানের নিত্যত্ব স্থাপন করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্যের 'সত্য' শব্দেও লক্ষণা দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনই 'সত্য' শব্দের বাচ্যার্থ হন না। এই ভাবে সত্যাদি শব্দ (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ শব্দ) পরস্পর সান্নিধ্য বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে নিয়মিতার্থ করিয়া, সত্যাদি শব্দের সাধারণ অর্থ হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করে এবং প্রকৃতার্থের লক্ষণও হইয়া থাকে। এই কারণেই 'বাক্য মনের সহিত যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে,' 'অনিরুক্ত (যাহাকে শব্দে প্রকাশ করা যায় না) ও অনিলয়ন অর্থাৎ কোথাও লয় পায় না,' ইত্যাদি শ্রুতি যে ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব ও নীলোৎপলাদি শব্দের ন্যায় অবাক্যার্থত্ব (বাক্যার্থ নহে), কথিত আছে, তাহাও সিদ্ধ হইল ॥ ১৩

যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত ব্রহ্মকে যিনি জানেন—; [ব্রহ্ম কিপ্রকার, তাহা বলা হইতেছে—তিনি] গুহাতে নিহিত—স্থিত। 'গুহা' পদটি আবরণার্থক 'গূহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই পদার্থত্রয় যাহাতে নিগূঢ় থাকে, সেই বুদ্ধি হইতেছে—গুহা; অথবা ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থদ্বয় যাহাতে নিগূঢ়, তাহা গুহা। সেই গুহাত্মক পরম—উৎকৃষ্ট ব্যোমে—অব্যাকৃত (সূক্ষ্ম) আকাশে [নিহিত]। 'হে গার্গি, এই অক্ষরে আকাশ [ওতপ্রোত আছে]' এই শ্রুতিতে 'অক্ষর' শব্দের সন্নিধানে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উহাই পরম ব্যোম; অথবা 'গুহা' ও 'ব্যোম' শব্দের সামানাধিকরণ্যরূপে অর্থাৎ অভেদ বিশেষণবিশেষ্যভাবে প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, অব্যাকৃত আকাশই এখানে গুহাপদের অর্থ; তাহাতেও ত্রৈকালিক সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে। কেননা, উহাই সকলের কারণ এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর; ব্রহ্ম তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। বস্তুতঃ হৃদয়াকাশই পরম ব্যোম হওয়া ন্যায্য; কেননা, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গরূপে এখানে ব্যোম পদার্থ ই বিবক্ষিত। 'পুরুষের বাহিরে যে আকাশ, আর দেহাভ্যন্তরে যে আকাশ, এবং পুরুষের হৃদয়মধ্যেও যে আকাশ' এই অপর শ্রুতি হইতেও ব্যোমের পরমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রমাণিত হয়। সেই হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরে বুদ্ধিরূপ যে গুহা, তন্মধ্যে নিহিত ব্রহ্মই স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের দেশকালাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না।১৪

এবংবিধ সেই ব্রহ্মকে জানিলে কি হয়, তাহা বলিতেছেন—সে লোক সমস্ত কাম্য বিষয় নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া থাকে। তবে কি সে আমাদেরই মত—পর্য্যায়ক্রমে পুত্র ও স্বর্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে? এই আশঙ্কায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছেন যে, না—ক্রমে নয়, যুগপৎ—একই সময়ে উপস্থিত সমস্ত বিষয়—সূর্য্যালোকের ন্যায় বিতত ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত একই উপলব্ধি দ্বারা [ভোগ করে]। 'সত্যং জ্ঞানম্' বাক্যে আমরা যাহার কথা বলিয়াছি, 'ব্রহ্মণা সহ' এই বাক্যেও সেই কথাই বলা হইতেছে। সর্ব্বভাবাপন্ন বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মরূপেই সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায় আত্মার উপাধিকৃত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ সাংসারিক জীবগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তানুসারে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বিষয়ই পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, বিদ্বানের ভোগ সেরূপ পর্য্যায়ক্রমে হয় না। তবে কিরূপে হয়? না, যথোক্তপ্রকারে সর্ব্বজ্ঞতাপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মাত্মস্বরূপে ধর্ম্মাদি কোন নিমিত্তের ও চক্ষুরাদি কোন সাধনের অপেক্ষা বা সাহায্য না লইয়া একই সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। বিপশ্চিৎ—অর্থ—মেধাবী—সর্ব্বজ্ঞ; কেননা, সর্ব্বজ্ঞতাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে ভোগ করেন। মন্ত্রের সমাপ্তি-সূচনার্থ 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ১৫

'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন), এই বাক্যেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর তাৎপর্য্যার্থ সূত্রাকারে অভিহিত হইয়াছে। এখন সেই সূত্রিত অর্থেরই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে তাহারই বৃত্তি-স্থানীয় (ব্যাখ্যাস্থানীয় পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ' ইত্যাদি। এই মন্ত্রের প্রথমে ব্রহ্মকে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যে, সত্য ও অনন্ত কিপ্রকারে, এখন তাহা বলা হইতেছে—জগতে তিনপ্রকার আনন্ত্য দেখিতে পাওয়া যায়—এক দেশঘটিত, দ্বিতীয় কালঘটিত, তৃতীয় বস্তুঘটিত। যেমন—দেশঘটিত অনন্ত—আকাশ; কেননা, কোন স্থান দ্বারাই আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয় না; কিন্তু কাল ও বস্তু দ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয়; কারণ? যেহেতু আকাশ কার্য্য বা জন্য পদার্থ; জন্য পদার্থমাত্রই কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; ব্রহ্ম অকার্য্য বস্তু; অতএব কালদ্বারাও ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত। সেইরূপ বস্তু দ্বারাও ব্রহ্ম অনন্ত। বস্তু দ্বারা অনন্ত কি প্রকারে? যেহেতু ব্রহ্ম কোন বস্তু হইতেই অন্য বা পৃথক্ নহে। কেননা, ভিন্ন হইলেই এক বস্তু অপর বস্তুর অন্ত বা পরিচ্ছেদকারী হইয়া থাকে; কারণ, বস্তুগত ভেদবুদ্ধিই তদ্রূপে সম্ভাবিত অপর বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বস্তুর ভেদ যদি বিদ্যমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি অপর বস্তু হইতে ফিরিয়া আইসে—পরস্পরের পার্থক্য প্রমাণ করিয়া থাকে। যে বস্তু-বুদ্ধি যে বস্তু হইতে ফিরিয়া আসে, বুঝিতে হইবে, সেই বস্তুটিই উহার অন্ত বা পরিচ্ছেদক (সীমা)। যেমন গোত্ববুদ্ধি অশ্ব হইতে নিবৃত্ত হয়; এইজন্য অশ্বই গোত্বের অন্ত বা সীমার ব্যবস্থাপক। ভিন্ন বস্তুতেই উক্তপ্রকার অন্ত বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয়; ব্রহ্মের ত সেরূপ কোনও বস্তু-ভেদ নাই; অতএব ব্রহ্মের বস্তুঘটিত অনন্তত্বও সিদ্ধ হইতেছে।১৬

ভাল, ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার অপরিচ্ছিন্নতা—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা আনন্ত্য সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ব বস্তুর কারণ—কাল ও আকাশ প্রভৃতি বস্তুরও একমাত্র কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। ভাল, [ব্রহ্ম যদি কারণই হয়, তাহা হইলে ত] কার্য্য বা ব্রহ্মজন্য বস্তুদ্বারাও তাহার অন্তবত্ত্ব হইতে পারে? [কেননা, কার্য্য ও কারণ ত স্বভাবতই ভিন্ন]; ভিন্ন বলিয়াই কার্য্য দ্বারা কারণভূত ব্রহ্মের অন্তবত্ত্ব সিদ্ধ হইবে। না, তাহা হইতে পারে না; কেননা, কার্য্য বা জন্য পদার্থ-মাত্রই অনৃত (মিথ্যা)। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ত কারণের অতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, যাহা হইতে কারণবুদ্ধি নিবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু অপর শ্রুতিতে (ছান্দোগ্যে) আছে—'মৃত্তিকার বিকার বা কার্য্য অর্থ ই বাক্যারব্ধ নামমাত্র; মৃত্তিকাই সত্য', এইরূপে একমাত্র সতেরই সত্যতা অবধারিত হইয়াছে (১)। অতএব ব্রহ্ম যখন আকাশাদিরও কারণ, তখন তিনি দেশ দ্বারাও সান্ত নহেন; সুতরাং

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্করের মতে কারণের অতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু নাই; কোন কার্য্যেরই কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই। কারণই অবস্থাবিশেষে নানাপ্রকার কার্য্যনামে পরিচিত হয়। নাম ও আকৃতিই কার্য্যের নিজস্ব; প্রকৃত সত্তাটুকু কারণের। সেই কারণেই, কার্য্য যত প্রকারই হউক না কেন, তাহার সর্ব্বত্রই কারণভাব প্রতীত হয়। যেমন—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত যত পদার্থ আছে, তাহার নাম ও আকৃতি বাদ দিলে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হয় না। এইজন্য শ্রুতি কার্য্যমাত্রকেই 'বাচারম্ভণ' (বাক্যারব্ধ) বলিয়া উহার কারণকেই সত্য ('মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্') বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানেও সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মকার্য্য; সুতরাং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই; সত্তা নাই বলিয়াই জগৎ অসত্য—অনৃত; অনৃত দ্বারা কোন সত্যবস্তুরই বিভাগ বা সীমা সাধিত হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্ত। কেননা, কোন দেশে বা কোন স্থানেই অন্ত নাই বলিয়া ভূতাকাশও জগতে অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম যখন সেই আকাশেরও কারণ, তখন ব্রহ্মে নিশ্চয়ই দৈশিক আনন্ত্যও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, জগতে কোথাও কোনও অব্যাপক পদার্থ হইতে ব্যাপক পদার্থের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণেই আত্মার দেশঘটিত আনন্ত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপ কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন নয় বলিয়া কালদ্বারাও আত্মার অন্ত হয় না;—সুতরাং অনন্ত, এবং তদ্ভিন্ন কোন বস্তু না থাকায় বস্তু দ্বারাও সান্ত নহে (অনন্ত)। এই সমুদয় কারণে একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য।১৭

এই শ্রুতিতেই অব্যবহিত পরে 'এতস্মাৎ' (ইহা হইতে) এই মন্ত্রবাক্যে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, শ্রুতির 'তস্মাৎ' (তাহা হইতে) এই শব্দেও সেই মূলশ্রুতি-সূচিত ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। প্রথমে ব্রাহ্মণবাক্যে যে ব্রহ্ম সূত্রিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহার 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্' এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই আত্ম-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে—'তিনিই সত্য, এবং তিনিই সকলের আত্মা' এই শ্রুত্যন্তর হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা; সুতরাং আত্মা একই বস্তু। সেই এই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সম্ভূত (উৎপন্ন) হইল। আকাশ অর্থ মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যমাত্রের অবকাশপ্রদাতা শব্দগুণসম্পন্ন সূক্ষ্ম বস্তু। সেই আকাশ হইতে আকাশ-গত শব্দগুণ ও স্বীয় স্পর্শগুণ সহযোগে গুণদ্বয়সম্পন্ন বায়ু উৎপন্ন হইল। [মূলশ্রুতির] 'সম্ভূতঃ' শব্দটীর সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি হইবে। বায়ু হইতে আবার স্বকীয় গুণ রূপ এবং কারণগত শব্দ ও স্পর্শগুণের সহিত ত্রিগুণাত্মক অগ্নি (তেজঃ) সম্ভূত হইল। অগ্নি হইতে আবার স্বকীয় গুণ রস এবং পূর্ব্বোক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া চতুর্গুণ বিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইল। জল হইতে আবার পঞ্চগুণবিশিষ্টা পৃথিবী উৎপন্ন হইল। পৃথিবীর নিজস্ব গুণ একমাত্র গন্ধ, আর পূর্ব্বোক্ত কারণ হইতে প্রাপ্ত গুণ হইতেছে চারিটী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এইরূপে স্বকীয় ও পরকীয় গুণযোগে পৃথিবীকে পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে।

উক্ত পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ (তৃণলতা প্রভৃতি), ওষধিসমূহ হইতে অন্ন (খাদ্য শস্য), এবং শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে হস্তমস্তকাদি আকৃতি-সম্পন্ন পুরুষ (জীবদেহ) প্রাদুর্ভূত হইল।১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই এই পুরুষ হইতেছে অন্নরসময় অর্থাৎ ভুক্ত অন্নরসের বিকার বা পরিণাম; কেননা, হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব্ব দেহ হইতে ভাবী দেহের বীজস্বরূপ রেতঃ (শুক্র) সম্ভূত হইয়া থাকে। সেই রেতঃ হইতে যাহার জন্ম হয়, সেও তাদৃশ পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই হইয়া থাকে; কেননা, জায়মান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বত্রই জনকের আকৃতিতুল্য আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল কথা, অবিশেষে প্রাণিদেহমাত্রেই যখন অন্নরসময় এবং ব্রহ্মবংশীয়, তখন কেবল পুরুষের (মানুষের) কথাই বলা হইল কেন? [উত্তর,] যেহেতু প্রাণিজগতে ইহারাই প্রধান। কিরূপ প্রাধান্য? কর্ম্মে ও জ্ঞানে অধিকারই উহাদের প্রাধান্য। উপযুক্ত শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও অনিষিদ্ধতা বশতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানানুশীলনে পুরুষই একমাত্র অধিকারী; এবং 'পুরুষেই (মনুষ্যেই) আত্মা পরিস্ফুট'; কেননা, 'পুরুষই উত্তম বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞাত বিষয় বর্ণনা করে, বিজ্ঞাত বিষয় দর্শন করে, এবং ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারে, লোক ও অলোক অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় বিবেচনা করিতে পারে, এবং নশ্বর জ্ঞান কর্ম্মের সাহায্যে অক্ষয় অমৃত দর্শন করে। পুরুষ এইরূপ উৎকর্ষসম্পন্ন; আর তদ্ভিন্ন পশুগণের ক্ষুধা-পিপাসাদি বিষয়েই কেবল বিশেষ জ্ঞান আছে, (অন্য বিষয়ে নাই)', ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরও পুরুষের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছে।১৭

প্রাধান্যসম্পন্ন উক্ত পুরুষকে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম (হৃদয়গত অন্তর্য্যামী) ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই উপনিষদের অভীষ্ট; কিন্তু সেই পুরুষের বুদ্ধি সাধারণতঃ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট বাহ্য জগতের অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবোধ-সম্পন্ন; সুতরাং কোন একটী আলম্বন বা ভাবনীয় বাহ্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া সেই বুদ্ধিকে হঠাৎ অন্তরতম প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে (পরমাত্মার দিকে) কিংবা নিরালম্বভাবে স্থাপন করিতে পারা যায় না; এই কারণে, শ্রুতিও 'শাখাচন্দ্র' দৃষ্টান্তের সাহায্যে (১) প্রত্যক্ষীভূত শরীর ও আত্মার সাধর্ম্ম্য

---

(১) তাৎপর্য্য—'শাখাচন্দ্র' দর্শন ন্যায়টী এইরূপ—যে লোক চন্দ্র চেনে না, তাহাকে চন্দ্র দেখাইতে হইলে, সহসা প্রকৃত চন্দ্র দেখাইলে তাহার পক্ষে চন্দ্র চেনা কঠিন হয়; এই জন্য বুদ্ধিমান্ লোকেরা ঐরূপ লোককে চন্দ্র দেখাইবার সময় এইরূপ একটী কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে—প্রথমতঃ একটী বৃক্ষ দেখাইয়া সেই দিকে তাহার চক্ষুঃ-সংযোগ ঘটায়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পনা দ্বারা বুদ্ধিকে অন্তর্ম্মুখী করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'তস্যেদমেব শিরঃ' ইত্যাদি।২০

সেই এই অন্নরসময় পুরুষের ইহাই—প্রসিদ্ধ শিরই শির। পরবর্ত্তী 'প্রাণময়' প্রভৃতি জ্ঞানে, প্রসিদ্ধ যে সমস্ত অশির পদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃত শির নহে, সেই সমুদয় পদার্থকে 'শির' রূপে কল্পনা করিতে দৃষ্ট হওয়ায়, এখানেও সেইরূপ শঙ্কা হইতে পারিত; সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এখানে বিশেষ নির্দ্দেশপূর্ব্বক "ইদমেব শিরঃ" বলা হইল। পক্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। পূর্ব্বাভিমুখী পক্ষীর এই দক্ষিণ বাহু হইতেছে দক্ষিণ পক্ষ (পাখা); এই সব্য (বাম) বাহু হইতেছে উত্তর (বাম) পক্ষ। এই মধ্যম অর্থাৎ দেহভাগ হইতেছে সমস্ত অঙ্গের আত্মা (প্রধান)। অন্য শ্রুতিতে আছে—'মধ্যভাগই এই সমুদয় অঙ্গের আত্মা'। ইহা—নাভির অধোভাগবর্ত্তী যে অঙ্গ, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ। প্রতিষ্ঠা অর্থ যাহা দ্বারা অবস্থান করে। এখানে পুচ্ছ অর্থ পুচ্ছসদৃশ; নীচের দিকে লম্বমান থাকাই উভয়ের সাদৃশ্য; যেমন গোর পুচ্ছ। ছাঁচে ঢালা গলিত তাম্র যেমন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্ত্তী মনোময় প্রভৃতির রূপকত্বও বুঝিতে হইবে। অন্নময় আত্মার স্বরূপপ্রসঙ্গে এই ব্রাহ্মণ-শ্রুতিতে যে বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্বিষয়ে এই শ্লোকও অর্থাৎ এই মন্ত্রটীও পঠিত আছে ॥১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১॥

পরে সেই বৃক্ষের এরূপ একটী শাখা দেখায়, যাহার উপর দিয়া চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শাখার দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির হইলে, বিজ্ঞ লোকটী বলিয়া দেন যে, ঐ দেখ, ঐ শাখার উপর যে বৃহৎ উজ্জ্বল বস্তুটী দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম চন্দ্র। এইরূপে অজ্ঞলোককে হঠাৎ নির্ব্বিশেষ আত্মদর্শন করান অসম্ভব বলিয়া শ্রুতি প্রথমতঃ পরিশেষভাবে আত্মার উপদেশ দিতেছেন ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীꣳ শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নꣳ হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নꣳ হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১॥ ২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। যাঃ কাশ্চ (যাঃ কাশ্চন) [প্রজাঃ] পৃথিবীং শ্রিতাঃ (পৃথিবীগতাঃ), [তাঃ সর্ব্বাঃ] প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) অন্নাৎ (অদনীয়াৎ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ শস্যাদেঃ) বৈ (এব) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে)। অথ (উৎপত্ত্যনন্তরং) অন্নেন এব জীবন্তি ; অথ (অনন্তরং) অন্ততঃ (অন্তে— বিনাশকালে) এনৎ (অন্নং) অপিযন্তি (অন্নে প্রলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ)। হি (যতঃ) অন্নং ভূতানাং (চতুর্ব্বিধপ্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং—প্রথমজম্); তস্মাৎ (জ্যেষ্ঠত্বাৎ হেতোঃ), সর্ব্বৌষধম্ উচ্যতে। যে (জনাঃ) অন্নং ব্রহ্ম উপাসতে (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা অন্নম্ উপাসতে), তে বৈ সর্ব্বম্ অন্নম্ আপ্নুবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। হি (যস্মাৎ) অন্নং ভূতানাং (প্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং), তস্মাৎ [অন্নং] সর্ব্বৌষধম্ উচ্যতে। ব্রহ্মবৎ অন্নস্যাপি উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বম্ উপাস্যত্ব-কারণমুচ্যতে]। অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে ; জাতানি চ অন্নেন (ভুক্তেন) বর্দ্ধন্তে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[যৎ] অদ্যতে (ভক্ষ্যতে) [ভূতৈঃ], [অন্নং কর্তৃ] ভূতানি চ অত্তি (স্বয়ং ভুঙ্ক্তে), তস্মাৎ (ভোজ্যত্বাৎ ভোক্তৃত্বাচ্চ হেতোঃ) তৎ অন্নম্ উচ্যতে (অন্ন-শব্দেনাভিধীয়তে); ইতি (ইতিশব্দঃ পঞ্চসু কোশেষু প্রথমকোশপরি-সমাপ্ত্যর্থঃ)।

[ইদানীং দ্বিতীয়ং প্রাণময়ং কোশং বক্তুমুপক্রমতে 'তস্মাৎ' ইত্যাদি ।] তস্মাৎ এতস্মাৎ (অনন্তরোক্তাৎ) অন্নরসময়াৎ (অন্নরসপরিণামভূতাৎ অন্নময়-কোশাৎ) অন্যঃ (পৃথগ্ভূতঃ) অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ—সূক্ষ্মঃ) আত্মা (আত্মশব্দবাচ্যঃ) প্রাণময়ঃ (প্রাণঃ বায়ুভেদঃ, তন্ময়ঃ) [অস্তি]। তেন (প্রাণময়েন আত্মনা) এষঃ (স্থূলো দেহঃ) পূর্ণঃ (বায়ুনা দৃতিরিব পরিপূর্ণঃ)। সঃ বৈ এষঃ (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) (শিরঃপক্ষাদিবিশিষ্টঃ) এব। তস্য (অন্নময়স্য) পুরুষবিধতাম্ (পুরুষাকারতাম্) অনু (পশ্চাৎ—তদনুসারেণ) অয়ং (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (মূষানিষিক্তগলিত-তাম্রপ্রতিমাবৎ পুরুষাকারঃ)। [পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতামনুসৃত্য উত্তর উত্তরঃ পুরুষবিধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ]। [ইদানীং পুরুষবিধত্বং প্রপঞ্চ্যতে—] তস্য (প্রাণময়স্য) প্রাণঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব শিরঃ (ঊর্দ্ধগতত্বাৎ মস্তকবৎ); ব্যানঃ (শরীরব্যাপী বায়ুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; অপানঃ (অধোগামী বায়ুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ ; আকাশঃ (সমানাখ্যঃ বায়ুঃ) আত্মা (মধ্যস্থিতত্বাৎ আত্মবৎ); পৃথিবী (পৃথিবীদেবতা) পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য স্থিতিহেতুত্বাৎ পুচ্ছমিব ইত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥২॥

মূলানুবাদ : পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া যে কোন প্রজা অর্থাৎ জন্মশীল প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রজাই অন্ন হইতে—শুক্ররূপে পরি-ণত খাদ্যদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উৎপত্তির পরও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে সেই অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। যেহেতু অন্নই সমস্ত ভূতের (প্রাণীর) জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন, সেইহেতু অন্নকে সর্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি সমস্ত দেহব্যাধি-প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্ন-ব্রহ্মের (ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে অন্নের) উপাসনা করেন, তাঁহারা সমস্ত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) প্রাপ্ত হন। অন্নই সর্ব্বভূতের প্রথমজ (জ্যেষ্ঠ) ; সেইহেতু অন্নকে সর্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ন হইতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী জন্মলাভ করে ; জন্মের পর অন্ন দ্বারাই [সেই সমুদয় প্রাণী] বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন অদন করে (ভক্ষণ করে), এবং অন্নও আবার প্রাণিগণকে অদন করে (ভোগ করে); এই কারণে [ভক্ষ্য দ্রব্যকে] 'অন্ন' বলা হইয়া থাকে ইতি।

সেই এই অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা অভ্যন্তর অপর আত্মা আছে, তাহার নাম প্রাণময় (প্রাণময় কোশ)। সেই প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্নময় দেহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষবিধ (পুরুষদেহের ন্যায় হস্ত-মস্তকাদি-সম্পন্ন)। সেই অন্নময়ের আকৃতি অনুসারেই ইহা (প্রাণময়) পুরুষবিধ অর্থাৎ অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি। [বিশেষ এই যে,] প্রাণই প্রাণময় কোশের শির, ব্যান বায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ-মধ্য ভাগ), এবং পৃথিবী তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-সাধন পুচ্ছ। উক্ত বিষয়ে এইপ্রকার শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র) আছে ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্বিতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্নাদ্রসাদিভাবপরিণতাৎ, বৈ ইতি স্মরণার্থঃ ; প্রজাঃ স্থাবর-জঙ্গমাত্মকাঃ, প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ অবিশিষ্টাঃ পৃথিবীং শ্রিতাঃ পৃথিবীমাশ্রিতাঃ, তাঃ সর্ব্বাঃ অন্নাদেব প্রজায়ন্তে। অথো অপি জাতাঃ অন্নেনৈব জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্ত ইত্যর্থঃ। অথাপি এনদন্নম্ অপিযন্তি অপিগচ্ছন্তি। অপিশব্দঃ প্রতিশব্দার্থে, অন্নং প্রতি লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। অন্ততঃ অন্তে জীবনলক্ষণায়া বৃত্তেঃ পরিসমাপ্তৌ। কস্মাৎ ? অন্নম্ হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং জ্যেষ্ঠং প্রথমজম্। অন্নময়াদীনাং হীতরেষাং ভূতানাং কারণমন্নম্ ; অতঃ অন্নপ্রভবা অন্নজীবনা অন্নপ্রলয়াশ্চ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ। যস্মাচ্চৈবম্, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধং সর্ব্বপ্রাণিনাং দেহদাহপ্রশমনমন্নমুচ্যতে।১

অন্নব্রহ্মবিদঃ ফলমুচ্যতে—সর্ব্বং বৈ তে সমস্তমন্নজাতম্ আপ্নুবন্তি। কে ? যে অন্নং ব্রহ্ম যথোক্তমুপাসতে। কথম্ ? অন্নজোঽন্নাত্মান্নপ্রলয়োঽহম্;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাদন্নং ব্রহ্মেতি। কুতঃ পুনঃ সর্ব্বান্নপ্রাপ্তিফলমন্নাত্মোপাসনমিতি? উচ্যতে,—অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। ভূতেভ্যঃ পূর্ব্বমুৎপন্নত্বাজ্জ্যেষ্ঠং, হি যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে; তস্মাদুপপন্না সর্ব্বান্নাত্মোপাসকস্য সর্ব্বান্নপ্রাপ্তিঃ। অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে; জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে ইত্যুপসংহারার্থং পুনর্ব্বচনম্। ইদানীমন্ননির্ব্বচনমুচ্যতে—অদ্যতে ভুজ্যতে চৈব যদ্ভূতৈঃ অত্তি চ ভূতানি স্বয়ম্, তস্মাৎ ভূতৈর্ভুজ্যমানত্বাদ্ ভূতভোক্তৃত্বাচ্চ অন্নং তদুচ্যতে। ইতিশব্দঃ প্রথমকোশপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ২

অন্নময়াদিভ্য আনন্দময়ান্তেভ্য আত্মভ্যোঽভ্যন্তরতমং ব্রহ্ম বিদ্যয়া প্রত্যগাত্মত্বেন দিদর্শয়িষুঃ শাস্ত্রম্ অবিদ্যাকৃত-পঞ্চকোষাপনয়নেন অনেকতুষ-কোদ্রববিতুষী-করণেনেব তণ্ডুলান্ প্রস্তৌতি—তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদিত্যাদি। তস্মাৎ বৈ এতস্মাদ্ যথোক্তাৎ অন্নরসময়াৎ পিণ্ডাদ্ অন্যঃ ব্যতিরিক্ত অন্তরোঽভ্যন্তরঃ আত্মা পিণ্ডবদেব মিথ্যাপরিকল্পিত আত্মত্বেন প্রাণময়ঃ; প্রাণঃ বায়ুঃ, তন্ময়ঃ তৎপ্রায়ঃ। তেন প্রাণময়েন এষঃ অন্নরসময় আত্মা পূর্ণঃ বায়ুনেব দৃতিঃ। ৩

স বৈ এষ প্রাণময় আত্মা পুরুষবিধ এব পুরুষাকার এব শিরঃপক্ষাদিভিঃ। কিং স্বত এব? নেত্যাহ—প্রসিদ্ধং তাবদন্নরসময়স্যাত্মনঃ পুরুষবিধত্বম্; তস্য অন্নরসময়স্য পুরুষবিধতাং পুরুষাকারতাম্ অনু অয়ং প্রাণময়ঃ পুরুষবিধঃ মূষানিষিক্তপ্রতিমাবৎ, ন স্বত এব। এবং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতা; তামনু উত্তরোত্তরঃ পুরুষবিধো ভবতি, পূর্ব্বঃ পূর্ব্বশ্চোত্তরোত্তরেণ পূর্ণঃ। ৪

কথং পুনঃ পুরুষবিধতা অস্যেতি? উচ্যতে,—তস্য প্রাণময়স্য প্রাণ এব শিরঃ—প্রাণময়স্য বায়ুবিকারস্য প্রাণঃ মুখনাসিকানিঃসরণো বৃত্তিবিশেষঃ শির ইতি পরিকল্প্যতে, বচনাৎ। সর্ব্বত্র বচনাদেব পক্ষাদিকল্পনা। ব্যানঃ ব্যানবৃত্তিঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা, য আকাশস্থো বৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যঃ, স আত্মেব আত্মা, প্রাণবৃত্ত্যধিকারাৎ। মধ্যস্থত্বাদিতরাঃ পর্য্যন্তা বৃত্তীরপেক্ষ্য আত্মা; "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতি প্রসিদ্ধং মধ্যস্থস্যাত্মত্বম্। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীতি পৃথিবীদেবতা আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী, স্থিতিহেতুত্বাৎ। "সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য" ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্। অন্যথা উদানবৃত্ত্যা উর্দ্ধগমনং, গুরুত্বাৎ পতনং বা স্যাচ্ছরীরস্য। তস্মাৎ পৃথিবী-দেবতা পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা প্রাণময়স্যাত্মনঃ। তৎ তস্মিন্নেবার্থে প্রাণময়াত্মবিষয়ে এষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'বৈ' শব্দটী স্মরণার্থক; অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্মারক। রসরুধিরাদিভাবে পরিণত অন্ন হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হয় (১)। অবিশেষে যে কোন প্রজা পৃথিবীতে আশ্রিত আছে, তাহারা সকলেই অন্ন হইতে সমুৎপন্ন হয়। জাত হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে—প্রাণ ধারণ করে, অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং অন্তকালে —জীবনের পরিসমাপ্তিদশায় আবার এই অন্নেতেই অপিগত হয় অর্থাৎ অন্নাভিমুখেই লয় প্রাপ্ত হয়। কেন? যেহেতু অন্নই ভূতসমূহের—প্রাণিগণের জ্যেষ্ঠ বা প্রথমজ। অভিপ্রায় এই যে, অন্নই অন্নময়প্রভৃতি সমস্ত ভূতের কারণ; সমস্ত প্রজাই অন্নপ্রভব, অন্নজীবী ও অন্নপ্রলয় (অন্নেতে বিলয়শীল)। যেহেতু অন্নের এইরূপ মহিমা, সেইহেতুই অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর দেহগত সন্তাপের প্রশমন (ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দেহক্লেশনিবৃত্তির উপায়) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।১

অতঃপর অন্নকে যাঁহারা ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাঁহাদের ফল বলা হইতেছে—তাঁহারা সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হন। কাহারা? যাহারা যথোক্তপ্রকারে অন্নকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন। সেই উপাসনা কিপ্রকার? না, আমি অন্ন হইতে জাত, অন্নাত্মক এবং অন্নেই বিলয়শীল; সেইহেতু অন্নই ব্রহ্ম, এই প্রকারে উপাসনা করিবে (২)। ভাল, কি কারণে অন্নাত্মোপাসনায় সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি ফল সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু অন্ন সর্ব্বভূতের প্রথমোৎপন্নত্বনিবন্ধন সর্ব্বভূতের জ্যেষ্ঠ, সেইহেতুই অন্নকে সর্ব্বৌষধ বলা হইয়া থাকে; এবং সেইহেতুই অন্ন-ব্রহ্মোপাসকের সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি-ফললাভও উপপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বকথার উপসংহারার্থই "অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি অন্নেন বর্দ্ধন্তে" এই বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এখন অন্ন শব্দের নির্ব্বচন (যৌগিকার্থ) বলা হইতেছে—যেহেতু প্রাণিগণকর্তৃক ভুক্ত হয়, এবং নিজেও

---

(১) তাৎপর্য্য—দেহ যে. অন্নরসময়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে। "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে—তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমঃ, তৎ মাংসং, যোঽণিষ্ঠঃ, তৎ মনঃ" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য—৬।৫।১)

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আমাদের ভুক্ত অন্নের স্থূল ভাগ বিষ্ঠারূপে, মধ্যম ভাগ মাংসরূপে, এবং সূক্ষ্ম ভাগ মনের পুষ্টিকররূপে পরিণত হয়। অন্নগত তেজোভাগেরও এইরূপ ত্রিবিধ পরিণাম হয়।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্পন্ন হয়, তেমনি অন্ন হইতেও এই স্থূল দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্ম ও অন্নের মধ্যে এই প্রকার সাদৃশ্য থাকায় অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণিগণকে ভোগ করে, সেইহেতু—প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হয় বলিয়া এবং প্রাণিগণকেও ভোগ করে বলিয়া, ভক্ষ্য দ্রব্য অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথম কোশের (অন্নময় কোশের) পরিসমাপ্তি-সূচনার্থ—'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে (১)।২

অনেক তুষাবৃত কোদ্রব (একপ্রকার শস্য) হইতে এক একটী তুষ অপসারণ করিয়া যেরূপ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়পর্য্যন্ত যে পাঁচটী কোশ (আত্মার আবরক) আছে, সে সমুদয় আত্মা হইতেও অন্তরতম (অভ্যন্তরবর্ত্তী) ব্রহ্মকে (জীবকে) বিদ্যা সাহায্যে অবিদ্যাজনিত পঞ্চ কোশ অপনয়নপূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই উপনিষৎ শাস্ত্র এখন "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছে। যথোক্তপ্রকার সেই এই যে, অন্নরসময় দেহপিণ্ড (অন্নময় কোশ), তাহা হইতে আরও অভ্যন্তরবর্ত্তী আর একটী আত্মা—প্রাণময় কোশ, যাহা অন্নময়েরই মত, এবং অজ্ঞানবশতঃ আত্মস্বরূপে পরিকল্পিত (২)। প্রাণ অর্থ—বায়ু, যাহা তন্ময়—বায়ুপ্রায় অর্থাৎ একপ্রকার বায়ুই, তাহার নাম প্রাণময়। দৃতি (কর্ম্মকারের ভস্ত্রা-নামক যন্ত্র) যেমন বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে, তদ্রূপ উক্ত অন্নময় কোশও এই প্রাণময় কোশে পরিপূর্ণ। ৩

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটী কোশের উল্লেখ আছে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া অন্নময়াদির 'কোশ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—"অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে। কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥" (পঞ্চদশী)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোশ অর্থ আবরক, যেমন তরোয়ালের আবরক তাহার খাপ। আবরক খাপের মধ্যে নিহিত তরোয়াল যেমন দৃষ্টিপথে পড়ে না, তেমনি আত্মাও উক্ত অন্নময়াদি আবরণে আবৃত থাকায় অমার্জ্জিত বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না; কাজেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপও জানিতে পারা যায় না; এই অজ্ঞানের ফলেই অসংসারী আত্মা আপনাকে সংসারী বলিয়া মনে করে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। স্থূলবুদ্ধি লোক স্থূল দেহকেই আত্মা মনে করে, তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক প্রাণকে আত্মা মনে করে; এইরূপে বুদ্ধির বিকাশানুসারে কেহ মনকে, কেহ বুদ্ধিকে, কেহ বা আনন্দময় কোশকে আত্মা বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃত আত্মার স্বরূপ প্রায় কেহই জানিতে পারে না। এইরূপে আত্মার আবরক বলিয়া উহারা কোশ নামে উক্ত হইয়া থাকে।

(২) তাৎপর্য্য—অন্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি কোশগুলি প্রকৃত আত্মা না হইলেও, অজ্ঞানবশতঃ সংসারী লোক কোশকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকে; এই কারণে উপনিষদে এই কোশগুলি 'আত্মা' শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই এই প্রাণময় আত্মা নিশ্চয়ই পুরুষাকার, অর্থাৎ শির ও পক্ষাদি অবয়বযোগে পুরুষাকারই বটে। স্বভাবতই কি? অর্থাৎ প্রাণময় কোশটী কি স্বভাবতই পুরুষাকারসম্পন্ন? না, তাহা নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, অন্নরসময় (অন্নময় কোশরূপ) আত্মার যে, পুরুষবিধতা তাহা প্রসিদ্ধই আছে। সেই অন্নরসময় আত্মার পুরুষবিধতা অনুসারেই মুষানিষিক্ত (ছাঁচে ঢালা) গলিত তাম্রের ন্যায় এই প্রাণময় কোশও পুরুষ-বিধ; কিন্তু স্বভাবতঃ নহে। এইরূপ অন্যত্রও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মার পুরুষবিধতা লইয়াই পর পর আত্মা (কোশ) পুরুষবিধ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশ-গুলি পরবর্ত্তী কোশসমূহ দ্বারা পূর্ণ বা আবৃত। ৪

ভাল, এই প্রাণময় আত্মার পুরুষবিধতা কিপ্রকারে সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা যাইতেছে—সেই প্রাণময়ের প্রাণই শিরঃ, উক্ত বায়ু-পরিণাম প্রাণময় কোশের যে, মুখ ও নাসিকাপথে নির্গমনশীল বৃত্তিবিশেষ (প্রাণবায়ু), তাহাই তাহার শিরঃ বলিয়া কল্পিত হয়; কারণ, শ্রুতিবচনই এবিষয়ে প্রমাণ। এখানে শ্রুতিবচনানুসারেই সর্ব্বত্র পক্ষাদি পরিকল্পনা বুঝিতে হইবে। প্রাণের ব্যাননামক বৃত্তিটী তাহার দক্ষিণ পক্ষ; অপান বৃত্তি তাহার উত্তর (বাম) পক্ষ; আর আকাশ তাহার আত্মা। এখানে প্রাণবৃত্তির প্রসঙ্গে আকাশের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাণবায়ুর সমাননামক যে, আকাশস্থ বৃত্তিবিশেষ, তাহাই ইহার আত্মা অর্থাৎ আত্মারই মত। অপরাপর প্রাণবৃত্তি অপেক্ষায় এই সমাননামক বৃত্তিটী মধ্যবর্ত্তী, সেই কারণে ইহার আত্মত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। 'আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের বা অবয়বের মধ্যবর্ত্তী' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেও আত্মার মধ্যবর্ত্তিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। পৃথিবী ইহার স্থিতিসাধন পুচ্ছ। এখানে পৃথিবী অর্থ—দেহগত প্রাণের বিধারক পৃথিবী-দেবতা; কেননা, উহাই প্রাণস্থিতির হেতু। কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে, 'সেই এই পৃথিবীদেবতা পুরুষের (দেহের) অপান বায়ুকে ভর করিয়া' ইত্যাদি। পৃথিবীদেবতা শরীরের বিধারক না হইলে, হয় উর্দ্ধগামী উদানবায়ু দ্বারা উহা উর্দ্ধগামী হইত, না হয় গুরুত্ব নিবন্ধন অধঃপতিত হইত। সেইহেতু পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতাই প্রাণময় আত্মার স্থিতিহেতু পুচ্ছ-স্থানীয়। উক্ত অর্থেই অর্থাৎ প্রাণময় আত্মার সম্বন্ধেই এইরূপ একটী শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) আছে ॥১॥২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর দ্বিতীয় অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে। সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্‌দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥৩॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং প্রাণোপাসনায়াঃ ফলকথনপূর্ব্বকং মনোময়কোশস্বরূপমুচ্যতে—"প্রাণং দেবাঃ" ইত্যাদিনা]। দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রাণম্ (প্রাণময়কোশম্) অনু প্রাণন্তি (তৎপ্রাণনক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি)। তথা যে মনুষ্যাঃ পশবঃ চ, (তেঽপি প্রাণম্ অনু প্রাণন্তীতি শেষঃ]। হি (যস্মাৎ) প্রাণঃ ভূতানাং (প্রাণিনাম্) আয়ুঃ (জীবনং জীবনহেতুরিত্যর্থঃ), তস্মাৎ হেতোঃ সর্ব্বায়ুষং (সর্ব্বেষাম্ আয়ুঃ, সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষম্) উচ্যতে (কথ্যতে, পণ্ডিতৈঃ)। যে (জনাঃ) প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে (প্রাণমেব ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাসতে), তে (উপাসকাঃ) সর্ব্বং (সম্পূর্ণম্) এব আয়ুঃ (শতবর্ষমিতং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। হি যস্মাৎ (হেতোঃ) প্রাণঃ ভূতানাম্ আয়ুঃ, তস্মাৎ হেতোঃ সর্ব্বায়ুষম্ উচ্যতে ইতি। তস্য পূর্ব্বস্য (অন্নময়স্য) এষঃ এব শারীরঃ আত্মা। [কঃ ?] যঃ (প্রাণময়ঃ)।

তস্মাৎ এতস্মাৎ (প্রাণময়াৎ) বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা,—মনোময়ঃ। তেন (মনোময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূর্ণঃ (ব্যাপ্তঃ)। স এষ বৈ পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) এব। তস্য (প্রাণময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু (তস্য পুরুষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধতয়ৈব) অয়ং (মনোময়ঃ) পুরুষবিধঃ। যজুঃ (যজুর্মন্ত্রঃ) এব তস্য শিরঃ; ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ; সাম উত্তরঃ পক্ষঃ; আদেশঃ (ব্রাহ্মণভাগঃ) আত্মা (দেহমধ্যভাগঃ); অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ (পুচ্ছমিব)। তৎ (তত্র বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩০॥

মূলানুবাদ ঃ এখন প্রাণোপাসনার ফলনির্দ্দেশপূর্ব্বক মনোময় কোশের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—'প্রাণং দেবাঃ' ইত্যাদি। দেবগণ (ইন্দ্রিয়-সমূহ) প্রাণময় কোশের অনুগত থাকিয়া প্রাণন করে, অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, [তাহারাও প্রাণের অনুগত থাকিয়াই জীবন ধারণ করে]। যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিগণের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনরক্ষার নিদান, সেইহেতু প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ'বলা হইয়া থাকে। তাহারা সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, যাহারা ব্রহ্মবুদ্ধিতে প্রাণের উপাসনা করে। যেহেতু প্রাণই সর্ব্বভূতের আয়ুঃ, সেই হেতু প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। এই যে, প্রাণময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বকথিত অন্নময়ের শারীর (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা।

সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তর অন্য একটি আত্মা আছে,তাহার নাম মনোময়। তাহা দ্বারা এই স্থূল দেহ পূর্ণ। সেই এই মনোময় আত্মাও পুরুষাকৃতিই বটে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধতা। যজুর্মন্ত্রই তাহার শির; ঋক্মন্ত্র তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ তাহার বাম পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাংশ তাহার আত্মা (দেহমধ্যভাগ), এবং অথর্ব্বাঙ্গিরস তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ (পুচ্ছতুল্য)। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্তবিষয়ে এই শ্লোকটী আছে ॥১॥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। অগ্ন্যাদয়ঃ দেবাঃ প্রাণং বায়্বাত্মানং প্রাণনশক্তিমন্তম্ অনু তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ প্রাণন্তি প্রাণনকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি—প্রাণনক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি। অধ্যাত্মাধিকারাৎ দেবা ইন্দ্রিয়াণি, প্রাণম্ অনুপ্রাণন্তি মুখ্যপ্রাণমনু চেষ্টন্ত ইতি বা। তথা মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণনকর্ম্মণৈব চেষ্টাবন্তো ভবন্তি। অতশ্চ নান্নময়েনৈব পরিচ্ছিন্নেনাত্মনা আত্মবন্তঃ প্রাণিনঃ। কিংতর্হি? তদন্তর্গতেন প্রাণময়েনাপি সাধারণেনৈব সর্ব্বপিণ্ডব্যাপিনা আত্মবন্তো মনুষ্যাদয়ঃ। এবং মনোময়াদিভিঃ পূর্ব্বপূর্ব্বব্যাপিভিঃ উত্তরোত্তরৈঃ সূক্ষ্মৈরানন্দময়ান্তৈরাকাশাদিভূতারব্ধৈরবিদ্যাকৃতৈঃ আত্মবন্তঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ। তথা, স্বাভাবিকেনাপি আকাশাদিকারণেন নিত্যেনাবিকৃতেন সর্ব্বগতেন সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণেন পঞ্চকোশাতিগেন সর্ব্বাত্মনা আত্মাবন্তঃ। স হি পরমার্থত আত্মা সর্ব্বেষামিত্যেতদর্থাদুক্তং ভবতি।১

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তীত্যাদ্যুক্তম্; তৎ কস্মাদিত্যাহ—প্রাণং হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনামায়ুঃ জীবনম্, "যাবদ্ধ্যস্মিঞ্শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদেবায়ুঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষম্, সর্ব্বেষামায়ুঃ সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষমিত্যুচ্যতে; প্রাণাপগমে মরণপ্রসিদ্ধেঃ। প্রসিদ্ধং হি লোকে সর্ব্বায়ুষ্ট্বং প্রাণস্য। অতঃ অস্মাদ্বাহ্যাদসাধারণাৎ অন্নময়াদাত্মনোঽপক্রম্য অন্তঃ সাধারণং প্রাণময়মাত্মানং ব্রহ্মোপাসতে যে—'অহমস্মি প্রাণঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা আয়ুঃ জীবনহেতুত্বাৎ'ইতি, তে সর্ব্বমেবায়ুরস্মিন্ লোকে যন্তি; নাপমৃত্যুনা ম্রিয়ন্তে প্রাক্প্রাপ্তাদায়ুষ ইত্যর্থঃ। শতং বর্ষাণীতি তু যুক্তম্, "সর্ব্বমায়ুরেতি" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। কিং কারণম্? প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি। যো যদ্গুণকং ব্রহ্মোপাস্তে, স তদ্গুণভাগ্ ভবতীতি বিদ্যাফলপ্রাপ্তের্হেত্বর্থং পুনর্ব্বচনম্ প্রাণো হীত্যাদি।২

তস্য পূর্ব্বস্যান্নময়স্য এষ এব শরীরে অন্নময়ে ভবঃ—শারীর আত্মা। কঃ? য এষঃ প্রাণময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদ্যুক্তার্থমন্যৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। মন ইতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণম্, তন্ময়ঃ মনোময়ঃ। সোঽয়ং প্রাণময়স্যাভ্যন্তর আত্মা। তস্য যজুরেব শিরঃ। যজুরিত্যনিয়তাক্ষরপাদাবসানো মন্ত্রবিশেষঃ; তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশব্দঃ; তস্য শিরস্ত্বং প্রাধান্যাৎ। প্রাধান্যঞ্চ যাগাদৌ সন্নিপত্যোপকারকত্বাৎ; যজুষা হি হবির্দীয়তে স্বাহাকারাদিনা। বাচনিকী বা শিরআদিকল্পনা সর্ব্বত্র।৩

মনসো হি স্থানপ্রযত্ননাদস্বরবর্ণপদবাক্যবিষয়া তৎসঙ্কল্পাত্মিকা তদ্ভাবিতা বৃত্তিঃ শ্রোত্রাদিকরণদ্বারা যজুঃসঙ্কেতেন বিশিষ্টা যজুরিত্যুচ্যতে। এবং ঋক্, সাম চ। এবঞ্চ মনোবৃত্তিত্বে মন্ত্রাণাম্, বৃত্তিরেবাবর্ত্ত্যত ইতি মানসো জপ উপপদ্যতে। অন্যথা অবিষয়ত্বান্মন্ত্রো নাবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ ঘটাদিবৎ, ইতি মানসো জপো নোপপদ্যতে। মন্ত্রাবৃত্তিশ্চোদ্যতে বহুশঃ কর্ম্মসু।৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অক্ষরবিষয়স্মৃত্যাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; মুখ্যার্থাসম্ভবাৎ। “ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্”ইতি ঋগাবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। তত্র ঋচঃ অবিষয়ত্বে তদ্বিষয়স্মৃত্যাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তৌ চ ক্রিয়মাণায়াং “ত্রিঃপ্রথমামন্বাহ” ইতি ঋগাবৃত্তির্মুখ্যোঽর্থশ্চোদিতঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ। তস্মান্মনোবৃত্ত্যুপাধিপরিচ্ছিন্নং মনোবৃত্তিনিষ্ঠমাত্মচৈতন্যমনাদিনিধনং যজুঃশব্দবাচ্যম্ আত্মবিজ্ঞানং মন্ত্রা ইতি ।৪

এবং চ নিত্যত্বোপপত্তির্ব্বেদানাম্। অন্যথাবিষয়ত্বে রূপাদিবদনিত্যত্বং চ স্যাৎ; নৈতদ্যুক্তম্। “সর্ব্বে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি, স মানসীন আত্মা”ইতি চ শ্রুতির্নিত্যাত্মনৈকত্বং ব্রুবতী ঋগাদীনাং নিত্যত্বে সমঞ্জসা স্যাৎ। “ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ” ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণম্, আদেষ্টব্যবিশেষানাদিশতীতি। অথর্ব্বাঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা ব্রাহ্মণং চ শান্তিকপৌষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি মনোময়াত্মপ্রকাশকঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ‘প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি’ ইত্যাদি। অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ প্রাণনশক্তিসম্পন্ন বায়ুস্বরূপ প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া—প্রাণাত্মভূত হইয়া প্রাণন করে—প্রাণন ক্রিয়া করে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণন ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়াযুক্ত হয়। অথবা ইহা অধ্যাত্ম-প্রকরণের কথা; এইজন্য দেব অর্থ ইন্দ্রিয়গণ; তাহারা মুখ্য প্রাণের (পঞ্চবৃত্তি প্রাণের) অনুগত থাকিয়াই চেষ্টা করিয়া থাকে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, তাহারাও প্রাণের চেষ্টা দ্বারাই ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিগণ যে, কেবল পরিচ্ছিন্ন অন্নময় আত্মা দ্বারাই আত্মবান্ হয়, তাহা নহে; তবে কি? না, সেই অন্নময়ের অন্তঃস্থিত সর্ব্বদেহব্যাপী প্রাণময়ের দ্বারাও মনুষ্যগণ আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশের ব্যাপকীভূত আকাশাদি পঞ্চভূতে আরব্ধ মনোময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত অবিদ্যাকল্পিত পরবর্ত্তী সূক্ষ্ম কোশসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণীই আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ সকলেই আকাশাদিরও কারণভূত এবং পঞ্চকোশেরও অতীত নিত্য নির্ব্বিকার ও সর্ব্বাত্মক সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম বস্তু দ্বারাও আত্মবান্ হইয়া থাকে; কেননা, প্রকৃতপক্ষে সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত বস্তুই সর্ব্বভূতের আত্মা—ইহাও উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবগণ প্রাণের অনুগতভাবে প্রাণধারণ করে; একথা উক্ত হইয়াছে। তাহার কারণ কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিসমূহের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবন; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'প্রাণ যে পর্য্যন্ত এই শরীরে বাস করে, তাবৎকালই আয়ুঃ (জীবন) ইতি। সেইহেতুই প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। সর্ব্বায়ুষ অর্থ—সর্ব্বের (সকলের) আয়ুঃ—সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুই 'সর্ব্বায়ুষ' [স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়]। কারণ, প্রাণের অপগমে যে, মৃত্যু হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা। অতএব প্রাণের সর্ব্বায়ুষভাব নিশ্চয়ই উপপন্ন হইতেছে। অতএব যাহারা প্রত্যেক-পরিনিষ্ঠ উক্ত বাহ্য অন্নময় আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ সাধারণ প্রাণময় আত্মাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে—'আমি হইতেছি সর্ব্বভূতের আত্মা আয়ুঃ—জীবনের হেতুভূত প্রাণ' এইরূপে চিন্তা করে, তাহারা ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়; কখনও প্রাপ্ত আয়ুর পূর্ব্বে অপমৃত্যু লাভ করে না; তাহারা পূর্ব্বলব্ধ আয়ুঃ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে। 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি' এইরূপ শ্রুতিপ্রসিদ্ধি থাকায়, এখানে 'সর্ব্ব আয়ুঃ' শব্দে শত বর্ষ আয়ুঃ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। [ঐরূপ আয়ুপ্রাপ্তির] কারণ কি? যেহেতু প্রাণই সমস্ত ভূতের আয়ু; সেইহেতু সর্ব্বায়ুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। [সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে,] যে লোক যেরূপ গুণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে লোক সেই প্রকারই গুণভাগী হইয়া থাকে। বিদ্যাফলপ্রাপ্তির এই প্রকার হেতু প্রদর্শনার্থ 'প্রাণো হি' ইত্যাদি বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

ইহাই পূর্ব্বোক্ত সেই অন্নময় কোশের শারীর—অন্নময় শরীরে অবস্থিত আত্মা। ইহা কে? না, এই যে প্রাণময় কোশ। "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ" ইত্যাদি অপরাপর অংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রাণময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময়। মনঃ অর্থ সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ; তন্ময় কোশের নাম মনোময়। এই মনোময়ই প্রাণময়ের অভ্যন্তরস্থ আত্মা। যজুঃ তাহার শির। যজুঃ অর্থ অনিয়তাক্ষর অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরের কোন নিয়ম নাই, এরূপ চরণযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। এখানে যজুঃ শব্দটি ঐজাতীয় মন্ত্রের বোধক। কর্ম্মেতে যজুর প্রাধান্য নিবন্ধন এখানে উহার শিরোরূপে কল্পনা করা হইতেছে।

যাগাদি কার্য্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপকার-সাধকত্বই যজুর প্রাধান্যের কারণ; কেননা, যাগে স্বাহা প্রভৃতি যজুর্মন্ত্র দ্বারা হোমীয় হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা শ্রুতির বচনানুসারেই সর্ব্বত্র ঐরূপ শিরঃপ্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে, [উহাতে কোন প্রকার সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই]। ৩

(বক্ষঃ ও কণ্ঠ প্রভৃতি) বর্ণোচ্চারণের স্থান, আন্তরিক যত্ন, তজ্জনিত নাদ (ধ্বনি), উদাত্তাদি স্বর, অকারাদি বর্ণ, এবং তৎসমষ্টিরূপ পদ ও পদ-সমষ্টিরূপ বাক্য বিষয়ে প্রথমতঃ মনের সংকল্প ও বৃত্তি হয়, পশ্চাৎ ঐ মন তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে ; সেই মনোবৃত্তিই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজুঃ-সংকেত-যুক্ত হইয়া 'যজুঃ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১)। ঋক্ ও সামের সম্বন্ধেও এই কথা।

এইরূপে দেখা যায়, মনোবৃত্তিই মন্ত্রের স্বরূপ ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ একাকারে প্রবৃত্ত মনোবৃত্তি হয় বলিয়াই তদ্বিষয়ে জপ করাও সঙ্গত হয়। অভিপ্রায় এই যে, মন্ত্রের মানস জপ স্থলে, মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় না, পরন্তু মনোবৃত্তিরই আবৃত্তি হয় ; সেই পৌনঃপুনিক মনোবৃত্তি দ্বারাই মানস জপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্র যদি মনোবৃত্তিময় না হইত, তাহা হইলে উক্তপ্রকার মানস জপই সম্ভবপর হইত না ; কেননা, বাহ্য ঘট-পটাদির ন্যায় মন্ত্রাক্ষরেরও মনে মনে আবৃত্তি করা অসম্ভব ; কাজেই অক্ষরাত্মক মন্ত্রে বাচনিক জপই সম্ভবপর হয়, মানস জপ কখনই সম্ভবপর হয় না। অথচ বহু কর্ম্মেই মন্ত্রের মানস জপের বিধান রহিয়াছে। ৪

যদি বল, ঐসকল স্থলেও, মন্ত্রের আবৃত্তি অর্থ মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ স্মরণ

---

(১) তাৎপর্য্য—যজুঃ শব্দ সাধারণতঃ যজুর্ব্বেদে প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদের সহিত মনের এমন কি সম্বন্ধ আছে,যাহাতে যজুর্ব্বেদকে মনোময়ের শিরোরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে ? এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যদিও অন্যত্র যজুঃশব্দের যজুর্ব্বেদই অর্থ হউক, তথাপি এখানে মনো-বৃত্তিই উহার অর্থ। কিরূপে যে সে অর্থ সঙ্গত হয়, এখন তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—অন্যান্য শব্দোচ্চারণের ন্যায় যজুর্মন্ত্র উচ্চারণেও প্রথম হইতেই মনের বৃত্তি আরম্ভ হয়—কণ্ঠ ও বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে জাঠরাগ্নি দ্বারা 'প্রেরিত বায়ুর আঘাত করিতে হইবে, সেই আঘাতের ফলে প্রথমতঃ অস্ফুট নাদ (ধ্বনি) উৎপন্ন হইবে, এবং তাহা হইতে অকারাদি বর্ণ ও বর্ণময় শব্দ ও শব্দসংঘাতরূপ বাক্য সৃষ্টি করিতে হইবে' ইত্যাদি। এই প্রকার মানসিক সঙ্কল্পের ফলে যজুর্মন্ত্র অভিব্যক্ত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। এইরূপ মনোবৃত্তিপ্রসূত বলিয়াই এখানে যজুর্ব্বিষয়ক মনোবৃত্তিকেই শ্রুতিতে 'যজুঃ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সুতরাং এতাদৃশ মনোবৃত্তিকে মনোময় কোশের শিরোরূপে কল্পনা করা অসঙ্গত হয় নাই। এ স্থানে ঋক্ সাম প্রভৃতিও তত্তদ্বিষয়ক মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র, কিন্তু মনোবৃত্তি নহে। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সে সব স্থলেও মন্ত্র শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হয় না। দেখ, শ্রুতিতে আছে 'প্রথমা ঋকের তিনবার আবৃত্তি করিবে এবং শেষ ঋক্কেরও তিনবার আবৃত্তি করিবে।' এই স্থলে ঋকের তিনবার আবৃত্তির কথা আছে। এখন মানস জপের স্থলে মন্ত্রময় ঋকের আবৃত্তি অসম্ভব বিধায়, মন্ত্রাক্ষরবিষয়ক কেবল স্মৃতির আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রাবৃত্তি সম্পাদন করিলে, উক্ত শ্রুতিবিহিত যে, ঋগাবৃত্তির উপদেশ আছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়; [কারণ, সেখানেও, স্মৃতিরই আবৃত্তি হইল, অক্ষরের ত আবৃত্তি হইল না]। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনোবৃত্তিরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন যে, মনোবৃত্তিগত অনাদি-নিধন (উৎপত্তি ও ধ্বংস-রহিত) আত্মচৈতন্য, সেই আত্মচৈতন্যই এখানে যজুঃ শব্দের অর্থ এবং মন্ত্র নামে অভিহিত।৫

এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলেই বেদের নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। মন্ত্র শব্দের অন্য প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে রূপ-রসাদির ন্যায় মন্ত্রময় বেদের অনিত্যতাই আপতিত হয়; অথচ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঋক্ প্রভৃতি নিত্য হইলেই নিত্য আত্মার সহিত একত্ববোধক 'সমস্ত বেদ যেখানে একীভূত হয়, অর্থাৎ যাহা সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, তাহাই মানসীন অর্থাৎ মনে অধিষ্ঠিত আত্মা', এই শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইতে পারে। তাহার পর 'আকাশ-তুল্য' এই পরম অক্ষরসংজ্ঞক ব্রহ্মে বিধিনিষেধাত্মক ঋক্-সমূহ অভিন্নভাবে নিবদ্ধ আছে, এবং ইহাতেই বিশ্বে দেবগণ অবস্থিত আছেন' এই মন্ত্রবাক্য ও মন্ত্রসমূহের মনোবৃত্তিরূপতাই সমর্থন করিতেছে। আদেশযোগ্য বিষয়-বিশেষের উপদেশ করে বলিয়া এখানে 'আদেশ' অর্থ ব্রাহ্মণাংশ। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণাংশও ইহার প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ; কেননা, প্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষ সহকারে অবস্থিতির হেতুভূত শান্তি ও পুষ্টিসাধন কর্ম্ম প্রতিপাদনই ঐ সমুদয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও মনোময় আত্মার স্বরূপপ্রকাশক এইরূপ একটী শ্লোক বা সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য আছে॥ ১॥ ৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকের ভাষ্যানুবাদ॥৩॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১॥ ৩১॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [মনোময়স্য চতুর্ব্বেদ-বৃত্তিরূপত্বমুক্তম্; বেদানাঞ্চ ব্রহ্ম-প্রকাশকত্বাৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বম্। ততশ্চ বেদেভ্যোঽভিন্নং সর্ব্বস্য জগতঃ কারণভূতং মনোময়মিদানীং প্রস্তৌতি 'যতঃ' ইত্যাদিভিঃ।]

বাচঃ (বচনানি—বাগিন্দ্রিয়ং) মনসা সহ অপ্রাপ্য (অলব্ধ্বা) যতঃ (যস্মাৎ মনোময়াৎ ব্রহ্মণঃ) নিবর্ত্তন্তে; [তস্য] ব্রহ্মণঃ (মনোময়স্য) [বিজ্ঞানফলং] আনন্দং বিদ্বান্ (জানন্) কুতশ্চন (কুতোঽপি জন্ম-মরণাদিদুঃখাদপি) ন বিভেতি। তস্য পূর্ব্বস্য (প্রাণময়স্য) এষঃ এব আত্মা। [কঃ?] যঃ [এষঃ মনোময়ঃ]।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ) আত্মা [অস্তি]। [কঃ?] বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানং—বুদ্ধিঃ, তৎপ্রায়ঃ—বিজ্ঞানময়ঃ)। তেন (বিজ্ঞানময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূর্ণঃ। স বৈ এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধ এব। তস্য (মনোময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধঃ। তস্য (বিজ্ঞানময়স্য) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধিঃ) এব শিরঃ; ঋতং (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী বৃত্তিঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ; সত্যং (তস্মিন্নেব বিষয়ে বাক্কায়ানুষ্ঠানপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ) উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগঃ (শাস্ত্রার্থবিষয়ে সংশয়শূন্যা বৃত্তিঃ) আত্মা; মহঃ (মহত্তত্ত্বং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তৎ (তস্মিন্ অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি। [অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়ম্] ॥১॥৩১॥

মূলানুবাদ। [ইতঃপূর্ব্বে মনোময় কোশকে চতুর্ব্বেদবিষয়ক মনোবৃত্তিরূপ বলা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রকাশক বেদকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে। এখন মনোময় আত্মার প্রশংসার্থ বলিতেছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি]।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্য ও মন না পাইয়া অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না, অর্থাৎ তাঁহার জন্মমরণভয় নিবৃত্ত হয়। এই যে মনোময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময় কোশের শারীর আত্মা।

সেই এই মনোময় কোশ হইতেও অভ্যন্তর বিজ্ঞানময় নামে আর একটী আত্মা আছে। তাহা দ্বারাই উক্ত মনোময় আত্মা ব্যাপ্ত। সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষবিধই (পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই) বটে; এবং সেই মনোময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধত্ব। শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী চিন্তা) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার বাম পক্ষ; যোগ তাহার আত্মা (দেহমধ্য ভাগ); মহঃ (মহত্তত্ত্ব) তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে ॥১॥৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদি। তস্য পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্য এষ এবাত্মা শারীরঃ—শরীরে প্রাণময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ? য এষ মনোময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিতি পূর্ব্ববৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়স্যাভ্যন্তরো বিজ্ঞানময়ঃ। মনোময়ো বেদাত্মা উক্তঃ। বেদার্থবিষয়া বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা বিজ্ঞানম্, তচ্চাধ্যবসায়লক্ষণমন্তঃকরণস্য ধর্ম্মঃ, তন্ময়ঃ নিশ্চয়বিজ্ঞানৈঃ প্রমাণস্বরূপৈর্নির্ব্বর্ত্তিত আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ; প্রমাণ-বিজ্ঞানপূর্ব্বকো হি যজ্ঞাদিস্তায়তে। যজ্ঞাদিহেতুত্বঞ্চ বক্ষ্যতি শ্লোকেন।

নিশ্চয়বিজ্ঞানবতো হি কর্ত্তব্যেষ্বর্থেষু পূর্ব্বং শ্রদ্ধোৎপদ্যতে। সা সর্ব্বকর্ত্ত-ব্যানাং প্রাথম্যাৎ শির ইব শিরঃ। ঋতসত্যে যথাব্যাখ্যাতে এব। যোগঃ যুক্তিঃ সমাধানম্, অসাবাত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্য সমাধানবতোঽঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমাণি ভবন্তি। তস্মাৎ সমাধানম্ যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়স্য। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মহ ইতি মহত্তত্ত্বং প্রথমজম্, "মহদ্-যক্ষং প্রথমজম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা কারণত্বাৎ। কারণং হি কার্য্যাণাং প্রতিষ্ঠা; যথা বৃক্ষবীরুধাং পৃথিবী। সর্ব্ববিজ্ঞানানাং চ মহত্তত্ত্বং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণম্ ; তেন তদ্বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি পূর্ব্ববৎ। যথান্নময়াদীনাং ব্রাহ্মণোক্তানাং প্রকাশকাঃ শ্লোকাঃ ; এবং বিজ্ঞানময়স্যাপি ॥১॥ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি। ইহাই (মনোময় কোশই) পূর্ব্বকথিত সেই প্রাণময় কোশের শারীর—প্রাণময় কোশরূপ শরীরে প্রতিষ্ঠিত আত্মা। ইহা কি ? না, যাহা এই মনোময়। 'তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। অন্য অন্তর আত্মা হইতেছে বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময় আত্মা মনোময়ের অভ্যন্তর। [কেননা,] পূর্ব্বে মনোময়কে বেদাত্মক (ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি স্বরূপ) বলা হইয়াছে। বেদার্থ-বিষয়ে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তির নাম বিজ্ঞান ; সেই বিজ্ঞান হইতেছে অন্তঃকরণের অধ্যবসায়-স্বরূপ (অবধারণাত্মক) ধর্ম্ম ; এই বিজ্ঞানময় আত্মাটী প্রমাণভূত (যথার্থ) নিশ্চয়জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পাদিত হয় ; কেননা, অগ্রে নিশ্চয়-বিজ্ঞান হইলেই পশ্চাৎ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আরব্ধ হইয়া থাকে। এই নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতুভূত, তাহা পরেই একটী শ্লোকে কথিত হইবে।

নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সেই শ্রদ্ধা এখানে 'শির' রূপে কল্পিত হইয়াছে। ঋত ও সত্য শব্দের অর্থ পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপই। যোগ অর্থ সমাধি, তাহাই আত্মা। কেননা আত্মবান্—যোগযুক্ত—সমাধিসম্পন্ন লোকেরাই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহ যথাযথভাবে অর্থবোধনে সমর্থ হইয়া থাকে ; সেইহেতু, সমাধান—যোগই বিজ্ঞানময়ের আত্মা। মহঃ তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। মহঃ অর্থ—প্রথমোৎপন্ন মহত্তত্ত্ব ; কারণ, অন্য শ্রুতিতে 'যিনি মহৎ যক্ষ (মহা রমণীয়) প্রথমজকে জানেন', এইরূপ বলা হইয়াছে। উহাই স্থিতির হেতু বলিয়া পুচ্ছস্থানীয়। কেননা, কারণই সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-হেতু হইয়া থাকে ; পৃথিবী যেরূপ বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। মহত্তত্ত্বই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলকারণ ; সেইহেতু উহাই উক্ত বিজ্ঞানময় কোশরূপী আত্মারও প্রতিষ্ঠা (১)। উক্ত

(১) তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। প্রথম অখণ্ড একই মহত্তত্ত্ব ছিল, এবং তাহাই প্রথম শরীরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণে কথিত অন্নময়াদির স্বরূপপ্রকাশক যেরূপ শ্লোক আছে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ-প্রকাশক শ্লোকও আছে ॥১॥৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং যথোক্তং বিজ্ঞানময়মাত্মানং স্তোতুমুপক্রমতে 'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদিনা]। বিজ্ঞানং (বুদ্ধিবিজ্ঞানং বিজ্ঞানময় আত্মা ইত্যর্থঃ) যজ্ঞং (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কর্ম্ম) তনুতে (তনোতি—নিষ্পাদয়তি); কর্ম্মাণি (স্বাভাবিকব্যাপারান্) অপি চ তনুতে; [বিজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ]। সর্ব্বে দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো বা) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং) বিজ্ঞানং ব্রহ্ম (বিজ্ঞানময়লক্ষণং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি)। চেৎ যদি বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) [কশ্চিৎ], (তথা) তস্মাৎ (বিজ্ঞান-ব্রহ্মণঃ) চেৎ (যদি) ন প্রমাদ্যতি (অনবহিতঃ অনবধানযুক্তো ন ভবতি) [অন্নময়াদিষু আত্মভাবং পরিত্যজ্য কেবলং বিজ্ঞানময়ে আত্মভাবসম্পন্নো ভবতি চেৎ; তদা]

হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি নামে পরিচিত। পরে সেই অখণ্ড বুদ্ধিতত্ত্বই জীবের কর্ম্মানুসারে প্রতিদেহে বিভক্ত হইয়া ব্যাবহারিক বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বুদ্ধিকেই বুদ্ধিবিজ্ঞানও বলা হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরে (শরীরাভিমাননিবন্ধনান্) পাপ্মনঃ (পাপানি) হিত্বা (পরিত্যজ্য) [বিজ্ঞানময়াধীনান্] সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে (বিজ্ঞানময়াত্মনা ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ)। এষ এব তস্য পূর্ব্বস্য (মনোময়স্য) শারীরঃ আত্মা ; [কঃ ?] যঃ [এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ]।

তস্মাৎ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা—আনন্দময়ঃ। তেন (আনন্দময়েন) এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ বিজ্ঞানময়ঃ) পূর্ণঃ। স এষঃ (আনন্দময়ঃ) বৈ পুরুষবিধ এব। তস্য (বিজ্ঞানময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু অয়ং (আনন্দময়ঃ) পুরুষবিধঃ। তস্য (আনন্দময়স্য) প্রিয়ং (ইষ্টদর্শনজং সুখং) এব শিরঃ ; মোদঃ (ইষ্টলাভজং সুখং) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; প্রমোদঃ (ইষ্টবস্তুভোগজনিতং সুখং) উত্তরঃ পক্ষঃ ; ব্রহ্ম (একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইত্যুক্তলক্ষণং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছং (পুচ্ছমিব, স্থিতিহেতুত্বাদিত্যর্থঃ)। তৎ (তত্র আনন্দময়বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩২॥

মূলানুবাদ ।—এখন বিজ্ঞানময় কোশের প্রশংসার্থ বলিতেছেন 'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদি। বিজ্ঞান অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানময়ই যজ্ঞ বিস্তার করে (যজ্ঞারম্ভের প্রযোজক হয়), এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মও বিস্তার করে ; কারণ, বুদ্ধিবিজ্ঞানই লোকের শুভাশুভ কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। সমস্ত দেবতা (ইন্দ্র প্রভৃতি, অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ) সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। [কোন লোক] যদি উক্ত বিজ্ঞান ব্রহ্মকে জানে, এবং উক্ত বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের চিন্তা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয়, [তবে সেই লোক] শরীরাভিমাননিবন্ধন, যে সমুদয় পাপ আছে, সেই সমুদয় পাপ ত্যাগ করে, এবং সমস্ত কাম্য বিষয় উপভোগ করে। এই যে, বিজ্ঞানময়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের শারীর আত্মা।

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা আছে ; যাহার নাম আনন্দময়। পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞানময় ইহা দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্নই বটে, এবং বিজ্ঞানময়ের যেরূপ পুরুষবিধতা, ইহারও তদনুরূপ পুরুষবিধতা। প্রিয়ই (প্রিয়বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দই) এই আনন্দময়ের শিরঃ ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোদ (প্রিয়বস্তুর লাভজনিত আনন্দ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ; প্রমোদ (প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত আনন্দ) তাহার বাম পক্ষ; আনন্দ তাহার আত্মা, এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার স্থিতিকারণ পুচ্ছ—পুচ্ছতুল্য। ব্রাহ্মণবাক্যোক্ত এই আনন্দময় বিষয়ে এই শ্লোক পঠিত আছে ॥১॥৩২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, বিজ্ঞানবান্ হি যজ্ঞং তনোতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকম্; অতো বিজ্ঞানস্য কর্তৃত্বম্—তনুত ইতি। কর্ম্মাণি চ তনুতে। যস্মাদ্বিজ্ঞানকর্তৃকং সর্ব্বম্, তস্মাদ্ যুক্তং বিজ্ঞানময় আত্মা ব্রহ্মেতি। কিঞ্চ, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ জ্যেষ্ঠম্, প্রথমজত্বাৎ; সর্ব্ববৃত্তীনাং বা তৎপূর্ব্বকত্বাৎ প্রথমজং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তস্মিন্ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যভিমানং কৃত্বা উপাসত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তে মহতো ব্রহ্মণ উপাসনাং জ্ঞানৈশ্বর্য্যবন্তো ভবন্তি। ১

তচ্চ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ যদি বেদ বিজানাতি; ন কেবলং বেদৈব, তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ চেৎ ন প্রমাদ্যতি; বাহেম্বনাত্মস্বাত্মা ভাবিতঃ; তস্মাৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মভাবনায়াঃ প্রমদনম্; তন্নিবৃত্ত্যর্থমুচ্যতে—তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতীতি। অন্নময়াদিম্বাত্মভাবং হিত্বা কেবলে বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মত্বং ভাবয়ন্ আস্তে চেদিত্যর্থঃ। ততঃ কিং স্যাৎ ইতি? উচ্যতে—শরীরে পাপ্মনো হিত্বা; শরীরাভিমাননিমিত্তা হি সর্ব্বে পাপ্মানঃ; তেষাঞ্চ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মাভিমানাৎ, নিমিত্তাপায়ে হানমুপপদ্যতে, ছত্রাপায় ইব ছায়ায়াঃ। তস্মাচ্ছরীরাভিমাননিমিত্তান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ—শরীরপ্রভবান্ শরীরে এব হিত্বা বিজ্ঞানময়ব্রহ্মস্বরূপাপন্নঃ তৎস্থান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিজ্ঞানময়েনৈবাত্মনা সমশ্নুতে সম্যক্ ভুঙ্ক্ত ইত্যর্থঃ। তস্য পূর্ব্বস্য মনোময়স্যাত্মা এষ এব শরীরে মনোময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ? য এষ বিজ্ঞানময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যুক্তার্থম্। ২

আনন্দময় ইতি কার্য্যাত্মপ্রতীতিঃ অধিকারাৎ ময়ট্শব্দাচ্চ। অন্নাদিময়া হি কার্য্যাত্মানো ভৌতিকা ইহাধিকৃতাঃ। তদধিকারপতিতশ্চায়মানন্দময়ঃ। ময়ট্ চাত্র বিকারার্থে দৃষ্টঃ, যথা অন্নময় ইত্যত্র। তস্মাৎ কার্য্যাত্মা আনন্দময়ঃ প্রত্যেতব্যঃ। সংক্রমণাচ্চ—"আনন্দময়াত্মানমুপসংক্রামতি"ইতি বক্ষ্যতি। কার্য্যাত্মনাঞ্চ সংক্রমণমনাত্মনাং দৃষ্টম্। সংক্রমণকর্ম্মত্বেন চ আনন্দময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা শ্রূয়তে, যথা "অন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"ইতি। ন চাত্মন এবোপসংক্রমণম্, অধিকারবিরোধাৎ। অসম্ভবাচ্চ; ন হ্যাত্মনৈবাত্মন উপসংক্রমণং সম্ভবতি, স্বাত্মনি ভেদাভাবাৎ; আত্মভূতঞ্চ ব্রহ্ম সংক্রমিতুঃ। শির-আদিকল্পনানুপপত্তেশ্চ। ন হি যথোক্তলক্ষণে আকাশাদিকারণে অকার্য্যপতিতে শির-আদ্যবয়বরূপকল্পনা উপপদ্যতে; "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে" "অস্থূলমনণু" "নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদিবিশেষাপোহশ্রুতিভ্যশ্চ। মন্ত্রোদাহরণানুপপত্তেশ্চ। ন হি, প্রিয়শিরআদ্যবয়ববিশিষ্টে প্রত্যক্ষতোঽনুভূয়মানে আনন্দময়ে আত্মনি ব্রহ্মণি নাস্তি ব্রহ্মেত্যাশঙ্কাভাবাৎ "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" ইতি মন্ত্রোদাহরণমুপপদ্যতে। "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"ইত্যপি চানুপপন্নং পৃথগ্ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বেন গ্রহণম্। তস্মাৎ কার্য্যপতিত এবানন্দময়ঃ, ন পর এবাত্মা। ৩

আনন্দ ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলম্; তদ্বিকার আনন্দময়ঃ। স চ বিজ্ঞানময়াদান্তরঃ, যজ্ঞাদিহেতোর্ব্বিজ্ঞানময়াদস্যান্তরত্বশ্রুতেঃ। জ্ঞান-কর্ম্মণোর্হি ফলং ভোক্ত্রর্থত্বাদান্তরতমং স্যাৎ; আন্তরতমশ্চ আনন্দময় আত্মা পূর্ব্বেভ্যঃ। বিদ্যাকর্ম্মণোঃ প্রিয়াদ্যর্থত্বাচ্চ। প্রিয়াদিপ্রযুক্তে হি বিদ্যাকর্ম্মণী। তস্মাৎ প্রিয়াদীনাং ফলরূপাণামাত্মসন্নিকর্ষাদ্বিজ্ঞানময়াদস্যাভ্যন্তরত্বমুপপদ্যতে, প্রিয়াদি-বাসনানির্ব্বর্ত্তিতো হ্যাত্মা আনন্দময়ো বিজ্ঞানময়াশ্রিতঃ স্বপ্নে উপলভ্যতে। ৪

তস্যানন্দময়স্যাত্মন ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃ, প্রাধান্যাৎ। মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষঃ। স এব চ প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ। আনন্দ ইতি সুখসামান্যম্ আত্মা প্রিয়াদীনাং সুখাবয়বানাম্, তেষ্বনুস্যূতত্বাৎ। আনন্দ ইতি পরং ব্রহ্ম; তদ্ধি শুভকর্ম্মণা প্রত্যুপস্থাপ্যমানে পুত্রমিত্রাদিবিষয়বিশেষোপাধৌ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষে তমসা অপ্রচ্ছাদ্যমানে প্রসন্নে অভিব্যজ্যতে। তৎ বিষয়সুখমিতি প্রসিদ্ধং লোকে। তদ্বৃত্তিবিশেষপ্রত্যুপস্থাপকস্য কর্ম্মণোঽনবস্থিতত্বাৎ সুখস্য ক্ষণিকত্বম্। তদ্ যদন্তঃকরণং তপসা তমোঘ্নেন বিদ্যয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ নির্ম্মলত্বমাপদ্যতে যাবৎ, তাবদ্ বিবিক্তে প্রসন্নে অন্তঃকরণে আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্যতে বিপুলীভবতি। বক্ষ্যতি চ—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি, এষ হ্যেবানন্দয়তি, এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ। এবঞ্চ কামোপশমোৎকর্ষাপেক্ষয়া শতগুণোত্তরোত্তরোৎকর্ষ আনন্দস্য বক্ষ্যতে। ৫

এবঞ্চ, উৎকৃষ্যমাণস্য আনন্দময়স্যাত্মনঃ পরমার্থব্রহ্মবিজ্ঞানাপেক্ষয়া ব্রহ্ম পরমেব যৎ প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণম্,যস্য চ প্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চ অন্নাদিময়াঃ কোশাঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপন্যস্তাঃ, যচ্চ তেভ্য আভ্যন্তরম্, যেন চ তে সর্ব্বে আত্মবন্তঃ, তদ্ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদেব চ সর্ব্বস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতস্য দ্বৈতস্যাবসানভূতমদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা, আনন্দময়স্য একত্বাবসানত্বাৎ। অস্তি তদেকম্ অবিদ্যাকল্পিতস্য দ্বৈতস্যাবসানভূতম্ অদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তদেতস্মিন্নপ্যর্থে এষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-পঞ্চমানুবাকভাষ্যম্ ॥৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করে; কেননা, বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে; এই কারণে যজ্ঞারম্ভে বুদ্ধিবিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। বিজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মারম্ভ করে। যেহেতু বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সর্ব্বত্র, সেইহেতু বিজ্ঞানময় আত্মা যে ব্রহ্ম, ইহাও যুক্তিসঙ্গত। আরও এক কথা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানই সকলের প্রথমে উৎপন্ন, এই কারণে, অথবা বুদ্ধিবিজ্ঞানই অপরাপর সমস্ত বৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী, সেইহেতু বুদ্ধিবিজ্ঞানের জ্যেষ্ঠত্ব। যেহেতু দেবতাগণ নিজ নিজ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের উপাসনা করে, সেইহেতু মহৎ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে তাহারাও জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ১

সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যদি বিশেষরূপে জানে—অবগত হয়, কেবল অবগত হওয়া নহে—যদি সেই বিজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে প্রমাদগ্রস্ত না হয়। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বাহ্য বস্তুতেই আত্মবুদ্ধি দৃঢ়তর হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেতে যে, আত্মভাবনা, তাহাতে স্বতই প্রমাদের সম্ভাবনা আছে; সেই প্রমাদ-নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন, যদি তদ্বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয় ইতি। অভিপ্রায় এই যে, অন্নময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্ম-ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেই আত্মভাব-ভাবনা সহকারে যদি অবস্থান করে। ভাল, তাহা হইলে কি হইবে? হাঁ, বলা যাইতেছে—শরীরে আত্মাভিমান হইবার কারণ না থাকায়ই অন্নময়াদিগত আত্মাভিমানও নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ছত্রের অভাবে ছায়ার অভাব, তেমনি। অতএব শরীরাভিমানজনিত শরীরোৎপন্ন সমস্ত পাপ শরীরেই পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বিজ্ঞানময়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুগত সমস্ত কাম্য বিষয় বিজ্ঞানময় আত্মার সাহায্যেই ভোগ করিয়া থাকেন। এই বিজ্ঞানময়ই সেই পূর্ব্বোক্ত মনোময় কোশের আত্মা, অর্থাৎ মনোময় কোশরূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। কে? না, এই যে বিজ্ঞানময় কোশ। "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ", ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ২

শ্রুতির আনন্দময় শব্দে কার্য্য আত্মা (অমুখ্য আত্মা) বুঝিতে হইবে; কেননা, ইহা অমুখ্য আত্মার অধিকারে (অন্নময়াদি গৌণ আত্মার প্রকরণে) পঠিত, এবং 'ময়ট্' প্রত্যয়যুক্ত। প্রথমতঃ এখানে অন্নময় প্রভৃতি ভৌতিক জন্য আত্মার অধিকার বা প্রস্তাব রহিয়াছে, এই আনন্দময় আত্মাও সেই অধিকার-মধ্যেই পতিত; [সুতরাং ইহাও অমুখ্য আত্মাই বটে]। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিকারার্থে বিহিত 'ময়ট্' প্রত্যয় দৃষ্ট হইতেছে, যেমন 'অন্নময়' শব্দে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে; [ইহাও তেমনই]; অতএব আনন্দময় অর্থে কার্য্য (জন্য) আত্মাই বুঝিতে হইবে, [নিত্য আত্মা নহে]। সংক্রমণও [আনন্দময়ের অনাত্মত্বে] অপর হেতু; কেননা, পরেই বলা হইবে যে, 'এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত (মিলিত) হয়।' উৎপত্তিশীল অন্নময় প্রভৃতি আত্মারই অন্যত্র সংক্রমণ দেখা গিয়াছে। 'এই আনন্দময় আত্মাতে সংক্রান্ত হয়' বাক্যে সংক্রমণের কর্ম্মস্বরূপে আনন্দময়ের উল্লেখ শ্রুত হইতেছে। এই সংক্রমণ প্রকৃত যে, আত্মাতেই হয়. তাহাও কল্পনা করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা অধিকারবিরুদ্ধ কথা হয়; কেননা, অন্নময়াদির স্থলে ত সেরূপ কল্পনা করা আদৌ সম্ভব হয় না। তাহার পর প্রকৃত আত্মার সহিত ঐরূপ সংক্রমণ অসম্ভবও বটে; কেননা, আত্মা নিজেই ত নিজের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না; কারণ নিজের সহিত নিজের ভেদ নাই, [পরস্পর ভেদযুক্ত বস্তুদ্বয়েরই পরস্পরের সহিত সম্মিলন হইয়া থাকে; অভেদে হয় না]। অথচ ব্রহ্মই সংক্রমণকারী পুরুষের আত্মা। এ পক্ষে শিরঃ প্রভৃতি কল্পনাও উপপন্ন হয় না। কেননা, কার্য্যশ্রেণীর অতীত এবং আকাশাদি সমস্ত বস্তুর কারণস্বরূপ উক্তপ্রকার ব্রহ্মের মস্তকাদি অবয়ব কল্পনা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; এবং তাহার সবিশেষ ভাবের প্রতিষেধক 'তিনি দর্শনের অযোগ্য, দেহরহিত, বচনের অবিষয়ীভূত এবং কোথাও বিলয়প্রাপ্ত হন না' 'ব্রহ্ম স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে', 'প্রকৃত আত্মা কিন্তু ইহা নহে' ইত্যাদি শ্রুতিও এতদর্থে প্রমাণ। বিশেষতঃ আনন্দময়ের আত্মত্ব পক্ষে পরবর্ত্তী মন্ত্রের উল্লেখও অনুপপন্ন হয়; কারণ, প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশিষ্ট আনন্দময় ব্রহ্মাত্মা যখন প্রত্যক্ষতই অনুভবগোচর, তখন তদ্বিষয়ে 'ব্রহ্ম নাই' বলিয়া কোন আশঙ্কাই আসিতে পারে না; সুতরাং আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য 'কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই অসৎ হইয়া পড়ে; [কারণ, ব্রহ্মই ত আত্মা]' এই মন্ত্রের উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না। তাহার পর, 'ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ' এই বাক্যে ব্রহ্মের যে, প্রতিষ্ঠারূপে পৃথক্ উল্লেখ, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব এই আনন্দময় পদার্থ বস্তুতঃ কার্য্যশ্রেণীরই অন্তর্গত, ঠিক পরমাত্মা নহে। ৩

উপাসনা ও কর্ম্মের ফল-স্বরূপ যে, আনন্দ, তাহারই বিকার বা পরিণাম হইতেছে আনন্দময়। সেই আনন্দময় কোশটী বিজ্ঞানময় কোশেরও অভ্যন্তর-বর্ত্তী; কেন-না, শ্রুতিতে বিজ্ঞানময়কে যজ্ঞাদি কর্ম্মের হেতু বলা হইয়াছে; কাজেই কর্ম্মফল আনন্দের বিকারভূত আনন্দময় কোশটী বিজ্ঞানময়েরও অন্তর হওয়াই উচিত। কেন-না, জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ ভোক্তার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ভোক্তা সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী; অতএব আনন্দময় আত্মাও পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত কোশ অপেক্ষা অন্তরতম। বিশেষতঃ প্রিয়মোদাদির লাভই বিদ্যা ও কর্ম্মের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। প্রিয়াদি প্রাপ্তির আশায়ই উপাসনা ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; এই কারণে প্রিয়াদি ফলসমূহ স্বভাবতই আত্মার সন্নিহিত অর্থাৎ প্রিয়াদি ফলের সঙ্গে আত্মারই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কাজেই ফল-সম্বন্ধ থাকায় বিজ্ঞানময় অপেক্ষাও ইহার (আনন্দময়ের) অভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব উপপন্ন হয়। কারণ, স্বপ্নসময়ে প্রিয়-মোদাদি-বিষয়ক সংস্কারবিশিষ্টরূপেই এই আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময় কোশে আশ্রিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ৪

অভীষ্ট পুত্রাদি-সন্দর্শন জনিত যে, প্রিয় (আনন্দ-বিশেষ), তাহাই উক্ত আনন্দময় আত্মার শিরঃ অর্থাৎ মস্তকস্থানীয়; কেন-না, [আনন্দের মধ্যে] উহাই প্রথম। প্রিয় বস্তু-লাভে যে, হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার নাম মোদ। [তাহা তাহার দক্ষিণ পক্ষ]। উক্ত হর্ষই যখন [প্রিয়বস্তুর উপভোগ দ্বারা] উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তখন প্রমোদ নামে অভিহিত হয়, [তাহাই উহার] উত্তর পক্ষ। আনন্দ অর্থ সাধারণ সুখমাত্র। তাহাই প্রিয় প্রভৃতি সুখাংশসমূহের আত্মা; কেন-না, উহা সমস্ত সুখেই অনুস্যূত (নিয়ত সম্বদ্ধ) রহিয়াছে। আনন্দ অর্থ পরব্রহ্ম; কারণ, শুভ কর্ম্মের ফলে, পুত্রমিত্রাদি বিভিন্ন বিষয়ে উৎপন্ন উক্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণের বৃত্তিই, ব্যবহারক্ষেত্রে 'সুখ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বকৃত কর্ম্মই উক্তবিধ আনন্দ বিষয়ে বৃত্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুৎপাদক; সেই কর্ম্ম সাধারণতঃ অনবস্থিত অর্থাৎ ক্ষণিক; এই কারণে তদনুগত সুখও ক্ষণিক (অনিত্য)। তমোগুণের নিবারক তপস্যা, বিদ্যা (উপাসনা), ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মণ্য তেজঃ) ও শ্রদ্ধাদ্বারা সেই অন্তঃকরণ যে সময় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ই সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কোন কোন আনন্দ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। এই উপনিষদেও পরে বলিবেন যে, 'তিনি রসস্বরূপ; এই জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। এই রসই অপরকে আনন্দিত করে; অপর সমস্ত ভূত (প্রাণী) এই আনন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে' ইত্যাদি। এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারেই কামপ্রশমনের উৎকর্ষানুসারে উত্তরোত্তর আনন্দেরও শতগুণে উৎকর্ষ বলা হইবে (১)। ৫

এই ভাবে আপেক্ষিক উৎকর্ষসম্পন্ন আনন্দময় আত্মা অপেক্ষাও উক্ত ব্রহ্ম পর (শ্রেষ্ঠ); যে ব্রহ্ম ইতঃপূর্ব্বে 'সত্য জ্ঞান ও অনন্ত লক্ষণান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যাঁহার বোধ-সৌকর্য্যার্থ অন্নময় প্রভৃতি পাঁচটী কোশ উল্লিখিত হইয়াছে; যাঁহা সেই পঞ্চ কোশ অপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ দুর্বিজ্ঞেয়, এবং যাহা দ্বারা সেই কোশ-সমূহ আত্মবান্ হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মই পুচ্ছ-স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। সেই ব্রহ্মই অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত দ্বৈত-প্রপঞ্চের অবসানস্থান। যেখানে আর দ্বৈত-সম্বন্ধ নাই, সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা। কেন-না, আনন্দময় আত্মাও ঐ স্থানেই অভিন্নরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যা-কল্পিত সমস্ত দ্বৈত জগতের অবসান-স্থান এক অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা পুচ্ছস্বরূপ সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। সে বিষয়েও এই একটি শ্লোক আছে—॥ ॥ ৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টম অনুবাকে "তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ, স একোমনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ" ইত্যাদি বাক্যে, মনুষ্যের এক শত আনন্দে মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের একটীমাত্র আনন্দ, অর্থাৎ মনুষ্য হইতে যাহারা গন্ধর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আনন্দ মনুষ্য অপেক্ষা শতগুণ অধিক। এই-প্রকার মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ অপেক্ষা দেবগন্ধর্ব্বগণের আনন্দ শতগুণ অধিক প্রদর্শিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ,—উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী৩। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা৩ উ। সোঽকাময়ত।—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং্ সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ১॥ ৩৩॥

সরলার্থঃ—চেৎ (যদি) [কশ্চিৎ] ব্রহ্ম অসৎ (অবিদ্যমানম্ আকাশকুসুমতুল্যং) ইতি বেদ; [তদা] সঃ (জ্ঞাতা) এব অসন্ (অবিদ্যমানসমঃ) ভবতি; [আত্মনঃ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ]। তথা, চেৎ (যদি) ব্রহ্ম অস্তি (সৎ—বিদ্যমানম্) ইতি বেদ, ততঃ এনং (সদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ব্রহ্মসত্ত্ববেদিনং) সন্তং (বিদ্যমানং সত্যরূপিণং) বিদুঃ (বিজানীয়ুঃ) ইতি। যঃ (আনন্দময়ঃ), এষঃ এব তস্য পূর্ব্বস্য (বিজ্ঞানময়স্য), শারীরঃ (শরীরে—বিজ্ঞানময়ে ভবঃ) আত্মা। অতঃ (যস্মাদেবং, তস্মাৎ), অথ (শিষ্যশিক্ষায়া অনন্তরম্) অনু (আচার্য্যোক্ত্যনন্তরম্) প্রশ্নাঃ (বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ ভবন্তি)—কশ্চন (কশ্চিৎ) অবিদ্বান্ (অনাত্মজ্ঞঃ) উত (অপি) প্রেত্য (মৃত্বা) অমুং লোকং (পরমাত্মানং) গচ্ছতী (গচ্ছতি, প্রশ্নার্থা প্লুতিঃ) [অথবা ন গচ্ছতি?]; আহো (অথবা) কশ্চিৎ বিদ্বান্ উত (প্রশ্নে) প্রেত্য অমুং লোকং (পরমাত্মানং) সমশ্নুতা (সমশ্নুতে ভুঙক্তে)? [অথবা ন?]।

[এতদুত্তরার্থমুপক্রমতে 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদিভিঃ]। সঃ (পরমাত্মা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকাময়ত (ঐচ্ছৎ), [অহং] বহু (প্রভূতং) স্যাম্ (ভবেয়ম্), প্রজায়েয় (উৎপন্নো ভবেয়ম্) ইতি। [অনন্তরং] সঃ (পরমাত্মা) তপঃ (জ্ঞানং) অতপ্যত (সৃষ্ট্যুপযোগিনং সংকল্পং কৃতবান্ আলোচিতবানিত্যর্থঃ)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা (পূর্ব্বোক্তরূপম্ আলোচ্য) ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত (উৎপাদিতবান্)। [কিং তৎ ?] ইদং (চরাচরং) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি, তৎ সর্ব্বম্ অসৃজত ইত্যর্থঃ)। তৎ (চরাচরং জগৎ) সৃষ্ট্বা, তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ (তত্রৈব প্রবিবেশ)। তৎ অনুপ্রবিশ্য সৎ (মূর্ত্তং, আকৃতি-বিশিষ্টং) চ, ত্যৎ (অমূর্ত্তং, আকৃতিরহিতং) চ, নিরুক্তং (দেশ-কালাদিবিশিষ্টতয়া ইদমিত্থমিতি উক্তং) চ, অনিরুক্তং (তদ্বিপরীতং) চ, নিলয়নং (আশ্রয়স্থানং) চ, অনিলয়নং (তদ্বিপরীতং) চ, বিজ্ঞানং (বিশেষেণ জ্ঞানবৎ) চ অবিজ্ঞানং (অচেতনং) চ, সত্যং (ব্যবহারিকং সত্যং) চ অনৃতং (অসত্যং) চ [কিং বহুনা,] যৎ ইদং কিঞ্চ, [তৎ সর্ব্বং] [যস্মাৎ] সত্যং (সত্যাখ্যং ব্রহ্ম) অভবৎ, [তস্মাৎ] তৎ (ব্রহ্ম) সত্যম্ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ]। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ—যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া জানে, তবে সে লোক নিজেই অসৎ (অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন) হয় ; [কারণ, ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু ; সুতরাং ব্রহ্ম অসৎ হইলে, আত্মাই অসৎ হইয়া পড়ে]। আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানে, তবে তাঁহাকেও পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়াই জানেন। এই আনন্দময় কোশই পূর্ব্বোক্ত 'বিজ্ঞানময়ের' শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা।

[যেহেতু আত্মাই সত্য ব্রহ্ম ;] সেইহেতু অতঃপর—আচার্য্য-প্রদত্ত উপদেশের পর শিষ্যগণের এই প্রকার প্রশ্ন হইয়া থাকে।—অবিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ? কিংবা প্রাপ্ত হয় না ? অথবা বিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে লাভ করে ? কিংবা করে না ? [এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তর-প্রদানার্থ ভূমিকা করিতেছেন—]।

সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন অর্থাৎ আলোচনা করিলেন—আমি বহু—অনেক-প্রকার হইব, এবং আমি উৎপন্ন হইব। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর, তিনি তপস্যা করিলেন ; (তপস্যা অর্থই জ্ঞান বা চিন্তা)। তিনি তপস্যা করিয়া এই চরাচর যাহা কিছু, তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন। তিনি সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ (মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ও অসৎ (মূর্ত্তিহীন) হইলেন ; এবং নিরুক্ত (দেশকালাদি-পরিচ্ছন্নরূপে কথিত) ও অনিরুক্ত (পূর্ব্ববিপরীত), নিলয়ন (আশ্রয়স্থান) ও অনিলয়ন (অনাশ্রয় বস্তু), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন), সত্য (ব্যবহারিক সত্য) ও অসত্যাদি এই যাহা কিছু, সেই সত্য ব্রহ্ম তৎসমুদয়রূপে প্রকটিত হইলেন। ব্রহ্ম ঐই সমস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়াই, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'সত্য' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উক্ত বিষয়েও এইরূপ শ্লোক (মন্ত্র) আছে॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্—অসন্নেব অসৎসম এব ; যথা অসন্ অপুরুষার্থসম্বন্ধী, এবং স ভবতি অপুরুষার্থসম্বন্ধী। কোঽসৌ ? যঃ অসৎ অবিদ্যমানং ব্রহ্ম ইতি বেদ বিজানাতি, চেদ্ যদি। তদ্বিপর্য্যয়েণ যৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদং সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সর্ব্ব-বিশেষপ্রত্যস্তমিতমপি অস্তি তদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। কুতঃ পুনরাশঙ্কা তন্নাস্তিত্বে ? ব্যবহারাতীতত্বং ব্রহ্মণ ইতি ব্রূমঃ। ব্যবহারবিষয়ে হি বাচারম্ভণমাত্রে অস্তিত্ব-ভাবিতবুদ্ধিঃ তদ্বিপরীতে ব্যবহারাতীতে নাস্তিত্বমপি প্রতিপদ্যতে। যথা 'ঘটাদির্ব্যবহারবিষয়তয়োপপন্নঃ—সন্, তদ্বিপরীতঃ অসন্' ইতি প্রসিদ্ধম্, এবং তৎ-সামান্যাদিহাপি স্যাৎ ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্কা। তস্মাদুচ্যতে—অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদেতি। ১

কিং পুনঃ স্যাৎ তদস্তীতি বিজানতঃ ? তদাহ—সন্তং বিদ্যমানং ব্রহ্মস্বরূপেণ পরমার্থসদাত্মাপন্নম্ এসম্ এবংবিদং বিদুঃ ব্রহ্মবিদঃ। ততঃ তস্মাদস্তিত্ববেদনাৎ সঃ অন্যেষাং ব্রহ্মবদ্বিজ্ঞেয়ো ভবতীত্যর্থঃ। অথবা যো নাস্তি ব্রহ্মেতি মন্যতে, স সর্ব্ব-স্যৈব সন্মার্গস্য বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থালক্ষণস্য নাস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে ; ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থত্বা-ত্তস্য। অতো নাস্তিকঃ সঃ অসন্ অসাধুরুচ্যতে লোকে। তদ্বিপরীতঃ সন্ যঃ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, স তদ্ব্রহ্মপ্রতিপত্তিহেতুং সন্মার্গং বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থা-লক্ষণং শ্রদ্দধান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তয়া যথাবৎ প্রতিপদ্যতে যস্মাৎ, ততঃ তস্মাৎ সন্তং সাধুমার্গস্থম্ এনং বিদুঃ সাধবঃ। তস্মাদস্তীত্যেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমিতি ব্যাক্যার্থঃ। ২

তস্য পূর্ব্বস্য বিজ্ঞানময়স্য এষ এব শরীরে বিজ্ঞানময়ে ভবঃ শারীর আত্মা। কোঽসৌ? য এষ আনন্দময়ঃ। তং প্রতি নাস্ত্যাশঙ্কা নাস্তিত্বে। অপোঢ়-সর্ব্ববিশেষত্বাত্তু ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্কা যুক্তা; সর্ব্বসাম্যাচ্চ ব্রহ্মণঃ। যস্মা-দেবম্, অতঃ তস্মাৎ অথ অস্য উত্তরং শ্রোতুঃ শিষ্যস্য অনুপ্রশ্নাঃ আচার্য্যোক্তিম্ অনু এতে প্রশ্নাঃ। সামান্যং হি ব্রহ্ম আকাশাদিকারণত্বাৎ বিদুষঃ অবিদুষশ্চ। অতঃ অবিদুষোঽপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরাশঙ্ক্যতে—উত অপি অবিদ্বান্ অমুং লোকং পরমাত্মানম্ ইতঃ প্রেত্য কশ্চন, চনশব্দঃ অপ্যর্থে, অবিদ্বানপি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি? কিংবা ন গচ্ছতি? ইতি দ্বিতীয়োঽপি প্রশ্নো দ্রষ্টব্যঃ, অনুপ্রশ্না ইতি বহুবচনাৎ। বিদ্বাংসং প্রত্যন্যৌ প্রশ্নৌ—যদ্যবিদ্বান্ সামান্যং কারণমপি ব্রহ্ম ন গচ্ছতি, অতো বিদুষোঽপি ব্রহ্মাগমনমাশঙ্ক্যতে; অতস্তং প্রতি প্রশ্নঃ—আহো বিদ্বানিতি। উকারং চ বক্ষ্যমাণমধস্তাদপকৃষ্য তকারং চ পূর্ব্বস্মাৎ উত শব্দাদ্ব্যাসজ্য আহো ইত্যেতস্মাৎ পূর্ব্বম্ উতশব্দং সংযোজ্য পৃচ্ছতি—উতাহো বিদ্বানিতি। ৩

বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদপি কশ্চিৎ ইতঃ প্রেত্য অমুং লোকং সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। সমশ্নুতে উ ইত্যেবং স্থিতে, অয়াদেশে যলোপে চ কৃতে, অকারস্য প্লুতিঃ—সমশ্নুতা ৩ উ ইতি। বিদ্বান্ সমশ্নুতে অমুং লোকম্; কিংবা, যথা অবিদ্বান্, এবং বিদ্বানপি ন সমশ্নুতে ইত্যপরঃ প্রশ্নঃ। দ্বাবেব বা প্রশ্নৌ বিদ্বদবিদ্বদ্বিষয়ৌ; বহুবচনং তু সামর্থ্যপ্রাপ্তপ্রশ্নান্তরাপেক্ষয়া ঘটতে। 'অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ' 'অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ' ইতি শ্রবণাদস্তি নাস্তীতি সংশয়ঃ। ততোঽর্থপ্রাপ্তঃ কিমস্তি নাস্তীতি প্রথমোঽনুপ্রশ্নঃ। ব্রহ্মণোঽপক্ষপাতিত্বাৎ অবিদ্বান্ গচ্ছতি ন গচ্ছতীতি দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মণঃ সমত্বেঽপি অবিদুষ ইব বিদুষোঽপ্যগমনমাশঙ্ক্য কিং বিদ্বান্ সমশ্নুতে ন সমশ্নুতে ইতি তৃতীয়োঽনুপ্রশ্নঃ। ৪

এতেষাং প্রতিবচনার্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। তত্রাস্তিত্বমেব তাবদুচ্যতে। যচ্চোক্তং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইতি, তত্র চ কথং সত্যত্বমিত্যেতদ্বক্তব্যমিতি ইদমুচ্যতে। সত্ত্বোক্ত্যৈব সত্যত্বমুচ্যতে। উক্তং হি সদেব সত্যমিতি; তস্মাৎ সত্ত্বোক্ত্যৈব সত্যত্বমুচ্যতে। কথমেবমর্থতা অবগম্যতে অস্য গ্রন্থস্য? শব্দানুগমাৎ। অনেনৈব হ্যর্থেনান্বিতানি উত্তরবাক্যানি—"তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে" "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদীনি। ৫

তত্র অসদেব ব্রহ্মেত্যাশঙ্ক্যতে। কস্মাৎ? যদস্তি, তদ্বিশেষতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহ্যতে; যথা ঘটাদি। যন্নাস্তি, তন্নোপলভ্যতে; যথা শশবিষাণাদি। তথা নোপলভ্যতে ব্রহ্ম; তস্মাদ্বিশেষতোঽগ্রহণাৎ নাস্তীতি। তন্ন; আকাশাদি-কারণত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ; ন নাস্তি ব্রহ্ম। কস্মাৎ? আকাশাদি হি সর্ব্বং কার্য্যং ব্রহ্মণো জাতং গৃহ্যতে; যস্মাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ, তদস্তীতি দৃষ্টং লোকে; যথা ঘটাঙ্কুরাদিকারণং মৃদ্বীজাদি; তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাদস্তি ব্রহ্ম। ন চাসতো জাতং কিঞ্চিদ্ গৃহ্যতে লোকে কার্য্যম্। অসতশ্চেৎ নামরূপাদি কার্য্যম্, নিরাত্মকত্বান্নোপলভ্যেত; উপলভ্যতে তু; তস্মাদস্তি ব্রহ্ম। অসতশ্চেৎ কার্য্যং গৃহ্যমাণমপি অসদন্বিতমেব স্যাৎ; নচৈবম্; তস্মাদস্তি ব্রহ্ম। তত্র "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি শ্রুত্যন্তরম্ অসতঃ সজ্জন্মাসম্ভবমন্বাচষ্টে ন্যায়তঃ। তস্মাৎ সদেব ব্রহ্মেতি যুক্তম্। ৬

তদ্ যদি মৃদ্বীজাদিবৎ কারণং স্যাৎ, অচেতনং তর্হি। ন; কাময়িতৃত্বাৎ। নহি কাময়িতৃ অচেতনমস্তি লোকে। সর্ব্বজ্ঞং হি ব্রহ্মেত্যবোচাম; অতঃ কাময়িতৃত্বোপপত্তিঃ। কাময়িতৃত্বাদস্মদাদিবদনাপ্তকামমিতি চেৎ; ন, স্বাতন্ত্র্যাৎ। যথা অন্যান্ পরবশীকৃত্য কামাদিদোষাঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি, ন তথা ব্রহ্মণঃ প্রবর্ত্তকাঃ কামাঃ। কথং তর্হি? সত্যজ্ঞানলক্ষণাঃ স্বাত্মভূতত্বাদ্বিশুদ্ধাঃ। ন তৈর্ব্রহ্ম প্রবর্ত্ত্যতে; তেষান্তু তৎপ্রবর্ত্তকং ব্রহ্ম প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষয়া। তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যং কামেষু ব্রহ্মণঃ; অতো ন অনাপ্তকামং ব্রহ্ম। সাধনান্তরানপেক্ষত্বাচ্চ। যথা অন্যেষামনাত্মভূতা ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাঃ কামাঃ স্বাত্মব্যতিরিক্ত-কার্য্যকারণ-সাধনান্তরাপেক্ষাশ্চ, ন তথা ব্রহ্মণঃ। কিংতর্হি? স্বাত্মনোঽনন্যাঃ। তদেতদাহ— সোঽকাময়ত। ৭

স আত্মা, যস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ, অকাময়ত কামিতবান্। কথম্? বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ম্। কথমেকস্যার্থান্তরাননুপ্রবেশে বহুত্বং স্যাদিতি? উচ্যতে— প্রজায়েয় উৎপদ্যেয়। নহি পুত্রোৎপত্তেরিবার্থান্তরবিষয়ং বহুভবনম্। কথং তর্হি? আত্মস্থানভিব্যক্ত-নামরূপাভিব্যক্ত্যা। যদা আত্মস্থেঽনভিব্যক্তে নামরূপে ব্যাক্রিয়েতে, তদা আত্মস্বরূপাপরিত্যাগেনৈব ব্রহ্মণোঽপ্রবিভক্তদেশকালে সর্ব্বাবস্থাসু ব্যাক্রিয়েতে। তদেতন্নামরূপব্যাকরণং ব্রহ্মণো বহুভবনম্। নান্যথা নিরবয়বস্য ব্রহ্মণো বহুত্বাপত্তিরুপপদ্যতে অল্পত্বং বা, যথা আকাশস্যাল্পত্বং বহুত্বঞ্চ বস্ত্বন্তরকৃতমেব। অতঃ তদ্দ্বারেণৈবাত্মা বহু ভবতি। নহি আত্মনোঽন্যদনাত্ম-ভূতং তৎপ্রবিভক্তদেশকালং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা বস্তু বিদ্যতে। অতো নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈবাত্মবতী; ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্। তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপ্রত্যাখ্যানে ন স্ত এবেতি তদাত্মকে উচ্যেতে। তাভ্যাঞ্চোপাধিভ্যাং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-জ্ঞানশব্দার্থাদি-সর্ব্বসংব্যবহারভাগ্, ব্রহ্ম। ৮

স আত্মা এবংকামঃ সন্ তপোঽতপ্যত। তপইতি জ্ঞানমুচ্যতে, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ। আপ্তকামত্বাচ্চ ইতরস্যাসম্ভব এব তপসঃ। তৎ তপঃ অতপ্যত তপ্তবান্, সৃজ্যমানজগদ্রচনাদিবিষয়ামালোচনামকরোদাত্মেত্যর্থঃ। স এবমালোচ্য তপস্তপ্ত্বা প্রাণিকর্ম্মাদিনিমিত্তানুরূপমিদং সর্ব্বং জগৎ দেশতঃ কালতো নাম্না রূপেণ চ যথানুভবং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ সর্ব্বাবস্থৈরনুভূয়মানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চেদমবিশিষ্টম্, তদিদং জগৎ সৃষ্ট্বা কিমকরোদিতি? উচ্যতে, তদেব সৃষ্টং জগৎ অনুপ্রাবিশদিতি। ৯

তত্রৈতচ্চিন্ত্যম্—কথমনুপ্রাবিশদিতি। কিম্, যঃ স্রষ্টা, স তেনৈবাত্মনানু-প্রাবিশৎ? উত অন্যেনেতি? কিংতাবদ্ যুক্তম্? ক্ত্বাপ্রত্যয়শ্রবণাৎ, যঃ স্রষ্টা, স এবানুপ্রাবিশদিতি। নন্ন ন যুক্তং মৃদ্বচ্চেৎ কারণং ব্রহ্ম, তদাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। কারণমেব হি কার্য্যাত্মনা পরিণমতে, অতোঽপ্রবিষ্টস্যৈব কার্য্যোৎপত্তেরূর্দ্ধং পৃথক্কারণস্য পুনঃ প্রবেশোঽনুপপন্নঃ। ন হি ঘটপরিণামব্যতিরেকেণ মৃদো ঘটে প্রবেশোঽস্তি। যথা ঘটে চূর্ণাত্মনা মৃদোঽনুপ্রবেশঃ, এবমনেনাত্মনা নামরূপ-কার্য্যে অনুপ্রবেশ আত্মন ইতি চেৎ; শ্রুত্যন্তরাচ্চ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইতি। নৈবং যুক্তম্, একত্বাদ্ব্রহ্মণঃ। মৃদাত্মনস্তু অনেকত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ যুক্তো ঘটে মৃদশ্চূর্ণাত্মনা অনুপ্রবেশঃ, মৃদশ্চূর্ণস্য অপ্রবিষ্টদেশত্বাচ্চ। ন ত্বাত্মন একত্বে সতি নিরবয়বত্বাদপ্রবিষ্টদেশাভাবাচ্চ প্রবেশ উপপদ্যতে। কথং তর্হি প্রবেশঃ স্যাৎ? যুক্তশ্চ প্রবেশঃ, শ্রুতত্বাৎ—"তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি। ১০

সাবয়বমেবাস্তু তর্হি; সাবয়বত্বাৎ মুখে হস্তপ্রবেশবৎ নামরূপকার্য্যে জীবাত্ম-নানুপ্রবেশো যুক্ত এবেতি চেৎ, ন; অশূন্যদেশত্বাৎ। নহি কার্য্যাত্মনা পরিণতস্য নামরূপকার্য্যদেশব্যতিরেকেণাত্মশূন্যঃ প্রদেশোঽস্তি, যৎ প্রবিশেজ্জীবাত্মনা। কারণমেব চেৎ প্রবিশেৎ, জীবাত্মত্বং জহ্যাৎ; যথা ঘটো মৃৎপ্রবেশে ঘটত্বং জহাতি। "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি চ শ্রুতের্ন কারণানুপ্রবেশো যুক্তঃ। কার্য্যান্তরমেব স্যাদিতি চেৎ—তদেবানুপ্রাবিশদিতি জীবাত্মরূপং কার্য্যং নামরূপ-পরিণতং কার্য্যান্তরমেবাপদ্যত ইতি চেৎ; ন; বিরোধাৎ। নহি ঘটো ঘটান্তর-মাপদ্যতে, ব্যতিরেকশ্রুতিবিরোধাচ্চ। জীবস্য নামরূপকার্য্যব্যতিরেকানুবাদিন্যঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতয়ো বিরুধ্যেরন্; তদাপত্তৌ মোক্ষাসম্ভবাচ্চ। নহি যতো মুচ্যমানঃ, তদেবাপদ্যতে; নহি শৃঙ্খলাপত্তির্ব্বদ্ধস্য তস্করাদেঃ। ১০

বাহ্যান্তর্ভেদেন পরিণতমিতি চেৎ—তদেব কারণং ব্রহ্ম শরীরাদ্যাধারত্বেন তদন্তর্জীবাত্মনা আধেয়ত্বেন চ পরিণতম্—ইতি চেৎ; বহিষ্ঠস্য প্রবেশোপপত্তেঃ। নহি যো যস্যান্তঃস্থঃ, স এব তৎপ্রবিষ্ট উচ্যতে। বহিষ্ঠস্যানুপ্রবেশঃ স্যাৎ, প্রবেশশব্দার্থস্যৈবং দৃষ্টত্বাৎ—যথা গৃহং কৃত্বা প্রাবিশদিতি। জলসূর্য্যকাদি-প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশঃ স্যাদিতি চেৎ; ন, অপরিচ্ছিন্নত্বাদমূর্ত্তত্বাচ্চ। পরিচ্ছিন্নস্য মূর্ত্তস্যান্যস্যান্যত্র প্রসাদস্বভাবকে জলাদৌ সূর্য্যকাদিপ্রতিবিম্বোদয়ঃ স্যাৎ, ন ত্বাত্মনঃ; অমূর্ত্তত্বাৎ, আকাশাদিকারণস্যাত্মনো ব্যাপকত্বাৎ তদ্বিপ্রকৃষ্টদেশ-প্রতি-বিম্বাধার-বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশো ন যুক্তঃ। ১১

এবং তর্হি নৈবাস্তি প্রবেশঃ; ন চ গত্যন্তরমুপলভামহে, "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিশ্চ নোঽতীন্দ্রিয়বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তৌ নিমিত্তম্। নচাস্মাদ্বাক্যাদ্ যত্নবতামপি বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে। হন্ত তর্হি অনর্থকত্বাদপোহ্য-মেতদ্বাক্যম্ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি; অন্যার্থত্বাৎ। কিমর্থমস্থানে চর্চ্চা? প্রকৃতো হ্যন্যো বিবক্ষিতোঽস্য বাক্যস্যার্থোঽস্তি; স স্মর্ত্তব্যঃ—"ব্রহ্মবিদা-প্নোতি পরম্।" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" ইতি। তদ্বিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্; প্রকৃতং চ তৎ। ব্রহ্মস্বরূপানুগমায় চ আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং প্রদর্শিতম্; ব্রহ্মাবগমশ্চারব্ধঃ। তত্র অন্নময়াদাত্মনোঽন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ, তদন্তর্ম্মনোময়ো বিজ্ঞানময় ইতি বিজ্ঞানগুহায়াং প্রবেশিতঃ; তত্র চানন্দময়ো বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিতঃ। অতঃ পরমানন্দময়লিঙ্গাধিগমদ্বারেণ-আনন্দবিবৃদ্ধ্যবসান আত্মা। ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা সর্ব্ববিকল্পাস্পদো নির্ব্বিকল্পোঽ-স্যামেব গুহায়ামধিগন্তব্য ইতি তৎপ্রবেশঃ প্রকল্প্যতে। ১২

নহি অন্যত্রোপলভ্যতে ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষত্বাৎ; বিশেষসম্বন্ধো হি উপলব্ধিহেতু-র্দৃষ্টঃ—যথা রাহোশ্চন্দ্রার্কবিশেষসম্বন্ধঃ। এবম্ অন্তঃকরণ-গুহাত্মসম্বন্ধো ব্রহ্মণ উপলব্ধিহেতুঃ, সন্নিকর্ষাৎ, অবভাসাত্মকত্বাচ্চ অন্তঃকরণস্য। যথা চ আলোক-বিশিষ্ট-ঘটাদ্যুপলব্ধিঃ,এবং বুদ্ধিপ্রত্যয়ালোকবিশিষ্টাত্মোপলব্ধিঃ স্যাৎ; তস্মাদুপলব্ধি-হেতৌ গুহায়াং নিহিতমিতি প্রকৃতমেব। তদ্বৃত্তিস্থানীয়ে ত্বিহ পুনঃ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইত্যুচ্যতে। তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যং সৃষ্ট্বা তদনুপ্রবিষ্টমিবান্তর্গুহায়াং বুদ্ধৌ দ্রষ্টৃ শ্রোতৃ মন্তৃ বিজ্ঞাতৃ ইত্যেবং বিশেষবদুপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লভ্যতে। স এব তস্য প্রবেশঃ, তস্মাদস্তি তৎকারণং ব্রহ্ম। অস্তিত্বাদস্তীত্যেবোপলব্ধব্যং তৎ। ১৩

তৎ কার্য্যমনুপ্রবিশ্য ; কিম্? সচ্চ মূর্ত্তং, ত্যচ্চ অমূর্ত্তম্ অভবৎ। মূর্ত্তামূর্ত্তে হি অব্যাকৃতে নামরূপে আত্মস্থে অন্তর্গতেনাত্মনা ব্যাক্রিয়েতে মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্যে। তে আত্মনা ত্বপ্রবিভক্তদেশকালে ইতি কৃত্বা আত্মা তে অভবদিত্যুচ্যতে। কিঞ্চ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, নিরুক্তং নাম নিষ্কৃষ্য সমানাসমানজাতীয়েভ্যঃ দেশকালবিশিষ্টতয়া ইদং তদিত্যুক্তম্; অনিরুক্তং তদ্বিপরীতম্; নিরুক্তানিরুক্তে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরেব বিশেষণে। যথা সচ্চ ত্যচ্চ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে। তথা নিলয়নং চানিলয়নং চ। নিলয়নং নীড়ম্ আশ্রয়ো মূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ; অনিলয়নং তদ্বিপরীতম্ অমূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ। ত্যদনিরুক্তানিলয়নানি অমূর্ত্তধর্ম্মত্বেঽপি ব্যাকৃতবিষয়াণ্যেব, সর্গোত্তরকালভাবশ্রবণাৎ। ত্যদিতি প্রাণাদ্যনিরুক্তং তদেবানিলয়নঞ্চ। অতো বিশেষণানি অমূর্ত্তস্য ব্যাকৃতবিষয়াণ্যেবৈতানি। বিজ্ঞানং চেতনম্; অবিজ্ঞানং তদ্রহিতমচেতনং পাষাণাদি। ১৪

সত্যঞ্চ ব্যবহারবিষয়ম্, অধিকারাৎ; ন পরমার্থসত্যম্; একমেব হি পরমার্থসত্যং ব্রহ্ম। ইহ পুনর্ব্ব্যবহারবিষয়মাপেক্ষিকং সত্যম্, মৃগতৃষ্ণিকাদ্যনৃতাপেক্ষয়া উদকাদি সত্যমুচ্যতে। অনৃতং চ তদ্বিপরীতম্। কিং পুনঃ? এতৎ সর্ব্বমভবৎ, সত্যং পরমার্থসত্যম্; কিং পুনস্তৎ? ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতত্বাৎ। ১৫

যস্মাৎ সৎ-ত্যদাদিকং মূর্ত্তামূর্ত্তধর্ম্মজাতং যৎ কিঞ্চেদং সর্ব্বমবিশিষ্টং বিকারজাতম্ একমেব সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম অভবৎ, তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ নামরূপ-বিকারস্য, তস্মাৎ তদ্ব্রহ্ম সত্যমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ। ১৬

অস্তি নাস্তীত্যনুপ্রশ্নঃ প্রকৃতঃ; তস্য প্রতিবচনবিষয়ে এতদুক্তম্ "আত্মাকাময়ত বহু স্যাম্" ইতি। স যথাকামঞ্চ আকাশাদি কার্য্যং সৎত্যদাদিলক্ষণং সৃষ্ট্বা তদনুপ্রবিশ্য, পশ্যন্ শৃণ্বন্মন্বানো বিজানন্ বহ্বভবৎ; তস্মাত্তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যস্থং পরমে ব্যোমন্ হৃদয়গুহায়াং নিহিতং তৎপ্রত্যয়াবভাসবিশেষেণোপলভ্যমানমস্তীত্যেবং বিজানীয়াদিত্যুক্তং ভবতি। তৎ এতস্মিন্নর্থে ব্রাহ্মণোক্তে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি, যথা পূর্ব্বেষ্বন্নময়াদ্যাত্মপ্রকাশকাঃ পঞ্চস্বপি, এবং সর্ব্বান্তরতমাত্মাস্তিত্বপ্রকাশকোঽপি মন্ত্রঃ কার্য্যদ্বারেণ ভবতি ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [সেই লোক] অসৎই—অসতেরই তুল্য; অসৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যা পদার্থ যেমন কোন প্রকার প্রয়োজন-সাধক হয় না, তেমনি সেই লোকও পুরুষের প্রয়োজন-সাধনে সক্ষম হয় না। সেই লোকটী কে? না, যে কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসৎ—অবিদ্যমান (অস্তিত্বশূন্য) বলিয়া জানে। আর—যাহা সর্ব্ববিধ বিকার বা সর্ব্ববিধ ভেদের আশ্রয়ভূত ও সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির বীজ-স্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রকার বিশেষণবর্জ্জিত, সেই ব্রহ্মকেও যদি 'অস্তি' (সৎ) বলিয়া জানে—' ভাল, আত্মার অনস্তিত্বে আশঙ্কার কারণ কি? আমরা বলি, ব্রহ্মের ব্যবহারাতীতত্বই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকসকল ব্যবহারযোগ্য বাক্যারব্ধ বিকার বস্তুকেই 'অস্তি' বা সৎ বলিয়া জানে; তাদৃশ সংস্কারবদ্ধ লোকসমূহ সর্ব্বব্যবহারাতীত ব্রহ্ম বিষয়ে নাস্তিত্ব বুদ্ধিই পোষণ করিয়া থাকে; যেমন ঘটাদি বস্তুসমূহ যতক্ষণ ব্যবহারযোগ্য থাকে, ততক্ষণই 'সৎ' রূপে (বিদ্যমানরূপে) ব্যবহৃত হয়, তদ্বিপরীত অবস্থায় (ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায়) অসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, এই প্রকার—সেই সাম্যানুসারে ব্যবহারাতীত ব্রহ্ম সম্বন্ধেও নাস্তিত্বের (অসত্ত্বের) আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত 'অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' বলা হইতেছে। ১

ভাল ব্রহ্মের অস্তিত্ববিৎ পুরুষের কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন এই পুরুষকে সৎ ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান অর্থাৎ পরমার্থ সত্য আত্ম-ভাবাপন্ন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ মনে করেন। সেই ব্রহ্মাস্তিত্ব-বিজ্ঞানের ফলে সে লোক নিজেও ব্রহ্মের ন্যায় অপর লোকের বিজ্ঞেয় হয়। অথবা, যে লোক ব্রহ্ম নাই বলিয়া মনে করে, সে লোক বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাপূর্ণ সমস্ত সৎপথেরই নাস্তিত্ব সাধন করে; কারণ, ব্রহ্মানুভূতি লাভ করাই বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাত্মক সৎপথের মুখ্য প্রয়োজন। অতএব জগতে সেরূপ নাস্তিক লোক অসৎ অর্থাৎ অসাধু বলিয়া কথিত হয়; এবং তাহার বিপরীত যে লোক 'ব্রহ্ম অস্তি' (সৎ) এইরূপ জানে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক শ্রদ্ধা-সহকারে ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাময় সৎ-পথই আশ্রয় করে। সেইহেতু এই প্রকার লোককে সাধুগণ 'সৎ' বলিয়া জানেন। অতএব সমস্তটা বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্রহ্মকে 'অস্তি' বলিয়াই জানিতে হইবে। ২

ইহাই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের শারীর—শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা। ইহা কে? না, যাহা এই আনন্দময়। এই আনন্দময়ের নাস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিশেষণবর্জ্জিত বিধায় তাঁহার সম্বন্ধেও নাস্তিত্ব শঙ্কা যুক্তিযুক্তই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বটে। যেহেতু এইরূপ অবস্থা, সেই হেতু, অনন্তর আচার্য্য-বচন লক্ষ্য করিয়া শ্রোতা বা শিষ্যের এই সমুদয় প্রশ্ন হইয়া থাকে। আকাশাদি সর্ব্ববস্তুর কারণবিধায় বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই ব্রহ্ম সমান; সুতরাং অবিদ্বানের পক্ষেও ব্রহ্ম-প্রাপ্তি [প্রথম প্রশ্নে] আশঙ্কিত হইতেছে, কোন অবিদ্বান্ পুরুষও কি মৃত্যুর পর এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়? 'কিংবা প্রাপ্ত হয় না?' এইটী দ্বিতীয় প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে; কেন না, 'অনুপ্রশ্নাঃ' পদে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে; [প্রশ্নের বহুত্ব রক্ষার নিমিত্তই দুইটী কথায় চারিটি প্রশ্ন বুঝিতে হইবে, নচেৎ বহুবচনের সার্থকতা থাকে না।] বিদ্বানের সম্বন্ধে অপর দুইটী প্রশ্ন। [প্রশ্নের কারণ এই যে,] ব্রহ্ম সাধারণতঃ সর্ব্বকারণ হইয়াও যখন অবিদ্বান্ লোকের অলভ্য, তখন বিদ্বানের পক্ষেও অলভ্য হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় বিদ্বানের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, 'আহো বিদ্বান্' ইতি। পূর্ব্বোক্ত 'উত' শব্দের 'ত' ও পরবর্ত্তী 'উ' এই দুইটি অক্ষরের যোগে 'উত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া এবং তাহা এখানকার 'আহো' পদের অগ্রে স্থাপন করিয়া 'উতাহো বিদ্বান্' এইরূপ প্রশ্নবাক্য রচনা করিতে হইবে। ৩

কোনও বিদ্বান্—ব্রহ্মবিদ্ পুরুষও এখান হইতে প্রয়াণ করিয়া (মরিয়া) ঐ লোককে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হয় কি? অর্থাৎ বিদ্বান্ লোক কি ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়? অথবা অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বান্‌ও আত্মলোক প্রাপ্ত হয় না? ইহা অপর একটী (চতুর্থ) প্রশ্ন। অথবা বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের সম্বন্ধে কেবল দুইটী মাত্রই প্রশ্ন। উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের ফলেই আরও দুইটী প্রশ্ন আসিয়া পড়ে; তদনুসারেও প্রশ্নবাক্যে বহুবচন উপপন্ন হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, 'অসৎ ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে যদি অসৎ বলিয়া জানে' ও 'অস্তি ব্রহ্ম ইতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম আছেন—সৎ, এইরূপ যদি জানে' এই প্রশ্নদ্বয় শ্রবণেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়েও সংশয় উপস্থিত হয়; সুতরাং এই একই বাক্যার্থ হইতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন। তাহার পর, ব্রহ্ম যখন পক্ষপাতশূন্য, তখন অবিদ্বান্ লোকও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, বা হয় না, এই হইল দ্বিতীয় প্রশ্ন। আর ব্রহ্ম যখন সকলের নিকটই সমান, তখন বোধ হয় অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বান্‌ও ব্রহ্মকে লাভ করে না, এইরূপ আশঙ্কানুসারে তৃতীয়, আর একটী প্রশ্ন হইল বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মকে ভোগ করে কিনা? ইতি। ৪

উপরে যে, তিনটী প্রশ্ন প্রদর্শিত হইল, তাহারই উত্তর-প্রদানার্থ পরবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। এখন প্রথমতঃ অস্তিত্বের কথাই বলা হইতেছে। এই যে, আপত্তি করা হইয়াছিল—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যে ব্রহ্মকে যে, 'সত্য' বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে উপপন্ন হয়, সে কথা বলিতে হইবে ইত্যাদি। তাহার এইরূপ উত্তর বলা যাইতেছে,—তাহার 'সত্ত্ব'-(অস্তিত্ব) কথন দ্বারাই সত্যত্বও কথিত হইয়াছে। কেন-না, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'সৎ' বস্তুই প্রকৃত সত্য; সুতরাং ব্রহ্মের 'সত্ত্ব' নির্দ্ধারণেরই সত্যতাও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ভাল, উক্ত গ্রন্থাংশের ওরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায় কিসে? [উত্তর,] ঐরূপ অর্থানুগত শব্দ হইতেই উহা [বুঝা যায়]। দেখ, পরবর্ত্তী বাক্যগুলি ঐরূপ অর্থ-বোধনেই তৎপর—'তাহাকেই সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন' 'এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন' ইত্যাদি। ৫

এখানে প্রথমতঃ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। কারণ? [কারণ এই যে] যাহা 'অস্তি' [সৎ], তাহাত নিশ্চয়ই বিশেষভাবে জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে; যেমন ঘট প্রভৃতি বস্তু। আর যাহা নাই—অসৎ, তাহা উপলব্ধিগোচর হয় না; যেমন শশকের শৃঙ্গ প্রভৃতি। ব্রহ্মও উপলব্ধি-গোচর হন না; উপলব্ধিগোচর হন না বলিয়াই ব্রহ্মও নাই—অসৎ। না, তাহা নহে; যেহেতু ব্রহ্মই আকাশাদি সর্ব্বভূতের কারণ। [অসৎ কখনই কারণ হইতে পারে না; অতএব] ব্রহ্ম অসৎ নহে। কারণ? আকাশ প্রভৃতি সমস্ত জন্য পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, জগতে তাহা সৎ 'অস্তি' রূপেই (সৎরূপেই) দৃষ্ট হয়; যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা, এবং অঙ্কুরের কারণ বীজ; অতএব আকাশাদির কারণত্বনিবন্ধনই ব্রহ্ম 'অস্তি' বা সৎ-পদবাচ্য। জগতে অসৎ (অবিদ্যমান) হইতে উৎপন্ন কোন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি নাম-রূপময় এই জগৎ অসৎ কারণ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাও অসৎ—অবস্তু হইত; সুতরাং উপলব্ধির বিষয় হইত না; অথচ জগৎ সকলের নিকটই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে; অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সৎ। বিশেষতঃ কার্য্য জগৎ যদি অসৎ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে প্রতীতিকালে উহা অসৎ-সম্বদ্ধ রূপেই প্রতীত হইত, অথচ সেরূপে ত কখনও প্রতীত হয় না; অতএব ব্রহ্ম সৎ। বিশেষতঃ 'অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে?' ইত্যাদি অপর শ্রুতি ত যুক্তি দ্বারাই অসৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে সদুৎপত্তির অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম যে, নিশ্চয়ই সৎ, একথা যুক্তিযুক্ত। ৬

ভাল কথা, সেই ব্রহ্ম যদি মৃত্তিকা ও বীজের ন্যায় জগতের কারণ হন, তাহা হইলে তিনি ত অচেতন হইয়া পড়েন? না, তিনি অচেতন নহেন; যেহেতু তিনি কাময়িতা (কামনা করেন)। জগতে কোন অচেতনেই কামনা করিবার ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না। অথচ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ (চেতন), সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং তাঁহার পক্ষেই কামনা করা উপপন্ন হয়। যদি বল, তিনিও যখন কামনা করেন, তখন আমাদের ন্যায় তিনিও অনাপ্তকাম, অর্থাৎ পূর্ণকাম নহেন; না, সে আপত্তি হইতে পারে না; কেন-না, তিনি স্বতন্ত্র। অভিপ্রায় এই যে, কামাদি দোষরাশি অপর সকলকে যেরূপ বশীভূত করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, ব্রহ্মের কামনারাশি সেরূপ প্রবর্ত্তক হয় না। তবে কিরূপ হয়? না, সত্য ও জ্ঞানময় কামনা তাঁহার আত্মভূত; সুতরাং বিশুদ্ধ (নিত্য নির্দ্দোষ); সেই সমুদয়ের দ্বারা ব্রহ্ম কখনও পরিচালিত হন না; পরন্তু প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে স্বয়ং ব্রহ্মই সে সমুদয়ের প্রবর্ত্তনা করিয়া থাকেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ব কাম্য বিষয়েই ব্রহ্মের স্বাধীনতা; কাজেই ব্রহ্মকে অনাপ্তকাম বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ তাঁহার কার্য্যে অপর সাধনের অপেক্ষা না থাকাও ইহার অপর হেতু; অর্থাৎ অপর সকলের কামনাসমূহ যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশেষ এবং পুণ্য-পাপানুসারে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সাধনান্তর-সাপেক্ষ হইয়া থাকে, ব্রহ্মের কামনা কিন্তু সেরূপ নহে। তবে কিপ্রকার? না, ব্রহ্ম হইতে অনন্য (অনতিরিক্ত); 'সঃ অকাময়ত' বাক্য এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। ৭

['সঃ অকাময়ত' বাক্যের] 'সঃ' অর্থে আত্মা, যাহা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি কামনা করিলেন—। কি প্রকার? না, আমি বহু—অনেকপ্রকার হইব। ভাল, কোন একটী বস্তু অপর-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ না করিলে বহু হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন জাত হইব—উৎপন্ন হইব। এখানে আত্মার বহু হওয়া অর্থ যে, পুত্রাদি উৎপত্তির ন্যায় অন্য বস্তু হইয়া যাওয়া, তাহা নহে; তবে কি? না, আপনার ভিতরে যে সমস্ত নাম ও রূপ অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমুদয় নাম ও রূপসমূহ অভিব্যক্ত করা, অর্থাৎ আত্মাতে সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত নাম রূপাত্মক জগৎকে অভিব্যক্ত করাই তাঁহার ভবন বা উৎপত্তি। তিনি যে সময় আত্মস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনভিব্যক্ত নাম ও রূপরাশিকে অভিব্যক্ত করেন, সে সময়ও ব্রহ্মের স্বীয় রূপ পরিত্যক্ত হয় না, এবং ঐ নাম ও রূপ সকল অবস্থায় এবং সকল স্থানে ও সকল সময়েই ব্রহ্মের সহিত অবিযুক্ত থাকিয়াই পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই যে, নাম ও রূপরাশির অভিব্যক্তি-সাধন, ইহাই ব্রহ্মের বহুভবন, অন্য প্রকার নহে। তাহা না হইলে, আকাশের ন্যায় নিরাকার ব্রহ্মের কখনই বহুত্ব বা অনন্তত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। নিরাকার আকাশের যে, অনন্তত্ব বা বহুত্ব ব্যবহার হয়, তাহা নিশ্চয়ই অপর বস্তুদ্বারা সম্পাদিত হয়; উহা ঔপাধিক (স্বাভাবিক নহে)। অতএব নিরাকার আত্মাও কথিত প্রকারেই বহু হইয়া থাকেন, [স্বরূপতঃ নহে]। কেন-না, আত্মার অতিরিক্ত অনাত্মভূত এমন কোনও ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান সূক্ষ্ম বস্তু নাই, যাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন কালে সন্নিহিত বা দূরবর্ত্তী ভাবে অবস্থান করে। অতএব জাগতিক নাম ও রূপ (আকৃতি) সকল অবস্থাতেই একমাত্র ব্রহ্মদ্বারাই আত্মলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নামরূপাত্মক নহে (১)। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে নাম ও রূপ আত্মলাভই করিতে পারে না; এইজন্য তদুভয়কে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়া থাকে। উক্ত নাম ও রূপাত্মক উপাধি দ্বারাই ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারভাগী হইয়া থাকেন। ৮

সেই আত্মা এইরূপ কামনাসম্পন্ন হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। 'তপঃ' শব্দে জ্ঞান অর্থ বুঝাইতেছে, কেন-না, অন্য শ্রুতিতে আছে—'জ্ঞানই যাঁহার তপঃ'। বিশেষতঃ তিনি নিজে আপ্তকাম (পূর্ণকাম); সুতরাং তাঁহার পক্ষে অন্যপ্রকার তপস্যা করা সম্ভবও হয় না। 'তিনি তপঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন' অর্থ—পরমাত্মা জগৎ-রচনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

---

(১) তাৎপর্য্য—সমুদ্র ও তরঙ্গ ইহার দৃষ্টান্ত। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ফেন ও তরঙ্গ কখনই সমুদ্রের অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু নহে, পরন্তু ঐ সমুদয় বিষয় সমুদ্রেরই অবস্থাবিশেষ মাত্র। অথচ ঐ সমুদয় ফেন তরঙ্গ হইতে সমুদ্র স্বতই ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু। কেন-না, ফেন-তরঙ্গাদি অবস্থাসমুদয় যেরূপ সমুদ্রের সত্তার উপর নির্ভর করে, সমুদ্র সেরূপ কখনই ফেন-তরঙ্গাদির সত্তার উপর আত্মনির্ভর করে না। ঠিক এইপ্রকার ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন নামরূপাত্মক জগৎও ব্রহ্মসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মসত্তারই সম্পূর্ণ অধীন, এই কারণে নাম ও রূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ বস্তু নহে; কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নাম ও রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আত্মলাভ করে না; এইজন্য তিনি নামরূপের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি এইরূপ আলোচনার পর, প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বাবস্থায় দেশ, কাল, নাম ও রূপাদিবিশিষ্টরূপে অনুভূয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন; অবিশেষে সমস্ত বস্তুই সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া কি করিলেন? হ্যাঁ, বলা হইতেছে,—নিজের সৃষ্ট সেই জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। ৯

অতঃপর, তিনি যে কিরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। যিনি সৃষ্টি করিলেন, তিনি কি নিজ রূপেই প্রবেশ করিলেন? অথবা অন্যরূপে? ইহার মধ্যে কোন্ পক্ষটী যুক্তিসঙ্গত? [উত্তর—] এখানে আনন্তর্য্য-বোধক (এক-কর্তৃকতা-বোধক) 'ক্ত্বা' প্রত্যয় (সৃষ্ট্বা) নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি নিজের স্বরূপ রক্ষা করিয়াই প্রবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ অর্থ না করিলে 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের অর্থ সঙ্গত হয় না।

ভাল, একথাও ত যুক্তিসঙ্গত হয় না; কেন-না, ব্রহ্ম যদি ঘটোপাদান মৃত্তিকার ন্যায় জগতের উপাদান কারণ হইতেন, তাহা হইলে, কার্য্য বস্তুমাত্রই যখন কারণাত্মক (উপাদান—কারণস্বরূপ), তখন ত কারণস্বরূপ ব্রহ্মই ফলতঃ কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব উৎপত্তিকালে অপ্রবিষ্ট কারণেরই যে, আবার উৎপত্তির পরে কার্য্যে প্রবেশ, তাহাও উপপন্ন হয় না। কেন-না, মৃত্তিকার ঘটাকারে পরিণাম ব্যতীত ঘটমধ্যে প্রবেশ কোথাও হয় না। যদি বল, মৃত্তিকা যেরূপ চূর্ণরূপে ঘটাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ স্রষ্টাও এই আত্মারূপেই নামরূপময় দৃশ্যমান কার্য্যপ্রপঞ্চে (বিশ্বের মধ্যে) প্রবেশ করিয়াছেন। একথার সমর্থক অন্য শ্রুতিও আছে—যথা—'এই জীবাত্মারূপে [পঞ্চভূতের মধ্যে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া' ইত্যাদি।

না, একথাও যুক্তিসঙ্গত হয় না; যেহেতু ব্রহ্ম (অখণ্ড বস্তু); মৃত্তিকা কিন্তু এক নহে—অনেকাত্মক এবং সাবয়ব; সুতরাং তাহার পক্ষে চূর্ণাদিরূপে ঘটমধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয়; বিশেষতঃ মৃত্তিকাচূর্ণের অপ্রবিষ্ট স্থানও আছে, যেখানে সে প্রবেশ করিবে, কিন্তু আত্মার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না; কারণ, আত্মা এক, নিরবয়ব এবং তাঁহার অপ্রবিষ্ট স্থানেরও অভাব। অতএব তাঁহার প্রবেশ কখনও উপপন্ন হয় না। ভাল, তাহা হইলে কিপ্রকারে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে? প্রবেশ হওয়াও আবশ্যক; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম বরং সাবয়বই হউক। সাবয়ব হইলে মুখে হস্ত-প্রবেশের ন্যায় ব্রহ্মেরও জীবরূপে নাম-রূপাত্মক কার্য্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তই হইতে পারে। না, যুক্তি-সঙ্গত হয় না ; কারণ, ব্রহ্মশূন্য কোন স্থানই নাই। কেন-না, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মের নাম-রূপের অতিরিক্ত আত্ম-শূন্য এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে তাহার জীবাত্মারূপে প্রবেশ করা সম্ভব হইতে পারে। কার্য্য জীব যদি কারণেই প্রবেশ করে, তাহা হইলে ত জীব নিশ্চয়ই জীবভাব ত্যাগ করিবে। যেমন ঘট যখন মৃত্তিকায় প্রবেশ করে, তখন সে নিজের ঘটত্বই পরিত্যাগ করে। অথচ 'তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন,' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে কারণের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তও হয় না। এই ভয়ে যদি প্রবেশকারীকেও একটী স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার কর, অর্থাৎ জীবাত্মাও যদি জগতের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র কার্য্য (উৎপন্ন) পদার্থ হয়, এবং সেই জীবরূপ কার্য্য পদার্থই নাম-রূপাকারে পরিণত জগৎরূপ অপর কার্য্য-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহাই যদি উক্ত 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' শ্রুতির অর্থ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহাও পার না ; কারণ, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন-না, একটি ঘট কখনও অপর ঘটের মধ্যে প্রবেশ করে না। অভিপ্রায় এই যে, দুইটী ঘটই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কার্য্যস্বরূপ ; উহাদের মধ্যে একটীর যেমন অপরটীতে প্রবেশ করা অসম্ভব, কার্য্যরূপে স্বীকৃত জীবের পক্ষেও তেমনই জগৎ-কার্য্যে প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ এ পক্ষে ব্যতিরিক্ততা-বোধক শ্রুতি-বিরোধও উপস্থিত হয়। যে সমস্ত শ্রুতিতে নাম-রূপাত্মক জগৎ হইতে জীবের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সমুদয় শ্রুতি বিরুদ্ধ হইতে পারে. এবং জীবের জগৎ-প্রবেশ স্বীকার করিলে মুক্তি-লাভেরও সম্ভব থাকে না। কারণ. যাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তৎপ্রাপ্তি কখনও যুক্তিসঙ্গত মুক্তি হয় না। বন্ধনগ্রস্ত তস্করাদির পক্ষে শৃঙ্খলপ্রাপ্তি কখনই মুক্তি হইতে পারে না। ১০

যদি বল, একই ব্রহ্ম বাহ্য ও আভ্যন্তরভাবে পরিণত হইয়াছেন, অর্থাৎ সেই কারণস্বরূপ ব্রহ্মই শরীরপ্রভৃতি আধার বা আশ্রয়রূপে এবং তদন্তর্ব্বর্ত্তী আধেয় (আশ্রিত) জীবাত্মারূপেও পরিণত হইয়াছেন। না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, বাহ্য অনাত্ম-পদার্থের পক্ষেই সেরূপ প্রবেশ সঙ্গত হইতে পারে। কেন-না, যে যাহার অভ্যন্তরেই আছে, তাহাকেই আবার 'তন্মধ্যে প্রবেশ করিল' বলা যাইতে পারে না। বাহিরে স্থিত বস্তুরই প্রবেশ হইতে পারে ; কারণ, ব্যবহার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্রে প্রবেশশব্দের ঐরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়; যেমন 'গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল' ইত্যাদি। যদি বল, জলে যেমন সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব-পাত হয়, তেমনি প্রবেশ ত হইতে পারে। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন (সর্ব্বব্যাপী) ও অমূর্ত্ত (নিরবয়ব)। পরিচ্ছিন্ন ও মূর্ত্তস্বরূপ ভিন্ন পদার্থেরই তদ্ভিন্ন স্বচ্ছ-স্বভাব জলাদি পদার্থ মধ্যে সূর্য্যকাদিরূপ প্রতিবিম্বোদয় সম্ভবপর হয়, কিন্তু আত্মার সেরূপ প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না; কারণ, আত্মা অমূর্ত্তপদার্থ, এবং আকাশাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া সর্ব্বব্যাপীও বটে। বিশেষতঃ তাঁহা হইতে ব্যবহিত প্রদেশ ও প্রতিবিম্বাধার অপর বস্তু না থাকায় প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রবেশ করা যুক্তিসম্মতও নহে। ১১

ভাল কথা, তাহা হইলে প্রবেশই নাই; এরূপ স্বীকার করা ব্যতীত "তদেবানুপ্রাবিশৎ" শ্রুতির অন্য কোন পথ ত দেখা যায় না। শ্রুতিই আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায়; অথচ উক্ত প্রবেশবোধক বাক্য হইতে চেষ্টা করিয়াও কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। ভাল, এই শ্রুতি যখন কোন সঙ্গতার্থ ই বুঝাইতেছে না, তখন অনর্থকত্ববিধায় 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' এই শ্রুতি পরিত্যাগ করাই ভাল। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না; যেহেতু ঐ বাক্যের অর্থই অন্যপ্রকার। অস্থানে এরূপ চর্চ্চার আবশ্যক কি? উক্ত বাক্যের বিবক্ষিত (তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত) অন্যপ্রকার অর্থ আছে; সেই অর্থ ই এখানে স্মরণ করিতে হইবে—'ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন,' 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ', 'গুহানিহিত ব্রহ্মকে যিনি জানেন' ইত্যাদি। ইহা ব্রহ্মেরই প্রকরণ, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানই শ্রুতির অভিপ্রেত। সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপাবগতির উদ্দেশ্যে এখানে আকাশ হইতে অন্নময় পর্য্যন্ত কার্য্যপ্রপঞ্চ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মানুভূতির কথাও আরব্ধ হইয়াছে। এস্থলে 'অন্নময় আত্মারও অন্তরস্থ অন্য আত্মা প্রাণময়, তাহারও অন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানময়' ইত্যাদিরূপে আত্মাকে বিজ্ঞান-গুহাতে প্রবেশ করান হইয়াছে। সেই স্থানে 'আনন্দময়' শব্দে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাধারণতঃ যে সমস্ত কারণে আনন্দের উৎকর্ষ অনুমিত হয়, সেই সমস্ত কারণ দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই পরিবর্দ্ধমান আনন্দের অবসানস্থান হইতেছে আত্মা। 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' এই শ্রুতি-কথিত সর্ব্বপ্রকার বিকল্পের আশ্রয়ভূমি আত্মাকে নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বিশেষরূপে এই গুহামধ্যেই উপলব্ধি করিতে হইবে, এই গূঢ় উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের জন্যই আত্মার গুহামধ্যে সন্নিবেশ কল্পনা করা হইয়াছে। ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয়শংকর সরকার

হৃদয়-গুহার অন্যত্র ব্রহ্মের উপলব্ধি বা অনুভব হয় না বা হইতে পারে না; কেন-না, ব্রহ্ম স্বরূপতই নির্ব্বিশেষ (সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ-বর্জ্জিত), সবিশেষ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইলেই নির্ব্বিশেষ পদার্থেরও উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়: যেমন, চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত সংবন্ধবশতঃ অদৃশ্য রাহুর দর্শন হয়; অতএব বিশেষণ-সংবন্ধই নির্ব্বিশেষ পদার্থের অনুভূতির কারণ। এই প্রকার অন্তঃকরণরূপ গুহার সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহাই ব্রহ্মোপলব্ধির নিদান; কারণ, ব্রহ্ম তখন অন্তঃকরণের সন্নিহিত থাকিয়া প্রকাশ সম্পাদন করেন। যেমন আলোক-সংযুক্ত ঘটাদি দৃশ্য পদার্থের উপলব্ধি হয়, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিরূপ আলোক সংযোগে আত্মারও উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মোপলব্ধির হেতুভূত বুদ্ধিগুহায় যে, ব্রহ্ম নিহিত আছেন, ইহাই এখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত (অপ্রকৃত বা প্রাসঙ্গিক কথা নহে)। সেই প্রস্তাবিত বিষয়েরই বৃত্তি বা ব্যাখ্যাস্থানীয় এই শ্রুতিতে পুনর্ব্বার 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' এই কথা অভিহিত হইয়াছে। আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্ম এইরূপে আকাশাদি কার্য্য সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিরূপ গুহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই, যেন সেখানে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা, এই প্রকার সবিশেষভাবে প্রতীতিগোচর হইয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মের প্রবেশ [কিন্তু মানুষ যেমন গৃহে প্রবেশ করে, তেমন প্রবেশ নহে]। অতএব নিশ্চয়ই কারণস্বরূপ সেই ব্রহ্ম আছেন; আছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'অস্তি' (সৎ) বলিয়াই অনুভব করিতে হইবে (অসৎরূপে নহে)। ১৩

ভাল, তিনি কার্য্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া কি [করিলেন]? তিনি সৎ—মূর্ত্তিবিশিষ্ট ও ত্যৎ—অমূর্ত্ত হইলেন। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়ই আত্মার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কেবল নাম ও রূপ অভিব্যক্ত ছিল না; এখন অন্তঃপ্রবিষ্ট আত্মা সেই মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্য দ্বিবিধ পদার্থেরই নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন মাত্র। সেই নাম-রূপাভিব্যক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থগুলি কস্মিন্‌কালে বা কোন স্থানেও আত্মার সহিত বিযুক্ত নহে; এই অভিপ্রায়েই 'আত্মা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হইলেন' বলা হইতেছে। অপিচ, তিনি নিরুক্ত ও অনিরুক্ত [হইলেন]। নিরুক্ত অর্থ—যাহাকে সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষ বিশেষ দেশকালাদিবিশিষ্টরূপে 'ইদং তৎ' (ইহা সেই বস্তু) বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাহা; আর অনিরুক্ত অর্থ—নিরুক্তের বিপরীত, (যাহাকে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই, তাহা)। এই 'নিরুক্ত' ও 'অনিরুক্ত' পদ দুইটীও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের বিশেষণ। 'সৎ' ও 'ত্যৎ' পদের অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, 'নিলয়ন' ও 'অনিলয়ন' পদের অর্থও সেইরূপই। নিলয়ন অর্থ—নীড় (পাখীর বাসা) অর্থাৎ আশ্রয়স্থান, তাহা মূর্ত্তপদার্থেরই ধর্ম্ম আর অনিলয়ন অর্থ—নিলয়নের বিপরীত (অনাশ্রয়ত্ব), তাহাও অমূর্ত্তপদার্থেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব। 'ত্যৎ', 'অনিরুক্ত' ও 'অনিলয়ন' এই তিনটি অমূর্ত্তপদার্থের ধর্ম্ম হইলেও, [বুঝিতে হইবে] ব্যাকৃতবিষয়কই অর্থাৎ নাম-রূপাভিব্যক্ত অবস্থারই ধর্ম্ম ; কেন-না, উক্ত ধর্ম্মগুলি সৃষ্টির পরবর্ত্তী ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে। 'ত্যৎ' পদের অর্থ প্রাণ প্রভৃতি ; তাহাই আবার অনিরুক্ত ও অনিলয়ন। অতএব উক্ত বিশেষণসমূহ ব্যাকৃত অমূর্ত্ত-সম্বন্ধেই অভিহিত। 'বিজ্ঞান' অর্থ—চেতন ; 'অবিজ্ঞান' অর্থ—তদ্বিপরীত অচেতন পাষাণ প্রভৃতি। ১৪

'সত্য' অর্থ—এখানে ব্যবহারিক সত্য ; কেন-না, এখানে তাহারই প্রস্তাব চলিতেছে, অতএব উহা পরমার্থ সত্য নহে ; কারণ, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য, (তদ্ভিন্ন সমস্তই ব্যবহারিক সত্য)। এখানেও সেই ব্যবহারিক সত্য ; ইহা আপেক্ষিক সত্যমাত্র ; যেমন মৃগতৃষ্ণার অসত্য জলের তুলনায় ব্যবহারিক জলকে সত্য বলা হইয়া থাকে, (ইহাও ঠিক সেই মত)। 'অনৃত' অর্থ—উক্ত-প্রকার সত্যের বিপরীত। আর কি ? না, সেই পরমার্থ সত্যই এই সমুদয় হইয়াছিলেন। সেই পরমার্থ সত্য বস্তুটী কে ? না, ব্রহ্ম ; কারণ, 'সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম' বাক্যে তিনিই প্রস্তুত বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ১৫

যেহেতু সৎপদবাচ্য একমাত্র ব্রহ্মই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তধর্ম্ম 'সৎ ত্যৎ' প্রভৃতি নিখিল বিকারাত্মক বস্তুরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, এবং যেহেতু নাম-রূপাত্মক বিকারময় বস্তুসমূহের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অস্তিত্বই নাই, সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকেই 'সত্য' (পরমার্থ সত্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১৬

'ব্রহ্ম সৎ, কি অসৎ' এই বিষয়ে প্রথমতঃ প্রশ্ন আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে, 'আত্মা কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' ইতি। তিনি নিজের কামনানুসারে 'সৎ ত্যৎ' স্বরূপ (মূর্ত্তামূর্ত্তম্) আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত দর্শনাদি ক্রিয়াযোগে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন। সেই কারণেই অর্থাৎ এই প্রকার বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যাদি দর্শনেই বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদির কারণীভূত ও কার্য্য-প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম পরম ব্যোমপদবাচ্য হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন ; এবং তদ্বিষয়ক বিশিষ্ট চিন্তার ফলে তিনি অনুভূতও হন ; অতএব তাঁহাকে 'অস্তি'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সৎ—সত্য) বলিয়াই জানিবে। এই ব্রাহ্মণভাগে যে বিষয় কথিত হইল, তদ্বিষয়ে এই একটী শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে। বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত অন্নময়াদি পঞ্চকোশের আত্মত্ব-প্রকাশক যেমন মন্ত্র আছে, তেমনি সর্ব্বান্তরতম অর্থাৎ অন্নময়াদি পঞ্চকোষাপেক্ষাও অন্তস্থ আত্মার অস্তিত্ব-প্রকাশক মন্ত্রও নিশ্চয়ই আছে ; কার্য্যদর্শনে তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। (১) ॥১॥৩৩॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽনুবাকঃ

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বা-নন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ-আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্-দৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽ-মন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

---

(১) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ তুল্যার্থক। বেদের ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যার জন্য আরব্ধ ; সুতরাং ব্রাহ্মণে যাহা আছে, মন্ত্রেও তাহা থাকা আবশ্যক। এইজন্য ব্রাহ্মণভাগে কোন বিষয় বর্ণিত থাকিলেও যদি তদনুরূপ কোন মন্ত্র পাওয়া না যায়, তবে সেই ব্রাহ্মণানুযায়ী মন্ত্রের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য যে, এই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় শাখীয় ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত ; সুতরাং এতদনুযায়ী মন্ত্র থাকার কথা বলা অনুচিত হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলার্থঃ।—ইদং (প্রত্যক্ষগোচরং জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং), অসৎ (অনভিব্যক্ত-নামরূপতয়া অবিদ্যমানকল্পম্ ব্রহ্মস্বরূপম্) আসীৎ। ততঃ (অসতঃ) বৈ (এব) সৎ (প্রবিভক্তনামরূপাত্মকং ব্যাকৃতম্) অজায়ত (উৎপন্নম্)। তৎ (ব্রহ্ম) স্বয়ং আত্মানং অকুরুত (আত্মানমেব সদ্রূপং কৃতবৎ); তস্মাৎ [হেতোঃ] তৎ (ব্রহ্ম) সুকৃতম্ (সুষ্ঠু কৃতম্) উচ্যতে [ঋষিভিঃ] ইতি। যৎ তৎ সুকৃতং, সঃ (তৎ সুকৃতং) বৈ (এব) রসঃ (তৃপ্তিহেতুঃ আনন্দরূপঃ)। অয়ং (জীবঃ) হি রসং এব লব্ধা (প্রাপ্য) আনন্দী (সুখী) ভবতি। আকাশে (গুহারূপে হৃদয়াকাশে নিহিতঃ) এষ (আত্মা) যদি আনন্দঃ (তৃপ্তিহেতুঃ) ন স্যাৎ (নৈব ভবেৎ), [তদা] কঃ হি এব অন্যাৎ (অপানবায়ুচেষ্টাং কুর্য্যাৎ), কঃ হি এব প্রাণ্যাৎ (প্রাণচেষ্টাং বা কুর্য্যাৎ), [ন কোঽপীতি ভাবঃ]। হি (যস্মাৎ) এষঃ (গুহাহিত আত্মা) এব আনন্দয়াতি (আনন্দয়তি জগজ্জীবান্ সুখয়তীত্যর্থঃ)। এষঃ (জীবঃ) এব হি যদা (যস্মিন্ কালে) অদৃশ্যে (দর্শনাতীতে) অনাত্ম্যে (অশরীরে) [অতএব] অনিরুক্তে (অনির্ব্বচনীয়ে) অনিলয়নে (নিরাধারে সর্ব্বপ্রকার-বিকার-ধর্ম্মরহিতে) এতস্মিন্ (আত্মনি) অভয়ং (সংসারভয়রহিতং যথা স্যাৎ, তথা) প্রতিষ্ঠাং (আত্মভাবেন স্থিতিং) বিন্দতে (লভতে), অথ (অনন্তরং) সঃ (আত্মপ্রতিষ্ঠো জনঃ) অভয়ং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ভবতি [তদা ভয়হেতোরজ্ঞানস্য নিবৃত্তেঃ]। [পক্ষান্তরে] এষঃ (জীবঃ) এব যদা এতস্মিন্ (আত্মনি) অরম্ (অল্পং) উৎ (অপি) অন্তরং (ছিদ্রং ভেদদর্শনং) কুরুতে, অথ (তদ্ভেদদর্শনানন্তরং) তস্য (ভেদদর্শিনঃ) অমন্বানস্য (অবিবেকিনঃ) বিদুষঃ (আত্মভেদং বিজানতঃ) তৎ (ব্রহ্ম) এব তু (পুনঃ) ভয়ং (ভয়কারণং) ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়েঽপি) এষঃ শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) ভবতি ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ—অনভিব্যক্ত-নামরূপ ব্রহ্মস্বরূপে ছিল। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে এই সৎ নাম-রূপাভিব্যক্ত জগৎ অভিব্যক্ত হইল; তিনি নিজেই নিজকে এইপ্রকার করিলেন। [যেহেতু তিনি নিজকে এইরূপ করিয়াছিলেন,] সেই হেতু তিনি 'সুকৃত' নামে অভিহিত হন। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ অর্থাৎ তৃপ্তিকর আনন্দস্বরূপ। জীব এই রস লাভ করিয়াই আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে। হৃদয়াকাশে নিহিত এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা যদি আনন্দরূপ না হইত, তাহা হইলে কোন্ লোক অপানক্রিয়া করিত? কোন্ লোকই বা প্রাণচেষ্টা করিত? অর্থাৎ তাহা হইলে কেহই প্রাণাপান-ব্যাপার করিত না। এই জীব যখন দর্শনের অবিষয় অশরীর অনিরুক্ত (অনির্ব্বাচ্য) ও অনিলয়ন বা অনাধার এই ব্রহ্মেতে নির্ভয়ে স্থিতি লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করে, তখন অভয় (সর্ব্ব ভয়ের নিবৃত্তি) প্রাপ্ত হয়; আর জীব যখন উক্তপ্রকার ব্রহ্মেতে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তখন তাহার ভয় হয়। আত্মভেদদর্শী প্রাকৃত বিদ্বানের নিকট সেই অভয় ব্রহ্মই ভয়ঙ্কর হইয়া থাকেন। উপনিষৎকথিত এই বিষয়ে এই শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সপ্তমানুবাদ-ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। অসদিতি ব্যাকৃতনামরূপবিশেষবিপরীতরূপম্ অব্যাকৃতং ব্রহ্মোচ্যতে; ন পুনরত্যন্তমেবাসৎ। ন হ্যসতঃ সজ্জন্মাস্তি। ইদমিতি নামরূপবিশেষবদ্ব্যাকৃতং জগৎ; অগ্রে পূর্ব্বং প্রাগুৎপত্তেঃ, ব্রহ্ম এবাসচ্ছব্দবাচ্যমাসীৎ। ততঃ অসতঃ বৈ সৎ প্রবিভক্তনামরূপবিশেষম্ অজায়ত উৎপন্নম্। কিং ততঃ প্রবিভক্তং কার্য্যমিতি—পিতুরিব পুত্রঃ? নেত্যাহ। তৎ অসচ্ছব্দবাচ্যং স্বয়মেব আত্মানমেব অকুরুত কৃতবৎ। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ তৎ ব্রহ্মৈব সুকৃতং স্বয়ং কর্তৃ উচ্যতে। স্বয়ং কর্তৃ ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং লোকে, সর্ব্বকারণত্বাৎ। যস্মাদ্বা স্বয়মকরোৎ সর্ব্বং সর্ব্বাত্মনা, তস্মাৎ পুণ্যরূপেণাপি তদেব ব্রহ্ম কারণং সুকৃতমুচ্যতে। সর্ব্বথাপি তু ফলসম্বন্ধাদিকারণং সুকৃত-শব্দবাচ্যং প্রসিদ্ধং লোকে। যদি পুণ্যং যদি বান্যৎ, সা প্রসিদ্ধির্নিত্যে চেতন-কারণে সত্যুপপদ্যতে। তস্মাদস্তি ব্রহ্ম সুকৃতপ্রসিদ্ধেরিতি। ১

ইতশ্চাস্তি। কুতঃ? রসত্বাৎ। কুতো রসত্বপ্রসিদ্ধির্ব্রহ্মণঃ? ইত্যত আহ—যদ্বৈ তৎ সুকৃতং, রসো বৈ সঃ। রসো নাম তৃপ্তিহেতুরানন্দকরো মধুরাম্লাদিঃ প্রসিদ্ধো লোকে। রসমেব হি খল্বয়ং লব্ধ্বা প্রাপ্য আনন্দী সুখী ভবতি। নাসত আনন্দহেতুত্বং দৃষ্টং লোকে। বাহ্যানন্দসাধনরহিতা অপি অনীহা নিরেষণা ব্রাহ্মণা বাহ্যরসলাভাদিব সানন্দা দৃশ্যন্তে বিদ্বাংসঃ; নূনং ব্রহ্মৈব রসস্তেষাম্। তস্মাদস্তি তৎ তেষামানন্দকারণং রসবদ্ ব্রহ্ম।২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতশ্চাস্তি ; কুতঃ ? প্রাণনাদিক্রিয়াদর্শনাৎ। অয়মপি হি পিণ্ডো জীবতঃ প্রাণেন প্রাণিতি অপানেনাপানিতি। এবং বায়বীয়া ঐন্দ্রিয়কাশ্চ চেষ্টাঃ সংহতৈঃ কার্য্যকরণৈর্নির্ব্বর্ত্ত্যমানা দৃশ্যন্তে। তচ্চৈকার্থবৃত্তিত্বেন সংহননং নান্তরেণ চেতনমসংহতং সম্ভবতি, অন্যত্রাদর্শনাৎ। তদাহ যদ্ যদি এষঃ আকাশে পরমে ব্যোম্নি গুহায়াং নিহিত আনন্দো ন স্যাৎ ন ভবেৎ, কো হ্যেব লোকে অন্যাদপান-চেষ্টাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কঃ প্রাণ্যাৎ প্রাণনং বা কুর্য্যাৎ ; তস্মাদস্তি তদ্ব্রহ্ম, যদর্থাঃ কার্য্যকরণপ্রাণনাদিচেষ্টাঃ, তৎকৃত এব চ আনন্দো লোকস্য। কুতঃ ? এষ হ্যেব পর আত্মা আনন্দয়াতি, আনন্দয়তি সুখয়তি লোকং ধর্ম্মানুরূপম্। স এবাত্মানন্দ-রূপোঽবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো বিভাব্যতে প্রাণিভিরিত্যর্থঃ। ৩

ভয়াভয়হেতুত্বাদ্বিদ্বদবিদুষোরস্তি তদ্ব্রহ্ম। সদ্বস্ত্বাশ্রয়ণেন হ্যভয়ং ভবতি ; নাসদ্বস্ত্বাশ্রয়ণেন ভয়নিবৃত্তিরুপপদ্যতে। কথমভয়হেতুত্বমিতি ? উচ্যতে—যদা হ্যেব যস্মাদেষ সাধক এতস্মিন্ ব্রহ্মণি—কিংবিশিষ্টে ? অদৃশ্যে দৃশ্যং নাম দ্রষ্টব্যং বিকারঃ, দর্শনার্থত্বাদ্বিকারস্য ; ন দৃশ্যম্ অদৃশ্যম্ অবিকার ইত্যর্থঃ। এতস্মিন্নদৃশ্যে অবিকারেঽবিষয়ভূতে, অনাত্ম্যে অশরীরে ; যস্মাদদৃশ্যম্, তস্মাদনাত্ম্যং, যস্মাদনাত্ম্যং তস্মাদনিরুক্তম্ ; বিশেষো হি নিরুচ্যতে ; বিশেষশ্চ বিকারঃ ; অবিকারঞ্চ ব্রহ্ম, সর্ব্ববিকারহেতুত্বাৎ ; তস্মাদনিরুক্তম্। যত এবং, তস্মাদনিলয়নং নিলয়নং নীড় আশ্রয়ঃ, ন নিলয়নম্ অনিলয়নম্ অনাধারং, তস্মিন্নেতস্মিন্নদৃশ্যে ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে সর্ব্বকার্য্যধর্ম্মবিলক্ষণে ব্রহ্মণীতি বাক্যার্থঃ। অভয়মিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। অভয়ামিতি বা লিঙ্গান্তরং পরিণম্যতে। প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমাত্ম-ভাবং বিন্দতে লভতে। ৪

অথ তদা স তস্মিন্ নানাত্বস্য ভয়হেতোরবিদ্যাকৃতস্যাদর্শনাদভয়ং গতো ভবতি। স্বরূপপ্রতিষ্ঠো হ্যসৌ যদা ভবতি, তদা নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি। অন্যস্য হ্যন্যতো ভয়ং ভবতি, নাত্মত এবাত্মনো ভয়ং যুক্তম্ ; তস্মাদাত্মৈবাত্মনোঽভয়কারণম্। সর্ব্বতো হি নির্ভয়া ব্রাহ্মণা দৃশ্যন্তে সৎসু ভয়-হেতুষু ; তচ্চাযুক্তম্ অসতি ভয়ত্রাণে ব্রহ্মণি। তস্মাৎ তেষামভয়দর্শনাদস্তি তদ-ভয়কারণং ব্রহ্মেতি। ৫

কদা অসৌ অভয়ং গতো ভবতি সাধকঃ ? যদা নান্যৎ পশ্যতি, আত্মনি চ অন্তরং ভেদং ন কুরুতে, তদা অভয়ং গতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। যদা পুনরবিদ্যাবস্থায়াং, হি যস্মাৎ এষঃ অবিদ্যাবান্ অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতং বস্তু তৈমিরিক-দ্বিতীয়-চন্দ্রবৎ পশ্যতি আত্মনি চৈতস্মিন্ ব্রহ্মণি, উত অপি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরং অল্পমপি, অন্তরং ছিদ্রং ভেদদর্শনং কুরুতে; ভেদদর্শনমেব হি ভয়কারণম্; অল্পমপি ভেদং পশ্যতীত্যর্থঃ। অথ তস্মাৎ ভেদদর্শনাদ্ধেতোঃ তস্য ভেদদর্শিনঃ, আত্মনো ভয়ং ভবতি। তস্মাদাত্মৈবাত্মনো ভয়কারণমবিদুষঃ। তদেতদাহ— তদ্ ব্রহ্ম ত্বেব ভয়ং ভেদদর্শিনো বিদুষঃ—ঈশ্বরোঽন্যঃ মত্তঃ, অহমন্যঃ সংসারীত্যেবং বিদুষঃ ভেদদৃষ্টমীশ্বরাখ্যং তদেব ব্রহ্ম অল্পমপি অন্তরং কুর্ব্বতঃ ভয়ং ভবতি একত্বেনামন্বানস্য। তস্মাদ্বিদ্বানপ্যবিদ্বানেবাসৌ, যোঽয়ম্ একমভিন্নমাত্মতত্ত্বং ন পশ্যতি।৬

উচ্ছেদ-হেতুদর্শনাদ্ধি উচ্ছেদ্যাভিমতস্য ভয়ং ভবতি; অনুচ্ছেদ্যো হি উচ্ছেদ-হেতুঃ; তত্র অসত্যুচ্ছেদহেতৌ উচ্ছেদ্যে ন তদ্দর্শনকার্য্যং ভয়ং যুক্তম্। সর্ব্বং চ জগদ্ভয়বদ্ দৃশ্যতে। তস্মাৎ জগতো ভয়দর্শনাদ্ গম্যতে—নূনং তদস্তি ভয়-কারণমুচ্ছেদহেতুরনুচ্ছেদ্যাত্মকম্, যতো জগদ্বিভেতীতি। তদেতস্মিন্নপ্যর্থে এষ শ্লোকঃ ভবতি॥১॥৩৪॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমানুবাকভাষ্যম্॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ—'অসৎ বৈ ইদম্ অগ্র আসীৎ' ইতি। এখানে 'অসৎ' পদে বিশেষ বিশেষরূপে নাম-রূপাভিব্যক্ত বস্তুর বিপরীত-ভাবাপন্ন ব্রহ্মকে বুঝাই-তেছে, কিন্তু অত্যন্ত অসৎ—অস্তিত্ববিহীন অর্থ বুঝাইতেছে না। কারণ, অসৎ হইতে সতের জন্ম কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। 'ইদম্' পদের অর্থ—বিশেষ বিশেষ নাম-রূপাভিব্যক্ত স্থূল জগৎ। অগ্রে—সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মই অসৎ-পদবাচ্য ছিলেন। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই এক ব্যক্ত নাম-রূপবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাল কথা, পুত্র যেরূপ পিতা হইতে পৃথক্, সেইরূপ ব্রহ্মও কি স্বকৃত কার্য্যপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক্? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, পৃথক্ নহেন; সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে (ব্যাকৃত) করিয়াছিলেন। যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, সেই হেতু সেই ব্রহ্ম 'সুকৃত' স্বয়ং কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অথবা, যেহেতু তিনি নিজেই সর্ব্বপ্রকারে সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু পুণ্যরূপেও তিনি কারণ; [পুণ্যের নাম সুকৃত;] সেই কারণে তাঁহাকে সুকৃত বলা হইয়া থাকে। উভয় প্রকারেই ফলোৎপাদক কর্ম্মরাশিই 'সুকৃত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'সুকৃত' পদের অর্থ পুণ্যই হউক, আর তদ্ভিন্নই হউক, চেতন কারণের পক্ষেই উক্তপ্রকার প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে। অতএব ঐরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি হেতুই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কারণেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কোন্ কারণে? যেহেতু তিনি রস-স্বরূপ। ব্রহ্মের রসরূপত্ব প্রসিদ্ধির কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহা সুকৃত, তাহাই রসস্বরূপ। তৃপ্তিকর আনন্দবর্দ্ধক মধুর অম্ল প্রভৃতি পদার্থই জগতে রস নামে প্রসিদ্ধ। এই জীবগণ উক্ত রস লাভ করিয়াই (প্রাপ্ত হইয়াই) আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে। জগতে অসৎ পদার্থের আনন্দপ্রদান-ক্ষমতা কোথাও দেখা যায় না। যে সমুদয় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিশ্চেষ্ট নিষ্কাম ও লৌকিক সুখ-সাধনের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য, অথচ লৌকিক রসাস্বাদে সাধারণ লোক যেরূপ আনন্দিত থাকে, তাঁহাদিগকেও ঠিক সেইরূপই আনন্দিত দেখা যায়। ব্রহ্মই তাঁহাদের নিকট রস-স্বরূপ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের আনন্দজনক ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রসবান্।২

এই কারণেও নিশ্চয়ই রসবান্ ব্রহ্ম আছেন। কি কারণে? যেহেতু প্রাণাদির চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তির এই দেহপিণ্ড প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য) করিয়া থাকে, এবং অপানবায়ুর দ্বারা অপানন (মলমূত্রাদির অধোনয়ন) করিয়া থাকে। এইরূপে কার্য্য-করণসম্পন্ন দেহ দ্বারা দৈহিক বায়ুর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিবিধ চেষ্টা (ক্রিয়া) সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। এই যে, একই উদ্দেশ্যে জড়বর্গের সংহনন বা সম্মিলিত ভাবে কর্ম্ম, তাহা কখনই কোনও অসংহত চেতন পদার্থের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না; কারণ, অন্যত্র কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যদি আকাশে—অর্থাৎ পরম ব্যোমরূপী হৃদয়-গুহাতে এই আনন্দ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে, জগতে কোন্ লোক অপান-চেষ্টা করিত? কেই বা প্রাণনব্যাপার করিত? অর্থাৎ কেহই প্রাণাপানব্যাপার করিতে পারিত না। অতএব নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম আছেন, যাঁহার জন্য এই দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির কার্য্য হইয়া থাকে; এবং তাহার দ্বারাই লোকের আনন্দ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ, যেহেতু এই পরমাত্মাই লোককে নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে আনন্দিত (সুখী) করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অবিদ্যাবশতঃ সেই আত্মাকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে মাত্র।৩

বিশেষতঃ অজ্ঞ জনের ভয়হেতু ও জ্ঞানিগণের অভয়প্রদ বলিয়াও সেই ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কেন-না, জীব সদ্বস্তুর আশ্রয় দ্বারাই অভয় (ভয়-রহিত) হইয়া থাকে, কিন্তু অসতের আশ্রয়ে ভয়নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভাল, ব্রহ্ম অভয় লাভের হেতু হন কিরূপে? বলা হইতেছে,—যেহেতু এই সাধক পুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সময় এই ব্রহ্মেতে,—ব্রহ্ম কিরূপ? না, অদৃশ্য, দৃশ্য অর্থ দর্শনযোগ্য বিকার বস্তু; কেন-না, দর্শনের জন্যই বিকারের [সৃষ্টি]। যাহা দৃশ্য নয়, তাহাই অদৃশ্য অর্থাৎ অবিকার—দর্শনের অবিষয়ীভূত; তাহার পর, তিনি অনাত্ম্য শরীররহিত;—যেহেতু—অদৃশ্য, সেই হেতুই অনাত্ম্য; যেহেতু অনাত্ম্য, সেই হেতুই অনিরুক্ত; কারণ, গুণাদিবিশেষণযুক্ত বস্তুই নিরুক্ত হয় (শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়); গুণাদিবিশেষণযুক্ত বস্তুমাত্রই বিকার; ব্রহ্ম তদ্বিপরীত অবিকার; কেন-না, ব্রহ্মই সমস্ত বিকারের কারণ; এই নিমিত্তই তিনি অনিরুক্ত। ব্রহ্ম যেহেতু এবংপ্রকার, সেই হেতুই অনিলয়ন; নিলয়ন অর্থ আশ্রয়। নিলয়ন নয় বলিয়াই ব্রহ্ম অনিলয়ন অর্থাৎ নিরাধার (অনাশ্রয়)। সেই এই অদৃশ্য অনাত্ম্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন অর্থাৎ জন্য পদার্থের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্রহ্মেতে অভয় প্রতিষ্ঠা—স্থিতি অর্থাৎ আত্মভাব (তাদাত্ম্যবোধ) লাভ করেন। শ্রুতির 'অভয়' পদটী 'প্রতিষ্ঠা' ক্রিয়ার বিশেষণ; অথবা 'অভয়াং' এইরূপে লিঙ্গপরিবর্ত্তন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই প্রতিষ্ঠার বিশেষণ করিতে হয়। ৪

তখন সে ব্যক্তি, সেই ব্রহ্মেতে ভয়ের কারণীভূত অবিদ্যাকৃত নানাত্বরূপ ভেদ দর্শনের অভাব হওয়ায় অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তখন তাঁহার ভেদ-দৃষ্টি নিবন্ধন যে ভয় ছিল, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন এই সাধক স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন; তখন অন্য কোনও বস্তু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু অনুভবও করেন না। অপর বস্তু হইতেই অপরের ভয় হইয়া থাকে; কিন্তু নিজের নিকটই নিজের ভয় হওয়া ত উচিত হয় না। অতএব আত্মাই আত্মার বাস্তবিক অভয়ের (ভয়-নিবৃত্তির) কারণ। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানাপ্রকার ভয়হেতু বিদ্যমান থাকিলেও ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় (ভয়রহিত); কিন্তু ব্রহ্ম যদি বাস্তবিকই ভয়নিবারক না হইতেন, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মনিষ্ঠগণের ঐপ্রকার নির্ভয়ভাব যুক্তিসঙ্গত হইত না। অতএব সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণের অভয়প্রাপ্তি-দর্শনে অভয়কারণ ব্রহ্মসত্তা অনুমিত হয়। ৫

এই সাধক পুরুষ কখন অভয়প্রাপ্ত হন? যখন অন্য বস্তু দর্শন না করেন, এবং আত্মাতেও ভেদবুদ্ধি না করেন, তখনই অভয়প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, এই অবিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যা অবস্থায় যখন, তৈমিরিক (চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তির দ্বিচন্দ্রদর্শনের ন্যায় অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত দ্বৈত দর্শন করেন, এবং এই ব্রহ্মেতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি অল্পমাত্রও অন্তর—ছিদ্র অর্থাৎ ভেদদৃষ্টি করেন—; সাধারণতঃ ভেদদর্শনই ভয়ের কারণ; যিনি অল্পমাত্রও সেই ভেদদর্শন করেন; সেই ভেদদর্শী পুরুষ উক্ত ভেদদর্শনের ফলে আত্মা হইতেই ভয় পাইয়া থাকেন; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের আত্মাই (নিজেই) নিজের ভয়হেতু হয়। এখন ইহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, ভেদদর্শী বিদ্বানের অর্থাৎ ঈশ্বর আমা হইতে পৃথক্, এবং আমিও তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র সংসারী—ইত্যাকার জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে, সেই সামান্যমাত্র ভেদবুদ্ধি করার দরুণই ভেদদৃষ্ট (ভেদবুদ্ধিতে জ্ঞাত) সেই ঈশ্বরনামক আত্মাই ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন; কেন-না, সে লোক ঈশ্বরকে এক—অভিন্নরূপে চিন্তা করেন না। অতএব যিনি এক অভিন্ন (জীব হইতে অপৃথক্) আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন না, তিনি [ব্যবহারক্ষেত্রে] বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি অবিদ্বান্ই বটে। ৬

সাধারণতঃ যে লোক নিজেকে উচ্ছেদ্য (বিনাশযোগ্য) বলিয়া মনে করে, উচ্ছেদের কোনও হেতু দর্শনে তাহারই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; কেননা, জগতে উচ্ছেদের হেতুভূত বস্তুর উচ্ছেদসাধন বা নির্ম্মূলতা-সাধন অসম্ভব। কিন্তু উচ্ছেদের হেতুভূত পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে উচ্ছেদক-দর্শনজনিত উচ্ছেদভয় উচ্ছেদ্যের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। জগতের সমস্তকেই ভয়যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জগদ্ব্যাপী ভয়দর্শনে জানা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই ভয়ের কারণীভূত উচ্ছেদহেতুও আছে, যাহা স্বরূপতঃ অনুচ্ছেদ্য, এবং যাহা হইতে সমস্ত জগৎ ভীত হইতেছে। এই শ্রুত্যুক্ত বিষয়েও এই শ্লোকটী আছে ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽনুবাকঃ

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি।

সৈষানন্দস্য মীমাꣳসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ ॥১॥৩৫॥

স একো মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তে যে শতং মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একো দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চরলোক-লোকানামানন্দাঃ, স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ ॥২॥৩৬॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ—যে কর্ম্মণা দেবানপিযন্তি, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ, স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ ॥৩॥৩৭॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥৩॥৩৮॥

সরলার্থঃ—বাতঃ (বায়ুঃ) অস্মাৎ (ব্রহ্মণঃ) ভীষা (ভয়েন) পবতে (প্রবহতি) ; সূর্য্যঃ [অস্মাৎ] ভীষা উদেতি। অগ্নিঃ চ, ইন্দ্রঃ চ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (যমঃ) চ অস্মাৎ ভীষা ধাবতি (স্বস্বকর্ম্মসু সত্বরো ভবতীত্যর্থঃ)। ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তিসূচকঃ।

[অস্য ব্রহ্মণঃ] আনন্দস্য এষা (বক্ষ্যমাণপ্রকারা) মীমাংসা (বিচারণা, তৎফলং নির্ণয়শ্চ) ভবতি। [তদ্‌যথা] যুবা (প্রথমবয়স্কঃ) স্যাৎ (ভবেৎ)। [তত্রাপি] সাধু-যুবা (সাধুশ্চ অসৌ যুবা চ, যুবাপি কশ্চিৎ অসাধুঃ ভবতি, সাধুরপি অযুবা ভবতি, ইত্যত উক্তম্ সাধুযুবেতি),—তথা অধ্যায়কঃ (অধ্যয়নশীলঃ,) আশিষ্ঠঃ (অতিশয়েন আশাস্তা, আশুকারী বা), দৃঢ়িষ্ঠঃ (অতিশয়েন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃঢ়কায়ঃ), বলিষ্ঠঃ অতিশয়েন বলবান্ অরোগ ইত্যর্থঃ) [স্যাৎ]। তস্য (যথোক্তস্য যূনঃ) [যদি] বিত্তস্য (বিত্তেন ধনেন) পূর্ণা ইয়ং সর্ব্বা পৃথিবী স্যাৎ (স যদি সম্রাট্ স্যাদিত্যাশয়ঃ)। [তস্য যঃ আনন্দঃ] সঃ মানুষঃ (মনুষ্যসম্বন্ধী) একঃ (পূর্ণঃ) আনন্দঃ [ভবতি]। যে তে (যথোক্তাঃ) মানুষাঃ (মনুষ্য-সম্বন্ধিনঃ) শতং আনন্দাঃ—॥

সঃ (তে) মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণাং (যে মনুষ্যতো গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ, তেষাং) একঃ আনন্দঃ। মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) দেবগন্ধর্ব্বানাং (দেবাশ্চ তে গন্ধর্ব্বাশ্চ, তেষাম্) অকামহতস্য (কামনা-বিহীনস্য) শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। দেবগন্ধর্ব্বাণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) চিরলোকলোকানাং (চিরস্থায়ী লোকঃ চিরলোকঃ, স এব লোকঃ বাসভূমিঃ যেষাং, তেষাং) পিতৃণাং, অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। চিরলোক-লোকানাং পিতৃণাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) আজানজানাং (আজানঃ দেবলোকঃ, তস্মিন্ জাতাঃ আজানজাঃ, তেষাং) দেবানাম্ অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। আজানজানাং দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) কর্ম্মদেবানাম্ দেবানাং—যে কর্ম্মণা (বেদবিহিতেন জ্ঞানরহিতেন অগ্নিহোত্রাদিনা) দেবান্ অপিযন্তি (দেবত্বং প্রাপ্নুবন্তি); [তেষাম্] অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। কর্ম্মদেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) দেবানাং (ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সংখ্যকানাং হবির্ভুজাং) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) ইন্দ্রস্য (দেবরাজস্য) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। ইন্দ্রস্য যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) বৃহস্পতেঃ অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ এক আনন্দঃ। বৃহস্পতেঃ যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) প্রজাপতেঃ (ত্রৈলোক্যশরীরস্য ব্রহ্মণঃ) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ এক আনন্দঃ। প্রজাপতেঃ যে তে শতম্ আনন্দাঃ সঃ (তে) ব্রহ্মণঃ অকামহতস্য চ একঃ আনন্দঃ ॥ ১—৪ । ৩৫—৩৮ ॥

মূলানুবাদ—ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে ; এবং ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্যে ধাবিত হইতেছে। ইহাই আনন্দের প্রকৃত মীমাংসা অর্থাৎ আনন্দের প্রকৃত স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে বিচার হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ইহা কি ? না, মনে কর, কোন লোক যদি] বয়সে যুবা—শুধু যুবা নহে, সাধু যুবা, শাস্ত্রবেত্তা, অথচ উত্তম শাস্ত্রোপদেষ্টা, দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ হয়, এবং ধনপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি তাহার আয়ত্ত থাকে ; [তাহার যে আনন্দ, তাহাই] মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ একটী আনন্দ। শত-গুণিত যে সেই মানুষ আনন্দ।

তাহাই আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের ও অকামহতশ্রোত্রিয়-গণের এক আনন্দ। আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের (যাহারা মনুষ্যের পর গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের) যে একশত আনন্দ, তাহাও দেব-গন্ধর্ব্বগণের (যাঁহারা দেবভাবের সহযোগে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের) এক আনন্দ। সেই যে, দেব-গন্ধর্ব্বগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার চিরস্থায়ী লোকাধিষ্ঠিত পিতৃগণের ও অকামহত শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ (১)। সেই যে, চিরস্থায়ী লোকবাসী পিতৃগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার আজানজ দেবগণের অর্থাৎ যাঁহারা স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গে দেবতারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের এবং নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ। আজানজ দেবগণের যে, সেই এক শত আনন্দ, তাহাই আবার কর্ম্মদেব দেবগণের অর্থাৎ যাঁহারা বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। কর্ম্মদেব দেবগণের যে, সেই শতগুণিত আনন্দ, তাহা আবার যজ্ঞীয় আহুতিভোজী সেই তেত্রিশ-সংখ্যক দেবতাগণের ও কামনা-শূন্য শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই আহুতিভোজী দেবগণের যে, একশত আনন্দ, তাহাই আবার দেবরাজ ইন্দ্রের ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়-গণের পক্ষে এক আনন্দ। আবার সেই ইন্দ্রেরও যে, এক শত আনন্দ, তাহাই দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের

(১) অগ্নিস্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণের অধিষ্ঠান স্থানটী চিরস্থায়ী, অর্থাৎ বর্ত্তমান কল্পের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত হয় না। এই কারণে ঐ লোকবাসী পিতৃগণকে 'চিরলোক-লোকানাং' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট এক আনন্দ। বৃহস্পতিরও যে, সেই একশত আনন্দ, তাহাও আবার প্রজাপতির (বিরাট্‌রূপ ব্রহ্মার) ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটীমাত্র আনন্দ। প্রজাপতির যে, সেই শত আনন্দ, তাহাও আবার ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) ও নিষ্কামচিত্ত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটীমাত্র আনন্দরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে॥ ১—৪। ৩৫—৩৮।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্—ভীষা ভয়েনাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষা অস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি। বাতাদয়ো হি মহার্হাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ সন্তঃ পবনাদিকার্য্যেষ্বায়াসবহুলেষু নিয়তাঃ প্রবর্ত্তন্তে ; তদ্‌যুক্তম্ প্রশাস্তরি সতি, যস্মান্নিয়মেন তেষাং প্রবর্ত্তনম্, তস্মাদস্তি ভয়কারণং তেষাং প্রশাস্তৃ ব্রহ্ম। যতস্তে ভৃত্যা ইব রাজ্ঞঃ অস্মাদ্‌ব্রহ্মণো ভয়েন প্রবর্ত্তন্তে। তচ্চ ভয়কারণমানন্দং ব্রহ্ম। তস্যাস্য ব্রহ্মণ আনন্দস্যৈষা মীমাংসা বিচারণা ভবতি। কিমানন্দস্য মীমাংস্যমিতি ? উচ্যতে—কিমানন্দো বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধজনিতো লৌকিকানন্দবৎ, অহোস্বিৎ স্বাভাবিকঃ ? ইত্যেবমেষা আনন্দস্য মীমাংসা। ১

তত্র লৌকিক আনন্দো বাহ্যাধ্যাত্মিকসাধনসম্পত্তিনিমিত্ত উৎকৃষ্টঃ। স য এষ নির্দ্দিশ্যতে ব্রহ্মানন্দানুগমার্থম্। অনেন হি প্রসিদ্ধেনানন্দেন ব্যাবৃত্ত-বিষয়বুদ্ধিগম্য আনন্দোঽনুগন্তুং শক্যতে। লৌকিকোঽপ্যানন্দো ব্রহ্মানন্দস্যৈব মাত্রা ; অবিদ্যয়া তিরস্ক্রিয়মাণে বিজ্ঞানে উৎকৃষ্যমাণায়াং চাবিদ্যায়াং ব্রহ্মাদিভিঃ কর্ম্মবশাদ্‌যথাবিজ্ঞানং বিষয়াদিসাধনসম্বন্ধবশাচ্চ বিভাব্যমানশ্চ লোকেঽনব-স্থিতো লৌকিকঃ সম্পদ্যতে ; স এবাবিদ্যাকামকর্ম্মাপকর্ষেণ মনুষ্যগন্ধর্ব্বাদ্যুত্তরোত্তর-ভূমিষু অকামহতবিদ্বচ্ছ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো বিভাব্যতে শতগুণোত্তরোত্তরোৎ-কর্ষেণ, যাবদ্ধিরণ্যগর্ভস্য ব্রহ্মণ আনন্দ ইতি। ২

নিরস্তে ত্ববিদ্যাকৃতে বিষয়বিষয়িবিভাগে বিদ্যয়া স্বাভাবিকঃ পরিপূর্ণ এক আনন্দোঽদ্বৈতো ভবতীত্যেতমর্থং বিভাবয়িষ্যন্নাহ—যুবা প্রথমবয়াঃ ; সাধুযুবেতি সাধুশ্চাসৌ যুবা চেতি যূনো বিশেষণম্। যুবাপ্যসাধুর্ভবতি, সাধুরপ্যযুবা, অতোবিশেষণং যুবা স্যাৎ সাধুযুবেতি। অধ্যায়কঃ অধীতবেদঃ। আশিষ্ঠঃ আশাস্তৃতমঃ ; দৃঢ়িষ্ঠঃ দৃঢ়তমঃ ; বলিষ্ঠঃ বলবত্তমঃ ; এবমাধ্যাত্মিকসাধনসম্পন্নঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী উর্ব্বী সর্ব্বা বিত্তস্য বিত্তেনোপভোগ-সাধনেন দৃষ্টার্থেন অদৃষ্টার্থেন চ কর্ম্মসাধনেন সম্পন্না পূর্ণা—রাজা পৃথিবীপতিরিত্যর্থঃ। তস্য চ য আনন্দঃ, স একো মানুষঃ মনুষ্যাণাং প্রকৃষ্ট এক আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ; মানুষানন্দাৎ শতগুণেনোৎকৃষ্টঃ মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দো ভবতি। মনুষ্যাঃ সন্তঃ কর্ম্মবিদ্যাবিশেষাদগন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ মনুষ্যগন্ধর্ব্বাঃ। তে হ্যন্তর্ধানাদিশক্তিসম্পন্নাঃ সূক্ষ্মকার্য্যকরণাঃ; তস্মাৎ প্রতিঘাতাল্পত্বং তেষাং দ্বন্দ্বপ্রতিঘাতশক্তিসাধনসম্পত্তিশ্চ। ততোঽপ্রতিহন্যমানস্য প্রতিকারবতো মনুষ্য-গন্ধর্ব্বস্য স্যাচ্চিত্তপ্রসাদঃ। তৎপ্রসাদবিশেষাৎ সুখবিশেষাভিব্যক্তিঃ। এবং পূর্ব্বস্যাঃ পূর্ব্বস্যাঃ ভূমেরুত্তরস্যামুত্তরস্যাং ভূমৌ প্রসাদবিশেষতঃ শতগুণেনানন্দোৎকর্ষ উপপদ্যতে। ৩

প্রথমং তু অকামহতাগ্রহণং মনুষ্যবিষয়ভোগকামানভিহতস্য শ্রোত্রিয়স্য মনুষ্যানন্দাৎ শতগুণেনানন্দোৎকর্ষঃ মনুষ্যগন্ধর্ব্বেণ তুল্যো বক্তব্য ইত্যেবমর্থম্। সাধুযুবা অধ্যায়ক ইতি শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে গৃহ্যেতে। তে হ্যবিশিষ্টে সর্ব্বত্র। অকামহতত্বং তু বিষয়োৎকর্ষাপকর্ষতঃ সুখোৎকর্ষাপকর্ষায় বিশেষ্যতে; অতঃ অকামহতগ্রহণং, তদ্বিশেষতঃ শতগুণ-সুখোৎকর্ষোপলব্ধেঃ অকামহতত্বস্য পরমানন্দপ্রাপ্তিসাধনত্ববিধানার্থম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। ৪

দেবগন্ধর্ব্বা জাতিত এব। চিরলোক-লোকানাম্ ইতি পিতৃণাং বিশেষণম্। চিরকালস্থায়ী লোকো যেষাং পিতৃণাং, তে চিরলোকলোকা ইতি। আজান ইতি দেবলোকঃ, তস্মিন্নাজানে জাতা আজানজা দেবাঃ, স্মার্ত্তকর্ম্মবিশেষতো দেবস্থানেষু জাতাঃ। কর্ম্মদেবাঃ—যে বৈদিকেন কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা কেবলেন দেবানপিযন্তি। দেবা ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্ধবির্ভুজঃ। ইন্দ্রস্তেষাং স্বামী; তস্য চাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ। প্রজাপতিঃ বিরাট্ ত্রৈলোক্যশরীরো ব্রহ্মা সমষ্টিব্যষ্টিরূপঃ সংসারমণ্ডলব্যাপী। ৫

যত্রৈতে আনন্দভেদা একতাং গচ্ছন্তি, ধর্ম্মশ্চ তন্নিমিত্তঃ জ্ঞানঞ্চ তদ্বিষয়ম্ অকামহতত্বং চ নিরতিশয়ং যত্র, স এষ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা, তস্যৈব আনন্দঃ শ্রোত্রিয়েণ অবৃজিনেন অকামহতেন চ সর্ব্বতঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে। তস্মাদেতানি ত্রীণি সাধনানীত্যবগম্যন্তে। তত্র শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে নিয়তে, অকামহতত্বং তু উৎকৃষ্যতে, ইতি প্রকৃষ্টসাধনতা অবগম্যতে তস্য। অকামহতত্ব-প্রকর্ষতশ্চোপলভ্য-মানঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, যস্য পরমানন্দস্য মাত্রা একদেশঃ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। স এষ আনন্দঃ, যস্য মাত্রা সমুদ্রাম্ভস ইব বিপ্রুষঃ প্রবিভক্তা যত্রৈকতাংগতাঃ, —স এষ পরমানন্দঃ স্বাভাবিকঃ, অদ্বৈতাৎ; আনন্দানন্দিনোশ্চাবিভাগোঽত্র।

১—৪ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ—বায়ু ইহারই ভয়ে প্রবাহিত হইতেছেন, এবং সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু [স্ব স্ব কার্য্যে] ধাবিত হইতেছেন। [এখানে বাত ও সূর্য্যাদির সঙ্গে গণনা করিলে মৃত্যু পঞ্চম হয়, এইজন্য মৃত্যুকে 'পঞ্চম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে]। বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ নিজেরা বিশেষ গৌরবান্বিত ও প্রভুশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও যে, ক্লেশকর প্রবহণাদি কার্য্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিলেই সম্ভবপর হয়। যেহেতু তাঁহারা এইরূপ নিয়মিতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেছেন, সেই হেতু [বুঝা যাইতেছে যে,] তাঁহাদের ভয়ের কারণীভূত শাসনকর্ত্তা ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। রাজার ভয়ে ভৃত্যগণ যেমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তেমনি তাঁহারাও (বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণও) যে ব্রহ্মের ভয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই যে ভয়-কারণ ব্রহ্ম, তিনি আনন্দ-স্বরূপ। সেই এই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দের এইরূপ মীমাংসা অর্থাৎ বিচার হইয়া থাকে। ভাল, আনন্দের সম্বন্ধে বিচার বা মীমাংসার বিষয় কি আছে? হাঁ, বলা হইতেছে—এই ব্রহ্মানন্দ কি ব্যবহারিক আনন্দের ন্যায় বিষয়-বিষয়িভাবঘটিত? অথবা স্বাভাবিক? এই প্রকার বিচারকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে 'মীমাংসা' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে (১)। ১

বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিবিধ সাধন-সামগ্রীর সাহায্যে উৎপন্ন লৌকিক সেই আনন্দই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভাব-প্রদর্শনার্থ এখানে যাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে। বস্তুতই লোকসিদ্ধ এই আনন্দ দ্বারা বিষয়-ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নির্ব্বিষয়ক বুদ্ধিমাত্রগম্য আনন্দকে বুঝা যাইতে পারা যায়; কেন-না, লৌকিক আনন্দও ব্রহ্মানন্দেরই অংশ। কেবল অবিদ্যার প্রভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি আবৃত হওয়ায় এবং অজ্ঞানবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, প্রাক্তন কর্ম্মবাসনাবশে এবং আনন্দজনক বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন ব্রহ্মাদি জীবগণ নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে অনুভব করে বলিয়াই, ব্যবহার জগতে উহা লৌকিক ও অস্থির বা অনিত্য রূপে পরিচিত হয় মাত্র। অবিদ্যা ও কাম কর্ম্ম প্রভৃতি দোষের হ্রাস ঘটিলে পর,

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকে, যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা বিষয়-বিষয়ি-ভাব সম্বন্ধঘটিত, অর্থাৎ ব্যবহারিক আনন্দ স্থলে আত্মা বা বুদ্ধি হয় বিষয়ী, আর বাহ্য বা আন্তর কোন প্রিয় বস্তু হয় বিষয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ীর সহিত যখন ঐ বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটে, তখনই আনন্দের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যতক্ষণ প্রিয় বস্তুটী আত্মার বিষয় না হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ব্রহ্মানন্দই আবার যথাযোগ্যরূপে মনুষ্য ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ক্রমোৎকৃষ্ট জীব-গণের নিকট এবং অকামহত (নিষ্কাম) বিদ্বান্ শ্রোত্রিয়ের নিকট উত্তরোত্তর শতগুণ উৎকর্ষসম্পন্নরূপে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়। এইরূপে অভিব্যক্তির তারতম্য-সীমা হিরণ্যগর্ভে যাইয়া পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। ২

অবিদ্যাকৃত বিষয়-বিষয়িভাবাপন্ন সম্বন্ধবিভাগ অপনোদিত হইলে পর, বিদ্যা-প্রভাবে তখন পরিপূর্ণ (তারতম্যরহিত) এক অদ্বিতীয় স্বাভাবিক আনন্দ আবির্ভূত হইয়া থাকে,—এই বিষয়টী বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

যে লোক যুবা—প্রথম-বয়স্থ, যুবার মধ্যেও কেহ কেহ অসাধুস্বভাব হইতে পারে; এইজন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন—শুধু যুবা নহে—সাধু যুবা অর্থাৎ সদ্ভাবসম্পন্ন যুবা, অথচ অধ্যায়ক—বেদবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও আশিষ্ঠ অর্থাৎ শাসন-সমর্থ, এবং দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, এই প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন যে লোক, তাহার যদি উপভোগ-সাধন ধনসম্পদে এবং ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম-সাধনে পরিপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল করায়ত্ত হয়, অর্থাৎ সে লোক যদি ঐরূপ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসাধন ও কর্ম্মসাধন সম্পন্ন সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি—রাজা হয়। তাহা হইলে, সেরূপ লোকের যে আনন্দ, তাহাই মানুষ আনন্দ, অর্থাৎ মনুষ্যগণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক আনন্দ [বলিয়া গৃহীত হইতে পারে]। মনুষ্যসম্পর্কিত সেই যে আনন্দের শতগুণ, তাহাই মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের পক্ষে এক আনন্দ, অর্থাৎ মানুষের পূর্ণ আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দ হইতেছে মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের।

যাঁহারা মনুষ্য হইয়াও কর্ম্ম ও বিদ্যাবিশেষের ফলে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। তাঁহারা অন্তর্ধান (অদৃশ্য হওয়া) প্রভৃতি কার্য্যের অনুকূল বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এবং সূক্ষ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের বাধাবিঘ্ন খুবই কম; অধিকন্তু শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-প্রতিকারের শক্তিও তাঁহাদের যথেষ্ট। সেই কারণে অপ্রতিহতভাবে প্রতিকার-সামর্থ্য থাকায় সেই মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের চিত্তপ্রসন্নতা হওয়া খুবই সম্ভবপর। চিত্তপ্রসন্নতার প্রাচুর্য্য নিবন্ধন তাঁহাদের বিশেষভাবে সুখাভিব্যক্তিও সম্ভবপর হয়। এইরূপ চিত্ত-

---

ততক্ষণ কিছুতেই আনন্দের অভিব্যক্তি হয় না, বা হইতে পারে না, কাজেই আমাদের আনন্দ বিষয়-বিষয়িভাবসম্বন্ধসম্ভূত। ব্রহ্মানন্দও যদি সেইরূপই হয়, তবে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইবে, অনিত্য বস্তুমাত্রই পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখপ্রদ; সুতরাং তাহা কখনও বিবেকিজনের প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসন্নতার উৎকর্ষানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা (মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাদি অবস্থা) অপেক্ষা পরবর্ত্তী অবস্থায় শতগুণে অধিক আনন্দের উৎকর্ষ উপপন্ন হইতেছে। ৩

প্রথমে যে, 'অকামহতত্ব' বলা হয় নাই, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা শ্রোত্রিয় (১), তাহারা স্বভাবতই মনুষ্য-ভোগে কামনারহিত; সুতরাং তাহাদের আনন্দ স্বতই অত্যন্ত অধিক—সর্ব্ব পৃথিবীশ্বর সার্ব্বভৌমের আনন্দ অপেক্ষাও কম নহে। এখন তাহাদের আনন্দকে যদি সার্ব্বভৌমের আনন্দের সহিত সমান করা হয়, তাহা হইলে বড়ই অসঙ্গত করা হয়; এই কারণে প্রথমে 'অকামহত' শ্রোত্রিয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। বিশেষতঃ 'সাধু যুবা' ও 'অধ্যায়ক' শব্দ দ্বারা তৎসহচর শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্বেরও গ্রহণ করাই হইয়াছে। ইহার পরেও সর্ব্বত্র ঐ দুইটী ধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। [সকাম পুরুষের পক্ষে] ভোগ্য বিষয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে সুখেরও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে,[কিন্তু কামনা-রহিত পুরুষের পক্ষে সুখের সেরূপ উৎকর্ষাপকর্ষ হয় না, এই জন্যই শ্রোত্রিয়কে 'অকামহত' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ অকামহত শ্রোত্রিয়ের সুখোৎকর্ষ শতগুণে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; এইজন্য অকামহতত্ব যে, পরমানন্দ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, তদ্বিধানার্থ এখানে 'অকামহত' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যের অপরাপর অংশ প্রায় ব্যাখ্যাতই আছে। ৪

যাহারা জাতিতেই গন্ধর্ব্ব, তাহারা দেবগন্ধর্ব্ব। 'চিরলোক-লোকানাং' (চিরস্থায়ী লোকবাসী) কথাটী পিতৃগণের বিশেষণ। যে পিতৃগণের বসতিস্থান চিরকালস্থায়ী (অল্পকালস্থায়ী নহে), তাহারা চিরলোক-লোক। 'আজান' অর্থ দেবলোক। সেই আজানে উৎপন্ন দেবতাগণ আজানজ—যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মফলে দেবস্থানে (স্বর্গে) জন্মিয়াছেন। যাঁহারা উপাসনারহিত কেবলই বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা 'কর্ম্মদেব' নামে অভিহিত। 'দেব' শব্দে তেত্রিশসংখ্যক হবির্ভোজী (যজ্ঞভাগ-

---

(১) শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ—

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য বা।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ ॥"

অর্থাৎ যিনি নিজে যে বেদশাখী, সেই বেদশাখাটী কল্পসূত্রের সহিত কিংবা ছয়টী বেদাঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত যজনাদি ষট্‌কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নামে বিখ্যাত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোজী) বুঝিতে হইবে। (১) ইন্দ্র হইলেন, তাঁহাদের অধিপতি, বৃহস্পতি তাঁহার আচার্য্য। প্রজাপতি অর্থ সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপী ব্রহ্মা। তিনি সমস্ত সংসার-মণ্ডলব্যাপী ও ত্রিলোক-শরীরধারী। ৫

পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ আনন্দরাশি যেখানে একত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একটী বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং যেখানে সেই আনন্দের হেতুভূত ধর্ম্ম, আনন্দবিষয়ক জ্ঞান ও অকামহতত্ব গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনিই হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মা। নিষ্পাপ, অকামহত ও শ্রোত্রিয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভের সেই আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোত্রিয়ত্ব অবৃজিনত্ব (নিষ্পাপত্ব) ও অকামহতত্ব, এই তিনটী উক্ত আনন্দ সাক্ষাৎকারের উপায়। তন্মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্ব ধর্ম্ম নিয়ত, অর্থাৎ শ্রোত্রিয় হইলেই তাহাকে অবৃজিন হইতে হয়; সুতরাং এই দুইটী ধর্ম্ম সহচর; কিন্তু অকামহতত্ব ধর্ম্মটী উৎকর্ষসাধক মাত্র; সুতরাং উক্ত উপায় ত্রয়ের মধ্যে অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে। সেই অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষের ফলে শ্রোত্রিয়কর্ত্তৃক উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষীকৃত যে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ, তাহাও আবার 'অন্যান্য ভূতগণ এই আনন্দেরই মাত্রা (অংশমাত্র) উপভোগ করে' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে, যে পরমানন্দের মাত্রা বা একদেশ [বলিয়া গণ্য] হয়, সেই এই আনন্দ, যাহার মাত্রাসমূহ সমুদ্রের জলবিন্দুসম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে যেখানে যাইয়া এক হইয়া যায়, তাহাই সেই স্বভাবসিদ্ধ পরমানন্দ। কারণ, সেখানে আর দ্বৈতসম্বন্ধ নাই। এখানে আনন্দ ও আনন্দবিশিষ্টের অবিভাগ বিবক্ষিত হইয়াছে। ১—৪॥ ৩৫—৩৮।

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাঁল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপ-সংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপ-

---

(১) এখানে তিন রকম দেবতার কথা বলা আছে—কর্ম্মদেব, আজানদেব ও দেব। এইজন্য কর্ম্মদেব ও আজানদেবের পৃথক্ পরিচয় দিয়া শেষে দেবশব্দে স্বাভাবিক দেবতার গ্রহণ করা হইয়াছে। দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ; তাহাদের নাম—বসুগণ আট; রুদ্র এগার; আদিত্য দ্বাদশ; ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৫॥৩৯॥

ইতিব্রহ্মানন্দবল্ল্যামষ্টমোঽনুবাকঃ ॥৮॥

সরলার্থঃ—অথেদানীং মীমাংসাফলমুপসংহ্রিয়তে 'যশ্চায়ম্' ইত্যাদিনা। [যঃ খলু আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চং সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ;] সঃ যঃ (প্রসিদ্ধঃ) চ (অপি) অয়ং (স্বয়ং প্রকাশমানঃ) পুরুষে (পঞ্চকোষাত্মকে) [ব্রহ্মপুচ্ছত্বেন উক্তঃ], যঃ (বিদুষাম্ অপরোক্ষঃ) চ (অপি) অসৌ (অস্মদ্বিধানাং পরোক্ষঃ) আদিত্যে (আদিত্যমণ্ডলে)। সঃ যঃ (পরোক্ষাপরোক্ষরূপঃ) একঃ (পুরুষে আদিত্যে চ বর্ত্তমানোঽপি বাস্তবভেদরহিতঃ)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চন লোকঃ) এবংবিদ্ (আদিত্যে পুরুষে চ বর্ত্তমানমানন্দম্ অভেদেন জানন্ সন্) অস্মাৎ লোকাৎ (পৃথিব্যাঃ) প্রেত্য (আত্মানং পরাবৃত্য ; অথবা মৃত ইব অভিলাষশূন্যঃ সন্) এতম্ অন্নময়ম্ (অন্নবিকারাত্মকম্) আত্মানম্ (আত্মত্বেনোপকল্পিতম্) উপসংক্রামতি (সর্ব্বং স্থূলভূতম্ অন্নময়ম্ আত্মানং পশ্যতি) তথা মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি তথা এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি। [অথ সর্ব্বাত্মত্ব জ্ঞানেনানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ] ॥ ৫ । ৩৯ ।

মূলানুবাদ—[যিনি আকাশাদি বস্তুনিচয় সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন], সেই যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষাত্মক আনন্দ, যিনি পুরুষে অর্থাৎ পঞ্চকোষাত্মক দেহমধ্যে ব্রহ্মস্বরূপে উক্ত হইয়াছেন, এবং যিনি আদিত্যমণ্ডলে প্রকাশময়রূপে বিদ্যমান আছেন; সেই উভয়ই এক—অভিন্নস্বরূপ। যে কোন লোক এইরূপ অভেদ-জ্ঞান লাভ করত এই ভোগরাজ্য হইতে আপনাকে ফিরাইয়া লইতে পারেন,—মৃতব্যক্তি যেমন থাকিয়াও অভিলাষরহিত থাকে, তেমনি নিস্পৃহ হইতে পারেন; তিনি তাহার ফলে এই [পূর্ব্বোক্ত] অন্নময় আত্মাকে লাভ করেন, অর্থাৎ অন্নময় দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত বস্তুই দর্শন করেন না। এইরূপ যিনি এই প্রাণময় আত্মাকে লাভ করেন; এই মনোময় আত্মাকে লাভ করেন; এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, এবং এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি উক্তপ্রকার অভেদজ্ঞানের ফলে পঞ্চকোশক্রমে অভয় ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ॥ ৫ । ৩৯ ॥

ইতি অষ্টমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—তদেতন্মীমাংসাফলমুপসংহ্রিয়তে—স যশ্চায়ং পুরুষ ইতি। যঃ গুহায়াং নিহিতঃ পরমে ব্যোম্নি আকাশাদি-কার্য্যং সৃষ্ট্বা অন্নময়ান্তং, তদেবানুপ্রবিষ্টঃ, স য ইতি নিশ্চীয়তে। কোঽসৌ ? অয়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে যঃ পরমানন্দঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো নির্দ্দিষ্টঃ, যস্যৈকদেশং ব্রহ্মাদীনি ভূতানি সুখার্হাণ্যুপজীবন্তি, স যশ্চাসাবাদিত্যে ইতি নির্দ্দিশ্যতে। স একঃ, ভিন্নপ্রদেশস্থ-ঘটাকাশাকাশৈকত্ববৎ। ১

নন্বু তন্নির্দ্দেশে, স যশ্চায়ং পুরুষ ইত্যবিশেষতোঽধ্যাত্মং ন যুক্তো নির্দ্দেষ্টুম্; যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্নিতি তু যুক্তঃ; প্রসিদ্ধত্বাৎ। ন; পরাধিকারাৎ। পরো হ্যাত্মাত্রাধিকৃতঃ "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে" "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" "সৈয়ানন্দস্য মীমাংসা" ইতি। ন হ্যকস্মাদপ্রকৃতো যুক্তো নির্দ্দেষ্টুম্; পরমাত্মবিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্। তস্মাৎ পর এব নির্দ্দিশ্যতে স এক ইতি। ২

নন্বানন্দস্য মীমাংসা প্রকৃতা, তস্যা অপি ফলমুপসংহর্ত্তব্যম্। অভিন্নঃ স্বাভাবিকঃ আনন্দঃ পরমাত্মৈব, ন বিষয়বিষয়িসম্বন্ধজনিত ইতি। নন্বু তদনুরূপ এবায়ং নির্দ্দেশঃ—"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে, স একঃ" ইতি ভিন্নাধিকরণস্থ-বিশেষোপমর্দ্দেন। নন্বেবমপ্যাদিত্যবিশেষগ্রহণমনর্থকম্। ন অনর্থকম্; উৎকর্ষাপ-কর্ষাপোহার্থত্বাৎ। দ্বৈতস্য হি যো মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণস্য পর উৎকর্ষঃ সবিত্রভ্যন্তর্গতঃ, স চেৎ পুরুষগতবিশেষোপমর্দ্দেন পরমানন্দমপেক্ষ্য সমো ভবতি, ন কশ্চিদুৎকর্ষোঽপ-কর্ষো বা তাং গতিং গতস্যেত্যভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে ইত্যুপপন্নম্। ৩

অস্তি নাস্তীত্যনুপ্রশ্নো ব্যাখ্যাতঃ। কার্য্যরসলাভ-প্রাণনাভয়প্রতিষ্ঠাভয়-দর্শনোপপত্তিভ্যোঽস্ত্যেব তদাকাশাদিকারণং ব্রহ্ম ইত্যপাকৃতঃ অনুপ্রশ্ন একঃ; দ্বাবন্যাবনুপ্রশ্নৌ বিদ্বদবিদুষোঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিবিষয়ৌ। তত্র বিদ্বান্ সমশ্নুতে ন সমশ্নুত ইত্যনুপ্রশ্নোঽন্ত্যঃ; তদপাকরণায়োচ্যতে। মধ্যমোঽনুপ্রশ্নঃ অন্ত্যাপ-করণাদেব অপাকৃত ইতি তদপাকরণায় ন যত্যতে। ৪

স যঃ কশ্চিৎ এবং যথোক্তং ব্রহ্ম উৎসৃজ্যোৎকর্ষাপকর্ষমদ্বৈতং সত্যং জ্ঞানমনন্তমস্মীত্যেবং বেত্তীতি এবংবিৎ; এবংশব্দস্য প্রকৃতপরামর্শার্থত্বাৎ। স কিম্ ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য—দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়সমুদয়ো হি অয়ং লোকঃ, তস্মাদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য প্রত্যাবৃত্য নিরপেক্ষো ভূত্বা এতং যথাব্যাখ্যাতং অন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি—বিষয়জাতং অন্নময়াৎ পিণ্ডাত্মনো ব্যতিরিক্তং ন পশ্যতি, সর্ব্বং স্থূলভূতমন্নময়মাত্মানং পশ্যতীত্যর্থঃ। ততঃ অভ্যন্তরমেতং প্রাণময়ং সর্ব্বান্নময়াত্মস্থমবিভক্তম্। অথৈতং মনোময়ং বিজ্ঞানময়মানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। অথাদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। ৫

তত্রৈতচ্চিন্ত্যম্—কোঽয়মেবংবিৎ, কথং বা সংক্রামতি ; কিং পরস্মাদাত্মনোঽন্যঃ সংক্রমণকর্ত্তা প্রবিভক্তঃ, উত স এবেতি। কিং ততঃ? যদ্যন্যঃ, স্যাৎ শ্রুতিবিরোধঃ—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' 'অন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি।' 'ন স বেদ' 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'তত্ত্বমসি' ইতি। অথ স এব আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতীতি ; কর্ম্মকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ। পরস্যৈব চ সংসারিত্বং পরাভবো বা। যদ্যুভয়থা প্রাপ্তো দোষো ন পরিহর্ত্তুং শক্যত ইতি ব্যর্থা চিন্তা। অথ অন্যতরস্মিন্ পক্ষে দোষাপ্রাপ্তিঃ, তৃতীয়ে বা পক্ষে অদুষ্টে, স এব শাস্ত্রার্থ ইতি ব্যর্থৈব চিন্তা ; ন, তন্নির্দ্ধারণার্থত্বাৎ। সত্যং প্রাপ্তো দোষো ন শক্যঃ পরিহর্ত্তুমন্যতরস্মিন্ তৃতীয়ে বা পক্ষে অদুষ্টে অবধৃতে ব্যর্থা চিন্তা স্যাৎ ; নতু সোঽবধৃতঃ, ইতি তদবধারণার্থত্বাদর্থবত্যেবৈষা চিন্তা। সত্যমর্থবতী চিন্তা, শাস্ত্রার্থাবধারণার্থত্বাৎ। চিন্তয়সি চ ত্বং, নতু নির্ণেষ্যসি। কিং ন নির্ণেতব্যমিতিবেদবচনং ? ন ; কথং তর্হি ? বহুপ্রতিপক্ষত্বাৎ ; একত্ববাদী ত্বং, বেদার্থপরত্বাৎ ; বহবো হি নানাত্মবাদিনো বেদবাহ্যাঃ ত্বৎপতিপক্ষাঃ ; অতো মমাশঙ্কা ন নির্ণেষ্যসীতি। এতদেব মে স্বস্ত্যয়নং—যন্মামেকযোগিনমনেকযোগিবহুপ্রতিপক্ষমাত্থ। অতো জেষ্যামি সর্ব্বান্ আরভে চ চিন্তাম্। ৬

স এব তু স্যাৎ, তদ্ভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। তদ্বিজ্ঞানেন পরমাত্মভাবো হি অত্র বিবক্ষিতঃ—'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং' ইতি। নহি অন্যস্য অন্যভাবাপত্তিরুপপদ্যতে। নন্বু তস্যাপি তদ্ভাবাপত্তিরনুপপন্নৈব। ন, অবিদ্যাকৃতানাত্মাপোহার্থত্বাৎ। যা হি ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বাত্মপ্রাপ্তিরুপদিশ্যতে, সা অবিদ্যাকৃতস্য অন্নাদিবিশেষাত্মনঃ আত্মত্বেনাধ্যারোপিতস্য অনাত্মনঃ অপোহার্থা। কথমেবমর্থতা অবগম্যতে? বিদ্যামাত্রোপদেশাৎ। বিদ্যায়াশ্চ দৃষ্টং কার্য্যং অবিদ্যানিবৃত্তিঃ ; তচ্চেহ বিদ্যামাত্রমাত্মপ্রাপ্তৌ সাধনমুপদিশ্যতে। মার্গবিজ্ঞানোপদেশবদিতি চেৎ, তদাত্মত্বে বিদ্যামাত্রসাধনোপদেশোঽহেতুঃ। কস্মাৎ ? দেশান্তরপ্রাপ্তৌ মার্গবিজ্ঞানোপদেশদর্শনাৎ। নহি গ্রাম এব গন্তেতি চেৎ, ন ; বৈধর্ম্ম্যাৎ। তত্র হি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রামবিষয়ং নোপদিশ্যতে, তৎপ্রাপ্তিমার্গবিষয়মেবোপদিশ্যতে বিজ্ঞানং; ন তথেহ ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যতিরেকেণ সাধনান্তরবিষয়ং বিজ্ঞানমুপদিশ্যতে। ৭

উক্তকর্ম্মাদি-সাধনাপেক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং পরপ্রাপ্তৌ সাধনমিতি চেৎ, ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্যেত্যাদিনা প্রত্যুক্তত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি কার্য্যস্য তদাত্মত্বং দর্শয়তি। অভয় প্রতিষ্ঠোথপত্তেশ্চ। যদি বিদ্যাবান্ স্বাত্মনোঽন্যৎ ন পশ্যতি, ততঃ অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইতি স্যাৎ, ভয়হেতোঃ পরস্য অন্যস্য অভাবাৎ। অন্যস্য চ অবিদ্যাকৃতত্বে বিদ্যয়া অবস্তুত্বদর্শনোপপত্তিঃ; তদ্ধি দ্বিতীয়স্য চন্দ্রস্য অসত্ত্বম্, যদতৈমিরিকেণ চক্ষুষ্মতা ন গৃহ্যতে; নৈবং ন গৃহ্যতে ইতি চেৎ, ন; সুষুপ্তসমাহিতয়োরগ্রহণাৎ। ৮

সুষুপ্তেঽগ্রহণমন্যাসক্তবদিতি চেৎ, ন; সর্ব্বাগ্রহণাৎ। জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্যস্য গ্রহণাৎ সত্ত্বমেবেতি চেৎ, ন; অবিদ্যাকৃতত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ; যদন্যগ্রহণং জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ, তদবিদ্যাকৃতম্, বিদ্যাভাবে অভাবাৎ। সুষুপ্তে অগ্রহণমপি অবিদ্যাকৃতমিতি চেৎ, ন; স্বাভাবিকত্বাৎ। দ্রব্যস্য হি তত্ত্বমবিক্রিয়া, পরানপেক্ষত্বাৎ; বিক্রিয়া ন তত্ত্বম্, পরাপেক্ষত্বাৎ। নহি কারকাপেক্ষং বস্তুনস্তত্ত্বং; সতো বিশেষঃ কারকাপেক্ষঃ, বিশেষশ্চ বিক্রিয়া; জাগ্রৎস্বপ্নয়োশ্চ গ্রহণম্ বিশেষঃ। যদ্ধি যস্য নান্যাপেক্ষং স্বরূপং, তৎ তস্য তত্ত্বম্; যদন্যাপেক্ষং, ন তৎ তত্ত্বম্; অন্যাভাবে অভাবাৎ। তস্মাৎ স্বাভাবিকত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নবৎ ন সুষুপ্তে বিশেষঃ। ৯

যেষাং পুনরীশ্বরোঽন্য আত্মনঃ, কার্য্যঞ্চ অন্যৎ, তেষাং ভয়ানিবৃত্তিঃ, ভয়স্য অন্যনিমিত্তত্বাৎ; সতশ্চ অন্যস্য আত্মহানানুপপত্তিঃ। নচ অসত আত্মলাভঃ। সাপেক্ষস্য অন্যস্য ভয়হেতুত্বমিতি চেৎ, ন; তস্যাপি তুল্যত্বাৎ। যদ্ধর্ম্মাদ্যনুসহায়ীভূতং নিত্যমনিত্যং বা নিমিত্তমপেক্ষ্য অন্যদ্ভয়কারণং স্যাৎ, তস্যাপি তথাভূতস্য আত্মহানাভাবাৎ ভয়ানিবৃত্তিঃ, আত্মহানে বা সদসতোরিতরেতরাপত্তৌ সর্ব্বত্র অনাশ্বাস এব। একত্বপক্ষে পুনঃ সনিমিত্তস্য সংসারস্য অবিদ্যাকল্পিতত্বাদদোষঃ। তৈমিরিকদৃষ্টস্য হি দ্বিতীয়চন্দ্রস্য ন আত্মলাভো নাশো বা অস্তি। বিদ্যাবিদ্যয়োঃ তদ্ধর্ম্মত্বমিতি চেৎ, ন; প্রত্যক্ষত্বাৎ। বিবেকাবিবেকৌ রূপাদিবৎ প্রত্যক্ষাবুপলভ্যেতে অন্তঃকরণস্থৌ। নহি রূপস্য প্রত্যক্ষস্য সতো দ্রষ্টৃধর্ম্মত্বম্। ১০

অবিদ্যা চ স্বানুভবেন রূপ্যতে—মূঢ়োঽহং অবিবিক্তং মম বিজ্ঞানম্ ইতি। তথা বিদ্যাবিবেকোঽনুভূয়তে। উপদিশন্তি চ অন্যেভ্য আত্মনো বিদ্যাং বুধাঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা চ অন্যে অবধারয়ন্তি। তস্মান্নামরূপপক্ষস্যৈব বিদ্যাবিদ্যে নামরূপেচ; ন আত্মধর্ম্মৌ; 'নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তে চ পুনর্নামরূপে সবিতর্য্যহোরাত্রে ইব কল্পিতে; ন পরমার্থতো বিদ্যমানে। অভেদে 'এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি' ইতি কর্ম্মকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন; বিজ্ঞান-মাত্রত্বাৎ সংক্রমণস্য। ন জলূকাদিবৎ সংক্রমণমিহোপদিশ্যতে; কিং তর্হি? বিজ্ঞানমাত্রং সংক্রমণশ্রুতেরর্থঃ। ১১

নন্থ মুখ্যমেব সংক্রমণং শ্রূয়তে—উপসংক্রামতীতি ইতি চেৎ; ন, অন্নময়ে অদর্শনাৎ। নহি অন্নময়মুপসংক্রামতঃ বাহ্যাদস্মাৎ লোকাৎ জলূকাবৎ সংক্রমণং দৃশ্যতে, অন্যথা বা। মনোময়স্য বহির্নির্গতস্য বিজ্ঞানময়স্য বা পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত্যা আত্মসঙ্ক্রমণমিতি চেৎ. ন; স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ। অন্যে'হন্নময়মুপসঙ্ক্রাম-তীতি প্রকৃত্য মনোময়ো বিজ্ঞানময়ো বা স্বাত্মানমেবোপসঙক্রামতীতি বিরোধঃ স্যাৎ। তথা ন আনন্দময়স্যাত্মসঙ্ক্রমণমুপপদ্যতে। তস্মান্ন প্রাপ্তিঃ সঙ্ক্রমণং, নাপি অন্নময়াদীনামন্যতমকর্ত্তৃকং, পারিশেষ্যাদন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তাত্মব্যতিরিক্তকর্ত্তৃকং জ্ঞানমাত্রঞ্চ সঙ্ক্রমণমুপপদ্যতে। জ্ঞানমাত্রত্বে চানন্দময়ান্তঃস্থস্যৈব সর্ব্বান্তরস্য আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং সৃষ্ট্বা অনুপ্রবিষ্টস্য হৃদয়গুহাভিসম্বন্ধাৎ অন্নময়াদিষ্বনাত্মসু আত্মবিভ্রমঃ সঙ্ক্রমণাত্মকবিবেকজ্ঞানোৎপত্ত্যা বিনশ্যতি। তদেতস্মিন্নবিদ্যা-বিভ্রমনাশে সঙ্ক্রমণশব্দউপচর্য্যতে; ন হ্যন্যথা সর্ব্বগতস্যাত্মনঃ সঙ্ক্রমণমুপপদ্যতে। বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ। ন চ স্বাত্মন এব সংক্রমণম্; ন হি জলূকা আত্মানমেব সংক্রামতি। তস্মাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি যথোক্তলক্ষণাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থমেব বহুভবন-সর্গপ্রবেশ-রসলাভভয়সংক্রমণাদি পরিকল্প্যতে ব্রহ্মণি সর্ব্বব্যবহারবিষয়ে; ন তু পরমার্থতো নির্ব্বিকল্পে ব্রহ্মণি কশ্চিদপি বিকল্প উপপদ্যতে। তমেতং নির্ব্বি-কল্পমাত্মানমেবং ক্রমেণোপসংক্রম্য বিদিত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইত্যেতস্মিন্নর্থেঽপি এষ শ্লোকো ভবতি। সর্ব্বস্যৈবাস্য প্রকরণস্যানন্দবল্ল্যর্থস্য সঙ্ক্ষেপতঃ প্রকাশনায়ৈষ মন্ত্রো ভবতি ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাম্ অষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এখন উক্ত মীমাংসাফলের উপসংহার করা হইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আনন্দের মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন উপসংহারচ্ছলে তাহারই প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে।—'সঃ যঃ চায়ং পুরুষে' ইত্যাদি।

পরম ব্যোমরূপ হৃদয়-গুহায় অবস্থিত যিনি, আকাশ হইতে অন্নময় কোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যরাশি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই এখানে 'সঃ যঃ' কথায় উল্লিখিত হইয়াছেন বুঝা যাইতেছে।

ইনি কে? যিনি পুরুষে (জীবদেহে) 'অয়ং'—প্রত্যক্ষরূপে, এবং যিনি আদিত্যমধ্যে 'অসৌ'—পরোক্ষ বা ব্যবহিতরূপে শ্রোত্রিয়গ্রাহ্য পরমানন্দরূপে নির্দ্দিষ্ট হন, এবং সুখভোগী দেবতাগণ যাহার একাংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকেন। [বুঝিতে হইবে,] তিনি এক,—ভিন্ন ভিন্ন স্থানবর্ত্তী বিভিন্ন ঘটগত আকাশ যেমন মূলতঃ এক, তেমনি এই দেহে ও আদিত্যে অবস্থিত সেই পরমানন্দও স্বরূপতঃ এক—অভিন্ন বস্তু। ১

ভাল কথা, যদি আদিত্যমণ্ডলস্থ আত্মার সহিত দেহাধিষ্ঠিত আত্মার ঐক্য নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'সঃ যশ্চায়ং পুরুষে' এইরূপ সাধারণভাবে দেহসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই; বরং বিশেষভাবে 'যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্' বলাই সঙ্গত হইত; উহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। (১) না, এখানে সে কথা সঙ্গত হয় না; কারণ, ইহা পরমাত্ম-সম্পর্কিত কথা; পূর্ব্বোক্ত 'অদৃশ্যে অনাত্ম্যে' ও 'ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে' ইত্যাদি বাক্যস্থ পরমাত্মাই এখানে অধিকৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ এখানে সেই প্রস্তাবিত পরমাত্মার কথাই বলা হইতেছে; নচেৎ, হঠাৎ মধ্যস্থলে একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ পরমাত্ম-বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত—শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ। অতএব সেই পরমাত্মাই এখানে উভয়স্থলে এক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন (অন্য নহে)। ২

---

(১) তাৎপর্য্য—আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত আত্মা, আর এই স্থূলদেহমধ্যগত আত্মা, এতদুভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করাই যদি এই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে এখানে বলা উচিত ছিল—"স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ দক্ষিণে অক্ষণ্ (অক্ষিণি)" ইতি। তাহা হইলেই অন্য শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা পাইত। কেননা, অন্য শ্রুতিতে এইরূপই আছে—"য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্ পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে দক্ষিণ চক্ষুস্থিত পুরুষের সহিতই আদিত্য পুরুষের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাধারণভাবে দেহাধিষ্ঠিত পুরুষকে আদিত্য পুরুষের সহিত এক বলায় শ্রুতিপ্রসিদ্ধির বিরোধ হইতেছে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, বিরোধ ঘটে নাই; কারণ, সেখানে ঐরূপ ঐক্য অবলম্বন করিয়া উপাসনা মাত্র বিহিত হইয়াছে। অন্য স্থানেও উপাসনার অভিপ্রায়ে ঐ ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে কিন্তু উপাসনার কথা মোটেই নাই; তাই সাধারণ ভাবে ঐক্যমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল কথা, এখানে ত আনন্দের মীমাংসা প্রকৃত বা উপক্রান্ত হইয়াছে; অতএব তাহারও ফলোপসংহার করা উচিত ছিল। কারণ, স্বাভাবিক যে, পরমানন্দ, তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ, কিন্তু বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত আনন্দ নহে। হাঁ, এখানেও 'স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে' এই বাক্যে তদনুরূপ কথাই বলা হইয়াছে। তবে, বিভিন্ন অধিকরণের সহিত সম্বন্ধসত্ত্বেও যে, তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাল, উপাধি-সম্বন্ধ দ্বারাও পরমাত্মার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, ইহাই যদি উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় হয়, তবে বিশেষভাবে আদিত্যের উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হয় (সাধারণভাবে বলিলেই হইত)। না, আদিত্যের উল্লেখ নিরর্থক নহে; উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরিবর্জ্জনই উহার উদ্দেশ্য। মূর্ত্তামূর্ত্তময় দ্বৈতপ্রপঞ্চের মধ্যে আদিত্যের উৎকর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখন তিনিও যদি পরমানন্দ লাভ বিষয়ে দেহাদিগত উৎকর্ষ-নিরসনপূর্ব্বক সমতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে যে, কোন প্রকার উৎকর্ষাপকর্ষই থাকতে পারে না; এবং তিনি যে, অভয় প্রতিষ্ঠা লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ হন এ কথাও উপপন্ন হইতেছে। ৩

[এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে] 'অস্তি নাস্তি'-বিষয়ক প্রশ্ন ব্যাখ্যাত হইল। জীব-জগতে বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্পর্কজনিত যে আনন্দ-প্রাপ্তি, প্রাণনাদি ব্যাপার, অভয়-প্রতিষ্ঠা ও ভয়দর্শন প্রভৃতি কার্য্য, তদ্দর্শনে ও তন্মূলক যুক্তিদৃষ্টে আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্মের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারাই একটী প্রশ্নেরও (নাস্তিত্ব শঙ্কারও) উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। ইহার পরে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ভেদে ব্রহ্মকে পাওয়া বা না পাওয়া বিষয়ে আরও দুইটী প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে বিদ্বান্ ব্রহ্মরস আস্বাদন করেন, বা করেন না, এটী হইতেছে শেষ প্রশ্ন। এখন সেই প্রশ্নের অপনয়নার্থ বলা হইতেছে—এই অন্তিম প্রশ্নের উত্তরেই মধ্যম প্রশ্নটীরও উত্তর হইয়া যায়; এই জন্য মধ্যম প্রশ্ন-নিরাসের জন্য আর পৃথক্ প্রয়াস করা আবশ্যক হইতেছে না। ৪

যে কোন লোক অজ্ঞানকৃত উৎকর্ষাপকর্ষময় ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া 'আমি হইতেছি—যথোক্তপ্রকার সত্য জ্ঞান অনন্ত ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞানলাভ করেন, তিনিই এখানে 'এবংবিদ্' পদবাচ্য। কারণ, 'এবং' শব্দে সাধারণতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ই বুঝাইয়া থাকে। [ব্রহ্মই এখানে প্রস্তাবিত; সুতরাং ব্রহ্মই 'এবং' পদের অর্থ।] সেই এবংবিদ্ পুরুষ ইহলোক হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টার্থক—ঐহিক ও পারলৌকিক প্রিয়-বিষয়াত্মক এই সংসার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ সে সমুদয় বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ দৃশ্যমান বিষয়রাশিকে অন্নময় দেহ-পিণ্ডের অতিরিক্ত বলিয়া দর্শন করেন না; তিনি সমস্ত স্থূল ভূতকেই অন্নময় আত্মরূপে দর্শন করেন। তাহার পর, আরও অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অন্নময় আত্মার মধ্যবর্ত্তী প্রাণময় আত্মাকে তদভিন্নরূপে নিরীক্ষণ করেন; তাহার পর, ক্রমে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকেও দর্শন করিয়া থাকেন; সর্ব্বশেষে পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্য, অনাত্ম্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন আত্মাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন তাঁহার সংসার-ভয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়া যায়। ৫

এস্থলে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই 'এবংবিদ্' পুরুষটী কে? কিরূপেই বা তিনি সংক্রমণ করেন? এই সংক্রমণের কর্ত্তা কি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—অন্য কেহ? না, সেই পরমাত্মাই?—ভাল, এই বিচারে ফল কি? সংক্রমণকারী যদি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হন, তাহা হইলে, 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'যিনি মনে করেন, আমি অন্য এবং আমার উপাস্যও অন্য, তিনি বস্তুতঃ পরমাত্মকে জানেন না,' 'তিনি এক ও অদ্বিতীয়' 'তুমি তৎস্বরূপ' একত্ব-বোধক এই সকল শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়। আর তিনি যদি নিজেই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও কর্ম্ম-কর্ত্তৃভাব উপপন্ন হয় না, (একই বস্তু একই ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারে না), পক্ষান্তরে পরমাত্মারই সংসারিত্ব হইয়া পড়ে, অথবা তদবস্থায় পরমাত্মারই অভাব কল্পিত হইতে পারে। এই প্রকারে উভয় পক্ষেই, যে দোষের প্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং তাহার পরিহার বা সমাধানও যদি অসম্ভব হয়, তবে এই প্রকার বিচারের প্রয়োজন কি? যদি বল, ইহার মধ্যে একটী পক্ষ গ্রহণ করিলে কিংবা নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষটী মাত্র গ্রহণ করিলে ত কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা দেখা যায় না, তাহা হইলেও সেই নির্দ্দোষ পক্ষই শাস্ত্রার্থরূপে নির্দ্ধারিত হউক; বৃথা বিচারে আবশ্যক কি?—না, বিচার নিরর্থক নহে; সেই অদুষ্ট পক্ষ নির্দ্ধারণ করাই বিচারের প্রয়োজন। অভিপ্রায় এই যে, সত্য বটে, অন্যতর পক্ষ কিংবা নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিলেও যখন সম্ভাবিত দোষের পরিহার করা যায় না, তখন তদ্বিষয়ে বিচার-চর্চ্চা বৃথা হইতে পারে সত্য; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যখন কোন একটী পক্ষই নির্দ্দোষরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই, তখন তন্নির্দ্ধারণার্থই চিন্তা করা আবশ্যক হইতেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন ঐরূপ চিন্তা সার্থকও বটে এবং তুমিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথেষ্ট চিন্তা করিতেছ ; কিন্তু কিছু নির্ণয় ত করিতে পারিতেছ না। ভাল, নির্ণয় করা যায় না, এরূপ কোন বেদবাক্য আছে কি ? না, সে প্রকার কথা নহে ; তবে কি প্রকার কথা ? না, বহুবিধ বাধা থাকায়ই [নির্ণয় করা যায় না, বলিতেছি] কেননা, তুমি একত্ববাদী (অদ্বৈতবাদী) ; কারণ, তুমি এইরূপই বেদার্থ [কল্পনা করিয়া থাক] ; কিন্তু নানাত্ববাদী বেদবাহ্য (বেদার্থবিমুখ) বহুলোক তোমার প্রতিপক্ষ রহিয়াছে ; এইজন্যই আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি নির্ণয় করিতে পারিবে না। ভাল, ইহাই আমার পরম মঙ্গলের কারণ যে, তুমি আমাকে একত্ব-বাদী বলিয়া অনেকত্ববাদী বহুলোককে আমার প্রতিপক্ষ বলিতেছ। এই কারণেই আমি সকলকে পরাজিত করিতে পারিব মনে করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। ৬

[প্রথমোক্ত তিনটী প্রশ্নের মধ্যে শেষ প্রশ্নে যে, বলা হইয়াছিল, 'উত স এব' অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হন কি ? এখন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন] তিনিই অর্থাৎ পরমাত্মা নিজেই নিজেকে প্রাপ্ত হন ; কেননা, এখানে পরমাত্মভাব-প্রাপ্তিই বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত। এখানে 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' শ্রুতিতে পরমাত্মবিজ্ঞানে পরমাত্মভাবপ্রাপ্তিই শ্রুতির অভিপ্রেত। কারণ, অন্য পদার্থ কখনই অন্য পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না। ভাল, অভেদপক্ষেও তাহারই তদ্ভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ একেবারেই প্রাপ্যপ্রাপকভাব কখনই হইতে পারে না ; না, এরূপ আপত্তিও সঙ্গত হয় না ; কারণ, অবিদ্যাকৃত ভেদ নিবারণই উহার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে যে, স্বস্বরূপপ্রাপ্তির উপদেশ করা হইয়া থাকে ; অবিদ্যাবশতঃ আত্মরূপে আরোপিত যে, অন্নময়াদি কোষরূপ অসত্য আত্মা, সেই সমুদয় অনাত্মপদার্থ অপনয়ন করাই সেই সকল উপদেশের উদ্দেশ্য, (কিন্তু তাদাত্ম্য লাভ নহে)। ভাল কথা, ঐ শ্রুতির যে এরূপ অর্থ, তাহা জানা যায় কিসে ? [উত্তর—] যেহেতু ঐ শ্রুতিতে কেবল বিদ্যামাত্রেরই উপদেশ আছে। বিদ্যার প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে—অবিদ্যানিবৃত্তি। এখানেও আত্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে কেবল বিদ্যারই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। এ উপদেশ ত গন্তব্য স্থানের মার্গবিজ্ঞানোপদেশের ন্যায় হইতে পারে ; সুতরাং সাধনরূপে বিদ্যামাত্রের উপদেশ কখনই তদ্ভাবপ্রাপ্তির হেতু হইতে পারে না। কেননা, দেখা যায়—দেশান্তরে যাইতে হইলে লোকে পথের পরিচয় লইয়া থাকে ; কিন্তু সেই গন্তব্য-স্থানই ত আর গমনের কর্ত্তা হয় না ; কর্ত্তা হয় অপর লোক। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, বৈষম্য আছে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়—উপদেশকর্ত্তা গন্তব্য গ্রাম সম্বন্ধে উপদেশ করে না, উপদেশ করে গ্রামে যাইবার পথপরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে ; এখানে ত প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের বিজ্ঞান ব্যতীত তৎপ্রাপ্তির কোন সাধনেরই উপদেশ করা হইতেছে না। অতএব পথপরিচয়ের দৃষ্টান্তটী ইহার অনুরূপ হইতেছে না। ৭

আর কর্ম্মাদি সাধনসাপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে যে, পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনরূপে উপদেশ করা হইতেছে, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষপদার্থ নিত্য, (কোন প্রকার সাধনসাপেক্ষ নহে।) ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই উক্ত আশঙ্কা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১) ; এবং 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' এই শ্রুতিও জাগতিক পদার্থমাত্রকেই ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত) বলিয়া বুঝাইতেছেন। বিশেষতঃ অভয়-প্রতিষ্ঠাও [অভেদপক্ষেই] উপপন্ন হয়,—যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ যদি আত্মব্যতিরেকে আর কিছুই দর্শন না করেন, তবেই অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন ; কারণ, তদবস্থায় ভয়ের কারণীভূত অন্য কোনও দ্বিতীয় পদার্থের বোধ থাকে না। অপর দ্বিতীয় পদার্থগুলি যদি অবিদ্যাকৃত (অসত্য) হয়, তবেই বিদ্যাদ্বারা সে সমুদয়ের অসত্যতা দর্শন উপপন্ন হইতে পারে, (নচেৎ নহে)। [আর সেই অসত্যতাদর্শনই বস্তুতঃ দ্বৈতনিবৃত্তি ; যেমন ভ্রান্তিকৃত] দ্বিতীয় চন্দ্রের তাহাই অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব যে, তৈমিরিক রোগবিহীন চক্ষুষ্মান্ লোকের দেখিতে না পাওয়া। অভিপ্রায় এই যে, তৈমিরিক রোগাক্রান্ত লোক রোগের দোষে একটী বস্তুকেও দুইটী বলিয়া মনে করে,—একটি চন্দ্রকেও দুইটি দেখে। অবশ্য, তাহার দৃষ্ট সেই দ্বিতীয় চন্দ্রটী যে ভ্রান্তিকৃত অসত্য, তাহা জানা যায় কিরূপে ? না, যেহেতু ঐরূপ রোগবিহীন চক্ষুষ্মান্ লোকেরা ঐ দ্বিতীয় চন্দ্র দেখিতে পায় না ; সত্য হইলে অবশ্যই তাহারাও দেখিতে পাইত ; এইরূপ অজ্ঞজনের ভয়োৎপাদক দ্বৈতপ্রপঞ্চও অবিদ্যাকৃত—অসত্য ; যেহেতু প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানিগণ উহার সত্যতা দেখিতে পান না। যদি বল

(১) পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন সত্য, কিন্তু কর্ম্মসাপেক্ষ, অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম দ্বারা অগ্রে চিত্তশুদ্ধি করিতে হয় ; পরে শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ক্রমে ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটায়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞান যদি ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন হয়, তবে উক্ত মার্গোপদেশের সহিত সমানই হয়। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, জন্য পদার্থেরই সাধন থাকে ও থাকা আবশ্যক হয়, কিন্তু মোক্ষ যখন নিত্য, তখন উহার সাধনই সম্ভবপর নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ অগ্রহণ বা অদর্শন ত কখনও হয় না; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সুষুপ্ত ও সমাধিযুক্ত পুরুষেরা দ্বৈত জগৎ দর্শন করেন না। ৮

যদি বল, বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত লোক যেমন সম্মুখস্থ বিষয়ও নিরীক্ষণ করে না, সুষুপ্তের অদর্শনও ঠিক তেমনই? না, তাহাও বলিতে পার না; কেন না, তখন ত কোন বিষয়েই জ্ঞান থাকে না; [সুতরাং অন্যাসক্তচিত্ততা বলা যায় না]। যদি বল, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সময়ে যখন দ্বৈতদর্শন অব্যাহত থাকে, তখন উহা সত্যই; না, তাহাও নহে; কারণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থা দুইটীও অবিদ্যাকৃত; জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে ভেদদর্শন, তাহাও অবিদ্যাকৃত; যেহেতু বিদ্যার উদয়ে উহারও অভাব হয়। তাহা হইলে সুষুপ্তিসময়ে যে, বিষয়ের অদর্শন, তাহাও অবিদ্যাকৃত বলা যাইতে পারে? না, তাহা বলা যাইতে পারে না; কারণ, এই অদর্শন স্বাভাবিক (অবিদ্যাজনিত নহে)। কেন না, অবিকৃত ভাবই দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কারণ, উহাতে কোনও কারণের অপেক্ষা থাকে না; পক্ষান্তরে বিকার কখনই কোন দ্রব্যের তত্ত্ব বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ, উহা পরাপেক্ষিত বা পরের দ্বারা উৎপাদিত হয়, বস্তুর তত্ত্ব বা স্বাভাবিকতা কখনই কোনও কারণকে অপেক্ষা করে না। সহবস্তুর বিশেষভাব কারক-সাপেক্ষ হইয়া থাকে। সেই বিশেষ বা বৈলক্ষণ্যমাত্রই বিকার (বস্তুর অন্যথা ভাব)। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে, বিষয়গ্রহণ, তাহাও একরূপ বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য মাত্র; [সুতরাং বিকার-মধ্যে পরিগণিত]। যাহার যে রূপটী অন্য-নিরপেক্ষ, তাহাই তাহার প্রকৃত তত্ত্ব; আর যাহা অন্যাপেক্ষিত, তাহা তাহার তত্ত্ব নহে; যেহেতু সেই অন্য বস্তুটীর অভাবে তাহারও অভাব হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় কোন বিশেষ বিকার সম্বন্ধ থাকে না। ৯

পক্ষান্তরে, যাহাদের মতে আত্মা হইতে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ বস্তু; তাহাদের পক্ষেই ভয়ের নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, তাহাদের ভয় অন্যনিমিত্তক অর্থাৎ দ্বিতীয় পদার্থ হইতে আগত এবং দ্বিতীয় পদার্থ যখন বিদ্যমানই থাকে, তখন তাহার স্বরূপহানি হওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। আর যাহা স্বরূপতই অসৎ অস্তিত্ববিহীন, তাহার কখন আত্মলাভ বা অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। যদি বল, দ্বিতীয় পদার্থ যে ভয়োৎপাদন করে, তাহারও কারণান্তর থাকিতে পারে? না, সে কথাও হইতে পারে না; কারণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার অবস্থাও এতত্তুল্য। তুমি বলিবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নিত্য বা অনিত্য যে কোনও সহকারীকে অপেক্ষা করিয়া অন্য পদার্থ ভয়োৎপাদক হউক না কেন, না; তাহাও যখন স্বতন্ত্র পদার্থ, তখন তাহার ত স্বরূপহানি হইতে পারে না; সুতরাং সে পক্ষেও ভয়নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। আর সদ্বস্তুরও যদি স্বরূপধ্বংস হয়, তবে সৎ ও অসতের পার্থক্যই চলিয়া যায়; সুতরাং কোথাও লোকের বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। একত্ববাদীর পক্ষে কিন্তু এ দোষ হয় না; কেন না, এই সংসার অদৃষ্টাদি কারণসাপেক্ষ হইলেও অবিদ্যাকৃত—অসত্য; কাজেই পূর্ব্বোক্ত কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না। আর পূর্ব্বে যে তৈমিরিকদৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের কথা বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ সেখানে দ্বিতীয় চন্দ্রের স্বরূপতই সত্তা বা বিনাশ, কিছুই নাই। তাহার পর, বিদ্যা ও অবিদ্যাকে বস্তুধর্ম্মও বলিতে পার না; কারণ, উহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রূপ-রসাদি গুণগুলি যেরূপ দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষ হয়, বিবেক অবিবেকও তদ্রূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্মরূপেই প্রত্যক্ষ হয়। দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষগোচর রূপ-রসাদি গুণকে কেহই ত দ্রষ্টার ধর্ম্মরূপে কল্পনা করে না। ১০

বিশেষতঃ অবিদ্যা পদার্থটাও 'আমি মূঢ় (মোহগ্রস্ত), আমার বুদ্ধি এখন বিবেকশূন্য' ইত্যাদি স্বীয় অনুভবের সাহায্যেই নিরূপিত হইয়া থাকে। সেইরূপ বিদ্যার পার্থক্যও আত্মানুভব-গ্রাহ্য। পণ্ডিতগণ আপনার বিদ্যা পরকে উপদেশ করিয়া থাকেন। অপর লোকেও উপদেশের অনুরূপ অর্থ অবধারণ করিয়া থাকে। অতএব এই বিদ্যা ও অবিদ্যা নাম-রূপেরই অন্তর্গত নাম-রূপাত্মকই বটে,—আত্মার ধর্ম্ম নহে। যেহেতু, অপর শ্রুতিতে আছে—'ব্রহ্মই নাম ও রূপের স্বরূপাধায়ক; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত আছে, তিনিই সেই ব্রহ্ম।' নিত্য প্রকাশমান সূর্য্যে যেমন দিন-রাত্রি ভাব কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত নাম রূপও ব্রহ্মেতে কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মেতে নাম-রূপ সম্বন্ধ কখনও বিদ্যমানই নাই।

যদি বল, অভেদ পক্ষ বাস্তবিক হইলে, 'জীব এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' এইরূপে কর্ম্ম ও কর্ত্তার নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ প্রাপ্য ব্রহ্ম, আর তৎপ্রাপক জীব যদি বস্তুতই এক হয়, তাহা হইলে ভেদ-সাপেক্ষ, ব্রহ্মের কর্ম্মত্ব ও জীবের কর্ত্তৃত্ব-নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না। না—এ আপত্তিও করিতে পার না; কারণ, এখানে 'সংক্রমণ' অর্থ বিজ্ঞান বা অনুভূতিমাত্র; কিন্তু জলুকা (জোঁক) প্রভৃতির সংক্রমণের ন্যায় এখানে সংক্রমণের উপদেশ করা হয় নাই; তবে কি না, ব্রহ্মবিষয়ক কেবল বিজ্ঞানোপদেশই এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল কথা, 'উপসংক্রমণ' বাক্যে ত মুখ্য উপসংক্রমণেরই কথা শ্রুত হইতেছে ? না, সে কথা বলিতে পার না ; কারণ, 'অন্নময়' কোষের স্থানে মুখ্য উপসংক্রমণের কথা নাই। কেন না, অন্নময়ে উপসংক্রমণের সময় ত, বর্ত্তমান বহির্লোক হইতে জলূকার মত অন্নময়ে যথার্থ উপসংক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় না কিংবা অন্য প্রকারেও সংক্রমণ সম্ভব হয় না। [যদি বল, সেখানে মুখ্য সংক্রমণ সম্ভব না হইলেও,] দেহ হইতে বাহিরে নির্গত মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের পক্ষে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আত্মাতে উপসংক্রমণ করা সম্ভবপরই হয়; না, তাহাও হয় না ; স্বাত্মগত ক্রিয়াবিরোধই তাহার বাধক। অভিপ্রায় এই যে 'অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়', এই উপক্রমবাক্যে প্রাপ্ত অন্নময় ও তৎপ্রাপক জীবকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, এখন যদি মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষকে স্বাত্মপ্রাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তবে নিশ্চয়ই উপক্রম-বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। তাহার পর, আনন্দময়ের পক্ষে ত আত্মসংক্রমণ মোটেই উপপন্ন হয় না ; (কারণ, মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের ন্যায় আনন্দময়ের কখনও বহির্গমন সম্ভবই হয় না ; সুতরাং উহার আত্মসংক্রমণও উপপন্ন হয় না।) অতএব এখানে সংক্রমণ অর্থ প্রাপ্তি নহে, এবং অন্নময়াদির মধ্যে কেহ তাহার (প্রাপ্তির) কর্ত্তাও নহে ; পরন্তু অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত, যে পঞ্চ কোষের উল্লেখ আছে, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই উহার কর্ত্তা হইবে, এবং এই প্রাপ্তি বা সংক্রমণ অর্থও জ্ঞানমাত্র, এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত হয় (১)। এইরূপে সংক্রমণ শব্দের জ্ঞানমাত্ররূপ অর্থ স্থির হইলেই, আনন্দময়ের অভ্যন্তরস্থ এবং সর্ব্বান্তরতম আত্মার পক্ষে আকাশাদি সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করার পর, তন্মধ্যে প্রবেশ ও হৃদয়গুহার সহিত সম্বন্ধবশতঃ অন্নময়াদি অনাত্মপদার্থে আত্ম-ভ্রমও সম্ভব হয়, এবং সংক্রমণ-শব্দবাচ্য বিবেক জ্ঞানের উদয়ে সেই ভ্রান্তির বিনাশও উপপন্ন হয়। কাজেই এখানে অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি-বিনাশরূপ অর্থে 'সংক্রমণ' শব্দের উপচার বা গৌণ প্রয়োগ স্বীকার করিতে হয় ; নচেৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মার পক্ষে কাহারও সঙ্গে অভিনব

---

(১) তাৎপর্য্য—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপী হইয়াও অজ্ঞানবশে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও সুখী দুঃখী ইত্যাদি ভ্রান্তিবোধে বদ্ধ হয় ; জ্ঞানোদয়ে—'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, তদ্ভিন্ন নহি' এইরূপ বোধোদয়ে সেই অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জীবের জীবভাব বা অব্রহ্মভাবও দূর হইয়া যায়। এই প্রকার জ্ঞানলাভেরই নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মলাভ ; কিন্তু ব্যবহারিক 'প্রাপ্তি' নহে। এইজন্যই ভাষ্যকার সংক্রমণ কথার ঐরূপ অর্থ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংক্রমণ বা সংযোগ সম্ভবপর হয় না। আত্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাবও উক্ত অনুপপত্তির অপর কারণ; আত্মা ত নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ, জলূকা (জোঁক) কখনও আপনাকেই প্রাপ্ত হয় না, (পরন্তু অপর তৃণ প্রভৃতিকেই প্রাপ্ত হয়)। অতএব আমরা আত্মার যেরূপ স্বরূপ নিরূপণ করিলাম, সেই আত্মবিষয়ক বোধ সমুৎপাদনের নিমিত্তই "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" বাক্যে সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অগোচর ব্রহ্ম বিষয়ে বহু ভবন, সৃষ্টি, তন্মধ্যে প্রবেশ, রসলাভ, অভয় প্রতিষ্ঠা, ও সংক্রমণ প্রভৃতি ব্যবহার কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু পরমার্থতঃ নির্ব্বিকল্প (সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের অতীত) ব্রহ্ম বিষয়ে কোন প্রকার কল্পনাই উপপন্ন হয় না ও হইতে পারে না। সেই এই নির্ব্বিকল্প আত্মাকে যথোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া—অবগত হইয়া কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না—অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বিষয়েও একটি শ্লোক (মন্ত্র) আছে। বুঝিতে হইবে, এই মন্ত্রটি সংক্ষেপতঃ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উক্ত প্রকরণগত সমস্ত তাৎপর্য্য-প্রকাশনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।

এ তꣳহ বাব ন তপতি। কিমহꣳ সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানꣳ স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মাꣳ স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সমাপ্তা ॥

সরলার্থঃ।—বাচঃ (বস্তুস্বরূপ-প্রকাশনার্থং প্রযোজ্যানি বচনানি) মনসা (তত্ত্বনিশ্চায়কেন অন্তঃকরণেন) সহ অপ্রাপ্য (বক্তুং জ্ঞাতুং চ অপারয়ন্ত্যঃ) যতঃ (যস্মাৎ কারণরূপাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) নিবর্ত্তন্তে (স্বব্যাপারাৎ হীয়ন্তে)। [কোঽপি জনঃ] ব্রহ্মণঃ (স্বরূপভূতং) [তম্] আনন্দং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) কুতশ্চন (কস্মাদপি নিমিত্তাৎ) ন বিভেতি [ভয়হেতোঃ দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ] ইতি। এতম্ হ বাব (এব), কিং (কস্মাৎ) অহং সাধু (পুণ্যং কর্ম্ম) ন অকরবম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ন কৃতবান্ অস্মি), কিং (কস্মাৎ) অহং পাপং (নিষিদ্ধং কর্ম্ম) অকরবম্ (কৃতবান্ অস্মি) ইতি (এবংরূপঃ পশ্চাত্তাপঃ) ন তপতি (ন উদ্বেজয়তি) সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতে (পুণ্যকর্ম্মাকরণ-পাপাচরণে) এবং (যথোক্তরূপেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মানং সবলং করোতি ; তম্)। হি (যতঃ) এষঃ (বিদ্বান্) এতে (পুণ্যকর্ম্মাকরণ-পাপকর্ম্মণী) উভে এব আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মভাবেন বিজানাতি); [কঃ ?] যঃ এবং (যথোক্ত-লক্ষণম্ অদ্বৈতম্ আনন্দং) বেদ (জানাতি, স ইত্যর্থঃ)। ইতি (ইয়ং যথোক্তবিজ্ঞানলক্ষণা) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা—সর্ব্বাভ্যঃ বিদ্যাভ্যঃ পরমং রহস্যমিতি ভাবঃ) ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

মূলানুবাদ—বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত অর্থাৎ বাক্য ও মন যাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দবিৎ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না। আমি কেন উত্তম কর্ম্ম করি নাই; আমি কেন পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, এই প্রকার অনুতাপও কেবল এই লোককেই সন্তাপ দেয় না; সেই—যে লোক এই প্রকার অবগত হইয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন; কারণ, যিনি এরূপ জানেন, তিনি ঐ উভয়কেই অর্থাৎ উত্তম কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে আত্মস্বরূপ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষদ্ অর্থাৎ সর্ব্ব বিদ্যার সারভূত রহস্য বিদ্যা ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৯ ॥

ইতি নবমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যতঃ যস্মান্নির্বিকল্পাৎ যথোক্তলক্ষণাৎ অদ্বয়ানন্দাদাত্মনঃ বাচঃ অভিধানানি দ্রব্যাদিসবিকল্পবস্তুবিষয়াণি বস্তুসামান্যান্নির্ব্বিকল্পেঽদ্বয়েঽপি ব্রহ্মণি প্রয়োক্তৃভিঃ প্রকাশনায় প্রযুজ্যমানানি অপ্রাপ্যাপ্রকাশ্যৈব নিবর্ত্তন্তে—স্বসামর্থ্যাৎ হীয়ন্তে। মন ইতি প্রত্যয়ো বিজ্ঞানম্। তচ্চ, যত্রাভিধানং প্রবৃত্তমতীন্দ্রিয়েঽপ্যর্থে তদর্থে চ প্রবর্ত্ততে প্রকাশনায়। যত্র চ বিজ্ঞানং তত্র বাচঃ প্রবৃত্তিঃ। তস্মাৎ সহৈব বাঙ্মনসয়োরভিধানপ্রত্যয়য়োঃ প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র। তস্মাদ্ ব্রহ্মপ্রকাশনায় সর্ব্বথা প্রয়োক্তৃভিঃ প্রযুজ্যমানা অপি বাচঃ যস্মাদপ্রত্যয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়াদনভিধেয়াদ্ অদৃশ্যাদিবিশেষণাৎ সহৈব মনসা বিজ্ঞানেন সর্ব্বপ্রকাশন-সমর্থেন নিবর্ত্তন্তে, তং ব্রহ্মণ আনন্দং শ্রোত্রিয়স্যাবৃজিনস্যাকামহতস্য সর্ব্বৈষণা-বিনির্ম্মুক্তস্যাত্মভূতং বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধবিনির্ম্মুক্তং স্বাভাবিকং নিত্যমবিভক্তং পরমানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ যথোক্তেন বিধিনা, ন বিভেতি কুতশ্চন, নিমিত্তাভাবাৎ। ন হি তস্মাদ্বিদুষোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরমস্তি ভিন্নম্, যতো বিভেতি। ১

অবিদ্যয়া যদা উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতীতি হি যুক্তম্। বিদুষশ্চাবিদ্যাকার্য্যস্য তৈমিরিকদৃষ্ট-দ্বিতীয়চন্দ্রবৎ নাশাদ্ভয়নিমিত্তস্য ন বিভেতি কুতশ্চনেতি যুজ্যতে। মনোময়ে চোদাহৃতো মন্ত্রঃ, মনসো ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনত্বাৎ। তত্র ব্রহ্মত্বমধ্যারোপ্য তৎস্তুত্যর্থং "ন বিভেতি কদাচন" ইতি ভয়মাত্রং প্রতিষিদ্ধম্; ইহাদ্বৈতবিষয়ে "ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি ভয়নিমিত্তমেব প্রতিষিধ্যতে। ২।

নন্বস্তি ভয়নিমিত্তং সাধ্বকরণং পাপক্রিয়া চ। নৈবম্। কথমিতি, উচ্যতে— এতং যথোক্তমেবংবিদম্, হ-বাবেত্যবধারণার্থৌ, ন তপতি নোদ্বেজয়তি ন সন্তাপয়তি। কথং পুনঃ সাধ্বকরণং পাপক্রিয়া চ ন তপতীতি; উচ্যতে—কিং কস্মাৎ সাধু শোভনং কর্ম্ম নাকরবং ন কৃতবানস্মীতি পশ্চাৎসন্তাপো ভবতি আসন্নে মরণকালে; তথা কিং কস্মাৎ পাপং প্রতিষিদ্ধং কর্ম্ম অকরবং কৃতবানস্মীতি চ নরকপতনাদিদুঃখভয়াৎ তাপো ভবতি। তে এতে সাধ্বকরণ-পাপক্রিয়ে এবমেনং ন তপতঃ, যথা অবিদ্বাংসং তপতঃ। ৩

কস্মাৎ পুনর্ব্বিদ্বাংসং ন তপত ইতি, উচ্যতে—স য এবং বিদ্বান্ এতে সাধ্ব-সাধুনী তাপহেতূ ইত্যাত্মানং স্পৃণুতে প্রীণয়তি বলয়তি বা, পরমাত্মভাবেনোভে পশ্যতীত্যর্থঃ। উভে পুণ্যপাপে, হি যস্মাৎ এবমেষ বিদ্বান্ এতে আত্মানাত্মরূপে-ণৈব পুণ্যপাপে স্বেন বিশেষরূপেণ শূন্যে কৃত্বা আত্মানং স্পৃণুত এব। কঃ? য এবং বেদ যথোক্তমদ্বৈতমানন্দং ব্রহ্ম বেদ। তস্যাত্মভাবেন দৃষ্টে পুণ্যপাপে নির্ব্বীর্য্যে অতাপকে জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ। ইতীয়মেবং যথোক্তা অস্যাং বল্ল্যাং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ সর্ব্বাভ্যো বিদ্যাভ্যঃ পরমরহস্যং দর্শিতমিত্যর্থঃ—পরং শ্রেয়োঽস্যাং নিষণ্ণমিতি॥ ১॥ ৪০

ইতি নবমানুবাকভাষ্যম্॥ ৯॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যে ব্রহ্মানন্দবল্লীভাষ্যং সংপূর্ণম্॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ—বাক্যসমূহ' সাধারণতঃ সবিকল্প (বিশেষণযুক্ত) বস্তুই বুঝাইয়া থাকে, [ব্রহ্মও একটী বস্তু; অতএব বাক্য তাঁহাকেও বুঝাইতে পারিবে; এইরূপ ধারণার বশে] বক্তারা নির্ব্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশনার্থও বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু বাক্যসমূহ যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়াই অর্থাৎ স্বরূপ-প্রকাশনে অসমর্থ হইয়াই, যাঁহা হইতে—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত অদ্বয়ানন্দ-স্বরূপ আত্মা হইতে [মনের সহিত] নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্বীয় অর্থপ্রকাশনশক্তি হইতে বিচ্যুত হয়। এখানে 'মন' অর্থ প্রত্যয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান মাত্র। অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) হইলেও যে পদার্থে অভিধান বা শব্দশক্তি প্রবৃত্ত হয়, মন সাধারণতঃ সেই বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশনার্থই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; আবার যে বিষয়ে মনের প্রবৃত্তি হয়, সেই বিষয়েই বাক্যেরও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব বাক্য ও মনের অর্থাৎ শব্দ ও প্রত্যয়ের সর্ব্বত্রই সহপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মপ্রকাশনের উদ্দেশ্যে বক্তৃগণকর্ত্তৃক যে কোন প্রকারে বাক্যসমূহ প্রযুক্ত হইয়াও প্রত্যয়ের অবিষয়ীভূত এবং অভিধানেরও অযোগ্য অদৃশ্যত্বাদি বিশেষণান্বিত যাঁহা (ব্রহ্ম) হইতে মনের সহিত সর্ব্বপ্রকাশনসমর্থ বিজ্ঞানের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হয়; এবং যাহা নিষ্পাপ ও নিষ্কাম সর্ব্বৈষণারহিত শ্রোত্রিয়ের আত্মস্বরূপ, আর যাহা বিষয়-বিষয়িভাব (গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব) সম্বন্ধরহিত স্বভাবসিদ্ধ নিত্য এবং আত্মা হইতেও অপৃথগ্ভূত ব্রহ্মসম্বন্ধী পরমানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দ যিনি যথোক্ত প্রকারে জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভীত হন না। কারণ, তখন ভয়ের কোন নিমিত্তই বিদ্যমান থাকে না। তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ হইতে ভিন্ন এমন কোন বস্তুই থাকে না, যাহা হইতে তিনি ভয় পাইতে পারেন। ১।

লোকে অবিদ্যাবশতঃ যখন অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার (ভেদদর্শীর) ভয় হওয়া যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে, বিদ্বানের সম্বন্ধে, তৈমিরিক-দৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় অবিদ্যাজনিত সমস্ত ভয়হেতু বিনষ্ট হওয়ায় 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে মনোময় কোষের প্রস্তাবেও একটী মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ, মনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। সেই মনোময়ে ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া, তাহারই প্রশংসার্থ 'ন বিভেতি কদাচন' বলিয়া কেবল ভয়ের নিষেধ মাত্র করা হইয়াছে; এখানে কিন্তু অদ্বৈত বিজ্ঞানোদয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলিয়া ভয়জনক নিমিত্তেরই প্রতিষেধ করা হইতেছে। ২।

ভাল, এখানেও ত উত্তম কর্ম্মের অকরণ ও পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই উভয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়-নিমিত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে? না, তাহা নাই। কেন? বলা হইতেছে,—উহারা এই যথোক্ত বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকেই সন্তাপ দেয় না। শ্রুতির 'হ' ও 'বাব' পদ দুইটীর অর্থ অবধারণ (নিশ্চয়)। সাধু কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কেন যে, তাহাকে তাপ দেয় না, তাহা বলা যাইতেছে,—মৃত্যু-কাল আসন্ন হইলে পর, সাধারণতঃ 'কেন আমি সাধু—শোভন (উত্তম) কর্ম্ম করি নাই', এইরূপ অনুতাপ হইয়া থাকে, এবং 'কিসের জন্য আমি পাপ—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি' এইরূপ ভাবনাবশতঃ নরক-পতনজ ভাবী দুঃখের ভয়েও সন্তাপ হইয়া থাকে। এই উভয়ে—সাধুকর্ম্মের অকরণ ও পাপ ক্রিয়ার আচরণে অজ্ঞ লোকদিগকে যেরূপ তাপ দেয়, কেবল ইঁহাকেই তদ্রূপ তাপ দেয় না বা দিতে পারে না। ৩।

কি কারণে বিদ্বানকে সন্তাপ দেয় না, তদুত্তরে বলা হইতেছে—এবংবিধ সেই বিদ্বান্ পুরুষ সন্তাপকর উক্ত সাধুকর্ম্মের অকরণ ও অসাধুকর্ম্মের আচরণ এতদুভয়কেই আত্মস্বরূপ জানিয়া প্রীত বা বলবান্ হন—অর্থাৎ উক্ত উভয়কেই পরমাত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; [সেই কারণেই উহারা তাঁহার তাপকর হয় না]। যেহেতু এই বিদ্বান্ পুরুষ স্বরূপতঃ আপনাকে উক্ত পাপপুণ্যরূপ ধর্ম্মশূন্যভাবে পরিতৃপ্ত রাখেন। কোন্ বিদ্বান্? যিনি এই প্রকার জানেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন; তিনি পাপ পুণ্য উভয়ই আত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন; সুতরাং বীর্য্যহীন হওয়ায় উহারা আর তাঁহার তাপকর হয় না, অর্থাৎ উহারা আর জন্মান্তরের আরম্ভক হয় না। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীতে সর্ব্ববিদ্যার সারভূত এই পরম রহস্য প্রদর্শিত হইল—জীবের পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষপথ) এখানেই নিহিত বা উপদিষ্ট হইল। ইতি॥ ১ ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

ভৃগুবল্লী

ওঁম্ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ॥

আভাষভাষ্যম্।—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আকাশাদি কার্য্যমন্নময়ান্তং সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিষ্টং বিশেষবদিবোপলভ্যমানং যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যবিলক্ষণম্ অদৃশ্যাদিধর্ম্মকমেব আনন্দং তদেবাহমিতি বিজানীয়াৎ, অনুপ্রবেশস্য তদর্থত্বাৎ; তস্যৈবং বিজানতঃ শুভাশুভে কর্ম্মণী জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ—ইত্যেবমানন্দবল্ল্যাং বিবক্ষিতোঽর্থঃ। পরিসমাপ্তা চ ব্রহ্মবিদ্যা। অতঃপরং ব্রহ্মবিদ্যাসাধনং তপো বক্তব্যম্; অন্নাদিবিষয়াণি চোপাসনান্যনুক্তানি, ইত্যতঃ পূর্ব্ববচ্ছান্তিপাঠপূর্ব্বকমিদমারভ্যতে।—

আভাষভাষ্যানুবাদ—যেহেতু, সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতবর্গ সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করত সবিশেষের (সগুণের) ন্যায় প্রতীতিগোচর হন, সেইহেতু ব্রহ্মানন্দকে উৎপত্তিশীল সর্ব্ববস্তু হইতে বিলক্ষণ, অথচ অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্টরূপে, এবং আপনাকেও তৎস্বরূপেই জানিবে; কারণ, অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যই তাহা। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মরাশি জন্মান্তর-সমুৎপাদক হয় না। অতীত আনন্দবল্লীতে এই বিষয়ই বিবক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গও সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার উপায়ভূত তপস্যার কথা বলিতে হইবে; এবং অন্নাদি বিষয়ে উপাসনাসমূহও উক্ত হয় নাই; [তাহাও বলিতে হইবে; এই জন্য] প্রথমেই শান্তিপাঠ করিয়া এই প্রকরণ (ভৃগুবল্লী) আরব্ধ হইতেছে—

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১ ॥ ৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলার্থঃ—ভৃগুঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ ; ভৃগুনাম্না প্রসিদ্ধঃ) বারুণিঃ (বরুণস্য অপত্যং) [জিজ্ঞাসুঃ সন্] ভগবঃ (ভগবন্), [ত্বং] ব্রহ্ম (বেদম্) অধীহি (মাম্ অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) পিতরং বরুণম্ উপসসার (যথাবিধি উপাগতঃ)। তস্মৈ (ভৃগবে) এতৎ (বক্ষ্যমাণং বচনং) প্রোবাচ (প্রোক্তবান্) [পিতা], অন্নম্ (অন্নময়ং শরীরং), প্রাণং, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, মনঃ, বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) ইতি (এতানি ব্রহ্মানুভূতিদ্বারভূতানি উক্তবানিত্যর্থঃ)। [ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণি উক্ত্বা] তং (ভৃগুম্) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে) [ব্রহ্মণঃ লক্ষণম্—] হে সৌম্য ! যতঃ (যস্মাৎ কারণভূতাৎ) বৈ (অবধারণে) ইমানি (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি) ভূতানি জায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে), জাতানি (উৎপন্নানি চ) যেন (বস্তুনা) জীবন্তি (স্থিতিং লভন্তে), প্রযন্তি (ধ্বংসোন্মুখানি সন্তি চ) যৎ (বস্তু) অভিসংবিশন্তি (যত্র প্রলীয়ন্তে), তৎ (জন্ম-স্থিতি-লয়-নিদানং বস্তু) বিজিজ্ঞাসস্ব (বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছ) ; তৎ (তচ্চ বস্তু) ব্রহ্ম ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা] সঃ (ভৃগুঃ) [ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনত্বেন] তপঃ অতপ্যত (তপঃ কৃতবান্)। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ তপ্ত্বা (তপঃ কৃত্বা)— ॥ ১ ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ—ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণের পুত্র বারুণি (ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া) পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—[পিতঃ, আমাকে] ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। পিতা যথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে [ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ভূত] অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্যের উপদেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে [ব্রহ্মের লক্ষণ বলিলেন]—যাঁহা হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশসময়েও যাঁহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর ; তাহাই ব্রহ্ম। [ভৃগু এই কথা শুনিয়া] তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ । ৪১ ॥

ইতি প্রথমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—আখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুতয়ে,—প্রিয়ায় পুত্রায় পিত্রোক্তেতি—ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বৈশব্দঃ প্রসিদ্ধানুস্মারকঃ, ভৃগুরিত্যেবংনামা প্রসিদ্ধোঽনুস্মার্য্যতে। বারুণিঃ বরুণস্যাপত্যং—বারুণিঃ বরুণং পিতরং ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসুঃ উপসসার উপগতবান্—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম-ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অধীহি অধ্যাপয় কথয়। স চ পিতা বিধিবদুপসন্নায় তস্মৈ পুত্রায় এতদ্বচনং প্রোবাচ—অন্নং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। অন্নং শরীরং, তদভ্যন্তরঞ্চ প্রাণম্ অত্তারম্, অনন্তরমুপলব্ধিসাধনানি চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিত্যেতানি ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারাণ্যুক্তবান্। উক্ত্বা চ দ্বারভূতান্যেতান্যন্নাদীনি তং ভৃগুং হোবাচ ব্রহ্মণো লক্ষণম্। ১।

কিং তৎ ? যতঃ যস্মাৎ বৈ ইমানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন চ জাতানি জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্তে, বিনাশকালে চ যৎ প্রয়ন্তি যদ্ ব্রহ্ম প্রতিগচ্ছন্তি অভিসংবিশন্তি তাদাত্ম্যমেব প্রতিপদ্যন্তে ; উৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু যদাত্মতাং স জহতি ভূতানি, তদেতদ্ ব্রহ্মণো লক্ষণম্। তদ্ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব, যদেবংলক্ষণং ব্রহ্ম, তদন্নাদিদ্বারেণ প্রতিপদ্যস্বেত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরঞ্চ—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুস্তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্" ইতি। ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারাণ্যেতানীতি দর্শয়তি। স ভৃগুঃ ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণি ব্রহ্মলক্ষণং চ শ্রুত্বা পিতুঃ, তপ এব ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনত্বেন অতপ্যত তপ্তবান্। ২

কুতঃ পুনরনুপদিষ্টস্যৈব তপসঃ সাধনত্বপ্রতিপত্তিঃ ভৃগোঃ ? সাবশেষোক্তেঃ। অন্নাদিব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তৌ দ্বারং, লক্ষণং চ 'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদ্যুক্তবান্। সাবশেষং হি তৎ, সাক্ষাদ্ব্রহ্মণোঽনির্দ্দেশাৎ। অন্যথা হি স্বরূপেণৈব ব্রহ্ম নির্দ্দেষ্টব্যং জিজ্ঞাসবে পুত্রায়—ইদমিত্থংরূপং ব্রহ্মেতি ; ন চৈবং নিরদিক্ষৎ ; কিন্তর্হি, সাবশেষমেবোক্তবান্। অতোঽবগম্যতে—নূনং সাধনান্তরমপ্যপেক্ষতে পিতা ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রতীতি। তপোবিশেষপ্রতিপত্তিস্তু সর্ব্বসাধকতমত্বাৎ ; সর্ব্বেষাং হি নিয়তসাধ্যবিষয়াণাং সাধনানাং তপ এব সাধকতমং সাধনমিতি হি প্রসিদ্ধং লোকে। তস্মাৎ পিত্রা অনুপদিষ্টমপি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানসাধনত্বেন তপঃ প্রতিপেদে ভৃগুঃ। তচ্চ তপঃ বাহ্যান্তঃকরণসমাধানম্, তদ্দ্বারকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্তেঃ।

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে॥"

ইতি স্মৃতেঃ। স চ তপস্তপ্ত্বা॥ ১॥ ৪১।

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমানুবাকভাষ্যম্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ—'ভৃগুঃ বৈ বারুণিঃ' ইত্যাদি আখ্যায়িকার (ভৃগু-বরুণ-সংবাদের) উদ্দেশ্য—বর্ণনীয় বিদ্যার প্রশংসা জ্ঞাপন করা। পিতা যখন আপনার প্রিয় পুত্রকে এই বিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন ; (তখন ইহাতেই বিদ্যার উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতেছে) (১)। শ্রুতির 'বৈ' শব্দটী বিষয়ের প্রসিদ্ধতা-স্মারক ;

(১) জগতে পুত্রই পিতার সমধিক প্রিয় পাত্র ; সুতরাং পিতা পুত্রকে যাহা দান করেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রিয় বা উত্তম বস্তু ; তন্মধ্যেও আবার প্রিয় পুত্রকে যাহা দেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ ভৃগুনামে প্রসিদ্ধ ঋষির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বারুণি অর্থ বরুণের পুত্র। সেই বারুণি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পিতা বরুণের নিকট—'ভগবান্, আপনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন' (অধীহি ভগবঃ, ব্রহ্ম) এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অধীহি' অর্থ 'অধ্যাপয়' শিক্ষাদান করুন—বলুন। সেই পিতা যথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে এই কথা বলিয়াছিলেন—অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র (কর্ণ); মনঃ ও বাক্। অন্ন অর্থ—শরীর, এখানে অন্নময় কোষ; আর প্রাণ হইল, তদভ্যন্তরস্থ অত্তা (ভোক্তা)। এতদুভয়ের কথা বলিয়া অনন্তর ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়স্বরূপ চক্ষুঃ শ্রোত্র মন ও বাক্, এই কয়টী জ্ঞানসাধনের উপদেশ করিলেন। ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ এই অন্ন প্রভৃতির উপদেশ করিয়া, সেই ভৃগুকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিয়াছিলেন। ১

সেই লক্ষণটী কি? না, যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতবর্গ জন্ম লাভ করে, জাত হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে, অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করে—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বিনাশ-কালেও, যে ব্রহ্মে প্রতিগত (প্রত্যাগত) হইয়া অভিসংবিষ্ট হয় অর্থাৎ তদভিন্নভাব লাভ করে; ফল কথা, উৎপত্তি, স্থিতি বা বিলয়কালেও ভূতবর্গ যাঁহার সহিত তদাত্মকভাব (অভিন্নভাব) ত্যাগ করে না, (তিনিই ব্রহ্ম); ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ (২)। সেই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে অন্নময়াদিক্রমে অবগত হও বা প্রাপ্ত হও। অপর শ্রুতিও—'যাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে সর্ব্বাদি পুরাণ পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য এই সমুদয় উপায় প্রদর্শন করিয়াছে। সেই ভৃগু পিতার নিকট হইতে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়সমূহ ও ব্রহ্ম-লক্ষণ অবগত হইয়া, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়রূপে তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ২

তাহা যে, আরও অধিকতর প্রিয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব এখানেও পিতা বরুণ আপনার প্রিয় পুত্র ভৃগুকে যে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে, অতিশয় প্রিয় বা উত্তম বিদ্যা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রকারে পিতা-পুত্র-সংবাদাত্মক এই আখ্যায়িকাটীকে বিদ্যার প্রশংসা-সূচক বলা হইল।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মের লক্ষণ দুই প্রকার—এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটস্থ লক্ষণ। যাহা কেবল স্বরূপ-মাত্রের বোধক (বিশেষণাদি বোধক নহে), তাহা স্বরূপ লক্ষণ। যেমন—সত্য,জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি। আর যাহা সাময়িক গুণক্রিয়াদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মবোধক, তাহা তটস্থ লক্ষণ। যেমন—সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ—ব্রহ্ম ইত্যাদি। এখানেও শ্রুতি সেই তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল কথা, তপস্যা যে, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়, একথা ত ভৃগুর পিতা ভৃগুকে বলেন নাই; তবে কিরূপে ভৃগু অনুপদিষ্ট তপস্যাকে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়-রূপে অবধারণ করিলেন? হাঁ, পিতৃবাক্যের অসম্পূর্ণতাই (ভৃগুর ঐরূপ অবধারণের) কারণ। কেন না, 'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি বাক্যে অন্নময়াদি-রূপ ব্রহ্মের বিজ্ঞান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বাক্য ত অসম্পূর্ণই রহিয়াছে; কারণ, [এ পর্য্যন্ত] সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোথাও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। বাক্যটী সম্পূর্ণ করিতে হইলে, জিজ্ঞাসু পুত্রের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই উচিত ছিল—'ব্রহ্ম এবম্ভূত এবং এই প্রকার'; কিন্তু তিনি তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই; তবে কি করিয়াছেন; না, সাবশেষ বা অসম্পূর্ণ ভাবেই [তটস্থ লক্ষণ দ্বারা] নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, পিতা বরুণ ঋষি ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতীতির জন্য আরও অতিরিক্ত সাধনের অপেক্ষা রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে সমুদয় উপায় নির্দ্দেশ করা হইল, সে সমুদয় উপায় কেবল ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞানেরই সাধন মাত্র; কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপবিজ্ঞানের জন্য আরও কিছু সাধন আছে, যাহার অভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা ভৃগু নিশ্চয়ই পিতৃবাক্য হইতে বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। সেই অতিরিক্ত সাধনটী যে, তপোবিশেষ, ইহা তিনি তপস্যার সর্ব্বার্থ-সাধনক্ষমতা হইতে বুঝিয়াছিলেন। কেন-না, বিভিন্নপ্রকার ফলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে সমুদয় সাধন বা উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বা উপায়, ইহা জগৎপ্রসিদ্ধ কথা (৩)। কাজেই পিতার উপদেশ ব্যতিরেকেও ভৃগু স্ববুদ্ধিপ্রভাবেই তপস্যাকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায়রূপে বুঝিয়া-ছিলেন, এবং গ্রহণও করিয়াছিলেন। সেই তপস্যাও এখানে বাহ্য ও অন্তঃকরণের সমাধান বা একাগ্রতা মাত্র; কারণ, উহাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। স্মৃতিশাস্ত্রও একাগ্রতাকেই পরম তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা; এবং তাহাই সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে।' ভৃগু সেই তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর প্রথমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

---

(৩) অভিপ্রায় এই যে, সিদ্ধিলাভের যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ঋষিরা বলিয়াছেন—'নাসাধ্যং হি তপস্বতঃ' তপস্বীর অসাধ্য বা দুর্লভ কিছু নাই; কাজেই এখানে পিতার উপদেশ না পাইয়াও, ভৃগু শাস্ত্রান্তর-সংবাদে ও লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য তপস্যাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—
॥ ১ ॥ ॥ ৪২ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥২॥

সরলার্থঃ—[স ভৃগুঃ তপঃ তপ্ত্বা] অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (অন্নমেব ব্রহ্মত্বেন জ্ঞাতবান্)। হি (যতঃ) ইমানি (ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তানি) ভূতানি অন্নাৎ এব খলু (নিশ্চয়ে) জায়ন্তে ; জাতানি চ (সন্তি) অন্নেন জীবন্তি ; প্রয়ন্তি চ (বিনাশোন্মুখানি চ সন্তি) অন্নম্ অভিসংবিশন্তি (অন্নে বিলীয়ন্তে) ইতি। তৎ (অন্ন-ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) [সংশয়াপন্নঃ সন] পুনঃ এব (অপি) পিতরং বরুণম্ উপসসার (উপগতবান্) ভগবঃ (ভগবন্) [ত্বং] ব্রহ্ম অধীহি (মাম্ অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ)। [স চ পিতা] তং (ভৃগুম্) উবাচ—তপসা (বাহ্যান্তঃকরণসমাধানেন) ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। [যতঃ] তপঃ ব্রহ্ম (ব্রহ্মলাভহেতুঃ) ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) [পিত্রৈবম্ উপদিষ্টঃ সন্] তপঃ অতপ্যত। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ তপ্ত্বা ॥ ১।৪২ ॥

মূলানুবাদ—[সেই ভৃগু তপস্যা করিয়া] জানিয়াছিলেন, অন্নই ব্রহ্ম। কারণ ? যেহেতু অন্ন হইতেই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় ; উৎপন্ন হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে ; এবং বিনাশকালেও অন্নেই বিলীন হয়। ভৃগু তাহা অবগত হইয়া পুনশ্চ পিতা বরুণের নিকট যথাবিধি উপস্থিত হইলেন ; এবং বলিলেন—আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম। তদনন্তর ভৃগু তপস্যা করিলেন ; এবং তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪২ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাদ্বিজ্ঞাতবান্। তদ্ধি যথোক্তলক্ষণোপেতম্। কথম্ ? অন্নাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তীতি। তস্মাৎ যুক্তমন্নস্য ব্রহ্মত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। স এবং তপস্তপ্ত্বা, অন্নং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায় লক্ষণেনোপপত্ত্যা চ পুনরেব সংশয়মাপন্নঃ বরুণং পিতরমুপসসার—অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। ১

কঃ পুনঃ সংশয়হেতুরস্যেতি? উচ্যতে—অন্নস্যোৎপত্তিদর্শনাৎ। তপসঃ পুনঃপুনরুপদেশঃ সাধনাতিশয়ত্বাবধারণার্থঃ। যাবদ্ব্রহ্মণো লক্ষণং নিরতিশয়ং ন ভবতি, যাবচ্চ জিজ্ঞাসা ন নিবর্ত্ততে, তাবত্তপ এব তে সাধনম্; তপসৈব ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্বেত্যর্থঃ। ঋজ্বন্যৎ ॥ ১ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—[ভৃগু তপস্যার পর] বুঝিয়াছিলেন—অন্নই ব্রহ্ম। কারণ, অন্ন হইতেই এই সমুদয় ভূত (ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত) জন্মলাভ করে; জাত হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে; এবং বিনাশ-সময়েও অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, সেইহেতু অন্নের ব্রহ্মত্ব যুক্তিযুক্তই বটে। সেই ভৃগু এইরূপে তপস্যা করিয়া, এবং ব্রহ্মের লক্ষণ ও তদ্বিষয়ক বিচার দ্বারা অন্নই ব্রহ্ম এইরূপ জানিয়া পুনশ্চ সংশয়-যুক্ত হইয়া পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত [হইলেন; [এবং বলিলেন,] ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। ১

ভাল কথা, ভৃগুর উক্ত বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি? হাঁ, বলা হইতেছে—অন্নের উৎপত্তি-দর্শনই কারণ; অভিপ্রায় এই যে, অন্ন নিজে যখন উৎপত্তিশীল পদার্থ, তখন অন্ন ত সর্ব্বকারণ হইতেই পারে না; পরন্তু উহারও অন্য কারণ থাকা আবশ্যক হয়; সুতরাং অন্নই সর্ব্বকারণীভূত ব্রহ্ম হইতে পারে না; এই জন্যই ভৃগুর মনে ব্রহ্মবিষয়ে সংশয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য সাধন অপেক্ষা তপস্যার শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞাপনের জন্য এখানে তপের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সর্ব্বাতিশায়ী লক্ষণ নিরূপিত না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিবৃত্ত না হয়, তাবৎকাল তোমার পক্ষে তপই একমাত্র সাধন। তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। অন্যান্য অংশ সরল ॥১॥৪২॥

ইতি ভৃগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১ ॥ ৪৩

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

সরলার্থঃ—[স ভৃগুঃ] প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু প্রাণাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ প্রাণেন এব জীবন্তি; প্রযন্তি [চ সন্তি] প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি। তৎ (প্রাণ-ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা বরুণঃ] তম্ উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত। সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১॥৪৩॥

মূলানুবাদ—[ভৃগু তপস্যার ফলে] জানিয়াছিলেন—পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণই ব্রহ্ম। কেন-না, প্রাণ হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও প্রাণের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও প্রাণেই বিলীন হয়। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায় পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—তুমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪৩ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—॥০॥১॥৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ—॥০॥১॥৪৩॥

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥১॥৪৪॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ—মনঃ (সংকল্প-বিকল্পাত্মকম্ অন্তঃকরণম্) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু মনসঃ এব জায়ন্তে; জাতানি চ মনসা এব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন্তি ; প্রযন্তি [চ সন্তি] (মনঃ) অভিসংবিশন্তি ইতি। [ভৃগুঃ] তৎ বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা] তং (বরুণম্) উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত সঃ তপঃ তপ্ত্বা ॥১॥৪৪॥

মূলানুবাদ—[ভৃগু তপস্যা করিয়া] জানিয়াছিলেন—মনই ব্রহ্ম। কেন-না, মন হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও মনের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও মনেই বিলীন হইয়া থাকে। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায় পিতার সমীপে সমাগত হইলেন—বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। [পিতা] তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম। তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—॥০॥১॥৪৪॥

ভাষ্যানুবাদ—॥০॥১॥৪৪॥

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১ ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ—বিজ্ঞানং (বুদ্ধিঃ) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু বিজ্ঞানাৎ এব জায়ন্তে ; জাতানি চ বিজ্ঞানেন জীবন্তি ; প্রযন্তি চ বিজ্ঞানম্ অভিসংবিশন্তি ইতি। [ভৃগুঃ] তৎ [বিজ্ঞান-ব্রহ্ম] বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা] তং (ভৃগুম্) উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। স (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত ; সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১॥৪৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুলানুবাদ—তিনি জানিয়াছিলেন—বিজ্ঞানই (বুদ্ধিই) ব্রহ্ম। কেননা, এই সমস্ত ভূত বিজ্ঞান হইতেই জন্মে; জাত হইয়াও বিজ্ঞান দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও বিজ্ঞানেই সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনর্ব্বার পিতার সমীপে সমাগত হইলেন, এবং বলিলেন—ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া -॥ ১ ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্—॥০॥—॥১॥৪৫॥

ভাষ্যানুবাদ—॥০॥—॥১॥৪৫॥

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ—[স ভৃগুঃ তপঃ তপ্ত্বা] আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু আনন্দাৎ এব জায়ন্তে; জাতানি আনন্দেন এব জীবন্তি; প্রযন্তি চ আনন্দম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি।

সা এষা (যথোক্তা) ভার্গবী (ভৃগুণা জ্ঞাতা) বারুণী (বরুণেন কথিতা) বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি, হৃদয়াকাশ-গুহায়াম্ অদ্বৈতে আনন্দে) প্রতিষ্ঠিতা (অন্নময়াদারভ্য সমাপ্তা)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এবং (যথোক্তাং বিদ্যাং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাং গচ্ছতি), অন্নবান্ (প্রভূতান্নসম্পন্নঃ), অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা চ) ভবতি; প্রজয়া (সন্তত্যা) পশুভিঃ (গবাদিভিঃ) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (ব্রহ্মণ্যতেজসা) মহান্ ভবতি। কীর্ত্ত্যা (যশসা চ) মহান্ (প্রধানঃ) ভবতি। ১ ॥ ৪৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলানুবাদ—[ভৃগু তপস্যা করিয়া] বুঝিয়াছিলেন—যে, আনন্দই ব্রহ্ম। কারণ, এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও আনন্দ দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, এবং বিনাশ-সময়েও আনন্দেই বিলীন হইয়া থাকে।

এই সেই ভার্গবী (ভৃগুকর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত) বারুণী (বরুণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট) বিদ্যা পরম ব্যোমে (অর্থাৎ হৃদয়াকাশরূপ গুহায়) প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে কোন লোক এই প্রকার বিদ্যা অবগত হন, সেই লোক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন; প্রজা (সন্তান) পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন ॥ ১ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী ষষ্ঠানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—এবং তপসা বিশুদ্ধাত্মা প্রাণাদিষু সাকল্যেন ব্রহ্মলক্ষণমপশ্যন্ শনৈঃশনৈরন্তঃপ্রবিশ্যান্তরতমমানন্দং ব্রহ্ম বিজ্ঞাতবান্ তপসা এব সাধনেন ভৃগুঃ, তস্মাদ্ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসুনা বাহ্যান্তঃকরণসমাধানলক্ষণং পরমং তপঃসাধনমনুষ্ঠেয়মিতি প্রকরণার্থঃ। অধুনা আখ্যায়িকাং চ উপসংহৃত্য শ্রুতিঃ স্বেন বচনেনাখ্যায়িকানির্ব্বর্ত্ত্যমর্থমাচষ্টে—সা এষা ভার্গবী—ভৃগুণা বিদিতা বরুণেন প্রোক্তা—বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ হৃদয়াকাশগুহায়াং পরমানন্দেঽদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিতা পরিসমাপ্তা অন্নময়াদাত্মনোঽধিপ্রবৃত্তা।১

এবমন্যোঽপি তপসা এব সাধনেন অনেনৈব ক্রমেণ অনুপ্রবিশ্য আনন্দং ব্রহ্ম বেদ, স এবং বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানাৎ প্রতিতিষ্ঠতি আনন্দে পরমে ব্রহ্মণি, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ। দৃষ্টঞ্চ ফলং তস্যোচ্যতে—অন্নবান্ প্রভূতমন্নমস্য বিদ্যত ইত্যন্নবান্; সত্তামাত্রেণ তু সর্ব্বো হ্যন্নবানিতি বিদ্যায়া বিশেষো ন স্যাৎ। এবমন্নমত্তীত্যন্নাদো দীপ্তাগ্নির্ভবতীত্যর্থঃ। মহান্ ভবতি। কেন মহত্ত্বমিত্যত আহ,—প্রজয়া পুত্রাদিনা, পশুভিঃ গবাশ্বাদিভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন শমদমজ্ঞানাদিনিমিত্তেন তেজসা মহান্ ভবতি, কীর্ত্ত্যা খ্যাত্যা শুভাচারনিমিত্তয়া ॥ ১ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ভৃগু উল্লিখিত প্রাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ না দেখিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তপস্যা-প্রভাবেই আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। সেইহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সমাধি বা একাগ্রতারূপ পরম সাধন তপস্যার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত বা তাৎপর্য্যার্থ। অতঃপর শ্রুতি নিজেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া নিজের কথায় আখ্যায়িকার তাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত করিতেছেন—উক্ত প্রকার এই ভার্গবী অর্থাৎ ভৃগুকর্ত্তৃক বিদিত এবং বরুণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট—বারুণী বিদ্যা পরম ব্যোমে অর্থাৎ হৃদয়াকাশ-গুহায় অদ্বৈত পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিতা—অন্নময় আত্মা হইতে আরব্ধ হইয়া উক্ত পরমানন্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।১

অন্যও যে কোন লোক যথোক্ত প্রণালীক্রমে এই তপস্যারূপ সাধন দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করত আনন্দরূপী ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও এই প্রকার বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা প্রভাবে পরমানন্দ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। বিদ্যার দৃষ্ট (লৌকিক) ফলও বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ অন্নবান্—প্রচুর পরিমাণে অন্ন লাভ করেন; যৎকিঞ্চিৎ অন্নসম্পদ্ সকল লোকেরই থাকিতে পারে; তাহাতে বিদ্যাবানের কোনও বিশেষত্ব ঘটে না। (এইজন্য 'অন্নবান্' অর্থে প্রচুর অন্নসম্পন্ন বলা হইল)। সেই লোক অন্নাদ—অন্নভোক্তা অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হন; এবং মহান্ হন। কিসে মহত্ত্ব, তাহা বলা হইতেছে—প্রজা—পুত্রাদি দ্বারা, পশু—গো-অশ্ব প্রভৃতি দ্বারা, এবং ব্রহ্মবর্চ্চস—শম, দম ও জ্ঞানাদিলব্ধ তেজে (মহান্ হন); আর কীর্ত্তি—মঙ্গলময় আচারজনিত যশেও মহান্ হন ॥ ১ ॥ ৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্‌ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ—যতঃ [অন্নবিজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মবিজ্ঞানং সম্পদ্যতে, তস্মাৎ] অন্নং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন নিন্দ্যাৎ (অন্ননিন্দাং ন কুর্য্যাৎ)। তৎ (অন্নস্য অনিন্দনং) ব্রতম্ (অবশ্য-প্রতিপাল্যো নিয়মঃ)। [কিং তৎ অন্নম্ ?] প্রাণঃ বৈ অন্নং (অন্নময়শরীরান্ত-র্গতত্বাৎ); [যৎ যস্যান্তঃ প্রতিষ্ঠিতং, তৎ তস্যান্নমিহাভিপ্রেতম্)। শরীরম্ অন্নাদম্ (অন্নভোক্তৃ), প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতং (প্রাণাধীনত্বাৎ শরীরস্য), শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তৎ এতৎ (উভয়ং, প্রাণঃ শরীরং চ) অন্নম্ অন্নে প্রতি-ষ্ঠিতং। স যঃ (কশ্চিৎ) অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ এতৎ (উভয়ং) অন্নং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি, অন্নবান্, অন্নাদঃ ভবতি, প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন চ মহান্ ভবতি ; কীর্ত্ত্যা (যশসা) মহান্ (মহত্ত্ববান্) ভবতি। (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ) ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

মূলানুবাদ—[উক্ত বিদ্বান্ যেহেতু প্রথমে অন্নবিজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, সেই হেতু] কখনও অন্নের নিন্দা করিবেন না ; ইহাই তাঁহার ব্রত অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় নিয়ম। প্রাণ হইতেছে অন্ন ; আর শরীর অন্নাদ (অন্নভোক্তা) ; [কারণ, এই শরীর প্রাণের সাহায্য লইয়াই বাঁচিয়া থাকে ; এই জন্য] শরীর প্রাণে অধিষ্ঠিত বা আশ্রিত ; আবার প্রাণও শরীরে অধিষ্ঠিত ; সুতরাং এই উভয় অন্নই, অন্নে অবস্থিত। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই উভয় অন্নকে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন (জগদ্বিখ্যাত হন), প্রভূত অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন, এবং সন্তান, পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মবর্চ্চসে (জ্ঞানজনিত তেজে) মহান্ হন, অধিকন্তু জ্ঞানপ্রচারের ফলে কীর্ত্তিতেও মহত্ত্ব লাভ করেন ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কিঞ্চ, অন্নেন দ্বারভূতেন ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং যস্মাৎ, তস্মাদ্গুরুমিবান্নং ন নিন্দ্যাৎ ; তদস্যৈবং ব্রহ্মবিদো ব্রতমুপদিশ্যতে। ব্রতোপদে-শোঽন্নস্তুতয়ে ; স্তুতিভাক্ত্বঞ্চ অন্নস্য ব্রহ্মোপলব্ধ্যুপায়ত্বাৎ। প্রাণো বা অন্নম্, শরীরান্তর্ভাবাৎ প্রাণস্য। যদ্যস্যান্তঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি, তত্তস্যান্নং ভবতীতি। শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, তস্মাৎ প্রাণোঽন্নং শরীরমন্নাদম্। তথা শরীরমপ্যন্নং প্রাণোঽন্নাদঃ। কস্মাৎ প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্ ? তন্নিমিত্তত্বাচ্ছরীরস্থিতেঃ।

তস্মাদেতদুভয়ং শরীরং প্রাণশ্চ অন্নমন্নাদশ্চ। যেনান্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং, তেনান্নম্। যেনান্যোন্যস্য প্রতিষ্ঠা, তেনান্নাদঃ। তস্মাৎ প্রাণঃ শরীরঞ্চোভয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্নমন্নাদং চ। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি অন্নান্নাদাত্মনৈব। কিঞ্চ, অন্নবান্ অন্নাদো ভবতীত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অপিচ, যেহেতু উপায়স্বরূপ অন্নের সাহায্যে ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই হেতু অন্নও গুরুস্থানীয়; এই কারণে অন্নের নিন্দা করিবে না। উক্তপ্রকার ব্রহ্মবিদের পক্ষে ইহা ব্রতস্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে। অন্নের স্তুতি বা প্রশংসা-বিজ্ঞাপনার্থই এইরূপ ব্রতোপদেশ। ব্রহ্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই অন্ন এই প্রকার প্রশংসার যোগ্য। প্রাণই অন্ন; কারণ, উহা শরীরের অভ্যন্তরগত। (এখানে বুঝিতে হইবে,) যে যাহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তাহার অন্ন হইয়া থাকে; প্রাণও শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; সেই হেতু প্রাণ হইতেছে অন্ন, আর শরীর হইতেছে অন্নাদ (ভোক্তা)। সেইরূপ শরীরও অন্ন, আবার প্রাণও অন্নাদ।

ভাল, কি নিমিত্ত—শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত? যেহেতু প্রাণই শরীর-রক্ষার উপায়, সেইহেতু, শরীর ও প্রাণ, এতদুভয় অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কারণে পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণেই উহারা অন্ন, আর যে কারণে উহাদের পরস্পরে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হয়, সেই কারণে উহারা অন্নাদ-পদবাচ্য। সেই হেতু প্রাণ ও শরীর উভয়ে অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কোন লোক এইরূপে অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদরূপে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করেন। আরও, পূর্ব্বের ন্যায় তিনিও অন্নবান্ ও অন্নাদ হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্‌সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১॥৪৮॥

ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ—অন্নম্ (অদনীয়ং বস্তু) ন পরিচক্ষীত (ন পরিহরেৎ নোপেক্ষেত ইত্যর্থঃ)। তৎ (অন্নপরিহারাকরণং) ব্রতম্ (ব্রতবৎ পালনীয়ম্)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ইদানীম্ অন্নপদার্থো নির্দ্দিশ্যতে—] আপঃ (জলানি) বৈ অন্নং ; জ্যোতিঃ (অগ্নি-প্রভৃতি) অন্নাদম্ (অপ্‌স্বরূপান্নভোক্তৃ) ; [তচ্চ] জ্যোতিঃ অপ্‌সু প্রতিষ্ঠিতম্ ; আপঃ [অপি] জ্যোতিষি প্রতিষ্ঠিতাঃ। তৎ এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং, (জ্যোতিরাপশ্চ এতদ্ উভয়ম্ অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চন) এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাং লভতে), অন্নবান্ (প্রচুরান্নসম্পন্নঃ) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা চ) ভবতি। [অপি চ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি, [তথা] কীর্ত্ত্যা চ মহান্ ভবতি ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

মূলানুবাদ—অন্নকে উপেক্ষা করিবে না। ইহা একটী ব্রত—অবশ্য পালনীয় কর্ম্ম। জলই অন্ন; এবং জ্যোতিঃ অন্নাদ (সেই জলরূপী অন্নের ভোক্তা—শোষক)। জলের মধ্যে জ্যোতিঃ অবস্থান করে; আবার জ্যোতির মধ্যেও জল অবস্থিতি করে। এই উভয় অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই অন্নতত্ত্ব জানেন, তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করেন, এবং কীর্ত্তি দ্বারাও গৌরবান্বিত হন ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইতি অষ্টমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অন্নং ন পরিচক্ষীত ন পরিহরেৎ। তৎ ব্রতং পূর্ব্ববৎ স্তুত্যর্থম্। তদেবং শুভাশুভকল্পনয়া অপরিহ্রীয়মাণং স্তুতং মহীকৃতমন্নং স্যাৎ। এবং যথোক্তমুত্তরেষ্বপি আপো বা অন্নমিত্যাদিষু যোজয়েৎ ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্নকে পরিহার (উপেক্ষা) করিবে না। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও কার্য্যের প্রশংসার্থ ব্রত বলা হইয়াছে। এইরূপ ভালমন্দ বিচারপূর্ব্বক অন্নকে উপেক্ষা না করিলে বস্তুতঃ অন্নেরই প্রশংসা বা স্তুতি সিদ্ধ হয়। পরবর্ত্তী 'আপো বৈ অন্নম্' ইত্যাদি স্থলেও এই রীতির যোজনা করিবে ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্‌ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ—অন্নং বহু (প্রভূতং) কুর্ব্বীত। তৎ (অন্নস্য বহুকরণমেব) ব্রতম্। [কিং তদন্নম্? ইত্যাহ—] পৃথিবী বৈ অন্নং; আকাশঃ অন্নাদঃ (তদ্ভোক্তা) আকাশঃ পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ (সম্বদ্ধঃ), পৃথিবী চ আকাশে প্রতিষ্ঠিতা। তৎ এতৎ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতদ্ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি। [অপি চ], অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি; প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি, তথা কীর্ত্ত্যা মহান্ ভবতি। [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

মূলানুবাদ—অন্ন বহু (বিস্তৃত) করিবে। ইহা একটী ব্রত। [অন্ন কি?] এই পৃথিবীই অন্ন; আকাশ তাহার ভোক্তা—অন্নাদ। আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীও আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় অন্ন অন্নেতেই অবস্থিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন, জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং প্রজা, পশু ও ব্রহ্মবর্চ্চসে গৌরবান্বিত হন, আর কীর্ত্তি দ্বারাও মহত্ত্ব লাভ করেন ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি নবমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অপ্‌সু জ্যোতিরিতি অব্‌জ্যোতিষোরন্নান্নাদগুণত্বেনোপাসকস্য অন্নস্য বহুকরণং ব্রতম্ ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি নবমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বকথিত 'অপ্‌সু জ্যোতিঃ' এই শ্রুতি অনুসারে অপ্‌ ও জ্যোতিকে অন্ন ও অন্নাদগুণবিশিষ্টরূপে যিনি উপাসনা করেন, অন্নবৃদ্ধি করা তাঁহার একটী ব্রত—এই কথা এখানে বলা হইল ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নꣳং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে॥ ১ ॥ ৫০॥

সরলার্থঃ—বসতৌ (স্বগৃহে) [বাসলাভার্থমাগতং] কঞ্চন (কমপি) ন প্রত্যাচক্ষীত ন (নিবারয়েৎ)। তৎ (অভ্যাগতানিবারণং) ব্রতম্। [যস্মাৎ বসতি-দানে কৃতে অন্নমপি তস্মৈ দাতব্যমেব], তস্মাৎ যয়া কয়া চ বিধয়া (যেন কেনচিৎ প্রকারেণ) বহু (প্রচুরম্) অন্নং প্রাপ্নুয়াৎ (প্রভূতান্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। [অতএব অন্নবন্তঃ বিদ্বাংসঃ] অস্মৈ (অন্নার্থিনে অভ্যাগতায়) অন্নম্ অরাধি (সংগৃহীতং ময়া) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি)। [অথ দানকালীনবচন-প্রকার উচ্যতে—] এতৎ (দীয়মানম্) অন্নং মুখতঃ (মুখ্যয়া বৃত্ত্যা) রাদ্ধং (সংগৃহীতং ময়া) [ইত্যুক্ত্বা প্রযচ্ছন্তীতি ভাবঃ]। [তাদৃশ-দানফলমুচ্যতে—] অস্মৈ (অন্ন-দাত্রে) মুখতঃ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা এব অন্নং রাধ্যতে (যথাসংগ্রহং যথাদানং চ অন্নম্ উপতিষ্ঠতীত্যর্থঃ)। তথা (মধ্যতঃ মধ্যময়া বৃত্ত্যা) বৈ এতৎ অন্নং রাদ্ধম্ [ইত্যুক্ত্বা প্রযচ্ছতি] অস্মৈ (অন্নদাত্রে) মধ্যতঃ (মধ্যময়া বৃত্ত্যা এব) অন্নং রাধ্যতে (উপনমতে); তথা এতৎ অন্নং অন্ততঃ (জঘন্যয়া বৃত্ত্যা) রাদ্ধম্; অন্ততঃ (জঘন্যয়া এব বৃত্ত্যা) অস্মৈ অন্নং রাধ্যতে, (অন্নসংগ্রহানুসারেণ দাতুঃ পুনরন্নলাভো ভবতীতি ভাবঃ)। ['মুখতঃ' প্রভৃতি-পদানি বয়োঽবস্থাপরাণ্যপি ব্যাখ্যায়ন্তে ব্যাখ্যাতৃভিঃ]॥ ১ ॥ ৫০ ॥

মূলানুবাদ—[পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অন্নসংগ্রাহক উপাসকের পক্ষে আরও বিশেষ বিধি বলিতেছেন—] বাড়ীতে বাসের জন্য আগত কোন ব্যক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করিবে না, ইহাই একটী ব্রত। [যেহেতু গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করিতেই হয়,] সেই হেতু, যে কোন প্রকারে অন্নসংগ্রহ করিবে। [এই জন্য পণ্ডিতগণ] বলিয়া থাকেন, ইহার উদ্দেশ্যেই অন্ন সংগ্রহ করিয়াছি। [দান-কালেও] এই অন্ন আমি মুখ্য বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ ধনোপার্জ্জনের জন্য যাহার পক্ষে যেরূপ বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিহিত, সেইরূপ বৃত্তিদ্বারাই সংগ্রহ করিয়াছি, [এই বলিয়া অন্ন প্রদান করেন]। তাহার ফলে, সেইরূপ মুখ্য বৃত্তিতেই তাঁহার ধনাগম হইয়া থাকে। এই অন্ন মধ্যম (যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপকৃষ্ট নহে, এইরূপ] বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত, [এই বলিয়া দান করেন], এবং এই অন্ন অন্তিম বা নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, [এই বলিয়া দান করেন]। তাহার ফলে, মধ্যম ও অপকৃষ্ট বৃত্তিতে তাহার পুনরায় ধনাগম হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—তথা পৃথিব্যামাকাশোপাসকস্য বসতৌ বসতিনিমিত্তং কঞ্চন কঞ্চিদপি ন প্রত্যাচক্ষীত বসত্যর্থমাগতং ন নিবারয়েদিত্যর্থঃ। বাসে চ দত্তে অবশ্যং হ্যশনং দাতব্যম্, তস্মাদ্‌যয়া কয়া চ বিধয়া—যেন কেন প্রকারেণ বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ বহ্বন্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাদন্নবন্তো বিদ্বাংসঃ অভ্যাগতায়ান্নার্থিনে অরাধি সংসিদ্ধমস্মৈ অন্নমিত্যাচক্ষতে, ন নাস্তীতি প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি, তস্মাচ্চ হেতোর্ব্বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

অপি চ, অন্নদানস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে—যথা যৎকালং প্রযচ্ছত্যন্নম্, তথা তৎকালমেব প্রত্যুপনমতে। কথমিতি, তদেতদাহ—এতদ্বৈ অন্নং মুখতঃ মুখ্যে প্রথমে বয়সি, মুখ্যয়া বা বৃত্ত্যা পূজাপুরঃসরমভ্যাগতায়ান্নার্থিনে রাদ্ধং সংসিদ্ধং প্রয়চ্ছতীতি বাক্যশেষঃ। তস্য কিং ফলং স্যাদিতি, উচ্যতে—মুখতঃ পূর্ব্বে বয়সি মুখ্যয়া বা বৃত্ত্যা অস্মৈ অন্নদায় অন্নং রাধ্যতে, যথাদত্তমুপতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। এবং মধ্যতঃ মধ্যমে বয়সি, মধ্যমেন চোপচারেণ; তথা অন্ততঃ অন্তে বয়সি জঘন্যেন চ উপচারেণ পরিভবেন, তথৈবাস্মৈ রাধ্যতে সংসিধ্যত্যন্নম্ ॥ ১ ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—[পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবী ও আকাশকে যিনি অন্ন ও অন্নাদভাবে উপাসনা করেন, তাঁহার আরও একটী ব্রত আছে। তাহা এই—] পৃথিবী ও আকাশোপাসকের নিকট বসতির নিমিত্ত আগত কোন লোককেই তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না, অর্থাৎ বাসপ্রার্থী হইয়া আগত কোন লোককেই বারণ করিবেন না। বাসের নিমিত্ত স্থান দিলে তাহাকে ভোজনার্থ অন্নদান করাও আবশ্যক। সেই কারণে, যে কোন রকমে হউক বহু অন্ন প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে অন্নসংগ্রহ করিবে। যেহেতু অন্নসম্পন্ন বিদ্বান্‌গণ অন্নার্থে অভ্যাগত ব্যক্তিকে বলিয়া থাকেন যে, ইহার উদ্দেশ্যেই এই অন্ন সংগৃহীত হইয়াছে; কখনও 'অন্ন নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না, সেই হেতু বহু অন্ন সঞ্চয় করিবে।

আরও এক কথা, অন্নদানের মাহাত্ম্য বলা হইতেছে—[উক্ত উপাসক] যে সময় যে ভাবে অন্ন প্রদান করেন, ঠিক সেই সময় সেই ভাবেই তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। [দানের অবস্থানুসারেই যে, ফল লাভ হয়, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত বলিতেছেন—] এই অন্ন মুখ্য বয়সে অর্থাৎ প্রথম বয়সে কিংবা মুখ্য বৃত্তি দ্বারা (শাস্ত্রোক্ত শ্রদ্ধাদি সহকারে) আদরপূর্ব্বক অভ্যাগত অন্নার্থীকে প্রদত্ত হইতেছে, [এই বলিয়া গৃহস্থ] অন্নদান করেন। তাহার কি ফল হয়, বলা হইতেছে—মুখ্য বয়সে বা উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে এই অন্নদাতার নিকট অন্নও সেইভাবেই আসিয়া উপস্থিত হয়। ফল কথা, যে ভাবে দান করা হয়, সেই ভাবেই অন্নপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ মধ্যম বয়সে বা মধ্যম উপচারে—সৎকার প্রভৃতি দ্বারা, এবং অন্তিম বয়সে কিংবা পরপরিভবাদি জঘন্য বৃত্তিতে [যদি এই অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে] সেই ভাবেই অন্নদাতার নিকট অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৫০ ॥ (১)

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

সরলার্থঃ—যঃ এবং বেদ (অন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং, তদ্দানস্য চ ফলং জানাতি), [তস্য পূর্ব্বশ্রুত্যুক্তং ফলং সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ]। [অতঃপরং ব্রহ্মণ উপাসনাপ্রকারঃ কথ্যতে—] বাচি (বাক্যে) ক্ষেম ইতি (প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ, ব্রহ্ম তদ্রূপেণ বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ইত্যুপাস্যম্), প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্ষেম ইতি (প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্ষেমাত্মনা প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্রহ্ম উপাসীত)। হস্তয়োঃ কর্ম্মেতি (কর্ম্মাত্মনা), পাদয়োঃ গতিরিতি (গমনাত্মনা), পায়ৌ (মলদ্বারে) বিমুক্তিঃ (মলাদিত্যাগরূপেণ) [প্রতিষ্ঠিতমিতি, ব্রহ্ম উপাসীত, ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে]। ইতি (এতাঃ) মানুষীঃ (মনুষ্যেষু ভবাঃ মানুষ্যাঃ) সমাজ্ঞাঃ (জ্ঞানানি উপাসনানীত্যর্থঃ)। অথ (অনন্তরং) দৈবীঃ (দৈব্যঃ দেবেষু ভবাঃ)

---

(১) তাৎপর্য্য—এইরূপ উপাসকের নিকট কখনও যদি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কোন লোক আসিয়া "আমি তোমার গৃহে বাস করিব" বলিয়া বাসস্থান প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিবে, এবং তাহার ভক্ষণ-যোগ্য অন্নও দিবে ; বাসার্থীকে কখনও ফিরাইয়া দিবে না ; এবং বাসস্থান দিয়া উপবাসীও রাখিবে না, ইহা গৃহস্থমাত্রেরই অবশ্য পালনীয় ব্রতবিশেষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহার পর, অন্নদানের কালে গৃহস্থ সেই অভ্যাগতের প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজ্ঞাঃ (উপাসনানি) [উচ্যন্তে—] বৃষ্টৌ - : (অন্নাদিদ্বারা তৃপ্তিসাধনত্বাৎ তৃপ্তিঃ) ইতি, বিদ্যুতি বলম্ ইতি—॥ ২ ॥ ॥

মূলানুবাদ—যিনি এইরূপে ..ন্নদান ও অন্ন-মাহাত্ম্য জানেন, [তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল লাভ করেন]। এখন প্রকারান্তরে ব্রহ্মোপাসনা বর্ণিত হইতেছে—বাক্যে ক্ষেমরূপে, প্রাণ ও অপান বায়ুতে যোগক্ষেমরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে, পাদদ্বয়ে গতিরূপে এবং মলদ্বারে ত্যাগরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এ সমস্ত উপাসনা মনুষ্য-সম্পর্কিত ; অতঃপর দৈবী উপাসনা [কথিত হইতেছে—] বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—য এবং বেদ—য এবমন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং বেদ, তদ্দানস্য চ ফলং, তস্য যথোক্তং ফলমুপনমতে। ইদানীং ব্রহ্মণ উপাসন-প্রকার উচ্যতে।—ক্ষেম ইতি বাচি।১

ক্ষেমো নামোপাত্তপরিরক্ষণং, ব্রহ্ম বাচি ক্ষেমরূপেণ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। যোগক্ষেম ইতি, যোগোঽনুপাত্তস্যোপাদানম্। তৌ হি যোগক্ষেমৌ প্রাণাপানয়োর্ব্বলবতোঃ সতোর্ভবতো যদ্যপি, তথাপি ন প্রাণাপাননিমিত্তাবেব ; কিন্তর্হি ? ব্রহ্মনিমিত্তৌ। তস্মাদ্ ব্রহ্ম যোগক্ষেমাত্মনা প্রাণাপানয়োঃ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। এবমুত্তরেষ্বন্যেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যম্। ২

কর্ম্মণো ব্রহ্মনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাদ্ধস্তয়োঃ কর্ম্মাত্মনা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতমুপাস্যম্। গতিরিতি পাদয়োঃ, বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইত্যেতা মানুষীঃ মনুষ্যেষু ভবাঃ মানুষ্যাঃ সমাজ্ঞাঃ, আধ্যাত্মিক্যঃ সমাজ্ঞাঃ জ্ঞানানি বিজ্ঞানান্যুপাসনানীত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং দৈবীঃ দৈব্যো দেবেষু ভবাঃ সমাজ্ঞা উচ্যন্তে। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বৃষ্টেরন্নাদিদ্বারেণ তৃপ্তিহেতুত্বাদ্ব্রহ্মৈব তৃপ্ত্যাত্মনা বৃষ্টৌ ব্যবস্থিতমিত্যুপাস্যম্। তথা অন্যেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যম্। তথা বলরূপেণ বিদ্যুতি ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

যেরূপ আদর দেখাইবে, ঠিক সেইরূপ আদরের সহিতই তিনি সকল স্থানে অন্নলাভ করিবেন। অনাদর-পূর্ব্বক দান করিলে, তিনিও যখন যেখানে যাহা কিছু অন্ন পাইবেন, অনাদর-পূর্ব্বকই পাইবেন। অতএব অভ্যাগতকে যেমন বাসস্থান দিতে হইবে, তেমনি অন্নও দিতে হইবে, তেমনি আবার আদর পূজাও প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহার ফলে ক্রমে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়,এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার লাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ—'য এবং বেদ' অর্থ যে লোক উক্ত প্রকারে অন্নের মাহাত্ম্য এবং অন্নদানের যথোক্ত ফল জানেন, তাহার উক্তপ্রকার ফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর ব্রহ্মোপাসনার প্রকারভেদ কথিত হইতেছে,—'ক্ষেম ইতি বাচি' ইতি ॥১॥

ক্ষেম অর্থ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ। ব্রহ্মই বাক্যেতে ক্ষেমরূপে অবস্থিত, এইরূপ তাঁহার উপাসনা করিবে। 'যোগক্ষেম ইতি।' যোগ অর্থ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি; যদিও বলশালী প্রাণ ও অপান বায়ু বিদ্যমান থাকিলেই উক্ত যোগ-ক্ষেম সম্পাদন সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি [বুঝিতে হইবে যে,] কেবল প্রাণাপানই ঐ উভয়ের স্থিতিকারণ নহে, তবে কি না, ব্রহ্মই উহাদের স্থিতির মুখ্য কারণ। সেই জন্য, ব্রহ্মই যোগ-ক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপে উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ পরবর্ত্তী স্থান-সমূহেও ব্রহ্মকেই তত্তৎরূপে উপাস্য বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

কর্ম্মমাত্রই ব্রহ্মদ্বারা সম্পাদিত হয়; এইজন্য, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। পাদদ্বয়ে গতিরূপে, এবং পায়ুতে (মলদ্বারে) বিমুক্তিরূপে (মলাদি-ত্যাগরূপে) উপাসনা করিবে। এ সমুদয় হইতেছে মনুষ্য-সম্পর্কিত—মানুষী সমাজ্ঞা—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ উপাসনাত্মক বিজ্ঞান। অতঃপর দৈবী সমাজ্ঞা অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা-প্রকার কথিত হইতেছে। বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে অধিষ্ঠিত; কারণ, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, সেই অন্নদ্বারা লোকের তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মই সেই তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে অবস্থিত আছেন, এইরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। অন্যান্য বিষয়েও তত্তৎরূপে ব্রহ্মই উপাস্য। এইরূপ বিদ্যুতের মধ্যে বলরূপে [অধিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে।] ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

সরলার্থঃ—পশুষু যশ ইতি, নক্ষত্রেষু জ্যোতিঃ ইতি, উপস্থে (জননেন্দ্রিয়ে) প্রজাতিঃ (পুত্রাদিজন্ম), অমৃতম্ (অনাদিজাতা তৃপ্তিঃ), আনন্দঃ (পুত্রজননদ্বারা ঋণশোধনজং সুখম্), ইতি (অনেন প্রকারেণ ব্রহ্ম উপাস্যম্)। তথা আকাশে সর্ব্বম্ ইতি (আকাশে যৎসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তৎসর্ব্বং ব্রহ্মৈব ইত্যনেন প্রকারেণ), তৎ (ব্রহ্ম) প্রতিষ্ঠা (সর্ব্বাধারঃ) ইতি উপাসীত। [সর্ব্বত্র উপাস্যম্ উপাসীত বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্থং ক্রিয়া যোজনীয়া]। [উপাসনায়াঃ ফলমুচ্যতে] [যথোক্তোপাসকঃ] প্রতিষ্ঠাবান্ (অন্যেষাম্ আশ্রয়ঃ) ভবতি। তৎ (ব্রহ্ম) মহঃ (চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ,জ্যোতিঃ বা) ইতি (অনেন প্রকারেণ) উপাসীত। [ততশ্চ] মহান্ (মহত্ত্বগুণবান্,জ্যোতিষ্মান্ বা) ভবতি। তৎ (ব্রহ্ম) মন ইতি (মননরূপেণ) উপাসীত। [তেন চ উপাসকঃ] মানবান্ (মননসমর্থঃ, মাননীয়ঃ বা) ভবতি ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

মূলানুবাদ—পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতিঃস্বরূপে, উপস্থনামক জননেন্দ্রিয়ে প্রজাতিরূপে (পুত্রাদি উৎপাদনরূপে), অমৃতরূপে (আলিঙ্গনাদিজনিত তৃপ্তিরূপে), এবং পুত্রোৎপত্তির ফলে ঋণপরিশোধজনিত আনন্দরূপে, আর আকাশে অবস্থিত সর্ব্ব বস্তু-রূপে, এবং প্রতিষ্ঠা বা সর্ব্বাধার রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক প্রতিষ্ঠাবান্ (সকলের আশ্রয়) হন। পুনশ্চ, সেই ব্রহ্মকে মহরূপে (মহ অর্থ ব্যাহৃতি বা জ্যোতিঃ, তদ্রূপে) উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসকও মহত্ত্ব বা তেজস্বিতা লাভ করেন। তাহাকে মনঃ অর্থাৎ চিন্তাবৃত্তিরূপে উপাসনা করিবে। তাহা দ্বারা উপাসক নিজেও,মানবান্ (চিন্তাশক্তিসম্পন্ন) হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যশোরূপেণ পশুষু। জ্যোতীরূপেণ নক্ষত্রেষু। প্রজাতিঃ অমৃত-মমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, পুত্রেণ ঋণবিমোক্ষদ্বারেণানন্দঃ সুখমিত্যেতৎ সর্ব্বমুপস্থনিমিত্তং-ব্রহ্মৈব,অনেনাত্মনা উপস্থে প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। সর্ব্বং হি আকাশে প্রতিষ্ঠিতম্; অতো যৎ সর্ব্বমাকাশে,তদ্‌ব্রহ্মৈবেত্যুপাস্যম্। তচ্চাকাশং ব্রহ্মৈব। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাগুণোপাসনাৎ প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। এবং পূর্ব্বেষপি ।১।

যদ্ যত্রাধিগতং ফলং, তদ্ব্রহ্মৈব, তদুপাসনাৎ তদ্বান্ ভবতি, ইতি দ্রষ্টব্যম্। শ্রুত্যন্তরাচ্চ "তং যথাযথোপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহঃ মহত্ত্বগুণবৎ তদুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মননং মনঃ, মানবান্ ভবতি মননসমর্থো ভবতি ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রমণ্ডলে জ্যোতিঃস্বরূপে [ব্রহ্মের উপাসনা করিবে]। প্রজাতি-অমৃত অর্থ—অমৃতত্ব-প্রাপ্তি (তৃপ্তিলাভ), আর পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ হওয়ায় যে সুখ হয়, তাহাই আনন্দ; উপস্থই (জননেন্দ্রিয়ই) এ সমস্তের নিদান; এ সমস্তই বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ; এইরূপে উপস্থে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। সমস্ত বস্তুই আকাশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থিত আছে ; অতএব আকাশে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। সেই সর্ব্বাধার আকাশও ব্রহ্মই, (তদতিরিক্ত নহে) ; অতএব আকাশকে 'সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা' বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রতিষ্ঠাগুণের উপাসনা হেতু উপাসকও প্রতিষ্ঠাবান্ হন। অন্য সকল স্থানেও এই প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে। ১।

যেখানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহাও ব্রহ্মই ; সুতরাং তাদৃশ উপাসনার ফলে উপাসকও তাদৃশ ফলই লাভ করিয়া থাকেন, ইহা বুঝিতে হইবে। যেহেতু অপর শ্রুতি বলিতেছেন—'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যেভাবে যেভাবে উপাসনা করে, উপাসক সেইরূপই হইয়া থাকেন।' তাঁহাকে 'মহ' এইরূপে উপাসনা করিবে। মহ অর্থ মহত্ত্ব গুণসম্পন্ন, তাঁহার উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক মহান্ হন। তাঁহাকে 'মন' বলিয়া উপাসনা করিবে। মন অর্থ মনন (চিত্তাবৃত্তি)। মানবান্ হন অর্থাৎ মনন করিতে সমর্থ হন ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্য্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ॥ ৪। ৫৩॥

সরলার্থঃ—তৎ (ব্রহ্ম) নম ইতি উপাসীত। [তথোপাসনাৎ] কামাঃ (ভোগ্যা বিষয়াঃ) অস্মৈ (উপাসকায়) নম্যন্তে (উপনতা ভবন্তি)। তৎ (ব্রহ্ম) ব্রহ্মেতি (প্রভুশক্তিমৎ ইতি) উপাসীত। [ততশ্চ] [উপাসকঃ] ব্রহ্মবান্ (প্রভুশক্তিসম্পন্নঃ) ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমর ইতি উপাসীত (পরিম্রিয়ন্তে বিনশ্যন্তি অস্মিন্ বিদ্যুৎ বৃষ্টিঃ চন্দ্রঃ আদিত্যঃ অগ্নিশ্চ ইতি পরিমরঃ—বায়ুঃ, সচ আকাশেন মিলিত ইতি আকাশ এব ব্রহ্মণঃ পরিমরত্বেনোপাস্যঃ)। এবম্ (উপাসকং) দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ (শত্রবঃ বাহ্যাঃ আন্তরাঃ বা কামাদয়ঃ) পরিম্রিয়ন্তে (বিনশ্যন্তি)। [তথা] যে অস্য (উপাসকস্য) অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ শত্রবঃ, [তে অদ্বিষন্তোঽপি ম্রিয়ন্তে ইতি শেষঃ]। [ইদানীমুক্তার্থমুপসংহরতি] যঃ চ অয়ং পুরুষে, যশ্চ অসৌ আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ পরমাত্মা], সঃ একঃ (অভিন্নঃ)। ব্যাখ্যাতমন্যৎ ॥ ৪ ॥ ৫৩ ॥

মূলানুবাদ—তাঁহাকে 'নমঃ' বলিয়া উপাসনা করিবে ; তাহার ফলে সমস্ত কাম্য বিষয় তাহার নিকট উপনত হয়। তাঁহাকে ব্রহ্ম—প্রভুশক্তিবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মবান্ হন। তাঁহাকে ব্রহ্ম-পরিমর আকাশরূপে উপাসনা করিবে; তাহার ফলে উপাসকের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন শত্রুগণ মরিয়া যায় এবং যাহারা বিদ্বেষ না করিয়াও শত্রুদলভুক্ত, তাহারাও বিনষ্ট হয়। পুরুষের মধ্যেও সেই যে পরমাত্মা, এবং আদিত্যমণ্ডলেও যে পরমাত্মা, এই উভয়ই বস্তুতঃ এক—অভিন্ন ॥ ৪ । ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—তৎ নমইত্যুপাসীত। নমনং নমঃ নমনগুণবৎ তদুপাসীত। নম্যন্তে প্রহ্বীভবন্তি, অস্মৈ উপাসিত্রে কামাঃ—কাম্যন্ত ইতি ভোগ্যা বিষয়া ইত্যর্থঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্ম পরিবৃঢ়তমমিত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ তদ্‌গুণো ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ—পরিম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ পঞ্চ দেবতাঃ বিদ্যুদ্‌বৃষ্টিশ্চন্দ্রমা আদিত্যোঽগ্নিরিত্যেতাঃ। অতো বায়ুঃ পরিমরঃ, শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ। স এবায়ং বায়ুরাকাশেনানন্যঃ, ইত্যাকাশো ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ, তমাকাশং বায়্বাত্মানং ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। ১

এনমেবংবিদং প্রতিস্পর্দ্ধিনঃ দ্বিষন্তঃ অদ্বিষন্তোঽপি সপত্না যতো ভবন্তি, অতো বিশিষ্যন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্না ইতি। এনং দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ তে পরিম্রিয়ন্তে প্রাণান্ জহতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যে চাপ্রিয়া অস্য ভ্রাতৃব্যাঃ, অদ্বিষন্তোঽপি, তে চ পরিম্রিয়ন্তে। "প্রাণো বা অন্নং শরীরমন্নাদম্" ইত্যারভ্য আকাশান্তস্য কার্য্যস্যৈব অন্নান্নাদত্বমুক্তম্। উক্তং নাম—কিং তেন? তেনৈতৎ সিদ্ধং ভবতি—কার্য্যবিষয় এব ভোজ্যভোক্তৃত্বকৃতঃ সংসারঃ, নত্বাত্মনীতি; আত্মনি তু ভ্রান্ত্যো-পর্য্যতে। নন্ব আত্মাপি পরমাত্মনঃ কার্য্যম্, ততো যুক্তস্তস্য সংসার ইতি। ন; অসংসারিণ এব প্রবেশশ্রুতেঃ। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাকাশাদিকারণস্য হি অসংসারিণ এব পরমাত্মনঃ কার্য্যেষ্বনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে। তস্মাৎ কার্য্যানুপ্রবিষ্টো জীব আত্মা পর এবাসংসারী। সৃষ্ট্বা অনুপ্রাবিশদিতি সমান-কর্ত্তৃত্বোপপত্তেশ্চ। সর্গপ্রবেশক্রিয়য়োশ্চৈকশ্চেৎ কর্ত্তা, ততঃ ক্ত্বাপ্রত্যয়ো যুক্তঃ। ৩।

প্রবিষ্টস্য তু ভাবান্তরাপত্তিরিতি চেৎ; ন, প্রবেশস্যান্যার্থত্বেন প্রত্যাখ্যাতত্বাৎ। "অনেন জীবেন" ইতি বিশেষশ্রুতেঃ। ধর্ম্মান্তরেণানুপ্রবেশ ইতি চেৎ; ন, "তত্ত্বমসীতি" পুনস্তদ্ভাবোক্তেঃ। ভাবান্তরাপন্নস্যৈব তদপোহার্থা সম্পদিতি চেৎ; ন, "তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বম্ অসি" ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ। দৃষ্টং জীবস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ; ন, উপলব্ধুরনুপলভ্যত্বাৎ। সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মোপলভ্যত-ইতি চেৎ; ন, ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিণোঽব্যতিরেকাৎ কর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ। উষ্ণপ্রকাশয়োর্দাহ্য-প্রকাশ্যত্বানুপপত্তিবৎ। ৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রাসাদিদর্শনাদ্দুঃখিত্বাদ্যনুমীয়ত ইতি চেৎ ; ন, ত্রাসাদের্দ্দুঃখস্য চোপলভ্যমানত্বান্নোপলব্ধৃধর্ম্মত্বম্। কাপিলকাণাদাদিতর্ক-শাস্ত্রবিরোধ ইতি চেৎ; ন, তেষাং মূলাভাবে বেদবিরোধে চ ভ্রান্তত্বোপপত্তেঃ। শ্রুত্যুপপত্তিভ্যাঞ্চ সিদ্ধমাত্মনোঽসংসারিত্বম্। একত্বাচ্চ। কথমেকত্বমিতি ? উচ্যতে—স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসাবাদিত্যে, স এক ইত্যেবমাদি পূর্ব্ববৎ। ৪ ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তাঁহাকে 'নম' বলিয়া উপাসনা করিবে। নম অর্থ নমন (নত হওয়া)। সেই নমনগুণযুক্ত বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। কাম-সমূহ অর্থাৎ ভোগ্যরূপে প্রার্থনীয় বিষয়-সমূহ সেই উপাসকের নিকট উপনত হয়, অর্থাৎ বশীভূত থাকে। 'তদ্ব্রহ্ম ইতি উপাসীত', এ কথার অর্থ—ব্রহ্মকে প্রধান বা প্রভু বলিয়া উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক ব্রহ্মবান্ অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মগুণসম্পন্ন হন। বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি, এই পাঁচটী দেবতা যাহার মধ্যে লীন হইয়া থাকে, তাহার নাম 'পরিমর'। উক্ত পঞ্চ দেবতা বায়ু-মধ্যে এইরূপে থাকেন বলিয়া বায়ুর নাম পরিমর, অন্য শ্রুতিতেও বায়ুর পরিমরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। সেই বায়ু আবার আকাশ হইতে অপৃথক্; এইজন্য আকাশ হইতেছে—ব্রহ্মের পরিমর। অতএব বায়ু হইতে অপৃথগ্‌ভূত আকাশকে ব্রহ্মের পরিমর বলিয়া উপাসনা করিবে। ১

এবংবিধ উপাসকের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী দ্বেষসম্পন্ন শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে। শত্রুর মধ্যেও দ্বেষবিহীন লোক থাকিতে পারে, এইজন্য শত্রুর 'দ্বিষন্তঃ' (দ্বেষকারী) বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আরও; তাহার প্রতি যে সকল শত্রু দ্বেষ করে না, তাহারাও প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। ২

এ পর্য্যন্ত 'প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নাদ' এই হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত যত কিছু কার্য্য বা সৃষ্ট বস্তু আছে, সে সমস্ত 'অন্ন' ও 'অন্নাদ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাল, উক্ত ত হইয়াছে, তাহাতে কি হইল ? হাঁ, তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই যে, ভোগ্য-ভোক্তৃভাবঘটিত (একটী ভোগ্য, অপরটী তাহার ভোক্তা, এইরূপ ভাবে কল্পিত) সংসার, তাহা কেবল কার্য্য-জগতেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু আত্মাতে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই; কেবল ভ্রান্তি-বশত আত্মাতে সেই ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের উপচার বা আরোপ হয় মাত্র। ভাল কথা, আত্মাও ত (জীবও ত) পরমাত্মারই কার্য্য, অর্থাৎ জীবাত্মা ত পরমাত্মা হইতেই আসিয়াছে; সুতরাং তাহাকে আকাশাদির ন্যায় পরমাত্মার কার্য্য বলা যাইতে পারে, অতএব তাহার পক্ষে সংসার-সম্বন্ধ ত যুক্তিযুক্তই হয়। না, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। কারণ, শ্রুতিতে অসংসারীরই প্রবেশের কথা আছে। 'তিনি আকাশাদি পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি বাক্যে আকাশাদি কার্য্য-প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ অসংসারী (ভোক্তৃভাবরহিত) পরমাত্মারই কার্য্য-মধ্যে প্রবেশ শ্রুত আছে। অতএব বলিতে হইবে যে, দেহাদি কার্য্য-মধ্যে প্রবিষ্ট জীবাত্মা বস্তুতঃ অসংসারী পরমাত্মাই; নচেৎ 'সৃষ্টি করিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইলেন' এই বাক্যে সমানকর্তৃত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রবেশের 'এককর্তৃকত্ব' উপপন্ন হইতে পারে না। যিনি সৃষ্টির কর্ত্তা, তিনিই যদি প্রবেশের কর্ত্তা হন, তাহা হইলেই 'ক্ত্বা' প্রত্যয় (সৃষ্ট্বাপদ) হইতে পারে, নচেৎ নহে। [কারণ, এককর্তৃকত্ব অর্থেই 'ক্ত্বা' প্রত্যয় বিহিত আছে। ৩]

যদি বল, প্রবেশের পরে, জীবের অবস্থান্তরও ঘটিতে পারে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রবেশের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার, (ভাবান্তর-প্রাপ্তি নহে;] সুতরাং তাহা দ্বারাই এ আপত্তি বা আশঙ্কা খণ্ডিত হইয়া যায়। যদি বল, সৃষ্টি-বাক্যে 'অনেন জীবেন' এইরূপ বিশেষ অবস্থার উল্লেখ থাকায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-পূর্ব্বকই প্রবেশ বুঝা যাইতেছে; না, তাহাও নহে; কেন-না, 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যে পুনরায় তৎস্বরূপেরই উল্লেখ হইয়াছে। যদি বল, ভাবান্তরপ্রাপ্তেরই প্রবেশ বুঝাইতেছে, এবং পরমাত্মস্বরূপের নিরাকরণের জন্যই এই বিষয়ের প্রসঙ্গ; না, তাহাও বলিতে পার না; কেননা [এই প্রকরণেই] 'তিনি সত্যস্বরূপ' 'তিনিই আত্মা' এবং 'তুমি (শ্বেতকেতু) তৎস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যে জীব ও পরমাত্মার সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি রহিয়াছে। [কাজেই প্রবেশের পূর্ব্বে ভাবান্তর-প্রাপ্তি বলিতে পারা যায় না]। যদি বল, জীবের সংসারভাব ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ; না; সে কথাও সত্য নহে; কারণ, জীব নিজেই যখন উপলব্ধির কর্ত্তা (জ্ঞাতা), তখন সে নিজেই নিজকে উপলব্ধি করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, জীব উপলব্ধিই করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে কখনও উপলভ্য—উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। ভাল, [জীব স্বরূপতঃ উপলভ্য না হইলেও] সংসারবিশিষ্ট রূপে ত উপলব্ধির বিষয় (উপলভ্য) হইতে পারে? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ধর্ম্মমাত্রই ধর্ম্মী হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ সংসারিত্বরূপ ধর্ম্মটী জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং তোমার মতে জীব সংসারধর্ম্মী (সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট), কিন্তু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী যখন পৃথক্ পদার্থ নহে, তখন সংসারধর্ম্ম কখনই (জীবের পক্ষে) উপলব্ধির কর্ম্ম উপলভ্য হইতে পারে না। উষ্ণ পদার্থ যেমন দাহ্য হয় না, এবং প্রকাশস্বভাব পদার্থও যেমন অপরের প্রকাশ্য হয় না, ইহাও তদ্রূপ। ৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি বল, আত্মাতে যখন ত্রাস ও ভয় প্রভৃতির সম্ভাব দেখা যায়,তখন আত্মাতে সংসারধর্ম্ম-দুঃখাদি থাকাও অনুমিত হয়; [এবং আত্মাই তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকে; সুতরাং আত্মধর্ম্মেরও উপলভ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।] না, তাহা নহে; কারণ, ত্রাস ভয়াদি ও দুঃখ প্রভৃতির উপলব্ধি হয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে (১)।

যদি বল, তথাপি কপিল ও কণাদ্ প্রভৃতির প্রণীত তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, [কারণ, তাঁহারা আত্মার সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন।] না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যখন ছিন্নমূল বা অমৌলিক, এবং বেদবিরুদ্ধ, তখন তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলা অসঙ্গত হয় না। আত্মার অসংসারিত্বস্বভাব শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত, এবং একত্ব দ্বারাও সমর্থিত। ভাল, আত্মার একত্বই বা সিদ্ধ হয় কিসে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ আদিত্যে, স একঃ' এই শ্রুতি দ্বারা;—এই সকল শ্রুতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ৫৩ ॥

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়-মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাল্লোকান্ কামান্নী কাম-রূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

সরলার্থঃ—সঃ যঃ এবংবিৎ (যথোক্তবিদ্যাং জানাতি), [সঃ] অস্মাৎ লোকাৎ (পৃথিবী-লোকাৎ) প্রেত্য (বিরক্তো ভূত্বা) এতম্ (অনন্তরোক্তম্) অন্নময়ম্ আত্মানম্ (আত্মত্বেন কল্পিতম্ অন্নময়ং দেহম্) উপসংক্রম্য (জ্ঞাত্বা), [ততশ্চ] এতং প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতং মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতং বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, কামান্নী (কামতঃ অন্নং অস্য—কামনানুসারেণান্নবান্), কামরূপী (কামনানুসারেণ রূপাণি

---

(১) তাৎপর্য্য—আত্মার উপলভ্য রস গন্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহ যেমন আত্মার ধর্ম্ম নহে—অনাত্মার ধর্ম্ম, তেমনি ত্রাস ও দুঃখ প্রভৃতি বিষয়গুলিও আত্মার উপলভ্য বা অনুভবের বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহারাও আত্মার ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অনাত্মা—বুদ্ধির ধর্ম্ম, কাজেই ইহা দ্বারা পূর্ব্ব কথার বাধা ঘটে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহ্লন্) ইমান্ (ভূ-প্রভৃতীন্) লোকান্ অনুসঞ্চরন্, তথা এতৎ সাম (সর্ব্বতঃ সমং ব্রহ্ম) গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু, (অহো! অহো! অহো! ইতি পদত্রয়েণ লোকত্রয়ীস্থিতান্ প্রাণিনঃ সম্বোধয়ন্) আস্তে (তিষ্ঠতি)। (বিস্ময়াধিক্য-জ্ঞাপনার্থং পদত্রয়েঽপি প্লুতিঃ বিজ্ঞেয়া) ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

মূলানুবাদ—[এখন পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে—] সেই যে, এবংবিধ বিদ্যাসম্পন্ন লোক, তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দেহাদি সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি দূর করিয়া, প্রথমে এই অন্নময় আত্মাতে উপগত হন; পরে এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন; শেষে বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, তাহার পর যথেচ্ছ অন্নসম্পত্তি ও যথেচ্ছ রূপ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবী প্রভৃতি লোকে বিচরণ করেন এবং ব্রহ্মসাম্য কীর্ত্তন করত—হা-বু, হা-বু, হা-বু, এইশব্দ উচ্চারণ দ্বারা বিস্ময়প্রকাশপূর্ব্বক অবস্থান করেন ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—সর্ব্বম অন্নময়াদিক্রমেণানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্যৈতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যস্যা ঋচোঽর্থো ব্যাখ্যাতো বিস্তরেণ তদ্বিবরণভূতয়া আনন্দবল্ল্যা। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি তস্য ফলবচনস্য অর্থবিস্তারো নোক্তঃ—কে তে, কিংবিষয়া বা সর্ব্বে কামাঃ? কথং বা ব্রহ্মণা সহ সমশ্নুতে? ইত্যেতদ্বক্তব্যমিতীদমিদানীমারভ্যতে। ১

তত্র পিতাপুত্রাখ্যায়িকায়াং পূর্ব্ববিদ্যাশেষভূতায়াং তপো ব্রহ্মবিদ্যাসাধনমুক্তম্; প্রাণাদেরাকাশান্তস্য চ কার্য্যস্যান্ন'ন্নাদত্বেন বিনিয়োগশ্চোক্তঃ; ব্রহ্মবিষয়োপাসনানি চ। যে চ সর্ব্বে কামাঃ প্রতিনিয়তানেকসাধনসাধ্যা আকাশাদিকার্য্যভেদবিষয়াঃ, এতে দর্শিতাঃ। একত্বে পুনঃ কাম-কামিত্বানুপপত্তিঃ, ভেদজাতস্য সর্ব্বস্যাত্মভূতত্বাৎ। তত্র কথং যুগপদ্ব্রহ্মস্বরূপেণ সর্ব্বান্ কামান্ এবংবিৎ সমশ্নুতে ইতি? উচ্যতে—সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ। ২

কথং সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তিঃ? ইত্যাহ—পুরুষাদিত্যস্থাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেন অপোহ্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ অবন্নময়াদীন্ আত্মনোঽবিদ্যাকল্পিতান্ ক্রমেণ সংক্রম্য আনন্দময়ান্তান্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম অদৃশ্যাদিধর্ম্মকং স্বাভাবিকমানন্দমজমমৃতমভয়মদ্বৈতং ফলভূতমাপন্ন ইমাঁল্লোকান্ ভূরাদীননুসঞ্চরন্নিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথমনুসঞ্চরন্? কামান্নী কামতোহন্নমস্যেতি কামান্নী; তথা কামতো রূপাণ্যস্যেতি কামরূপী; অনুসঞ্চরন্—সর্ব্বাত্মনা ইমাঁল্লোকানাত্মত্বেনানুভবন্, কিম্? এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। সমত্বাদ্ ব্রহ্মৈব সাম সর্ব্বানন্যরূপং গায়ন্ শব্দয়ন্ আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ লোকানুগ্রহার্থং তদ্বিজ্ঞানফলং চ অতীব কৃতার্থত্বং গায়ন্নাস্তে তিষ্ঠতি। কথম্? হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু। অহো ইত্যেতস্মিন্নর্থেঽত্যন্তবিস্ময়খ্যাপনার্থম্ ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—[এবংবিধ বিদ্বান্ পুরুষ] অন্নময়াদি পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মানন্দময় আত্মাকে লাভ করিয়া এই সাম (সমতাব্যঞ্জক শব্দ) গান করত অবস্থান করেন, এইরূপ বাক্য যোজনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদি মন্ত্রের বিবরণ বা ব্যাখ্যাস্বরূপ এই আনন্দবল্লীই এই মন্ত্রের অর্থ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মন্ত্রেরই ফলপ্রকাশক "সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই বাক্যের অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই যে, তাঁহারা কে? সমস্ত কাম ও কামের বিষয়ীভূত বিষয়সমূহ কি কি? এবং কি প্রকারেই বা ব্রহ্মের সহিত ভোগ করেন? সে সমুদয় কথাও বলা আবশ্যক; এইজন্য, এখন এই বাক্য আরব্ধ হইতেছে। ১

প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত বিদ্যারই শেষ বা অংশরূপে কল্পিত পিতা-পুত্রঘটিত উপাখ্যানে তপস্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বলা হইয়াছে; এবং প্রাণ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন পদার্থকেই অন্ন ও অন্নাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহার পর ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনাও কথিত হইয়াছে, আর আকাশাদি বিভিন্ন জন্য বস্তুবিষয়ে যে সমস্ত কামনা প্রতিনিয়ত অনেক-প্রকার সাধনসাপেক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমুদয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু একত্ব-পক্ষে উক্ত কাম-কামি-ভাব অর্থাৎ একজন কাময়িতা, তদ্ভিন্ন অপরে তাহার কাম্য, এইরূপ পার্থক্য-ব্যবহার সঙ্গত হয় না; যেহেতু ভেদ-প্রপঞ্চ সমস্তই তাহার আত্মভূত বা কাময়িতারই স্বরূপভূত। তাহা যদি হয়, তবে উক্ত-প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ একই সময়ে ব্রহ্মস্বরূপ সমস্ত কাম্য বিষয় কিরূপে ভোগ করিতে পারেন? অভিপ্রায় এই যে, যে সময়ে একাত্মবোধ থাকে, ঠিক সেই সময়েই কি করিয়া তাঁহার ভেদবুদ্ধিসাপেক্ষ সর্ব্ব-কামভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বাত্মভাব সম্ভবপর হয় বলিয়াই [তাহার ভোক্তৃত্বও সম্ভবপর হয়]। ২

ভাল, তাঁহার সর্ব্বাত্মভাবই বা সম্ভবপর হয় কিপ্রকারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ পুরুষ প্রথমে পুরুষ (জীবদেহ) ও আদিত্যমণ্ডলে আত্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একত্ব অবগত হন; সেই একত্ব-বিজ্ঞানের ফলে তদুভয়গত উৎকর্ষা-পকর্ষবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন,এবং ক্রমে ক্রমে স্বীয় অজ্ঞানবশে পরিকল্পিত অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্য্যন্ত পঞ্চ কোষে পর পর আত্মত্ব- স্থাপনপূর্ব্বক অবশেষে সর্ব্ববিজ্ঞানের ফলস্বরূপ অদৃশ্যত্বাদিগুণাবিশিষ্ট স্বাভাবিক (অকৃত্রিম) আনন্দস্বরূপ এবং জন্মজরামরণভয়রহিত ও সর্ব্ববিধ ভয়ের অবসানভূমি সত্য জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করত এই ভূঃপ্রভৃতি লোকে (ত্রিলোকে) বিচরণ করত—। 'বিচরণ' শব্দটী ব্যবধানে থাকিলেও এখানে তাহার সহিত অন্বয় করিতে হইবে। ৩

তিনি কি ভাবে সঞ্চরণ করেন? কামান্নী—ইচ্ছানুসারে অন্ন লাভ করিয়া এবং কামরূপী—ইচ্ছামত নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া অনুসঞ্চরণ করত অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সমস্ত জগৎ অবলোকন করত—কি [করেন]? এই সামগান-পূর্ব্বক অবস্থান করেন। সাম, অর্থ ব্রহ্ম; কেন-না, তিনিই সর্ব্বত্র সম (সমান)। লোকানুগ্রহার্থ সেই সর্ব্বসম আত্মৈকত্ব প্রচার করিয়া, এবং আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানের ফলস্বরূপ আপনার নিরতিশয় কৃতার্থতা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার অবস্থানের প্রকার কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে—হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু—এই প্রকারে (কীর্ত্তন করত অবস্থান করেন)। 'হা বু,' শব্দটী বিস্ময়প্রকাশক 'অহো' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিস্ময়ের আধিক্য-সূচনার নিমিত্ত প্লুত বা দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত—'হা ৩ বু' হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদো ৩ ঽহ-মন্নাদঃ। অহ ংশ্লোককৃদহ ংশ্লোককৃদহ ংশ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। পূর্ব্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ৩ ভায়ি। যো মা দদাতি, স ইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা ৩ ম্। সুবর্ন জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ৬ ॥ ৫৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

[ভৃগুস্তস্মৈ যতো বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব ত্রয়োদশান্নং প্রাণো মনো বিজ্ঞানং দ্বাদশ দ্বাদশানন্দো দশান্নং ন নিন্দ্যাদ্ ন পরি-চক্ষীতান্নং বহু কুর্ব্বীতৈকাদশৈকাদশ। ন কঞ্চনৈকষষ্টির্দশ ॥০॥ (অয়মংশঃ ক্বচি দধিকঃ পঠিতঃ)]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলার্থঃ—[অথ তস্য বিস্ময়প্রকারঃ প্রদর্শ্যতে—অহমিত্যাদিভিঃ]। অহং (তাদৃশবিদ্বান্) অন্নম্ অহমন্নম্ অহম্ অন্নম্। [বিস্ময়াধিক্যপ্রদর্শনায় ত্রিরুক্তিঃ, এবমন্যত্রাপি]। অহম্ অন্নাদঃ ৩, অহম্ অন্নাদঃ ৩, অহম্ অন্নাদঃ ৩। তথা, অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ ; (শ্লোকঃ অন্নান্নাদয়োঃ সংঘাতঃ চেতনাবান্ জীবদ্দেহঃ, তস্য কর্ত্তা)। অহং প্রথমজা (প্রথমজঃ—সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বমুৎপন্নঃ) ঋতা ৩ স্য (ঋতস্য প্লুতত্বাৎ দীর্ঘঃ, ঋতস্য সত্যস্যেত্যর্থঃ) [মূর্ত্তামূর্ত্তরূপস্য জগতঃ] দেবেভ্যঃ [চ] পূর্ব্বং (পূর্ব্ববর্ত্তী), অমৃতস্য (অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য) নাভিঃ (মধ্যং মুক্ত্যধিষ্ঠানম্) অস্মি (ভবামি)। [ইদানীং দানফলমুচ্যতে—] যঃ (জনঃ) মা (মাম্ অন্নরূপিণং) দদাতি (অন্নার্থিভ্যঃ প্রযচ্ছতি), সঃ [দাতা] ইৎ (ইত্থম্) এব (নিশ্চয়ে) মা ৩ (মাং) আবাঃ (অবতি যথাভূতং রক্ষতীত্যর্থঃ)। যঃ [পুনঃ] অন্নং মাম্ অদত্বা অত্তি (ভক্ষয়তি), অন্নম্ অদন্তং (ভক্ষয়ন্তং) তং (জনং) অহম্ অদ্মি (ভক্ষয়ামি)। তথা স্বঃ (আদিত্যঃ) 'ন' (ইব) জ্যোতীঃ (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) অহং বিশ্বং (সমস্তং) ভুবনং (জগৎ—জগদাত্মনা) অভ্যভবাম্ (অভিসম্যক্, ভবামি)। ইতি (ইত্থং বল্লীদ্বয়বিহিতা) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা উক্তা); যঃ এবং (যথোক্তরূপাম্ উপনিষদং) বেদ (সম্যক্ জানাতি), (তস্য মোক্ষঃ ফলং সিধ্যতীতিশেষঃ) ॥ ৬ ॥ ৫৫ ॥

এষা তৈত্তিরীয়ব্যাখ্যা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণোদীর্ণা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

মূলানুবাদ—[অতঃপর সেই বিদ্বানের বিস্ময়প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে—তিনি অনুভব করেন যে,] আমিই পূর্ব্বকথিত অন্ন, (বিস্ময়সূচনার্থ তিনবার উক্তি), আমিই পূর্ব্বোক্ত অন্নাদ ; আমিই শ্লোককৃৎ অর্থাৎ অন্ন ও অন্নাদের সমবায়ে যে, চেতন দেহসংঘাত রচিত হইয়াছে, আমিই তাহার কর্ত্তা এবং আমিই প্রথমোৎপন্ন স্থূল সূক্ষ্ম জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং আমিই অমৃতত্বের নাভিস্বরূপ অর্থাৎ অমৃতত্বনামক মোক্ষ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

যে লোক অন্নরূপী আমাকে অন্নার্থিগণের উদ্দেশ্যে দান করেন, তিনি এই ভাবেই—অন্নার্থীতে আমার সম্প্রদান দ্বারাই আমাকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ আত্মার সর্ব্বাত্মভাব পোষণ করেন ; আর যিনি অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া অন্ন ভক্ষণ করেন, আমি তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ষণ করি। আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ আমিই সমস্ত জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। ইহাই উপনিষৎ, অর্থাৎ অতীত তুইটী বল্লীর সারভূত ব্রহ্মবিদ্যা। যিনি এই উপনিষদ জানেন, তাঁহার মুক্তিফল লাভ হয় ॥ ৬।৫৫ ॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যাং দশমানুবাকব্যাখ্যা ॥১০॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কঃ পুনরসৌ বিস্ময় ইতি, উচ্যতে—অদ্বৈত আত্মা নিরঞ্জনোঽপি সন্ অহমেবান্নমন্নাদশ্চ। কিঞ্চ, অহমেব শ্লোককৃৎ। শ্লোকো নাম অন্নান্নদয়োঃ সঙ্ঘাতঃ, তস্য কর্ত্তা চেতনাবান্। অন্নস্যৈব বা পরার্থস্যান্নাদার্থস্য সতোঽনেকাত্মকস্য পারার্থ্যেন হেতুনা সঙ্ঘাতকৃৎ। ত্রিরুক্তির্ব্বিস্ময়ত্বখ্যাপনার্থা।

অহমস্মি ভবামি। প্রথমজাঃ প্রথমজঃ প্রথমোৎপন্নঃ। ঋতস্য সত্যস্য মূর্ত্তা-মূর্ত্তস্যাস্য জগতঃ দেবেভ্যশ্চ পূর্ব্বম্, অমৃতত্বস্য নাভিঃ অমৃতস্য নাভিঃ মধ্যং মৎসংস্থমমৃতত্বং প্রাণিনামিত্যর্থঃ। যঃ কশ্চিৎ মা মাম্ অন্নমন্নার্থিভ্যো দদাতি-প্রযচ্ছতি—অন্নাত্মনা ব্রবীতি, স ইৎ ইত্থমেব ইত্যর্থঃ, এবমবিনষ্টং যথাভূতং মাম্ আবাঃ অবতীত্যর্থঃ। যঃ পুনরন্যো মামদত্বা অর্থিভ্যঃ কালে প্রাপ্তেঽন্নমত্তি, তমন্নমদন্তম্ ভক্ষয়ন্তং পুরুষং অহমন্নমেব সংপ্রত্যদ্মি ভক্ষয়ামি। ২

অত্রাহ—এবং তর্হি বিভেমি সর্ব্বাত্মপ্রাপ্তের্মোক্ষাৎ; অস্তু সংসার এব. যতো মুক্তোঽপ্যহমন্নভূতঃ অদ্যঃ স্যামন্নস্যৈব। এবং মা ভৈষীঃ; সংব্যবহারবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বকামাশনস্য। অতীত্যায়ং সংব্যবহারবিষয়মন্নান্নাদাদিলক্ষণমবিদ্যাকৃতং বিদ্যয়া ব্রহ্মত্বমাপন্নো বিদ্বান্; তস্য নৈব দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরমস্তি, যতো বিভেতি; অতো ন ভেতব্যং মোক্ষাৎ। এবং তর্হি কিমিদমাহ—অহমন্নমহমন্নাদ ইতি? উচ্যতে—যোঽহমন্নান্নাদাদিলক্ষণঃ সংব্যবহারঃ কার্য্যভূতঃ স সংব্যবহারমাত্রমেব, ন পরমার্থবস্তু। স এবম্ভূতোঽপি ব্রহ্মনিমিত্তো ব্রহ্মব্যতিরেকেণাসন্নিতি কৃত্বা ব্রহ্মবিদ্যাকার্য্যস্য সর্ব্বভাবস্য স্তুত্যর্থমুচ্যতে অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহ-মন্নাদোঽহমন্নাদঃ' ইত্যাদি। অতো ভয়াদিদোষগন্ধোঽপ্যবিদ্যানিমিত্তঃ অবিদ্যোচ্ছেদাৎ ব্রহ্মভূতস্য নাস্তীতি। ৩

অহং বিশ্বং সমস্তং ভুবনং ভূতৈঃ সম্ভজনীয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ, ভবন্তীতি বা অস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনম্ অভ্যভবাম্ অভিভবামি পরেণেশ্বরেণ স্বরূপেণ। সুবর্ন জ্যোতীঃ, সুবঃ আদিত্যঃ, নকার উপমার্থে, আদিত্য ইব সকৃদ্বিভাতমস্মদীয়ং জ্যোতীঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ। ইতি বল্লীদ্বয়বিহিতোপনিষৎ পরমাত্মজ্ঞানম্। তামেতাং যথোক্তামুপনিষদং শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা ভৃগুবৎ তপো মহদাস্থায় য এবং বেদ তস্যেদং ফলং যথোক্তমোক্ষ ইতি॥ ৬॥ ৫৫॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দশমানুবাকভাষ্যম্॥ ১০॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

ভাষ্যানুবাদ—এই বিস্ময় আবার কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—অদ্বৈত আত্মা স্বরূপতঃ নিরঞ্জন বা নির্লেপ হইলেও এবং আমি তৎস্বরূপ হইলেও, আমিই অন্ন ও অন্নাদ। অধিকন্তু আমিই শ্লোককৃৎ। শ্লোক অর্থ—অন্ন ও অন্নাদের সংঘাত বা সম্মিলিতাবস্থা, তাহার কর্ত্তা—চেতনাসম্পন্ন। অথবা, অন্ন স্বভাবতই পরার্থ—অন্নভক্ষকের জন্য সৃষ্ট বলিয়াই অনেকাত্মক—অনেক অংশ-যুক্ত; এইজন্যই পরার্থ; পরার্থত্ব-নিবন্ধনই দেহসংঘাতের রচয়িতা। মূল শ্রুতিতে যে, এই কথার তিনবার উক্তি, তাহার উদ্দেশ্য বিস্ময়াধিক্য-প্রকাশন। ১

'অহম্ অস্মি' 'অহং' অর্থ—আমি, 'অস্মি' অর্থ হই।—প্রথমজা (প্রথমজ) প্রথমোৎপন্ন, ও 'ঋত' শব্দবাচ্য মূর্ত্তামূর্ত্ত (স্থূলসূক্ষ্ম) জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, আর অমৃতত্বের বা মোক্ষের নাভি—মধ্যস্থল অর্থাৎ প্রাণিগণের যে, অমৃতত্ব, তাহা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কোন লোক অন্নরূপী আমাকে অন্ন-প্রার্থী লোকের উদ্দেশ্যে প্রদান করে, অর্থাৎ আপনার অন্নাত্মভাব প্রকাশ করে, সেই দাতা এই ভাবেই অন্নকে অবিনষ্ট ও যথাযথরূপে রক্ষা করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অন্নের জন্য প্রার্থী লোককে অন্নদান করিলেই বস্তুতঃ অন্নরূপী আমাকে রক্ষা করা হয়। পক্ষান্তরে, অন্য যে লোক অর্থিগণের উদ্দেশ্যে অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া উপযুক্ত সময়ে অন্নভক্ষণ করে, সেই অন্নভক্ষককে অন্নরূপী সেই আমিই এখানে ভক্ষণ করিয়া থাকি। ২

মুমুক্ষু পুরুষ এখানে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—ভাল, এইরূপই যদি হয়, তবে সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে আমি ভয় পাইতেছি; মোক্ষের প্রয়োজন নাই, সংসারই আমার থাকুক, যেহেতু মুক্ত হইয়াও আমি অন্নরূপে অন্যের ভক্ষণীয় হইব! না, এরূপে ভয় পাইও না; কারণ, ভোগমাত্রই সাংব্যবহারিক—অজ্ঞানমূলক ব্যবহার-কল্পিত, উহা পারমার্থিক নহে। উক্ত বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে অবিদ্যাকৃত অন্ন ও অন্নভক্ষক ইত্যাদি ব্যবহারা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধিকার অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার আর দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই, যাহা হইতে ভয় হইবে; অতএব মোক্ষ হইতে ভয় করিতে নাই। ভাল, এইরূপ অভিপ্রায় হইলে 'আমি অন্ন, আমি অন্নাদ' ইত্যাদি বলা হয় কেন? ইহার উত্তর বলা হইতেছে—এই যে, অন্ন ও অন্নাদ প্রভৃতিরূপ অর্থাৎ এই যে, ভক্ষ্য-ভক্ষকাদি-কার্য্য-ব্যবহার, ইহা কেবল ব্যবহারই মাত্র, বস্তুতঃ ইহা পরমার্থ বা প্রকৃত সত্য বস্তু নহে। সেই ব্যবহার অপারমার্থিক হইলেও ব্রহ্মনিমিত্ত অর্থাৎ মূলতঃ ব্রহ্মই এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক; ব্রহ্মব্যতিরেকে এই ব্যবহারের অস্তিত্বই নাই, এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তির মহিমা-কীর্ত্তনের জন্য বলা হইতেছে—'অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্' এবং 'অহমন্নাদঃ, অহমন্নাদঃ, অহমন্নাদঃ' ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষের অবিদ্যা-সমুচ্ছেদ হওয়ায় অবিদ্যামূলক ভয়াদি দোষের গন্ধমাত্রও থাকে না। ৩

আমিই পরমেশ্বররূপে সমস্ত ভুবন—ব্রহ্মাদি প্রাণিগণের ভজনীয় (আরাধ্য), অথবা ভূতগণ যেখানে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। আদিত্যের ন্যায় আমাদের জ্যোতিঃ বা প্রকাশও সকৃদ্বিভাত অর্থাৎ নিত্য প্রকাশমান। 'সুবঃ ন' (সুবর্ন) এই 'ন' অক্ষরটী উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাই অতীত দুইটী বল্লীর সারভূত উপনিষৎ—পরমাত্ম-জ্ঞান। যিনি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া (১) এবং ভৃগুমুনির ন্যায় পরম তপস্যা অবলম্বন করিয়া এই উপনিষদ্ অবগত হন, তাঁহার ফল হয়—যথোক্তপ্রকার মোক্ষ-লাভ ইতি ॥৬॥৫৫॥

ইতি ভৃগুবল্লীর দশমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১০

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদের শাঙ্করভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥ ০ ॥

**সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥***

---

(১) তাৎপর্য্য—শান্ত অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়সংযমী, দান্ত অর্থ বহিরিন্দ্রিয়সংযমী, উপরত অর্থ সন্ন্যাসী, অথবা, বিধি অনুসারে কর্ম্মত্যাগী, তিতিক্ষু অর্থ—শীতগ্রীষ্ম সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, সমাহিত অর্থ—যোগাঙ্গ সমাধিযুক্ত।

* উপনিষদের প্রারম্ভে এই দুইটী শান্তি মন্ত্রের অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥
নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি॥
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্।
সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ॥
আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্॥

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্ ॥

॥ * ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥ * ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi